নিষ্পাপা বিশুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীকে প্রতিগ্রহণ কর। এ বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র দ্বিধা করিও না; আমি স্বয়ং তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি।”

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র অগ্নিদেবের মুখে এই সুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎকাল বক্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি গদ্গদস্বরে কহিলেন, “ভগবন্ লোকসাক্ষিন্! সীতা পবিত্রা হইলেও যখন তিনি দীর্ঘকাল রাবণের গৃহে বাস করিয়াছেন, তখন তাঁহার পরীক্ষা নিতান্তই প্রয়োজন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি তাঁহাকে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিলে লোকে আমাকে যার পর নাই কামুক, স্ত্রৈণ ও লোকাচারানভিজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিত। এইজন্যই আমি তৎকালে তাঁহার অগ্নিপ্রবেশ উপেক্ষা করিয়াছিলাম। নতুবা তিনি যে অনন্যহৃদয়া ও মদেকপরায়ণা তাহা আমার কিছুই অবিদিত নাই। এই বিশালাক্ষী সুন্দরী স্বতেজে রক্ষিতা; সাগর যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ রাবণও ইহাঁকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ঐ রাক্ষস যার পর নাই পাপাত্মা হইলেও প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ইহাঁকে কদাচ মনের দ্বারাও আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সরলা সতী রাবণের গৃহে যে অসহনীয় কষ্টপরম্পরা ভোগ করিয়াছেন, তাহা কখন ইহাঁর উপযুক্ত নহে। সূর্য্যের প্রভা কি কখন সূর্য্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? যাহা হউক জানকী যে যথার্থ পবিত্রা এ বিষয়ে এক্ষণে ত্রিলোকের লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তেজস্বী

পুরুষ যেরূপ কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও ইহাঁকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি অবশ্যই সীতাকে গ্রহণ করিয়া আপনার এবং হিতাকাঙ্ক্ষী লোকপালদিগের বাক্য রক্ষা করিব।"

এই বলিয়া বিজয়ী মহাবল রামচন্দ্র সীতাদেবীকে গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তিনি দেবগণের মুখে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণে এবং প্রাণাধিকা জানকীর সঙ্গমলাভে অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

একবিংশাধিকশততম সর্গ।

স্বর্গীয় দশরথের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ।

অনন্তর দেবাদিদেব মহেশ্বর রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র! তুমি সৌভাগ্যক্রমেই দুরাত্মা রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া ত্রিলোকের মহদ্ভয় দূর করিয়াছ। অতঃপর অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক দীন ভরত, দীনা কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে আশ্বাসিত করিয়া কিয়ৎকাল সাম্রাজ্যসুখ অনুভব ও সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন কর। পরে বংশোৎপাদন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মণগণকে ধন বিতরণ পূর্ব্বক

নির্ম্মল যশ সঞ্চয় করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিও। বীর! ঐ দেখ, এক্ষণে মহারাজ দশরথ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি মনুষ্যলোকে তোমার গুরু ছিলেন এবং তোমার ন্যায় পুত্রের গুণেই এক্ষণে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র! তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ভক্তিভাবে ইহাঁকে প্রণাম কর।"

ভগবান দেবাদিদেব এই বলিয়া বিরত হইলে, রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বিমানস্থ পিতৃদেবকে দেখিতে পাইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি দেখিলেন মহারাজা দশরথ দেহান্তে দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উজ্জ্বল প্রভায় চতুর্দ্দিকস্থ আকাশ উদ্ভাসিত করিতেছেন। মহীপতিও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের দর্শনলাভে অতুল আনন্দ অনুভব করিলেন এবং স্নেহভরে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "রাম! বলিতে কি, আমি যদিও স্বর্গে দেবগণের সমান হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, তথাপি তোমার বিরহে আমার তথায় কিছুমাত্র সুখ নাই। বৎস! আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে বঞ্চিত ও বনবাসী করিবার জন্য কৈকেয়ীর মুখে যে সমস্ত ক্রূর বাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। যাহা হউক, বৎস! অদ্য তোমাদিগের দুই ভ্রাতাকে কুশলে দেখিয়া ও আলিঙ্গন করিয়া হিমনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় আমার সমস্ত দুঃখ দূর হইল। কথিত আছে, কহল ঋষি তৎপুত্র অষ্টাবক্রকে প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন; সেইরূপ আমিও তোমার ন্যায় সুপুত্রকে

প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধার লাভ করিলাম। বৎস! আমি মনুষ্য-দেহে তোমাকে জানিতে পারি নাই; এক্ষণে জানিয়াছি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ; রাবণবধার্থই রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। যাহা হউক রাম! তুমি এক্ষণে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। অতঃপর দুঃখিনী কৌশল্যা বহুকালের পর বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত পুত্রধনকে পুনরায় গৃহে আগত দেখিয়া অশ্রুজল মার্জ্জনা করুন। অযোধ্যার পৌরবর্গ ও প্রজাগণও তোমাকে পুনরাগত ও স্বরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া সুখী হউক। আহা রাম! বৎস ভরত তোমার যার পর নাই অনুরক্ত, শুচিব্রত ও ধার্ম্মিক। আমি ইচ্ছা করি, তুমি সত্বর তাহার সহিত মিলিত হও। বৎস! তুমি আমার আদেশ পালনার্থ পতিপ্রাণা সীতা ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ দীর্ঘ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছ। সৌভাগ্যবশত এক্ষণে তোমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে; অধিকন্তু তুমি রাবণবধরূপ দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট ও অতুল যশ সঞ্চয় করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, অতঃপর রাজসিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘায়ু হও।"

রাজা দশরথ এই বলিয়া বিরত হইলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, আমি তাহা সমস্তই পালন করিব; কিন্তু আমার একটী নিবেদন আছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক সফল করুন। পূর্ব্বে আমার বনগমনকালে আপনি ক্রোধভরে আর্য্যা কৈকেয়ীকে কহিয়াছিলেন, 'পাপীয়সি! আমি তোকে ভরতের সহিত

পরিত্যাগ করিলাম।' পিতঃ! এক্ষণে যাহাতে আপনার এই ঘোর অভিসম্পাত তাঁহাদিগকে স্পর্শ না করে, তাহার উপায় করুন্।"

মহারাজ দশরথ, উদারচেতা রামচন্দ্রের এই বাক্যে যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা সফল করিলেন। অনন্তর দশরথ স্নেহভরে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি জগতে ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ। তন্নিবন্ধন তুমি ইহলোকে ধর্ম্ম ও বিপুল যশ সঞ্চয় করিলে এবং পরলোকেও স্বর্গ এবং মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! তুমি চিরকাল ভক্তি-ভাবে রামচন্দ্রের সেবা করিও। জানিও ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন; সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম—ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্রাদি লোকপাল, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণও ইহাঁকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে পূজা করিয়া থাকেন। ইনিই দেবগণের হৃদয়স্বরূপ অব্যক্ত ও অক্ষর ব্রহ্ম; দেবতারাও ইহাঁর গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন না। লক্ষ্মণ! তুমি বৈদেহীর সহিত ইহাঁর কায়মনোবাক্যে শুশ্রূষা করিয়া অক্ষয় ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ।"

মহারাজ দশরথ লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপে দণ্ডায়মানা সীতাদেবীকে "পুত্রি!" এই মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রামচন্দ্র যে প্রথমে তোমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না; জানিও ইনি তোমার হিতার্থেই সেই সমস্ত পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক বৎসে!

তুমি বিপদ্‌কালেও যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা অন্য নারীর পক্ষে অসাধ্য। তোমার এই পবিত্র চরিত্রের যশ জগতে অনন্তকাল কীর্ত্তিত হইবে। বৎসে! তোমার পতিসেবায় প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। তৎ-সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোন উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, পতিই স্ত্রীদিগের পরম দেবতা।"

রাজা দশরথ পুত্রদ্বয় ও সীতাদেবীকে এইরূপ উপ-দেশ দিয়া হর্ষভরে স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ।

ইন্দ্রের বরে ঋক্ষ ও বানরগণের পুনর্জীবন লাভ।

মহারাজ দশরথ স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, "রাম! আমাদিগের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না; বিশেষত তোমার কার্য্যে আমরা যার পর নাই প্রীত হই-য়াছি। অতএব এক্ষণে তোমার অভীষ্ট কি, ব্যক্ত কর; আমরা পূর্ণ করিব।"

দেবরাজ প্রসন্নচিত্তে এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র হর্ষভরে কহিলেন, "সুরনাথ! আপনারা যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার এই বক্ষ্যমান প্রার্থনা পূর্ণ করুন্। যে সকল পরাক্রান্ত বানর আমার কার্য্যার্থ দেহত্যাগ করিয়া যমসদনে গমন করিয়াছে, তাহারা আপনাদের প্রসাদে পুনর্জীবিত হইয়া উত্থিত হউক। যে সকল বানর আমার জন্য প্রাণসম পুত্রকলত্রের বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, আমি পুনরায় তাহাদিগকে আত্মীয়সমাগমে সুখী দেখিতে ইচ্ছা করি। প্রভো! ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গূলগণ মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করিয়া আমার জন্য ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে; এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে তাহারা পুনর্জীবিত, নীরোগ, ব্যথাশূন্য, আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত এবং বলপৌরুষে অন্বিত হউক। আর আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, ঐ সমস্ত বানর যথায় অবস্থিতি করিবে, তথায় যেন নদী সকল নির্ম্মল থাকে এবং ফল, মূল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

মহাত্মা রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে দেবরাজ প্রীতিভরে কহিলেন, "রামচন্দ্র! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা সফল হওয়া যার পর নাই দুষ্কর। কিন্তু আমি যখন একবার অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন উহা অবশ্যই সফল হইবে। এই মহাযুদ্ধে রাক্ষসদিগের হস্তে যে সমস্ত ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গূল নিহত হইয়াছে, তাহারা আমার বাক্যে পূর্ব্ববৎ নীরোগ ব্যথাশূন্য ও বলপৌরুষসম্পন্ন হইয়া সুপ্তো-

খিত ব্যক্তির ন্যায় উত্থিত হইবে এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিবে। আর ঐ সমস্ত বানর যথায় অবস্থিতি করিবে, তথায় নদী সকল নির্ম্মল থাকিবে এবং অকালে ফল, মূল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।”

দেবরাজ এইরূপ বরপ্রদান করিবামাত্র বানরগণ সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় অক্ষত ও বলসম্পন্নদেহে উত্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিকস্থ ব্যাপার অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়া গেল। এদিকে দেবগণ রামচন্দ্রকে কৃতার্থ দেখিয়া হর্ষভরে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “বীর! তুমি অতঃপর বানরগণকে বিদায় দাও এবং পতিপ্রাণা মৈথিলীকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। মহানুভব ভরত তোমার শোকে ব্রতচারী হইয়াছেন; তুমি তাঁহাকে, শত্রুঘ্নকে এবং মাতৃগণকে গিয়া দর্শন কর; অনন্তর রাজাসনে আরোহণ পূর্ব্বক পৌরবর্গকে আহ্লাদিত করিও।” এইরূপে দেবগণ রাম ও লক্ষ্মণকে আদেশ দিয়া সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানসমূহে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে রাম ও লক্ষ্মণ সৈন্যগণকে সেদিন তথায় অবস্থিতি করিবার অনুমতি দিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়পালিতা ঐ বিশাল সেনা শ্রীসৌন্দর্য্যে নিশানাথশোভিতা নিশার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ।

বিভীষণকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের সমীপে পুষ্পক রথ আনয়ন।

মহাত্মা রামচন্দ্র পরমসুখে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে রাক্ষসরাজ বিভীষণ জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! এক্ষণে অলঙ্কারিণী রমণীগণ সুগন্ধি তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ এবং বিবিধ দিব্য চন্দন ও মাল্য প্রভৃতি দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া আপনাকে স্নান করাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্।" তৎশ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন, "সখে! তুমি সুগ্রীবাদি বানরবীরগণকে সাদরে স্নান করাও। আমার নিজের এক্ষণে উহাতে আবশ্যক নাই। প্রাণাধিক ভ্রাতা ভরত চিরকাল সুখে প্রতিপালিত হইয়া, এক্ষণে আমার জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। বলিতে কি, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা কেকয়ীপুত্রের সহিত যতক্ষণ না সাক্ষাৎ করিতেছি, ততক্ষণ কি স্নান, কি বস্ত্রাভরণ, আমার কিছুতেই অভিলাষ নাই। কিন্তু সখে! অযোধ্যার পথ অতি দুর্গম; অতএব আমি যাহাতে তথায় সত্বর যাইতে পারি, তুমি এক্ষণে তাহার কোন উপায় কর।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে, বিভীষণ কহিলেন, "সখে! আপনি সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না;

আপনি যাহাতে সত্বর অযোধ্যায় যাইতে পারেন, আমি তাহার উপায় করিতেছি। আমার ভ্রাতা রাবণের পুষ্পক নামে এক সূর্য্যসন্নিভ উজ্জ্বল কামগামী দিব্য রথ আছে। ঐ রথ তিনি কুবেরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। আমি আপনার নিকটে উহা এখনই আনয়ন করিতেছি। আপনি ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এবং আর্য্যা জানকীর সহিত উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বল্পকাল মধ্যেই স্বদেশে গমন করিতে পারিবেন। কিন্তু দেব! এ দাসের একটী অভিলাষ আছে, তাহা আপনাকে পূরণ করিতে হইবে। যদি আমি আপনার অনুগ্রহযোগ্য হই, যদি আমার কোন অকিঞ্চিৎকর গুণ আপনার স্মরণ থাকে, যদি আমার সহিত আপনার সখ্যভাব সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে একদিবস সসৈন্যে লঙ্কায় অবস্থিতি করুন্। আমি আর্য্যা বৈদেহী ও লক্ষ্মণের সহিত একবার প্রাণ ভরিয়া আপনার অর্চ্চনা করিব। অনন্তর আপনি কল্য অযোধ্যায় গমন করিবেন। সখে! আমি আপনার প্রতি প্রীতি ও আদরবশত বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি—আদেশ করিতেছি না; দয়া করিয়া এ দাসের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।"

বিভীষণ বিনীতভাবে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র বানর ও রাক্ষসগণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, "সখে! আমি যে তোমার নিকটে বিপদের সময়ে সুমন্ত্রণা, যুদ্ধকালে কায়মনোবাক্যে সাহায্য এবং সকল সময়ে অকপট সৌহার্দ্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমি যথেষ্ট সৎকার জ্ঞান

করি। ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৎকার আর কি আছে? যাহা হউক, আমি তোমার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিতাম। কিন্তু সখে! প্রাণাধিক ভরতকে দেখিবার জন্য আমার মন যে কিরূপ উৎসুক হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব। সেই মহাত্মা আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চিত্রকূট পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন এবং চরণে ধরিয়া আমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে আমি তাঁহার কথা রক্ষা করি নাই। সখে! এই সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার প্রাণ যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছে। মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কেকয়ী, পরম সখা নিষাদরাজ গুহ, বন্ধুবর্গ এবং পৌর ও জানপদবর্গ ইহাঁদিগকে দেখিবার জন্যও আমি যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব সখে! আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি; তুমি দুঃখিত না হইয়া প্রসন্নমনে আমার গমনে অনুমোদন কর এবং সত্বর পুষ্পকরথ আনাইয়া দাও। বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আর এস্থানে অধিক বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।”

রামচন্দ্র ব্যগ্রভাবে এইরূপ কহিলে, বিভীষণ সত্বর সূর্য্যসঙ্কাশ উজ্জ্বল পুষ্পক রথ আনয়ন করিলেন। ঐ রথ বৈদূর্য্যবেদীশোভিত, কাঞ্চনচিত্রিত, পাণ্ডুরবর্ণ ধ্বজপতাকাসমূহে অলঙ্কৃত ও হেমপদ্মভূষিত। উহার মধ্যে মধ্যে সুবর্ণ ও রজতময় শালাগৃহসমূহ শোভা পাইতেছে। উহার মণি ও মুক্তা নির্ম্মিত গবাক্ষজালে ঘণ্টা ও কিঙ্কিণীসমূহ নিনাদিত হওয়াতে সুমধুর শব্দ উত্থিত হইতেছে। উহা উচ্চতায়

সুমেরুতুল্য এবং স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত। স্ফটিক ও বৈদূর্য্যনির্ম্মিত মহার্হ আস্তরণোপেত উৎকৃষ্ট আসনসমূহ উহাতে সজ্জিত ছিল। রাক্ষসরাজ বিভীষণ ঐ দুর্দ্ধর্ষ মনোগামী বিমান রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। রামচন্দ্রও ঐ পর্ব্বতাকার দিব্য রথ দর্শন করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের অযোধ্যাযাত্রা।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ সেই পুষ্পমালাপরিশোভিত পুষ্পক-রথ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! এক্ষণে আমাকে আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন্।" তৎশ্রবণে মহাতেজা রামচন্দ্র কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সস্নেহবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! এই সমস্ত মহাবল বানর তোমার ও আমার কার্য্যসাধনার্থ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া ঘোর যুদ্ধ করিয়াছে; ইহারা কখন সংগ্রামে বিমুখ হয় নাই। তুমি ইহাদিগকে অন্নপান, বিচিত্র বসনভূষণ এবং ধনরত্ন প্রদান দ্বারা পরিতৃপ্ত কর।

এরূপ করিলে, তোমারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে এবং ইহারাও পুরস্কার লাভে অতুল আনন্দ অনুভব করিবে। সখে! লোকে কহিয়া থাকে, তুমি দানশীল, দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় এবং যথান্যায়ে অর্থের সংগ্রহ করিয়া থাক; এইজন্য আমি তোমাকে রাজধর্ম্মবিষয়ে একটী উপদেশ দিতে সাহসী হইতেছি। যে রাজা দানমানাদি গুণহীন এবং যিনি অকারণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বলক্ষয় করেন, তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে অচিরেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে।"

রামচন্দ্র এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে বিভীষণ বহুসংখ্যক রত্নাদি বিভাগদ্বারা বানরগণের সৎকার করিলেন। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র অতুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া সলজ্জা বৈদেহীকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দিব্য বিমানে আরূঢ় হইলেন এবং তথা হইতে প্রথমে কপিগণ, পরে সুগ্রীব এবং সর্ব্বশেষে বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক যথাক্রমে কহিলেন, "হে বানরবীরগণ! তোমরা বন্ধুর ন্যায় প্রাণপণে আমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আদেশ করিতেছি, স্ব স্ব অভীষ্টদেশে গমন কর। সখে সুগ্রীব! তুমি পরম ধার্ম্মিক; প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর যাহা কর্ত্তব্য, তুমি তাহা সমস্তই করিয়াছ। এক্ষণে স্বসৈন্যে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন করিয়া রাজ্যসুখ অনুভব কর। রাক্ষসরাজ বিভীষণ! তুমিও মদ্দত্ত লঙ্কারাজ্যে সুখে ও নির্ভয়ে বাস করিতে থাক। অতঃপর ইন্দ্রসহিত দেবগণও তোমার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবেন না। এক্ষণে আমি আমার পিতৃরাজ্য অযোধ্যায় গমন করিব; তোমাদের

সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি, তোমরা আমার গমনে অনুমোদন কর।”

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে বিভীষণ, সুগ্রীব এবং বানরগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “রামচন্দ্র! আমরাও অযোধ্যায় যাইতে অভিলাষ করি; অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা পরম আহ্লাদে তত্রত্য বন ও উপবনে বিচরণ করিব এবং অবশেষে আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, দেবী কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইব।” মহাত্মা রামচন্দ্র তাঁহাদের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “হে বন্ধুগণ! আমি যে বহুকালের পর অযোধ্যায় গমন করিতেছি, ইহাইত পরম আহ্লাদের বিষয়; তাহাতে আবার আমার সুহৃদ্‌গণ যে আমার সহিত গমন করিবেন, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? সখে সুগ্রীব! তুমি অবিলম্বে বানরগণের সহিত বিমানে আরোহণ কর। রাক্ষসরাজ! তুমিও অমাত্যবর্গের সহিত উত্থিত হও।”

রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অমাত্যসহিত বিভীষণ, সুগ্রীব ও বানরগণ ঐ দিব্য পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন। সকলে আরূঢ় হইলে, রামচন্দ্র রথচালনে অনুমতি করিলেন। অমনি অসংখ্য বানর ও রাক্ষসপরিপূর্ণ ঐ দিব্য রথ স্বর্গের একটী খণ্ডের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইল। তৎকালে বানরগণপরিবৃত রামচন্দ্রকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন যক্ষরাজ কুবের স্বগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছেন।

পঞ্চবিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক সীতাকে বহুদেশ প্রদর্শন।

অনন্তর ঐ হংসযুক্ত দিব্য বিমান রামচন্দ্রের আদেশে আকাশে উত্থিত হইয়া গম্ভীররবে বেগে গমন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চন্দ্রাননা সীতাকে মধুরবাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মৈথিলি! তুমি এতদিন যে স্থানে অবরুদ্ধা ছিলে, এই দেখ, সেই দ্বিতীয় কৈলাসোপম ত্রিকূটশিখরস্থিতা লঙ্কাপুরী; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ইহা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার এদিকে দেখ, নিহত বানর ও রাক্ষসদিগের রক্তমাংসে পরিপূর্ণ ঘোর যুদ্ধক্ষেত্র। সুন্দরি! এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত রাক্ষস প্রাণ হারাইয়াছে। এদিকে যে ঐ দাহভূমি দেখিতে পাইতেছ, ঐ স্থানে বলগর্ব্বিত রাবণ তোমার নিমিত্ত নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছে। ঐ স্থানে মহাবীর কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত নিহত হইয়াছে এবং ঐ ক্ষেত্রে রাক্ষস ধূম্রাক্ষ পবনকুমারের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে। ভীরু! ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে, ঐ স্থানে লক্ষ্মণ পরাক্রান্ত রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতকে এবং ঐ স্থানে বালিনন্দন অঙ্গদ রাক্ষস বিকটকে বধ করিয়াছেন। সরলে! এদিকে যে ঐ বিশাল ভূবিভাগ দেখিতে পাইতেছ, ঐ প্রদেশে বিকটদর্শন বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা

অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র এবং আরও অন্যান্য বহুসংখ্যক রাক্ষসবীর ঘোর যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। আমি মকরাক্ষকে ঐ স্থানে বিনাশ করিয়াছি। আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, ঐ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অকম্পন, শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, যজ্ঞশত্রু, সুপ্তঘ্ন, সূর্য্যশত্রু, ব্রহ্মশত্রু প্রভৃতি মহাকায় ও মহাবল রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে।

সুন্দরি! রাবণমহিষী মন্দোদরী শত সহস্র সপত্নীগণে বেষ্টিত হইয়া যে স্থানে মৃতপতির উদ্দেশে বিলাপ করিয়াছিলেন, এই সেই স্থান। আর আমরা লঙ্কায় আগমনকালে সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম, এই সেই পবিত্র সাগরতীর্থ। এই দেখ, বিশ্বকর্ম্মপুত্র নলকর্ত্তৃক সমুদ্রোপরি নির্ম্মিত সুদুষ্কর অদ্ভুত সেতু; ইহা যেন স্ত্রীলোকের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রিয়ে! এই আমরা দেখিতে দেখিতে অপার সাগরের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়াছি। আহা! কি চমৎকার দৃশ্য! দেখ, দেখ, শঙ্খশুক্তিসমাকুল মহাসাগর অনবরত কিরূপ গর্জ্জন করিতেছেন! মৈথিলি! ঐ দেখ, সমুদ্রের কুক্ষিদেশে সুবর্ণময় মৈনাকপর্ব্বত; মহাবীর হনূমানের সমুদ্রলঙ্ঘনকালে ইনি তাঁহার বিশ্রামার্থ জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছেন। আর সমুদ্রের উত্তরতীরে যে স্থানে আমরা সেনানিবেশ স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহা ঐ। ঐ পবিত্র স্থানে আমি সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়াছিলাম এবং তিনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া-

ছিলেন। দেবি! অতঃপর এই মহাপাতকনাশন পবিত্র তীর্থ সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত এবং ত্রিলোকের পূজিত হইবে। এই স্থানেই রাক্ষসরাজ বিভীষণের সহিত আমাদিগের মিলন হয়।

প্রাণাধিকে! এই আমরা চিত্রকাননা কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঐ অদূরে সুগ্রীবের রমণীয়া পুরী দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানে আমি মহাবল বালীকে বধ করিয়াছিলাম।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে সীতা প্রণয় ও লজ্জা বশত বিনীতবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, "আর্য্যপুত্র! আমার একটী অভিলাষ আছে; যদি কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে পূর্ণ করুন্। আমার, ইচ্ছা কপিরাজ সুগ্রীবের মহিষীগণ এবং অন্যান্য বানরবীরগণের পত্নীকুল সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন করি।" রামচন্দ্র সীতার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদসহকারে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! তোমার এই অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া তিনি ঐ স্থানে দিব্য বিমান স্থাপন পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সখে! তুমি বানরবীরগণকে স্ব স্ব স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিতে আদেশ কর এবং স্বয়ংও স্বীয় মহিষীগণকে লইয়া আইস। সীতাদেবী তাঁহাদের সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে সুগ্রীব বানরবীরগণ সমভিব্যাহারে শশব্যস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং

মহিষী তারাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! সীতাদেবীর প্রিয়কামনায় সখা রামচন্দ্র আদেশ করিয়াছেন, যে তোমাকে অন্যান্য বানরপত্নীগণের সহিত অযোধ্যায় যাইতে হইবে। অতএব ইহাতে আর অমত করিও না, সত্বর প্রস্তুত হও। এই উপলক্ষে তোমরা সুপ্রসিদ্ধা অযোধ্যানগরী এবং মহারাজা দশরথের মহিষীগণকেও দেখিতে পাইবে।" সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মহিষী তারা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং বানররমণীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে বানরমহিষীগণ! কপিরাজ সুগ্রীব আদেশ করিতেছেন, তোমরা স্ব স্ব স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যাগমনে সত্বর হও। এরূপ করিলে আমিও যার পর নাই আহ্লাদিত হইব। আমরা রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারে অযোধ্যাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য পৌর ও জানপদবর্গের ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিব এবং মহারাজা দশরথের মহিষীগণকে নিরীক্ষণ করিয়াও নয়ন চরিতার্থ করিব। বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে?" রাজমহিষী তারার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া বানরযোষিদ্‌গণ শশব্যস্তে বেশভূষাসম্পাদন পূর্ব্বক কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে বহির্গত হইল এবং সীতাদর্শনার্থ যার পর নাই উৎসুক হইয়া পুষ্পকরথ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিল। সকলে আরূঢ় হইলে দিব্য বিমানও পুনরায় আকাশে উত্থিত হইয়া বেগে গমন করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে পুষ্পকরথ ঋষ্যমূক পর্ব্বতসমীপে উপনীত হইল। তখন রামচন্দ্র পুনরায় সীতাকে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে! ঐ দেখ, অদূরে কাঞ্চননির্ম্মিত বিবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত ঋষ্যমূক পর্ব্বত সবিদ্যুৎ প্রকাণ্ড মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আমার সমাগম হইয়াছিল এবং আমি বালিবধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আর ঐ চিত্রকাননা সরোজশোভিতা পম্পাসরোবর। প্রাণাধিকে! তৎকালে আমি তোমার বিরহে অধীর হইয়া উহার তীরে যে কতই বিলাপ ও রোদন করিয়াছিলাম, তাহা আর বলিবার নহে। ঐ সরোবরেরই তীরে ধর্ম্মচারিণী শবরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় এবং আমি যোজনবাহু কবন্ধকে বিনাশ করি বৈদেহি! ঐ দেখ, পম্পার উত্তরতীরে যে বনস্পতি ন্যগ্রোধ শোভা পাইতেছে; ঐ বৃক্ষ মহাতেজা জটায়ুর আবাসস্থান ছিল। আর ঐ স্থানে তোমার জন্য সেই মহাত্মা পক্ষিবরের সহিত রাবণের ঘোর যুদ্ধ হয়। সুন্দরি! এই আমরা আমাদিগের পঞ্চবটীস্থ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, দেখ, আমাদিগের সেই সুরম্য পর্ণশালা এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দুরাত্মা রাবণ তোমাকে ঐ স্থান হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই প্রসন্নসলিলা সুরম্যা গোদাবরী; ঐ কদলীবনবেষ্টিত ভগবান অগস্ত্যের আশ্রমপদ এবং ঐ মহাতেজা শরভঙ্গের আশ্রম। ঐ স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। প্রিয়ে! দেখ, দেখ, আমাদিগের চিরপরিচিত তাপসগণ কেমন তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন! এদিকে কুলপতি ভগবান অত্রি তপোবলে অগ্নি বা সূর্য্যের ন্যায়

দীপ্তি পাইতেছেন। সরলে! তুমি এই স্থানে ধর্ম্মচারিণী তাপসী অত্রিপত্নীকে অবলোকন করিয়াছিলে এবং আমিও এই স্থানেই মহাকায় বিরাধকে বধ করিয়াছিলাম। এই আমরা রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে উপনীত হইলাম। আহা! এই স্থানে প্রাণাধিক ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। এই চিত্রকানন। সুরম্যা যমুনা ও মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই ত্রিপথগামিনী পবিত্রসলিলা গঙ্গা। ঐ শৃঙ্গবেরপুর; ঐ স্থানে পরম সখা গুহের সহিত আমার মিলন হইয়াছিল।

প্রিয়ে! অদ্য বহুকালের পর আমাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ঐ দেখ, দূরে আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রাণাধিকে! তুমি বহুকালের পর এই নগরীতে প্রবেশ করিবে, অতএব ভক্তিভাবে ইহাকে প্রণাম কর।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র বিরত হইলেন। সীতাদেবীও ভক্তি-ভাবে অযোধ্যাপুরীকে প্রণাম করিলেন। এদিকে সুগ্রীব, বিভীষণ, বানর ও রাক্ষসগণ দূর হইতে অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় গজবাজিসমাকুল ধবলসৌধমালাবেষ্টিত ঐ পুরীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং ব্যগ্রভাবে উঠিয়া উহা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন।

ষড়বিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন।

চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইল। সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র পিতৃসত্য হইতে মুক্ত হইলেন এবং শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আপনি ত শিষ্যমুখে অযোধ্যায় দুর্ভিক্ষ বা রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা কিছু শুনেন নাই? প্রাণাধিক ভরত ত নিয়ম পূর্ব্বক প্রজাপালনে নিবিষ্ট আছেন? মাতৃগণ ত সকলেই জীবিত ও কুশলে আছেন?"

রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া হৃষ্টমনে কহিলেন, "রাম! তোমার আজ্ঞাবহ ভ্রাতা ভরত জটাধারণ পূর্ব্বক রাজাসনে তোমার পাদুকা সংস্থাপন করিয়া নিয়মপূর্ব্বক প্রজাগণকে পালন করিতেছেন। অযোধ্যার অন্যান্যও সমস্ত কুশল। বীর! পূর্ব্বে যখন তুমি পিতৃনিদেশ পালনার্থ হস্তগত রাজ্য, অতুল্য বৈভব এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া চীরবসন পরিধান পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত স্বর্গচ্যুত দেবের ন্যায় পদব্রজে মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলে এবং কৈকেয়ীর মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য বন্য ফল ও মূল ভোজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলে, তখন তোমাকে দর্শন করিয়া

আমার অন্তঃকরণে যেরূপ কারুণ্যরসের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে। কিন্তু অদ্য তোমাকে উত্তীর্ণ-প্রতিজ্ঞ, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত এবং শত্রুজয়ে কৃতার্থ দর্শন করিয়া তদনুরূপ প্রীতিলাভ করিলাম। বীর! জনস্থানে নিবাসকালে তোমার যে সমস্ত সুখ ও দুঃখ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। তুমি তথায় তাপসগণের প্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থ নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ এবং খর ও দূষণাদির বধার্থ বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছ। অনন্তর পাপাত্মা রাবণ মারীচের দ্বারা মায়াবিস্তার পূর্ব্বক তোমার ভার্য্যা অনিন্দিতা সীতাকে অপহরণ করে এবং এই পতিপ্রাণা রাক্ষসীদিগের হস্তে বিস্তর ক্লেশ পান্। পরে তোমাদিগের কবন্ধদর্শন, পম্পা সরোবরে গমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্যতাবন্ধন, বালিবধ, সীতার অন্বেষণ,হনুমানকর্ত্তৃক সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি অদ্ভুত কর্ম্ম, সীতাদেবীর উদ্দেশ, নলকর্ত্তৃক সেতুনির্ম্মাণ, পুনরায় লঙ্কাদাহ, পুত্র ও বন্ধুবান্ধব সহিত দেবকণ্টক বলদর্পিত রাবণের মৃত্যু, দেবগণের আগমন, তাঁহাদিগের বরদান প্রভৃতি তাবৎ বৃত্তান্তই আমি তপোবলে অবগত হইয়াছি। আমার শিষ্যেরা মধ্যে মধ্যে অযোধ্যায় গমন করিয়া থাকে; আমি তাহাদের মুখে সেখানকারও সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, বীর! অদ্য তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার কর; অনন্তর কল্য অযোধ্যায় গমন করিও। এক্ষণে আমিও তোমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করি।”

মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র তাঁহার

বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন এবং তিনি বরপ্রদানে প্রস্তুত হইলে বিনীতভাবে কহিলেন, "ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই বর প্রদান করুন্, যেন আমাদিগের অযোধ্যাগমনপথে বানরদিগের জন্য অকালে বৃক্ষসকল বহুসংখ্যক মধুস্রাবী ও অমৃতগন্ধি সুস্বাদু ফলে পরিপূর্ণ হয়।"

রামচন্দ্রের এই প্রার্থনা শ্রবণমাত্র মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অমনি তাঁহার অসাধারণ তপোবলে বৃক্ষসকল স্বর্গীয় তরুর ন্যায় শ্রীসৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া উঠিল। যাহারা ফলশূন্য ছিল, তাহারা ফলবান হইল; যাহারা পুষ্পহীন ছিল, তাহারা পুষ্পিত হইল এবং যাহারা শুষ্ক হইয়াছিল, তাহাদের নব পল্লব উদ্গত হইল। সমস্ত বৃক্ষ হইতেই অনবরত মধুস্রাব হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের গমনপথের চতুর্দ্দিকে তিন যোজন ব্যাপিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। তদ্দর্শনে বানরগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা যেন হস্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ঐ সমস্ত দিব্য ফলমূল ভক্ষণ করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশাধিকশততম সর্গ।

ভরতসমীপে মহাবীর হনূমানের গমন।

ধীমান মহাবীর রামচন্দ্র দূর হইতে অযোধ্যাপুরী দর্শন করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর সুগ্রীবাদি সুহৃদ্‌গণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন ও ভরতকে আশ্বাস প্রদানার্থ বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মহাবীর হনূমানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি সত্বর অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজবাটীর কুশল সংবাদ অবগত হও। আরও দেখ, তুমি গমনপথে অরণ্যমধ্যস্থ শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদাধিপতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার বাক্যে আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদ কহিও। বীর! নিষাদরাজ আমার প্রাণসম সখা; আমাকে নীরোগ, নিশ্চিন্ত ও কুশলী জানিতে পারিলে, তিনি যার পর নাই সুখী হইবেন এবং তোমাকে অযোধ্যা গমনের পথ ও ভরতের কুশল সংবাদ কহিবেন। বীর! অনন্তর তুমি অযোধ্যায় গমন করিবে এবং প্রাণাধিক ভরতকে আমার কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া কহিবে, 'রামচন্দ্র ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত সকল বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইয়াছেন।' পবনকুমার! আমাদের বনবাসকালে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও তুমি ভরতের নিকট আদ্যোপান্ত কহিবে। কিরূপে পাপাত্মা রাবণ বৈদেহীকে অপহরণ করে, কিরূপে সুগ্রীবের সহিত আমার সখ্যভাব

স্থাপিত হয় এবং আমি বালীকে বধ করি, কিরূপে মৈথিলীর অন্বেষণ, তোমাকর্ত্তৃক দুস্তর সাগরলঙ্ঘন পূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশ লাভ, সাগরসমীপে আমার উপবাস, মূর্ত্তিমান সাগরের আমার নিকট আগমন, সেতুবন্ধন, সবান্ধবে রাবণবধ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের বরদান, মহাদেবের প্রসাদে স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎকার প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তুমি তাঁহার নিকট এই সমস্তই কহিবে। বীর! অবশেষে তুমি ভরতকে ইহাও কহিবে যে, রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও কপিরাজ সুগ্রীবের সাহায্যে শত্রুবধ পূর্ব্বক উত্তম যশ অধিকার করিয়া সম্প্রতি সবান্ধবে অযোধ্যাভিমুখে আগমন করিতেছেন। পবনকুমার! অনন্তর আমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভরতের আকার ইঙ্গিত ও মুখবর্ণ কিরূপ হয়, তিনি কি উত্তর দেন এবং আমার প্রতি তাঁহার মনোগত ভাবই বা কিরূপ বোধ হয়, তাহা তুমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে। আমার এরূপ বলিবার কারণ এই যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে রাজ্যসম্বন্ধে ভরতের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিতে পারে। দেখ, সুসমৃদ্ধ হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল পিতৃপৈতামহ রাজ্যভোগে কাহার মন না বিকৃত হয়? যাহা হউক, যদি ভরত সুখাসক্তিবশত বা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রাজ্যলোভে লোলুপ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই এই বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতে থাকিবেন; আমি পুনরায় অরণ্যে গমন পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। এক্ষণে বীর! আমরা এই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া অযোধ্যার নিকটে

উপস্থিত হইতে না হইতেই, তুমি ভরতের মনোগত ভাব ও ব্যবসায় অবগত হইয়া আমার নিকটে প্রত্যাগমন করিও।”

পবনকুমার হনূমান রামচন্দ্রের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিলম্বে অযোধ্যাগমনার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং আকাশে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ বিহগগণের পথে উত্থিত হইয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই তিনি গঙ্গাযমুনার সঙ্গমপথ অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবেরপুর দেখিতে পাইলেন এবং তথায় অবতরণ পূর্ব্বক নিষাদাধিপতি গুহের নিকটে গিয়া কহিলেন, “নিষাদরাজ! আপনার পরম সখা সত্যপরাক্রম কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন এবং আমাকে আপনার নিকট এই সংবাদ দিতে আদেশ করিয়াছেন। অদ্য পঞ্চমী; রাত্রি প্রভাত হইলেই ঐ মহাবীরের বনবাসব্রত পূর্ণ হইবে। অদ্য তিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের আদেশানুসারে তাঁহার আশ্রমেই অবস্থিতি করিতেছেন এবং কল্য আপনার সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন।”

এই বলিয়া মহাতেজা হনূমান বহুদূরপথগমনেও কিছু-মাত্র শ্রান্তিবোধ না করিয়া পুনরায় হর্ষভরে আকাশে উত্থিত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ বেগে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, বরুথা ও গোমতী নদী, সুবিস্তীর্ণ ভীষণ শালবন এবং বহুসংখ্যক সুসমৃদ্ধ জনপদ অতিক্রম করিলেন। অবশেষে ঐ কপিবীর চৈত্ররথ ও নন্দনকাননের ন্যায় রমণীয় পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে

পরিপূর্ণ নন্দীগ্রামের সমীপস্থ উপবনে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় দেখিলেন রমণীগণ বেশভূষা ও রত্নালঙ্কারাদিতে বিভূষিত হইয়া পুত্র পৌত্রাদির সহিত পুষ্পচয়ন করিতেছে। হনুমান তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলেন এবং পরিশেষে এক ক্রোশমাত্র পথ হইতে দেখিলেন কৃষ্ণাজিন ও জটাধারী মলদিগ্ধাঙ্গ মহাত্মা ভরত ভ্রাতৃশোকে যার পর নাই দীন ও কৃশ হইয়া তাঁহার পাদুকাদ্বয় রাজাসনে স্থাপন পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাপসব্রত অবলম্বন, ফলমূল ভোজন এবং ধ্যানদ্বারা তাঁহার দেহ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজোময় হইয়াছে। তিনি যথানিয়মে চতুর্ব্বর্ণের লোকদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কাষায়াম্বরধারী অমাত্য, পুরোহিত ও বলাধ্যক্ষগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ধর্ম্মবৎসল পৌরগণ সেই ব্রতধারী রাজপুত্রকে ছাড়িয়া ভোগ্যবস্তু ভোগ করিতে কদাচ অভিলাষ করেন না; এই জন্য তাঁহারাও সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহাত্মা হনুমান মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত রাজপুত্র ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! যে দণ্ডকারণ্যচারী বীর রামচন্দ্রের জন্য আপনি ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক অশেষ কষ্টভোগ করিতেছেন, তিনি এক্ষণে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত কুশলে আছেন এবং আপনার কুশল জানিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব রাজকুমার! আপনি শোক দূর করুন; আমি আপনাকে প্রিয়সংবাদ প্রদান করিতেছি।"

ভ্রাতৃবৎসল! আপনি আপনার প্রিয় ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত অচিরেই মিলিত হইবেন। সেই মহাত্মা পিতৃসত্য-পালন, পাপাত্মা দশাননের নিধন এবং জানকীর উদ্ধার দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া এক্ষণে বন্ধুবান্ধবের সহিত অযোধ্যার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী বৈদেহীও তাঁহার সমভিব্যাহারেই আছেন। অচিরেই আপনি শচীসহিত ইন্দ্রের ন্যায় সীতাসহিত রামচন্দ্রের পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া সুখী হইবেন।"

হনূমানের মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণমাত্র ভরত উৎকট হর্ষে উন্মত্ত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অল্পকাল পরেই তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি উত্থিত হইয়া হনূমানকে প্রীতি-ভরে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, "হে সৌম্য! আপনি দেবই হউন,আর মনুষ্যই হউন, যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকটে আসিয়া এই শুভসংবাদ প্রদান করিলেন, তখন ইহার প্রতি-দান স্বরূপ আপনাকে অবশ্যই কোন প্রিয়বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনার কোন্ বস্তুতে অভিলাষ হয়। শতসহস্র দুগ্ধবতী গাভী, শতসহস্র গ্রাম, কিম্বা কুণ্ডলশোভিতা সর্ব্বাভরণভূষিতা হেমবর্ণা রূপসী ষোড়শবর্ষীয়া সৎকুলজাতা কন্যা, আপনার যাহাতে অভিলাষ হয়, আপনি অকপটচিত্তে প্রকাশ করুন্, আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব।"

তৎকালে ভ্রাতৃবৎসল ভরত সহসা রামচন্দ্রের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হর্ষে এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে,

তিনি কোথায় ছিলেন, বা কি বলিতেছিলেন, তাহা তাঁহার কিছুই স্থির ছিল না।

অষ্টাবিংশাধিকশততম সর্গ।

ভরতসমীপে হনুমানকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের বনবাস বৃত্তান্ত কথন।

অনন্তর মহাত্মা ভরত রামচন্দ্রকে দর্শন এবং তাঁহার বনবাসবৃত্তান্ত শ্রবণার্থ যার পর নাই ব্যগ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, "হে সৌম্য! আর্য্য দাশরথি ভীষণ অরণ্যমধ্যে কিরূপে এই সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন এবং কিরূপে ও কোথায় বানরগণের সহিত তাঁহার সমাগম হইল, তাহা শুনিবার জন্য আমি যার পর নাই উৎসুক হইয়াছি। মহাত্মন্! এই কল্যাণী গাথা কীর্ত্তিত হইলে যে কেবল আমার প্রীতিকর হইবে, তাহা নহে; ইহা অনন্তকাল নরসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।"

ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামচন্দ্রের চরিত শ্রবণার্থ এইরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে, হনূমান তাপসাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উহা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! আপনার মাতা দুইটী বরপ্রার্থনা দ্বারা যেরূপে আর্য্য রামচন্দ্রকে বনবাসী করেন; যেরূপে

পুত্রশোকে মহাত্মা দশরথের মৃত্যু হয়; যেরূপে দূতগণ সত্বর গমন পূর্ব্বক আপনাকে মাতামহালয় হইতে আনয়ন করেন; যেরূপে আপনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজ্য-গ্রহণে অস্বীকার পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন ও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ রাজ্যগ্রহণে অনুরোধ করেন; যেরূপে তিনি পিতৃসত্যপালনার্থ দৃঢ়ব্রত হইয়া আপনাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দেন এবং অবশেষে যেরূপে আপনি তাঁহার পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগ্নমানসে প্রতি-নিবৃত্ত হন্; তাহা আপনার সমস্তই বিদিত আছে। বীর! আপনি রামচন্দ্রের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আমি সংক্ষেপে সে সমস্তই আপনার নিকট কহিতেছি; মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্।

ধর্ম্মাত্মন্! আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলে সেই মৃগপক্ষি-সমাকুল কাননবিভাগ যেন শোকে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদসঙ্কুল হস্তিযূথমর্দ্দিত জনশূন্য ভীষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পকাল পরে বিরাধ নামক এক মহা বলবান ভয়ঙ্কর রাক্ষস ঘোর সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু মহাবল ভ্রাতৃদ্বয় সেই ঊর্দ্ধবাহু অধোমুখ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গর্জ্জনশীল রাক্ষসকে উত্তোলন পূর্ব্বক এক সুগভীর গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা এই দুষ্কর কর্ম্ম অনায়াসে সাধন করিয়া সায়ংকালে মহর্ষি শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমপদে উপনীত হইলেন। অনন্তর ঐ মহর্ষি রামচন্দ্রকে দর্শনান্তর

অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহারা তত্রত্য ঋষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক জনস্থানে গমন করিলেন। ঐ স্থানে অবস্থিতিকালে শূর্পণখা নামে এক রাক্ষসী কামপ্রেরিত হইয়া প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হয়। তাহাতে লক্ষ্মণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ ও অগ্রজের আদেশে সহসা উত্থিত হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ পাপীয়সীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দেন। এই কারণে ঐ রাক্ষসীর আত্মীয় জনস্থাননিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হয় এবং একাকী রামচন্দ্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অল্পকালমধ্যেই তাহাদিগকে বিনাশ করেন।

হে মহাবাহো! এইরূপে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা সহিত দণ্ডকারণ্যবাসী তপোবিঘ্নকারী মহাবল রাক্ষসগণ নিহত হইলে লক্ষ্মণনিপীড়িতা ছিন্ননাসা ও ছিন্নকর্ণা রাক্ষসী শূর্পণখা ভ্রাতা রাবণের নিকট গমন করিয়া সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিল। তৎশ্রবণে পাপাত্মা রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সীতাদেবীকে অপহরণের মানস করিল। সে মারীচ নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে রত্নময় মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতাদেবীকে প্রলোভিত করিতে প্রেরণ করিল। সরলা সীতাও সেই অপূর্ব্ব মৃগ দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং রামচন্দ্রকে কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র! আহা কি অপরূপ মৃগ! আপনি আমাকে ঐটী ধরিয়া দিউন। ঐ মৃগটী থাকিলে আমাদের আশ্রম অতি রমণীয় হইবে।' প্রাণাধিকা সীতার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ধনুর্হস্তে সেই মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহুকষ্টে তাহাকে বধ করি-

লেন। পাপিষ্ঠ রাক্ষস মৃত্যুকালে রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবণে সীতাদেবী যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া লক্ষ্মণকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে আশ্রমপদ শূন্য হইলে দুরাত্মা রাবণ অবকাশ পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং আকাশে গ্রহ যেরূপ রোহিণীকে হরণ করে, তদ্রূপ বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। পথিমধ্যে আপনার পিতার পরম বন্ধু পক্ষিরাজ জটায়ু সীতার উদ্ধারার্থ ঘোর যুদ্ধ করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। দুরাত্মা রাক্ষস পরিশেষে তাঁহাকে বধ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে থাকে।

যৎকালে রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তৎকালে সুগ্রীব প্রভৃতি পর্ব্বতাকার পাঁচটি বানর ঋষ্যমূক পর্ব্বতোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। এদিকে রাবণ মনোগামী পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় উপস্থিত হইল। পাপাত্মা তথায় উপস্থিত হইয়া সুবর্ণনির্ম্মিত অতি পরিষ্কৃত এক ভবনে সীতাকে স্থাপন পূর্ব্বক নানাবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু সাধ্বী বৈদেহী কিছুতেই তাহার ঘৃণিত অসৎ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে সে অবশেষে তাঁহাকে অশোক বনে রাখিয়া দিল এবং রাক্ষসীগণের দ্বারা নানারূপ উৎপীড়ন করিতে লাগিল। পতিব্রতা সীতাও স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অকুতোভয়ে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাত্মা রামচন্দ্র মায়ামৃগবধানন্তর আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন এবং তথায় প্রাণাধিকা জানকীকে না দেখিয়া দশদিক্ শূন্যময় জ্ঞান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে মুমূর্ষু জটায়ুকে দর্শন এবং তাঁহার মুখে সীতার অপহরণ বিষয়ক কয়েকটী অস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার শোকবেগ উথলিয়া উঠিল। অনন্তর তিনি উন্মত্তের ন্যায় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতট, উহার সমীপস্থ বন, পর্ব্বত, কন্দর প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। অরণ্যমধ্যে ভ্রমণকালে কবন্ধ নামক এক রাক্ষসের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হয়। ভ্রাতৃদ্বয় উহার বাক্যে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করেন। তৎকালে সুগ্রীব স্বীয় ভ্রাতা ক্রুদ্ধ বালী কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চারিটী অনুচর সহিত ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন ; আর এদিকে রামচন্দ্রেরও প্রাণাধিকা পত্নী অপহৃত হইয়াছিল। এইরূপে উভয়েই বিপদাপন্ন হওয়াতে উহাঁদের প্রণয় অত্যন্ত প্রগাঢ় হইল এবং উহাঁরা পরস্পরের কার্য্য উদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র স্বীয় বাহুবলে বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কপিরাজ্য প্রদান করিলেন। কৃতজ্ঞ সুগ্রীবও সমস্ত বানরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সীতার অন্বেষণার্থ কৃতসংকল্প হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে দশকোটী বানরকে প্রেরণ করিলেন। ঐ উপলক্ষে আমরাও দক্ষিণদিকে প্রেরিত হইয়াছিলাম। বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক বিলমধ্যে প্রবেশ করাতে আমাদের সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট প্রত্যাগমনের কাল

অতীত হইয়া যায় এবং তাহাতে আমরা শোকে আকুল এবং জীবনধারণে হতাশ হইয়া পড়ি। ইত্যবসরে জটায়ু-ভ্রাতা সম্পাতি আমাদিগকে প্রসঙ্গক্রমে রাবণগৃহে সীতার অবস্থানবৃত্তান্ত কহিলেন। অনন্তর আমি বানরগণের দুঃখ-নিবারণার্থ স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক এক লম্ফে শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়া অশোকবনে উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম মলিনকৌষেয়বসনা মলিনা একবেণীধরা সীতাদেবী রাক্ষসীগণমধ্যে নিরানন্দমনে উপবিষ্টা আছেন এবং অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন। আমি বিনীতভাবে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি বন্দনা ও জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে অভিজ্ঞানস্বরূপ রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলাম। প্রত্যাগমনকালে সীতাদেবীও তাঁহার অভিজ্ঞানস্বরূপ একটী চূড়ামণি প্রদান করিলেন। এইরূপে কার্য্য সিদ্ধ হওয়াতে আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার হস্তে ঐ ভাস্বর মণিরত্ন প্রদান করিলাম। মুমূর্ষু ব্যক্তি অমৃতপান করিয়া যেরূপ জীবন প্রাপ্ত হয়, তৎকালে শোককাতর রামচন্দ্রও ঐ চূড়ামণি প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ উজ্জীবিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কার উচ্ছেদার্থ নানারূপ উদ্যোগ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া যুগান্তে লোকক্ষয়কারী ভগবান বিভাবসুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। পরে বিশ্বকর্ম্মপুত্র নল সমুদ্রো-পরি অদ্ভুত সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। বিশাল বানরসৈন্য

সেই সেতুদ্বারা সমুদ্রের অপরপারে উত্তীর্ণ হইল। ক্রমশ বানর ও রাক্ষসদিগের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবীর নীল প্রহস্তকে এবং স্বয়ং রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণকে বধ করিলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক মহাকায় ও মহাবল রাক্ষস নিহত হইলে, অবশেষে পরাক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ মহাবীর সৌমিত্রির হস্তে এবং রাবণ রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইল।

এইরূপে দেবকণ্টক পাপাত্মা রাক্ষস নিহত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, মহেশ্বর ও স্বয়ম্ভূ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ ভূতলে অবতীর্ণ ও রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ এবং মহর্ষিগণও তাঁহাদের সহিত আগমন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র প্রসন্ন দেব ও মহর্ষিগণের নিকট হইতে বরলাভ পূর্ব্বক বানরগণের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি তথা হইতে পুনরায় মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছেন এবং অদ্য তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। হে ভ্রাতৃবৎসল! আপনি কল্য তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।"

একোনত্রিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের অযোধ্যাপ্রবেশ।

মহাবীর হনূমানের মুখে এই মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরত অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি রামচন্দ্রের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সৌম্য! অদ্য আমার বহুকালের মনস্কামনা পূর্ণ হইল।"

এই বলিয়া ভরত পুনরায় শত্রুঘ্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক হর্ষভরে কহিলেন, "বৎস! তুমি সত্বর এই আদেশ দাও যে, কুলদেবতাগণের মন্দির এবং নগরের সাধারণ দেবগৃহসমূহ যেন পবিত্র পরিচারকদিগের দ্বারা গন্ধমাল্যাদিতে ভূষিত হয় এবং ঐ উপলক্ষে যেন বহুবিধ আনন্দকর বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে। আরও, তুমি স্তুতি ও পুরাণজ্ঞ বন্দী, বৈতালিক এবং নৃত্যকুশল গণিকাগণকেও আহ্বান করাও। মাতৃগণ, অমাত্যগণ, সৈন্যগণ, সেনাঙ্গনাগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জাতিগণ এবং আত্মীয়স্বজনগণ রামচন্দ্রের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার জন্য অগ্রসর হউন্।"

ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই বলিয়া বিরত হইলে শত্রুঘ্নও আহ্লাদভরে ভৃত্যগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া, নিম্নোন্নত প্রদেশ সমতল করণার্থ এবং নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যা

পর্য্যন্ত রাজপথে সুগন্ধি ও সুশীতল বারি সেচনার্থ নিয়োগ করিলেন। এদিকে পৌরনারীগণ বহুদিনের পর সর্ব্বলোক-প্রিয় রামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লাজ ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। নগরীর রথ্যাসমুদয় নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকাসমূহে শোভিত হইয়া উঠিল। যাহাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রাজপথ ও গৃহ সকল মাল্য, পুষ্প ও পঞ্চবর্ণ দ্বারা সুসজ্জিত হয়, সকলেই তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক ভৃত্য শত্রুঘ্নের আজ্ঞা শ্রবণে হর্ষান্বিত হইয়া রাজপথের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

বৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল এবং সুমন্ত্র এই অষ্টজন প্রধান মন্ত্রী সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রত্যূষে রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমনার্থ সর্ব্বাগ্রে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক অনুচর গমন করিতে লাগিল। উহাদের কেহ ধ্বজশোভিত সুবিভূষিত মত্ত হস্ত্যারোহণে, কেহ হেমকক্ষ্যাশোভিত করেণুপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বারোহণে, কেহ বা রথারোহণে গমন করিল। শক্তি, ঋষ্টি, পাশ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহিগণ এবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদাতিকগণ গমন করিতে লাগিল। তৎপশ্চাৎ কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া মহারাজা দশরথের পত্নীগণ শিবিকারোহণে নির্গত হইলেন। সর্ব্বশেষে ধর্ম্মাত্মা ভরত ব্রাহ্মণ, মোদক-হস্ত বণিক এবং মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রজের পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও ভেরীর নিনাদ এবং বন্দিগণের অভিনন্দন শ্রুত

হইতে লাগিল। শত্রুঘ্ন শুক্লমাল্যোপশভিত শ্বেত ছত্র ও সুবর্ণভূষিত শ্বেত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক মহাত্মা ভরতের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণাজিনধারী উপবাসকৃশ মহাত্মা ভরত রামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণেই অতীব হৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সচিবগণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ নির্গত হইয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে অশ্বগণের খুরশব্দ, রথচক্রের ঘর্ঘররব এবং শঙ্খ ও দুন্দুভির উচ্চ নিনাদে যেন পৃথ্বী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। অযোধ্যানিবাসী পৌরগণও মহানন্দে নন্দীগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে মহাবীর হনূমান রামচন্দ্রের নিকট অযোধ্যার কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া পুনরায় ভরতের নিকট প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। ভরত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "সৌম্য! আপনি রামচন্দ্রের পুনরাগমন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত সমস্তই সত্য? কৈ আমরা ত সেই পদ্মপলাশলোচন বা কামরূপী কপিগণকে দেখিতে পাইতেছি না! বীর! বলিতে কি, আমার মন যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছে।"

মহাবীর পবনকুমার ভরতের এই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! কেবল অতিরিক্ত স্নেহবশতই আপনি আমার প্রতি সন্দেহ করিতেছেন। চাহিয়া দেখুন, পথের উভয় পার্শ্বস্থ যে সকল বৃক্ষ ইতিপূর্ব্বে শুষ্ক ও মৃতপ্রায় ছিল, তাহারা অকালে ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া নিরন্তর মধুস্রাব করিতেছে এবং মত্ত ভ্রমরের গুণ্ গুণ্

শব্দে নিনাদিত হইতেছে। ভ্রাতৃবৎসল! ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের প্রতি দেবরাজ ইন্দ্র ও মহর্ষি ভরদ্বাজপ্রদত্ত বরপ্রভাবেই এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আর আমি যে আপনাকে কপিগণের আগমনের কথা বলিয়াছি, তাহাও মিথ্যা নহে। আপনি অবধান পূর্ব্বক কর্ণপাত করুন্, দূরে বানরগণের দিগন্তবিসারী হর্ষকোলাহলধ্বনি শুনিতে পাইবেন।"

এই বলিয়া মহাবীর হনূমান কিয়ৎকাল পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; অনন্তর হর্ষোৎফুল্লনেত্রে ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমার! ঐ দেখুন, বিস্তীর্ণ শালবনের নিকটে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রজোরাশি উত্থিত হইয়াছে এবং তুমুল কলরবও শ্রুত হইতেছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বানরগণ হর্ষভরে শালবন ছিন্নভিন্ন ও বিলোড়িত করিয়া গোমতী নদী পার হইতেছে। জয়! জগদেকবীর রামচন্দ্রের জয়! ঐ দেখুন, দূরে রামচন্দ্রের চন্দ্রসন্নিভ হংসযোজিত দিব্য পুষ্পকরথ দৃষ্টিগোচর হইল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মানসকৌশলে এই মনোগামী অপরূপ বিমান নির্ম্মাণ করিয়া কুবেরকে প্রদান করিয়াছিলেন। দুরাত্মা রাবণ বলপূর্ব্বক যক্ষরাজের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লয়। এক্ষণে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া বিভীষণের নিকট হইতে এই তরুণাদিত্যসন্নিভ বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাতে মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, আর্য্যা সীতাদেবী, মহাতেজা সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই উপবিষ্ট আছেন।" মহাবীর হনূমান এই কথা বলিতে

বলিতেই মনোগামী পুষ্পকরথ তাঁহাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি সহসা চতুর্দ্দিকে স্ত্রী, যুবক, বালক ও বৃদ্ধ "ঐ আমাদের রাম" বলিয়া হর্ষকোলাহলধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই তুমুল কলকলধ্বনি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া গগনতল স্পর্শ করিল। নরগণ অশ্ব, হস্তী, রথ প্রভৃতি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গগনে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অনিমিষনেত্রে রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

হৃষ্ট ও রোমাঞ্চিতকলেবর মহাত্মা ভরত আনন্দাশ্রুপূর্ণ ঊর্দ্ধনেত্রে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং সুমেরুশিখরস্থ ভাস্করের ন্যায় বিমানস্থ অগ্রজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বন্দনা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র প্রজাপতিনির্ম্মিত দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি প্রাণাধিক ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে অবস্থিত দেখিয়া অবিলম্বে দিব্য রথকে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিলেন। হংসযোজিত নানারত্নভূষিত বিমানও তৎক্ষণাৎ ভূতলে অবতীর্ণ হইল। তখন ভরত রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বহুদিনের পর ভরতকে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন এবং সীতাদেবীকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তিনি

কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান, বালিনন্দন অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, পনস প্রভৃতি কপিবীরগণকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে কামরূপী বানরবীরগণও মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ভরত পুনরায় সুগ্রীবকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "কপিরাজ! অসাধারণ উপকার বশত আপনি আমাদিগের পরম মিত্র ও পঞ্চম ভ্রাতা হই-লেন।" পরে তিনি বিভীষণকেও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিনীত বাক্যে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আপনার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।" এই বলিয়া মহাত্মা ভরত বিরত হইলে শত্রুঘ্নও বিনীতভাবে যথাক্রমে রামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের পাদবন্দনা করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র শোককর্শিতা বিবর্ণা মাতা কৌশল্যার নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে প্রণত হইয়া বহুকালের পর তাঁহাকে আহ্লাদিত করিলেন। পরে তিনি দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদন পূর্ব্বক অন্যান্য মাতৃগণ এবং পুরোহিতগণের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিলেন। তৎকালে উপস্থিত নাগ-রিক ও জানপদগণ হর্ষোৎফুল্লনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগের সেই প্রীতিপ্রদ বাক্য শ্রবণ এবং বিকসিত পদ্মসমূহের ন্যায় বদ্ধাঞ্জলি দর্শন করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার পদতলে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্য! আপনার এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য আমার হস্তে এতদিন ন্যাসরূপ অর্পিত ছিল। অদ্য ইহা পুনরায় আপনার হস্তে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনিই অযোধ্যার প্রকৃত রাজা; অদ্য আপনাকে পুনরায় স্বীয় রাজ্য ও রাজধানীতে উপস্থিত দেখিয়া আমার বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি একবার কোশ, কোষ্ঠাগার, গৃহ ও বল সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করুন্। দেব! আপনার তেজঃপ্রভাবে ও আশীর্ব্বাদে আমি ঐ সমস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছি।"

তৎকালে ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা ভরত এই বলিয়া বিরত হইলে অমাত্যসহিত রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও বানরগণ অবিরল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র স্নেহময় ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং দিব্য বিমানযোগে অবিলম্বে সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসমভিব্যাহারে অবতরণ পূর্ব্বক দিব্য রথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পুষ্পক! তুমি পূর্ব্বে যক্ষরাজ কুবেরেরই ছিলে; রাবণ তোমাকে বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। এক্ষণে আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি পুনরায় যক্ষরাজের নিকট গমন করিয়া সুখে তাঁহাকে বহন করিতে থাক।" রামচন্দ্রের আদেশমাত্র ঐ দিব্য বিমান উত্তর দিগভিমুখে

গমন করিতে লাগিল। অনন্তর, দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ সুর-গুরু বৃহস্পতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার উপবেশনান্তর উপ-বিষ্ট হয়েন্, তদ্রূপ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও কুলগুরু বশিষ্ঠের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার উপবেশনান্তর শুভ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ত্রিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ও ফলশ্রুতি।

অনন্তর ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা ভরত মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিনীতভাবে অগ্রজকে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! পূর্ব্বে পিতৃসত্যপালনার্থ স্বয়ং গ্রহণে অসমর্থ হইয়া আপনি যে রাজ্য আমার হস্তে ন্যাসস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা অদ্য পুনরায় আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন্। দেব! বলবান বৃষকর্তৃক নিক্ষিপ্ত দুর্ব্বহ ভার যেরূপ দুর্ব্বল গোবৎস বহন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও এই গুরু সাম্রাজ্যভার বহন করিতে পারি না। যেরূপ প্রবল বারিবেগে সেতু ভগ্ন হইলে তাহা পুনর্ব্বার বন্ধন করা দুষ্কর, তদ্রূপ কোন কারণ বশত রাজ্যের ছিদ্র হইলে তাহা রোধ করাও আমাদের পক্ষে দুষ্কর।

অধিক কি, খর যেরূপ অশ্বগতির বা বায়স যেরূপ হংসগতির অনুকরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও কোনক্রমেই আপনার রাজ্যরক্ষণচাতুরীর অনুকরণ করিতে পারি না। আরও দেখুন, আর্য্য! যদি কোন ব্যক্তি অতি যত্নসহকারে উপবনে একটী বৃক্ষ রোপণ করে এবং কালক্রমে উহা শাখা-প্রশাখাবহুল, বৃহৎ ও দুরারোহ হয়; অনন্তর যদি ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া ফলপ্রদানকালে বিশীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে রোপণকর্ত্তার মনে কীদৃশ কষ্ট হয়? আর্য্য! এই উপমাটি আপনার প্রতি সুসঙ্গত হইতেছে এবং ইহার অর্থও আপনি উত্তমরূপ জানেন। স্বর্গীয় মহারাজা দশরথ প্রজাপালনার্থ আপনাকে বহুযত্নে লালনপালন করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং আমাদিগকে ভৃত্যের ন্যায় শাসন করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করুন্। আর্য্য! এ দাসের এই বিনীত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না। অদ্য জগৎ আপনাকে অভিষিক্ত এবং মধ্যাহ্ন-কালীন আদিত্যের ন্যায় তেজোময় অবলোকন করুক্। অদ্য হইতে আপনি তূর্য্যধ্বনি, কাঞ্চীনূপুরশিঞ্জিত এবং বন্দি-গণের সুমধুর গীত শ্রবণ করিয়া নিদ্রিত ও জাগরিত হউন্। অদ্যাবধি আপনি সসাগরা বসুন্ধরার একমাত্র অধীশ্বর হইয়া অনন্তকাল সুখে প্রজাপালন করিতে থাকুন।”

ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র ভরতের এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক “তথাস্তু” বলিয়া শুভাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্নের আদেশে সুনিপুণ লঘু ও সুখহস্ত নরসুন্দর-গণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আসিয়া বেষ্টন করিল। প্রথমে

ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ প্রভৃতি সকলে যথাবিধি স্নাত হইলে রামচন্দ্র জটামুণ্ডন, স্নান, বিচিত্র মাল্যানুলেপন ও বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া শ্রীসৌন্দর্য্যে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিলেন। পরে শ্রীমান শত্রুঘ্ন আনন্দভরে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহ পরিধান করাইয়া দিলেন। এদিকে দশরথপত্নীগণ মনস্বিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতার অলঙ্কারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পুত্রবতী কৌশল্যাও অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া সাদরে বানররমণীগণের প্রসাধন-কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে সকলের প্রসাধনকার্য্য সমাপ্ত হইলে শত্রুঘ্নের আদেশে সারথি সুমন্ত্র এক অত্যুৎকৃষ্ট রথ সুসজ্জিত করিয়া রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত করিল। মহাবাহু রামচন্দ্রও অগ্নি এবং তরুণ সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় সেই দিব্য রথ দর্শন করিয়া অযোধ্যাগমনার্থ তদুপরি আরোহণ করিলেন। কনককুণ্ডলধারী সাক্ষাৎ মহেন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান কপিরাজ সুগ্রীব, মহাবীর হনূমান, বিভীষণ এবং বানরবীরগণ স্নানান্তে দিব্য বসন পরিধান করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বানররমণীগণও নানাবিধ আভরণে ভূষিতা হইয়া নগরদর্শনার্থ যার পর নাই উৎসুকমনে সীতাদেবীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যানগরীতে মহারাজা দশরথের মন্ত্রিগণ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয়ের সহিত রামচন্দ্রের অভিষেক সম্বন্ধে নানারূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অশোক,

বিজয়, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যগণ অভিষেকোপযোগী দ্রব্যজাত সংগ্রহার্থ ভৃত্যগণকে আদেশ দিয়া রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমনার্থ পুরোহিতের সহিত সানন্দমনে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। মহাত্মা রামচন্দ্রও উৎকৃষ্ট অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বেগে অযোধ্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভ্রাতৃবৎসল ভরত অশ্বের প্রগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক সাদরে তাঁহার সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ব্যজন সঞ্চালন এবং শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। রাক্ষস-রাজ বিভীষণ চন্দ্রসঙ্কাশ এক শ্বেত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যজন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে দেব, সিদ্ধ, কিন্নর ও মহর্ষিগণ আকাশে মধুর স্বরে রামচন্দ্রের স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক এক পর্ব্বতাকার কুঞ্জরপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিলেন। তৎপরে সর্ব্বাভরণভূষিত সহস্র সহস্র বানর মায়াবলে মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নাগপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। তৎপশ্চাৎ মহাবীর রামচন্দ্র মাঙ্গলিক শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে হর্ম্ম্যমালিনী অযোধ্যাপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসী জনগণ বহু-কালের পর সর্ব্বলোকপ্রিয় রামচন্দ্রকে ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত এবং রথারোহণে আগমন করিতে দেখিয়া জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া আনন্দভরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তৎকালে

অমাত্য, ব্রাহ্মণ এবং প্রকৃতিবর্গে বেষ্টিত রামচন্দ্র নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার গমনকালে প্রজাগণ কেহ অক্ষত, কেহ মোদক, কেহ স্বস্তিক প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যজাত হস্তে লইয়া এবং কুমারী, গো ও দ্বিজগণকে সঙ্গে করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং সকলের পুরোভাগে বাদকগণ তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ করিল। মহাত্মা রামচন্দ্র গমন করিতে করিতে মন্ত্রিগণকে সুগ্রীবের সখ্যতা, পবনকুমারের প্রভাব এবং বানরগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের বিষয় কহিতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসী জনগণও রাক্ষসদিগের পরাক্রম এবং বানরগণের অদ্ভুত কার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। এইরূপে নানাবিধ শিষ্টালাপে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র বানরগণের সহিত জনাকীর্ণা অযোধ্যাপুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পৌরগণ তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে নানা বর্ণের পতাকা উচ্ছ্রিত করিয়াছিল। রামচন্দ্র প্রকৃতিবর্গের ভক্তিচিহ্নস্বরূপ ঐ সমস্ত কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে করিতে আনন্দমনে পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবাদি বন্ধুবর্গকে অন্তঃপুরে মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকয়ীর নিকট লইয়া যাইবার জন্য ভরতকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও পরম সখা রামচন্দ্রের মাতৃগণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র পুনরায় ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমাদিগের অশোকবনিকাবেষ্টিত মুক্তামণি-

ভূষিত যে উৎকৃষ্ট ভবন আছে, তুমি তাহা সখা সুগ্রীবের বাসার্থ অর্পণ কর।" অগ্রজের এই আদেশমাত্র মহাত্মা ভরত সুগ্রীবের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে সেই সুরম্য গৃহে লইয়া গেলেন। তৎপরে শত্রুঘ্নপ্রেরিত ভৃত্যগণ সত্বর তৈল-পূর্ণ প্রদীপ এবং পর্য্যঙ্ক, আস্তরণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইল। অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীব সুখাসীন হইলে ভরত বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! আপনি দ্রুতগামী দূতদিগকে আদেশ করুন, যে তাহারা প্রত্যূষে রামচন্দ্রের অভিষেকার্থ চতুঃসমুদ্রের সলিল আনয়ন করে।" ভরতের এই বাক্য শ্রবণমাত্র কপিরাজ সর্ব্বরত্ন ভূষিত পর্ব্বতাকার দ্রুতগামী বানরসমূহকে সুবর্ণকলসহস্তে প্রেরণ করিলেন। জাম্ববান, হনূমান, সুষেণ, বেগদর্শী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরবীরগণও তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন এবং অল্পকালমধ্যেই সুষেণ পূর্ব্বসমুদ্র হইতে, ঋষভ দক্ষিণসমুদ্র হইতে, গবয় পশ্চিমসমুদ্র হইতে এবং গরুড়তুল্যপরাক্রম মহাবীর হনূমান রত্নকুম্ভ দ্বারা উত্তরসমুদ্র হইতে পবিত্র সলিল আনয়ন করিলেন। অপরাপর বানরেরাও পঞ্চাধিক শত নদীর জল আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যূষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর ধীমান শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের অভিষেকার্থ আনীত ঐ সমস্ত তীর্থোদক সচিবগণের সহিত সন্দর্শন করিয়া বশিষ্ঠ ও সুহৃদ্বর্গের নিকটে নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে সীতার সহিত এক রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম

ও বামদেব এই ছয়জন মহর্ষির সহিত মিলিত হইয়া সুগন্ধি ও প্রসন্ন সলিলে রামচন্দ্রের অভিষেক কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মহর্ষিগণবেষ্টিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন বসুগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। প্রথমে বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, পরে ষোড়শ কন্যা, তৎপশ্চাৎ মন্ত্রি ও যোধগণ এবং সর্ব্বশেষে বণিকগণ হর্ষভরে নূতন রাজার মস্তকে অভিষেকবারি সিঞ্চন করিলেন। ঐ সময়ে দেব এবং লোকপালগণও অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বৌষধিজলে রামচন্দ্রের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে অভিষেক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, যে ব্রহ্মনির্ম্মিত রত্নশোভিত তেজোময় কিরীট বৈবস্বত মনু এবং ক্রমান্বয়ে তদ্বংশীয় অন্যান্য ভূপতিগণ অভিষেককালে ধারণ করিয়াছিলেন, কুলগুরু বশিষ্ঠ অদ্য সেই কিরীট রামচন্দ্রের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। অনন্তর অবশিষ্ট পুরোহিতগণও অন্যান্য ভূষণ দ্বারা নূতন রাজাকে বিভূষিত করিলে, শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে এক শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন এবং কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ তাঁহার উভয় পার্শ্বে শ্বেতচামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় অপূর্ব্ব কাঞ্চনী ও মুক্তাময়ী মালাদ্বয় বায়ুদ্বারা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ দুই উজ্জ্বল মাল্য ধারণ করিয়া যার পর নাই শোভিত হইলেন। এইরূপে চিরাকাঙ্ক্ষিত রামচন্দ্রের অভিষেককার্য্য সমাপ্ত হইলে ত্রিলোকের আনন্দের সীমা রহিল না। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ

হর্ষভরে গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সহসা ভূমি শস্যশালিনী, বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পশোভিত এবং পুষ্প সকল সুগন্ধি হইয়া উঠিল।

দানশীল মহাত্মা রামচন্দ্র অভিষেকের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে এক লক্ষ অশ্ব, এক লক্ষ নবপ্রসূতা গাভী ও এক লক্ষ বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পুনরায় তাহাদিগকে ত্রিংশৎকোটি হিরণ্য এবং বহুসংখ্যক মহামূল্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তেজোময় কাঞ্চননির্ম্মিত মণিভূষিত এক দিব্য মাল্য সুগ্রীবকে ও চন্দ্ররশ্মিবিভূষিত কাঞ্চনচিত্রিত এক বহুমূল্য হার বালি-নন্দন মহাবীর অঙ্গদকে প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বশেষে চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মণিভূষিত এক রমণীয় মুক্তাহার সীতাদেবীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। ঐ সময়ে মনস্বিনী সীতাদেবী হনূমানকৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য আভরণ ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বশেষে পতিপ্রদত্ত দিব্য হার উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাও প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া অনুমতি প্রত্যাশায় পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইঙ্গিতজ্ঞ রামচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি! তুমি কি জন্য ইতস্তত করিতেছ? তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, তাহাকেই এই হার প্রদান করিতে পার।" সীতাদেবী স্বামীর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সেই উৎকৃষ্ট মাল্য হনূমানকে প্রদান করিলেন। তেজ, ধৃতি, যশ, দক্ষতা, বিক্রম, বিনয়,

নয়, পৌরুষ, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণই যাহাতে বর্ত্তমান, সেই মহাবীর হনুমান সীতাপ্রদত্ত চন্দ্ররশ্মিপ্রভ শুভ্র হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া শুভ্রমেঘাধিষ্ঠিত অচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বানরগণও যথা-যোগ্য বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা রামচন্দ্রকর্ত্তৃক পূজিত হইল।

এইরূপে রাক্ষসরাজ বিভীষণ, কপিরাজ সুগ্রীব, হনূমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরবীরগণ আশাতীত ধনরত্নাদি দ্বারা সম্মানিত হইয়া হৃষ্টমনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র মৈন্দ, দ্বিবিদ্ ও নীলকে উৎকৃষ্ট ধনরত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। ক্রমে অন্যান্য বানরবীরগণও বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব পরমসখা রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া হৃষ্টমনে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন এবং সর্ব্বশেষে বিভীষণ রাক্ষসগণের সহিত রামচন্দ্রের প্রসাদলব্ধ লঙ্কারাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্র বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া মহানন্দে সসাগরা ধরার শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর একদা তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার সহিত এই পৈতৃক সাম্রাজ্য উপভোগ কর। দেখ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্ব স্ব পুত্রগণকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতেন। আমার যদিও পুত্র নাই, তথাপি দীর্ঘকাল একত্র সুখদুঃখভোগের জন্য আমি তোমাকেই পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি।" রামচন্দ্র এইরূপ বাক্যে লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও যখন

কিছুতেই তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা ভরতকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

মহারাজা রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া ক্রমে দশ সহস্র বৎসর সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ কালের মধ্যে দশবিধ অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ সমস্ত যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণাও প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কোন রমণী বৈধব্যবেদনায় ব্যথিত হইয়া রোদন করে নাই এবং শ্বাপদভয়, সর্পভয়, দস্যুভয় বা ব্যাধিভয় ইত্যাদি কোন উপদ্রব ছিল না। তখন কাহারও কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিত না এবং বৃদ্ধগণকে কখনও বালকের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত না। প্রকৃতিবর্গ পরস্পরের প্রতি হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া সুখে কাল অতিবাহিত করিত। তখন সকলেই বর্ষসহস্রজীবি, বহুপুত্র, নীরোগ ও বিশোক ছিল। সকলেই আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। তাহারা সকলেই লক্ষণসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিল। রামচন্দ্রের রাজ্যকালে বৃক্ষসকল সর্ব্বদা ফল, পুষ্প ও মূলে সুশোভিত থাকিত, পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বর্ষণ করিতেন, পৃথিবী শস্যপূর্ণা হইতেন এবং সুখস্পর্শ বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া জনগণের আনন্দসঞ্চার করিত।

মহর্ষি বাল্মিকীবিরচিত এই আর্ষ আদিকাব্য রামায়ণ ধর্ম্মপ্রদ, আয়ুস্কর, যশস্কর এবং রাজাগণের বিজয়াবহ। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই কাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। এই রামাভিষেক শ্রবণ করিলে ধনাভিলাষী ব্যক্তি ধনলাভ করে এবং পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রমুখ দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হয়। মহীপতিগণ ইহা শ্রবণ করিলে শত্রুশাসন পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ী হইয়া থাকেন। যেরূপ কৌশল্যা রামচন্দ্রের দ্বারা, সুমিত্রা লক্ষ্মণের দ্বারা এবং কৈকেয়ী ভরতের দ্বারা জীবৎপুত্রা হইয়াছিলেন, তদ্রূপ নারীগণ ভক্তিপূর্ব্বক এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে জীবৎপুত্রা হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন। রামচন্দ্রের এই অদ্ভুত বিজয়বৃত্তান্ত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে অবশ্যই দীর্ঘজীবন লাভ হইয়া থাকে।

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বাল্মীকিবিরচিত এই অদ্ভুত কাব্য পাঠ করেন, তিনি ক্রোধাদি রিপুসমূহ বশীভূত করিয়া অনায়াসে সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিতে পারেন এবং দীর্ঘকাল প্রবাসের পরও বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহার অভিলষিত মনস্কামনাও সমস্ত পূর্ণ হইয়া থাকে। দেবগণও এই অদ্ভুত কাব্য পাঠে প্রীত হয়েন। এই আদিকাব্য গৃহে থাকিলে বিঘ্নকারী বিনায়কগণ প্রসন্ন থাকেন, রাজাগণ বিজয়লাভ করেন ও প্রবাসী কুশলী হয়েন। রজস্বলা নারীগণ ভক্তিপূর্ব্বক এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে অচিরাৎ পুত্রমুখ দর্শন করেন। যিনি এই পুরাতন ইতিহাস প্রত্যহ পাঠ ও পূজা করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ

দূর এবং আয়ু দীর্ঘ লাভ হয়। ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের মুখে এই পবিত্র রামায়ণ শ্রবণ করা ক্ষত্রিয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্য ও পুত্রলাভ হইয়া থাকে। যিনি একাগ্রচিত্তে সমগ্র রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, দেবাদিদেব মহাবাহু সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।

এই রামায়ণসংহিতা পাঠ বা শ্রবণ করিলে কুটুম্ব ও ধনধান্যের বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহা আয়ুষ্কর, আরোগ্যকর, যশস্কর, শুভকর, সৌভ্রাত্রপ্রদ এবং শুভবুদ্ধিপ্রদ। সাধুগণের কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন। ইহার পাঠ বা শ্রবণে দেবগণ সন্তুষ্ট হয়েন, পিতৃগণ তৃপ্ত থাকেন এবং অন্তে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

হে শ্রোতৃবর্গ! এই অপূর্ব্ব রামায়ণ পরিসমাপ্ত হইল। আপনাদের মঙ্গল হউক। আপনারা বিশ্বস্তমনে প্রতিগমন করুন্।

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ।

উত্তরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রামচন্দ্রের সন্নিধানে অগস্ত্যাদি মুনিগণের আগমন।

মহাবীর রামচন্দ্র রাক্ষসবধানন্তর রাজ্যাসনে আরূঢ় হইলে মুনিগণ তাঁহার অভিনন্দনার্থ দিগ্‌দেশ হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব পূর্ব্বদিক হইতে; ভগবান স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ, বিমুখ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহর্ষি দক্ষিণদিক হইতে; নৃষদগু, কহষী, ধৌম্য ও কৌষেয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিক হইতে এবং বসিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও তেজঃপুঞ্জ সপ্তর্ষিগণ উত্তরদিক হইতে আগমন করিলেন। এই সমস্ত বেদবেদাঙ্গবিৎ নানাশাস্ত্রবিশারদ হুতাশনের ন্যায় তেজোময় মহর্ষি রামচন্দ্রের আবাসভবনের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আগমন সংবাদ প্রদানার্থ

দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য দ্বারবানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমরা ঋষি উপস্থিত হইয়াছি; তুমি গিয়া এই কথা মহারাজকে নিবেদন কর।" নয়বিৎ ইঙ্গিতজ্ঞ সুশীল সুদক্ষ ও ধীরস্বভাব প্রতীহার অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রভ বীরকে কহিল, "মহারাজ! অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন।" তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র শশব্যস্তে প্রতীহারকে কহিলেন, "তুমি সত্বর সেই তেজঃপুঞ্জ মহর্ষিগণকে নির্ব্বিঘ্নে ও সাদরে এই স্থানে লইয়া আইস।"

অনন্তর প্রাতঃসূর্য্যপ্রভ মহর্ষিগণ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্রও দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা এবং সাদরে গো নিবেদন পূর্ব্বক উপবেশনার্থ প্রযতচিত্তে কাঞ্চনচিত্রিত কুশাস্তীর্ণ ও মৃগচর্ম্মযুক্ত আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে রামচন্দ্র শিষ্যসহিত তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদবিদ্ ঋষিগণ কহিলেন, "বীর! যখন আমরা আপনাকে নিঃশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি, তখন আমাদেরও সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। রাজন্! সৌভাগ্যক্রমেই আপনি দুরাত্মা রাবণকে পুত্রপৌত্র সহিত বিনাশ করিয়াছেন। অথবা তাহাকে বধ করা আপনার পক্ষে অতি সামান্য কথা; আপনি ধনুর্ধারণ করিলে ত্রিলোককেও অনায়াসে পরাজয় করিতে পারেন। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমেই সর্ব্বলোক-

ভীষণ রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে। অদ্য আমরা আপনাকে বিজয়ী এবং ধর্ম্মশীলা পতিপ্রাণা জানকী, হিতকারী লক্ষ্মণ, মাতৃগণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত সুখী দেখিতেছি। বীর! সৌভাগ্যক্রমেই প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর, অকম্পন, দুর্দ্ধর্ষ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে যাহার বিপুল দেহপ্রমাণের তুলনা নাই, সেই কুম্ভকর্ণ এবং ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তককেও আপনি রণস্থলে বিনষ্ট করিয়াছেন। আপনি দেবগণের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণকেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করিয়া বিজয়শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বলিতে কি, রাবণবধ অতি সামান্য কথা; আপনি যে তাহার পুত্র ইন্দ্রজিৎকেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয়। যে দুরাত্মা দেবকণ্টক রাক্ষস কালস্রোতের ন্যায় অদৃশ্যভাবে ধাবমান হইত, সৌভাগ্যক্রমে আপনি তাহারও ঘোর শর-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ সর্ব্বভূতের অবধ্য ও ঘোর মায়াবী ছিল। তাহার বধসংবাদে আমরা যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি। মহারাজ! সেই পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে আমাদিগকে এই পবিত্র অভয়দান দ্বারা আপনার জয় জয়কার হইয়াছে।”

রামচন্দ্র ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! আপনারা কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাড়িয়া কিজন্য রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের এত প্রশংসা করিলেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দুর্দ্ধর্ষ, দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়,

ত্রিশিরা ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষস অপেক্ষাই বা ইন্দ্রজিতের কি বিশেষ বীরত্ব দেখিলেন? তাহার প্রভাব কিরূপ? বল ও পরাক্রমই বা কেমন? কি কারণেই বা আপনারা তাহাকে রাবণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছেন? আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না; কিন্তু যদি বিশেষ বাধা না থাকে এবং যদি শুনিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ঐ সমস্ত সবিশেষ বলুন। রাবণ-পুত্র কিরূপে বরলাভ এবং ইন্দ্রকেও পরাজয় করিল? এবং কিজন্যই বা সে পিতা অপেক্ষা অধিকতর বলবান হইল?"

দ্বিতীয় সর্গ।

রাবণের কুল ও জন্মাদি কথন।

রামচন্দ্রের এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য কহিতে লাগিলেনঃ—রাম! আমি ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্যের কথা এবং সে যে কিরূপে বরলাভ পূর্ব্বক শত্রুর অবধ্য ও বিজয়ী হইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি। অগ্রে রাবণের কুল, জন্ম ও বরপ্রাপ্তির কথা বলা আবশ্যক। বীর! সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন; তিনি

সাক্ষাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র এবং সর্ব্বাংশে তাঁহারই অনুরূপ। ধর্ম্ম ও সদাচার বশত তাঁহার যে সমস্ত সদ্‌গুণ জন্মিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না ; তিনি ব্রহ্মার পুত্র, এই বলিলেই তাঁহার গুণের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল। ঐ মহাত্মা দেব এবং অন্যান্য সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তপশ্চর্য্যার জন্য মহাগিরি সুমেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে বাস করিতেন। তিনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কিন্তু বহুসংখ্যক ঋষি, নাগ, ও রাজর্ষিকন্যা এবং অপ্সরা ঐ আশ্রমে আসিয়া ক্রীড়া করিত। ঐ কানন সকল ঋতুতেই উপভোগ্য এবং যার পর নাই সুরম্য ছিল ; এইজন্য তাহারা প্রায়ই তথায় আসিত এবং কেহ গান, কেহ বীণাবাদন এবং কেহ বা নৃত্য দ্বারা মহর্ষির তপশ্চর্য্যার বিঘ্নাচরণ করিত। ভগবান পুলস্ত্যদেব পুনঃ পুনঃ এইরূপ তপোবিঘ্ন দর্শনে যার পর নাই রুষ্ট হইলেন এবং একদিন কহিলেন, "অতঃপর যে আমার দৃষ্টিপথে পড়িবে, তাহার তখনই গর্ভ হইবে।" কন্যাগণ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মশাপভয়ে আর তথায় যাইত না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা এই অভিশাপের কথা শ্রবণ করেন নাই। তিনি একদা ঐ আশ্রমে গিয়া পূর্ব্ববৎ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়াও সখীদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ঐ সময়ে তপোনিষ্ঠ ভগবান পুলস্ত্যদেব বেদপাঠ করিতেছিলেন। রাজর্ষিকন্যা বেদশ্রুতি ও মুনিকে দর্শন মানসে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। অল্পকালমধ্যেই তাঁহার শরীর

পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য সমস্ত গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সরলা মুনিকন্যা সহসা আপনার এই ভাবান্তর দর্শনে যার পর নাই উদ্বিগ্না ও ভীতা হইলেন এবং "এ আমার কি হইল" এই ভাবিতে ভাবিতে পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। তৃণবিন্দু কন্যাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! সহসা তোমার আকার এরূপ কন্যা-কালের অসদৃশ হইল কেন?" কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে দীনবদনে কহিলেন, "পিতঃ! আমার আকারের যে কেন এরূপ বৈলক্ষণ্য হইল, তাহার কারণ আমি কিছুই জানি না। আমি সখীগণের অন্বেষণার্থ মহর্ষি পুলস্ত্যের রমণীয় আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। কিয়ৎকাল ইতস্তত ভ্রমণান্তর কাহা-কেও দেখিতে না পাইয়া মহর্ষির নিকটে গমন পূর্ব্বক বেদ পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলাম; ইত্যবসরে সহসা আমার এই রূপবৈলক্ষণ্য ঘটিল। তজ্জন্য আমি যার পর নাই ভীত হইয়া আপনার নিকটে আসিতেছি।"

অনন্তর তপোনিষ্ঠ রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানমগ্ন হইয়া দেখিলেন, ইহা সমস্তই পুলস্ত্যের কর্ম্ম। তিনি সমাধিবলে অভিশাপবৃত্তান্ত সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং কন্যাসহিত পুলস্ত্যের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন! আমার এই কন্যা গুণবতী; বিশেষত এই ভিক্ষা স্বয়ং উপস্থিত, অতএব আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। তপশ্চরণ জন্য যখন আপনার ইন্দ্রিয় সকল ক্লান্ত হইবে, তখন আমার এই কন্যা ভক্তিভাবে নিয়ত আপনার সেবা করিবে।"

রাজর্ষি তৃণবিন্দুর এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলস্ত্য-

দেব তাঁহার কন্যা গ্রহণে সম্মত হইলেন। তৃণবিন্দুও তাঁহাকে কন্যাদান পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে কন্যা স্বীয় গুণে পতিকে তুষ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মুনিবর তাঁহার শীল ও চরিত্রে যার পর নাই প্রীত হইয়া একদিন তাঁহাকে কহিলেন, "দেবি! আমি তোমার গুণে যার পর নাই তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে আত্মসম পুত্রদানে ইচ্ছা করিতেছি। ঐ পুত্র পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত এবং পিতামাতার বংশধর হইবে। আমার বেদাধ্যয়নকালে তুমি আসিয়া উহা শ্রবণ করিয়াছিলে, এইজন্য ঐ পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে।"

মহর্ষি এইরূপ কহিলে রাজর্ষিকন্যা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং অচিরকালমধ্যেই বিশ্রবা নামে পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ বিশ্রবা ত্রিলোকবিখ্যাত, যশস্বী, ধার্ম্মিক, বেদজ্ঞ, সমদর্শী, সদাচারনিরত এবং পিতার ন্যায় তপঃপরায়ণ ছিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

বৈশ্রবণের জন্মবৃত্তান্ত।

"অনন্তর ভগবান পুলস্ত্যদেবের পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপোনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, সুশীল, দান্ত, স্বাধ্যায়নিরত পবিত্রস্বভাব এবং ভোগাভিলাষশূন্য ছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহার গুণরাশির কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় কন্যা দেববর্ণিনীকে পত্নী-রূপে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। মহর্ষি বিশ্রবাও ধর্ম্মানু-সারে ভরদ্বাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া হর্ষভরে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রসিদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা স্বীয় ভাবী পুত্রের মঙ্গল চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরেই দেববর্ণিনীর গর্ব্ভে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল; ঐ পুত্র বীর্য্যসম্পন্ন, পরম অদ্ভুত এবং শম-দমাদিগুণে বিভূষিত। পুলস্ত্যদেব পৌত্রের জন্মদর্শনে যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং তাহার শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন, "কালে এই পুত্র ধনাধ্যক্ষ হইবে।" অনন্তর তিনি দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার নামকরণ কালে কহিলেন, "এই বালক বিশ্রবার পুত্র এবং সর্ব্বাংশে তাহারই অনুরূপ; অতএব ইহার নাম বৈশ্রবণ হইল।"

মহাতেজা বৈশ্রবণ তপোবনে অবস্থিতি করিয়া তপো-বলে হুত অগ্নির ন্যায় ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একদা মনে মনে ভাবিলেন, "ধর্ম্মই পরম গতি;

অতএব আমি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব।” এই ভাবিয়া তিনি মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দীর্ঘকাল নিয়ম পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ক্রমশ সহস্র বৎসর পূর্ণ হইল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি কখন জলপান, কখন বায়ু ভক্ষণ এবং কখন বা কেবল নিরাহারেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপে আরও এক সহস্র বৎসর অতীত হইল। কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ কাল তাঁহার পক্ষে এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইল। তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার এই কঠোর তপশ্চরণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বরপ্রদানের উপযুক্ত পাত্র।”

বৈশ্রবণ পিতামহকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, “ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে লোকপালত্ব ও ধনাধিপতিত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করি।” ব্রহ্মা এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দেবগণের সহিত হর্ষভরে কহিলেন, “বৎস! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক। আমি যম, ইন্দ্র ও বরুণ এই তিনজন লোকপালকে সৃষ্টি করিয়া এক্ষণে চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব তুমি অভীপ্সিত পদ প্রাপ্ত হও এবং ধনাধিপতি হইয়া থাক। অতঃপর তুমি ঐ তিন জন লোকপালের চতুর্থ হইলে। আর এই যে সূর্য্যসন্নিভ পুষ্পকরথ দেখিতেছ, তুমি ইতস্তত গমনাগমনার্থ ইহাও লও এবং দেবগণের সমান হইয়া থাক। বৎস! তোমাকে এই দুইটি বরদান দ্বারা কৃতার্থ করিলাম। এক্ষণে আমরা

যথা স্থানে গমন করিতেছি ; তোমার মঙ্গল হউক।” এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ প্রস্থান করিলে বৈশ্রবণ পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! আমি সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তিনি আমার বাসের জন্য কোন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। অতএব আপনিই দেখুন, আমি কোন স্থানে সুখে থাকিতে পারি এবং কোথায় বাস করিলে কাহারও কোনরূপ বিঘ্ন না হয়।”

পুত্রের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা কহিলেন, “বৎস! শুন ; দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসদিগের নিবাসের জন্য অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় এক বিশাল পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বৎস! তুমি এক্ষণে ঐ পুরীতে গিয়া বাস কর ; তোমার মঙ্গল হউক। ঐ পুরী হেমপ্রাকারবেষ্টিত, যন্ত্রশোভিত এবং স্বর্ণ ও বৈদূর্য্য-ময় তোরণে অলঙ্কৃত। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে উহা পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে উহা শূন্য এবং প্রভুহীন ; অতএব তুমি তথায় গিয়া সুখে বাস কর। তুমি ঐ স্থানে থাকিলে স্বয়ংও নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে এবং তোমা হইতেও কাহারও বিঘ্নসম্ভাবনা থাকিবে না।”

ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বহুসংখ্যক রাক্ষস সহিত হর্ষভরে ত্রিকূটাগ্রস্থিত লঙ্কাপুরীতে মহানন্দে

বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে অল্পকালমধ্যেই ঐ পুরী ধন, ধান্য ও ঐশ্বর্য্যাদিতে পূর্ণ হইল। তিনি সময়ে সময়ে পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তুতিবাদ এবং অপ্সরাগণ তাঁহার আলয়ে নৃত্যগীত করিত।

চতুর্থ সর্গ।

রাক্ষসগণের উৎপত্তি কথন।

অগস্ত্যের কথা শ্রবণ করিয়া মহাবীর রামচন্দ্র যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি শিরশ্চালন করিয়া অগ্নিকল্প মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন! বৈশ্রবণের পূর্ব্বেও লঙ্কা রাক্ষসদিগের অধিকারে ছিল, আপনার এই কথা শুনিয়া আমার যার পর নাই বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম, রাক্ষসেরা মহর্ষি পুলস্ত্যের বংশে উৎপন্ন; কিন্তু আপনার বাক্যে বোধ হইতেছে, কতকগুলি রাক্ষস অন্য বংশ হইতেও উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ সমস্ত রাক্ষস কিরূপ? উহারা কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষাও অধিকতর বলবান ছিল? উহাদের আদিপুরুষ কে? এবং

তাহার নামই বা কি? কি অপরাধেই বা বিষ্ণু তাহাদিগকে লঙ্কা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন? ভগবন্! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলুন এবং সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার দূর করেন, তদ্রূপ আমার কৌতূহল দূর করুন্।”

অগস্ত্য কহিতে লাগিলেনঃ—রামচন্দ্র! পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে জল স্থষ্টি করিয়া ঐ জলের রক্ষার্থ প্রাণিগণকে স্থষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত স্থষ্ট প্রাণী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকটে বিনীতভাবে উপস্থিত হইল এবং কহিল, “আমরা কি করিব?”

প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, “হে সত্বগণ! তোমরা এই জলকে সযত্নে রক্ষা কর।” তৎশ্রবণে ঐ প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কহিল, “রক্ষাম” (আমরা রক্ষা করিব;) কেহ কহিল, “যক্ষাম” (আমরা পূজা করিব।) তখন ব্রহ্মা ক্ষুৎপিপার্ত্ত সত্বগণের এই উত্তর শুনিয়া কহিলেন, “তোমাদের মধ্যে যাহারা ‘রক্ষাম’ বলিল, তাহারা রাক্ষস হউক; আর যাহারা ‘যক্ষাম’ বলিল তাহারা যক্ষ হউক।”

রামচন্দ্র! ঐ সমস্ত রাক্ষসদিগের মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামক মধুকৈটভতুল্য দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হইল। উহাদের মধ্যে প্রহেতি পরম ধার্ম্মিক ছিল; সে ধর্ম্মসঞ্চয়ার্থ তপোবনে গমন করিল। তাহার ভ্রাতা মহামতি হেতি বিবাহার্থী হইয়া যমরাজের ভগিনী ভয়া নামক এ মহাভয়া কন্যাকে বিবাহ করিল। কিয়ৎকাল পরে ঐ ভয়ার গর্ব্ভে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হেতির বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র জন্মিল।

প্রদীপ্ত সূর্য্যপ্রভ মহাতেজা বিদ্যুৎকেশ জলমধ্যে পদ্মের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন তাহার যৌবন-কাল উপস্থিত হইল, তখন তাহার পিতা তাহার বিবাহ প্রদানার্থ উদ্যত হইল এবং সূর্য্যের যেরূপ সন্ধ্যা সেইরূপ সন্ধ্যা নামক কোন এক রাক্ষসীর দুহিতাকে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। সন্ধ্যাও কন্যাকে একদিন না একদিন অবশ্যই পাত্রসাৎ করিতে হইবে এই ভাবিয়া বিদ্যুৎকেশকে কন্যা সম্প্রদান করিল। ঐ কন্যার নাম সালকটঙ্কটা। ইন্দ্র যেরূপ পৌলোমীকে লাভ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন, বিদ্যুৎকেশও ঐ কন্যাকে লাভ করিয়া তদ্রূপ সুখী হইল। কিছুকাল পরে, মেঘ যেরূপ সমুদ্র হইতে গর্ভ ধারণ করে, তদ্রূপ সালকটঙ্কটা বিদ্যুৎকেশের ঔরসে গর্ভ ধারণ করিল। অনন্তর ঐ রাক্ষসী মন্দরপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক, গঙ্গা যেরূপ গর্ভজ অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বামীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর ঐ শরৎকালীন সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিমান সুন্দর রাক্ষসশিশু এইরূপে পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মুখমধ্যে মুষ্টিপ্রদান পূর্ব্বক মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষভবাহনে আকাশপথে গমন করিতেছিলেন; তাঁহারা সহসা ঐ শিশুর রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ঐ সদ্যজাত রাক্ষস-শিশুকে দর্শন করিয়া স্নেহময়ী জগন্মাতা পার্ব্বতীর হৃদয়ে যার পর নাই করুণার উদ্রেক হইল। দেবাদিদেবও

তাঁহার প্রিয়কামনায় ঐ শিশুকে তৎক্ষণাৎ তাহার মাতার বয়ঃক্রমের অনুরূপ করিলেন এবং উহাকে অমরত্ব এবং আকাশে পর্য্যটন ক্ষমতাও প্রদান করিলেন। পার্ব্বতীও কহিলেন, "অদ্য অবধি রাক্ষসীগণের সদ্যই গর্ব্ভসঞ্চার ও সদ্যই সন্তান প্রসব হইবে এবং ঐ সমস্ত সন্তানেরও সদ্যই মাতৃতুল্য বয়ঃক্রম হইবে।"

ঐ পরিত্যক্ত রাক্ষসশিশুর নাম সুকেশ; সে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া মহাগর্ব্বে আকাশপথে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ।

রাক্ষসগণের লঙ্কা অধিকার।

বিশ্বাবসুসমপ্রভ গ্রামণী নামক এক গন্ধর্ব্বের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপযৌবনশালিনী ত্রিলোকবিখ্যাতা দেববতী নামে এক কন্যা ছিল। গ্রামণী সুকেশকে লব্ধবর ও ধার্ম্মিক দেখিয়া তাহার হস্তে স্বীয় রূপবতী কন্যাকে প্রদান করিল। নির্ধন যেরূপ ধনলাভে সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ দেববতী মনোমত পতি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইল। অঞ্জনা-সম্ভূত মহাগজ যেরূপ করেণুর সহিত শোভা পায়, তদ্রূপ

সুকেশও দেববতীর সহিত মিলিত হইয়া যার পর নাই শোভা পাইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে সুকেশ ও দেববতীর মাল্যবান, সুমালি ও মহাবল মালি এই তিন পুত্র জন্মিল। উহারা লোক-ত্রয়ের ন্যায় স্থির; অগ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজস্বী; প্রভু, মন্ত্র ও উৎসাহ এই মন্ত্রত্রয়ের ন্যায় উগ্র এবং বাত, পিত্ত ও কফজ এই ব্যাধিত্রয়ের ন্যায় ভয়ঙ্কর। রাক্ষস সুকেশের এই তিন পুত্র উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর উহারা পিতার বরপ্রাপ্তি ও তপোবলে ঐশ্বর্য্যলাভের কথা শুনিতে পাইল এবং তপোনুষ্ঠানার্থ কৃতসংকল্প হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক কঠোর নিয়মে তপস্যা আরম্ভ করিল। উহাদের সত্য, সরলতা এবং শান্তিসহকৃত ঘোর-তর তপস্যা দর্শনে দেবাসুর ও মনুষ্যসহিত তিন লোক আকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর চতুর্মুখ ব্রহ্মা ইন্দ্রাদিদেবগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক উহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি বরদাতা; তোমাদের কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে তোমরা বর প্রার্থনা কর।" ভ্রাতৃত্রয় ব্রহ্মাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৃক্ষের ন্যায় কম্পিতদেহে কহিলেন, "দেব! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই বর দিন, যেন আমরা অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবি, প্রভু এবং পর-স্পরের অনুরক্ত হই।" ব্রাহ্মণবৎসল ব্রহ্মা সুকেশের পুত্র-

দিগের এই প্রার্থনার উত্তরে "তথাস্তু" বলিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র! অনন্তর ঐ তিন রাক্ষস বরলাভে নির্ভয় হইয়া সুরাসুরগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। নারকী যেরূপ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ঋষি, দেব ও চারণগণ উহাদের বিষম অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পরিত্রাণ করিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

পরে ঐ সমস্ত রাক্ষস হর্ষভরে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নিকটে গমন করিল এবং কহিল, "বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি ওজস্বী তেজস্বী বলবান ও মহান দেবগণের গৃহনির্ম্মাণকার্য্য স্বক্ষমতায় করিয়া থাক এবং তজ্জন্য তাঁহারাও তোমাকে সবিশেষ স্নেহ করেন। এক্ষণে তুমি আমাদিগের একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দাও। হিমালয়, মন্দর বা সুমেরুপর্ব্বত, যেখানে হউক, তোমাকে আমাদিগের জন্য মহেশ্বরের গৃহতুল্য একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।"

বিশ্বকর্ম্মা তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "রাক্ষসগণ! দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। সুবেল নামে উহারই সদৃশ আর একটী পর্ব্বতও তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পর্ব্বতের মধ্যদেশ মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুরারোহ এবং চতুঃপার্শ্বে টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তোমাদিগের যদি মত হয়, তাহা হইলে আমি ঐ স্থানে ত্রিশযোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ স্বর্ণপ্রাকার-বেষ্টিত স্বর্ণতোরণশোভিত এক রমণীয় পুরী নির্ম্মাণ করিতে পারি। রাক্ষসগণ! ইন্দ্র যেরূপ অমরাবতীতে বাস করেন,

তদ্রূপ তোমরাও ঐ পুরীতে সুখে ও নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবে। তোমরা বহুসংখ্যক রাক্ষসসহিত ঐ লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিলে নিশ্চয়ই শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইবে।” রাক্ষসগণ দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার এই বাক্যে সম্মত হইল এবং ঐ পুরী নির্ম্মিত হইলে বহুসংখ্যক অনুচরসহিত তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র! ঐ সময়ে নর্ম্মদা নামে কোন এক গন্ধর্ব্বী ছিল। তাহার হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তিতুল্যা পূর্ণচন্দ্রাননা তিন কন্যা। নর্ম্মদা ভগদৈবত নক্ষত্রে সুকেশের তিন পুত্র মাল্যবান, সুমালী ও মালীর সহিত স্বীয় তিন কন্যার জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে বিবাহ দিল। রাক্ষসেরাও মনোমত ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়া, অপ্সরাদিগের সহিত অমরগণের ন্যায়, সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

মাল্যবানের রূপবতী ভার্য্যার নাম সুন্দরী। উহার গর্ভে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এই সাতটি পুত্র এবং অনলা নামে এক কন্যা জন্মে। সুমালীর প্রাণাধিকা পত্নীর নাম কেতুমতী; তাহার গর্ভে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই দশ পুত্র এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী এই চারি কন্যা জন্মে। মালীর পদ্মপলাশনেত্রা ভার্য্যার নাম বসুদা। উহার গর্ভে মালীর ঔরসে অনল, অনিল, হর ও সম্পাতি এই কয়েকটি পুত্র জন্মে।

মাল্যবান প্রভৃতি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ বহুসংখ্যক পুত্রবর্গে পরিবৃত হইয়া বীর্য্যদর্পে দেব, ঋষি, নাগ ও যক্ষগণকে

উৎপীড়ন করিতে লাগিল। উহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী, রণস্থলে যমের ন্যায় তেজস্বী ও দুর্দ্ধর্ষ, বরলাভে যার পর নাই গর্ব্বিত এবং যজ্ঞাদির বিঘ্নকর।

ষষ্ঠ সর্গ।

দেব ও রাক্ষসগণের যুদ্ধারম্ভ।

অনন্তর দেব ও ঋষিগণ ঐ সমস্ত বরগর্ব্বিত রাক্ষসের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ভয়ে দেবাদিদেব মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিলেন। উহাঁরা জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য অব্যক্ত লোকগণের আধার সকলের আরাধ্য পরমগুরু কন্দর্পহর ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া ভয়গদ্গদ বাক্যে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! সুকেশের পুত্রগণ পিতামহপ্রদত্ত বরগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া প্রজাগণের উপরি যার পর নাই অত্যাচার করিতেছে। উহারা আমাদিগের আশ্রমস্থান সকল ভগ্ন করিয়া দিয়াছে এবং দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে। 'আমিই বিষ্ণু, আমিই রুদ্র, আমিই ব্রহ্মা, আমিই দেবরাজ ইন্দ্র, আমিই যম, আমিই বরুণ, আমিই চন্দ্র, আমিই রবি,' ভ্রাতৃত্রয় আপনাদিগকে এইরূপ

মনে করিয়া যুদ্ধোৎসাহে আমাদিগকে যার পর নাই উৎপীড়ন করিতেছে। অতএব দেব! আমরা যার পর নাই ভয়ার্ত্ত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম; আপনি আমাদিগকে অভয় দান করুন এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমরে দেবকণ্টক রাক্ষসগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট করুন্।"

দেবগণ কাতরভাবে এইরূপ কহিলে দেবাদিদেব স্বহস্তে সুকেশের পুত্রগণকে বিনাশ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ! সুমালি প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমার অবধ্য, অতএব আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। কিন্তু যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে উহারা বিনষ্ট হইবে, আমি তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি। তোমরা অবিলম্বে মহর্ষিগণের সহিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও; তিনিই উহাদিগকে বধ করিবেন।"

অনন্তর সুরগণ জয়শব্দে রুদ্রদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন, "দেব! অগ্নিত্রয়তুল্য সুকেশের তিন পুত্র পিতামহের নিকট বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। তাহারা ত্রিকূটশিখরস্থ লঙ্কা নামক দুর্গম পূরীতে অবস্থিতি করিয়া আমাদিগের উপরি অত্যাচার করিতেছে। হে মধুসূদন! আপনি আমাদিগের হিতার্থে ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ করুন্। আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আমাদিগকে অভয় দান করুন্। আপনি সমরে উহাদিগের মস্তক চক্রাস্ত্রে দ্বিখণ্ড করিয়া যমরাজকে বলিস্বরূপ নিবেদন করুন্। এ

সময়ে আমাদিগকে অভয়দান করে, আপনি ব্যতীত এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। দেব! অধিক আর কি বলিব, ঐ সমস্ত মদমত্ত রাক্ষসকে অনুচরবর্গের সহিত সংহার করিয়া, সূর্য্য যেরূপ নীহার দূর করেন, তদ্রূপ আমাদের ভয় দূর করুন্।"

অনন্তর দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদেব জনার্দ্দন বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অভয়দান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুরগণ! আমি মহেশ্বরের বরলাভে গর্ব্বিত রাক্ষস সুকেশকে জানি এবং মাল্যবান যাহাদিগের জ্যেষ্ঠ সুকেশের সেই পুত্রগণকেও জানি। আমি ক্রোধভরে ঐ সমস্ত পাপপরায়ণ রাক্ষসকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব; অতএব তোমরা ভয় দূর করিয়া নিশ্চিন্ত হও।" দেবগণ বিষ্ণুর এই অভয়বাক্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

এদিকে রাক্ষস মাল্যবান দেবগণের এই উদ্যোগের কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, ঋষি ও দেবগণ রুদ্রদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বধোদ্দেশে কহিয়াছিল, 'দেব! সুকেশের ভয়ঙ্কর পুত্রগণ বরলাভ ও বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পদে পদে আমাদিগের উপরি যার পর নাই অত্যাচার করিতেছে। আমরা ঐ দুরাত্মাদিগের ভয়ে স্বগৃহে তিষ্ঠিতে পারি না। অতএব আপনি আমাদিগের হিতার্থে উহাদিগকে বিনাশ করুন এবং একই হুঙ্কারে উহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলুন্।' দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবান দেবাদিদেব হস্ত ও

শিরঃকম্পন পূর্ব্বক কহিয়াছেন, 'সুরগণ! সুকেশের পুত্রেরা সমরে আমার অবধ্য, কিন্তু আমি তাহাদের মৃত্যুর অন্ত. উপায় তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি। তোমরা চক্র ও গদাধারী পীতাম্বর জনার্দ্দন নারায়ণের শরণাপন্ন হও।'

তখন দেবগণ মহাদেবের নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক নারায়ণের নিকট গমন ও তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিল। তৎশ্রবণে নারায়ণ কহিয়াছেন, 'হে সুরগণ! আমি সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব; অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত হও।'

ভ্রাতৃগণ! তোমরা দেখিতেছ, নারায়ণ আমাদের বধার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি কর্ত্তব্য স্থির কর। নারায়ণ হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য দৈত্য ও দানবগণের সাক্ষাৎ মৃত্যু। নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি যে সমস্ত মহাবল ও মহাবীর্য্য অসুর ও দানব সমরে কখন পরাজিত হয় নাই; যাহারা মায়াবী; শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সর্ব্বাস্ত্রকুশল এবং শত্রুগণের ভয়ঙ্কর ছিল, তাহারা সকলেই নারায়ণের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। তোমরা এই সমস্তই শুনিলে; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য স্থির কর। ফলত যিনি আমাদিগের বিনাশার্থ উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাকে জয় করা অতীব সুকঠিন।"

তখন সুমালী ও মালী অগ্রজের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় মাল্যবানকে কহিতে লাগিল, "ভ্রাতঃ! আমরা অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অর্থ-

সংগ্রহ করিয়াছি; আমরা দীর্ঘ আয়ু ও রোগশূন্যতা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছি এবং অস্ত্র শস্ত্র সহিত দেবসৈন্য-রূপ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণকেও পরাজয় করিয়াছি। আমাদের আর মৃত্যুকে ভয় কি? নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র বা যমও আমাদের সম্মুখে আসিতে ভীত হয়েন। যাহা হউক, বিষ্ণু যে আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার কোনই কারণ নাই; দেবগণের দোষেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব আইস, আজই আমরা মিলিত হইয়া সেই দুরাত্মা দেবগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলি।”

রাক্ষসেরা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং জম্ভ বৃত্রাদি মহাবীরের ন্যায় ক্রোধভরে সৈন্যগণসমভিব্যা-হারে নির্গত হইল। ঐ সমস্ত মহাকায় ও মহাবল রাক্ষস হস্তী, হস্ত্যাকার অশ্ব, গর্দ্দভ, বৃষ, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মীন, গরুড়াকার পক্ষী, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, সৃমর, চমর প্রভৃতি বিবিধ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক লঙ্কা হইতে দেবলোকে যাত্রা করিল। লঙ্কানিবাসি দেবগণ লঙ্কার বিনাশ কাল আসন্ন দেখিয়া ভীত ও উদ্বিগ্নমনে উহা-দের যাত্রার অনুসরণ করিলেন। বহুসংখ্যক রাক্ষসবীর উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসকুলের ধ্বংসের নিমিত্ত কালের প্রেরণায় অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে নানারূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত আবির্ভূত হইল। মেঘ সকল অস্থি ও উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাসমুদ্র বেলা অতিক্রম করিলেন এবং পর্ব্বত

সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘোরদর্শন শিবাগণ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অট্টহাসের সহিত দারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। গৃধ্রগণ জ্বালাকরালমুখে রাক্ষসগণের উপরি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকাগণ দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল; কাক ও দ্বিপাদ বিড়ালগণ ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। বলগর্ব্বিত রাক্ষসগণ কালপাশে জড়িত; তাহারা এই সমস্ত ভয়াবহ উৎপাত গ্রাহ্য না করিয়া দ্রুতবেগে যাইতে লাগিল। মাল্যবান, সুমালী ও মহাবল মালী এই তিনজন রাক্ষসবীর জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল। দেবগণ যেরূপ বিধাতাকে আশ্রয় করেন, তৎকালে রাক্ষসগণও সেইরূপ মাল্যবান পর্ব্বতের ন্যায় মাল্যবানকে আশ্রয় করিয়াছিল। এইরূপে ঐ বিশাল রাক্ষসসৈন্য মহামেঘের ন্যায় ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে করিতে জয়লাভার্থ দেবলোকে যাত্রা করিল।

এদিকে ভগবান নারায়ণ দেবদূতগণের মুখে রাক্ষসদিগের এই যুদ্ধোদ্যোগের কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ উৎসুক হইলেন এবং বৈনতেয় বিহগরাজ গরুড়োপরি আরোহণ করিলেন। তাঁহার দেহে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দিব্য কবচ, উভয় পার্শ্বে শাণিত শরপূর্ণ তূণীর, কটিতটে খড়্গবন্ধন সূত্র ও খড়্গ এবং হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও অন্যান্য বিবিধ উৎকৃষ্ট অস্ত্র। তৎকালে শ্যামকান্তি পীতাম্বর নারায়ণ গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া সুবর্ণপর্ব্বতস্থিত বিদ্যুজ্জড়িত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সিদ্ধ, দেবর্ষি, উরগ, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ তাহার স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর তিনি অবিলম্বে শত্রুসৈন্যমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন; অমনি গরুড়ের পক্ষপবনে বিশাল রাক্ষস-সৈন্য ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। উহাদের পতাকাসমূহ ঘূর্ণমান এবং অস্ত্র শস্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। তৎকালে উহারা বিচলিত নীল পর্ব্বতশিখরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ।

নারায়ণের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ।

অনন্তর রাক্ষসসৈন্যরূপ মহামেঘ ঘোর গর্জ্জন সহকারে নারায়ণরূপ পর্ব্বতের উপরি বিবিধ অস্ত্র বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। বিষ্ণু শ্যামকান্তি ও নির্ম্মল; কৃষ্ণকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছে। সুতরাং বোধ হইল যেন মেঘজাল অঞ্জন পর্ব্বতকে বেষ্টন পূর্ব্বক বৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন ক্ষেত্রে পঙ্গপালের ন্যায়, অগ্নিমধ্যে মশকের ন্যায়, মধুভাণ্ডে দংশের ন্যায় এবং সমুদ্রে মকরের ন্যায় রাক্ষসবীরদিগের ধনুর্নির্ম্মুক্ত বায়ু, বজ্র ও মনোবৎ বেগগামী শরসকল প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বিষ্ণুর দেহমধ্যে

প্রবেশ করিতে লাগিল। রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্য অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহার উপরি অনবরত শরবৃষ্টি করিতেছে। অনন্তর প্রাণায়াম দ্বারা যেরূপ ব্রাহ্মণ নিরুচ্ছ্বাস হন, তদ্রূপ পর্ব্বতাকার রাক্ষসদিগের শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর প্রহারে বিষ্ণু নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িলেন এবং মীনাহত মহোদধির ন্যায় অব্যাকুল থাকিয়া শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের উপরি শর-বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আকর্ণ আকৃষ্ট বজ্রকল্প মনোবৎ বেগগামী শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র এক এক কালে শত শত রাক্ষস খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই বায়ুবেগ যেরূপ মেঘজালকে ছিন্নভিন্ন ও দূরে অপসারিত করে, তদ্রূপ বিষ্ণু রাক্ষসগণকে ছিন্নভিন্ন ও অপসারিত করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত শঙ্খধ্বনি করিলেন। শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য যেন ত্রিলোককে ব্যথিত করিয়াই ভীমবলে নিনাদিত হইতে লাগিল। অরণ্য মধ্যে সিংহের গর্জ্জন যেরূপ মদমত্ত হস্তিগণকে ভীত করে, তদ্রূপ ঐ মহাশঙ্খের ধ্বনি রাক্ষস-গণকে যার পর নাই ভীত করিল। উহাদের অশ্ব সকল আর রণস্থলে স্থির থাকিতে পারিল না, হস্তী সকল নিস্পন্দ হইয়া রহিল এবং বীরগণ হীনবল হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিষ্ণু পুনরায় বজ্রসার শর সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সমস্ত শর রাক্ষসগণের দেহ বিদারণ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। অল্পকালমধ্যেই বহুসংখ্যক রাক্ষস বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় রণস্থলে পতিত হইল। পর্ব্বত হইতে গৈরিক

ধারার ন্যায় উহাদের দেহে বিষ্ণুচক্রকৃত ব্রণমুখ হইতে প্রবলবেগে রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিষ্ণু কখন পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি, কখন ধনুষ্টঙ্কার, কখন বা সিংহনাদ করিতেছেন। ঐ ঘোরতর শব্দে রাক্ষসগণের কোলাহল অভিভূত হইয়া গেল। ভগবান নারায়ণ উহাদের কম্পিত কণ্ঠ, শর, ধ্বজ, ধনু, রথ, পতাকা, তূণীর প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। উহাঁর অসংখ্য শর সকল সূর্য্য হইতে তীক্ষ্ণ রশ্মির ন্যায়, মহাসাগর হইতে বারিপ্রবাহের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে হস্তিযূথের ন্যায় এবং মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শার্ঙ্গধনু হইতে বেগে নির্ম্মুক্ত হইতে লাগিল। তখন শরভ যেরূপ সিংহের, সিংহ যেরূপ হস্তীর, হস্তী যেরূপ ব্যাঘ্রের, ব্যাঘ্র যেরূপ দ্বীপির, দ্বীপি যেরূপ কুক্কুরের, কুক্কুর যেরূপ বিড়ালের, বিড়াল যেরূপ সর্পের এবং সর্প যেরূপ ইন্দুরের অনুধাবন করে, তদ্রূপ ত্রিলোকপ্রভু বিষ্ণু পলায়মান রাক্ষসগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই বহুসংখ্যক রাক্ষস ধরাশায়ী হইল। বিষ্ণু এইরূপে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিলেন। রাক্ষসসৈন্যগণ একে যার পর নাই ভীত হইয়াছিল, তাহাতে আবার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আরও বিহ্বল হইল এবং রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে বিষ্ণুর শরজালে রাক্ষসসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে সুমালী আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং নীহারজাল যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য মহাবল রাক্ষস-

গণও ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক উৎসাহান্বিত হইল। সুমালী ঘোর সিংহনাদে যেন রাক্ষসগণকে উজ্জীবিত করিয়াই বলদর্পে বিষ্ণুর সম্মুখীন হইল এবং হস্তী যেরূপ শুণ্ড আস্ফালন করে, তদ্রূপ আভরণশোভিত ভুজদণ্ড আস্ফালন করিয়া বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় পুনরায় হর্ষভরে ঘোর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। বিষ্ণু অবিলম্বে উহার সারথির জ্বলিতকুণ্ডলশোভিত মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সারথি বিনষ্ট হওয়াতে সুমালীর রথযোজিত অশ্ব সকল উদ্ভ্রান্তগতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব উদ্ভ্রান্ত হইলে মনুষ্য যেরূপ অধীর হয়, তৎকালে রাক্ষস সুমালীও তদ্রূপ অধীর হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে মালী রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ধনুর্ধারণ করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ধাবমান হইল এবং উহার স্বর্ণভূষিত শর সকল ক্রৌঞ্চরন্ধ্রে পক্ষীর ন্যায় বিষ্ণুর দেহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যেরূপ মানসী পীড়ায় বিচলিত হয়েন না, তদ্রূপ বিষ্ণুও উহার শরে কিছু-মাত্র কাতর হইলেন না। ভূতভাবন ভগবান শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক মালীর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্যুৎপ্রভ শর মালীর দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্পেরা যেরূপ সুধারস পান করিয়াছিল, তদ্রূপ রক্তপান করিতে লাগিল। বিষ্ণু এইরূপে মালীকে বিদ্ধ করিয়া ক্রমশ উহার মৌলি, ধ্বজ, ধনু ও অশ্বগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসবীর ক্রোধে অধীর হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে সিংহের

ন্যায় বেগে বিষ্ণুর অভিমুখে যাইতে লাগিল এবং কৃতান্ত যেরূপ রুদ্রদেবকে এবং ইন্দ্র যেরূপ বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতকে প্রহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের ললাটে এক গদাঘাত করিল। গরুড় ঐ বিষম আঘাতে যার পর নাই কাতর হইল এবং বিষ্ণুকে লইয়া রণস্থল হইতে পলায়নের উপক্রম করিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণের হর্ষের সীমা রহিল না; তাহারা এক তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল। বিষ্ণু তাহাদিগের সেই হর্ষকোলাহল শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পক্ষিরাজ গরুড়ের উপরি তির্য্যক ভাবে অবস্থিত হইয়া মালির বিনাশ বাসনায় এক চক্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ঐ কালচক্রসদৃশ ভয়ঙ্কর সূর্য্যমণ্ডলাকার বিষ্ণুচক্র স্বতেজে অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া গমন করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে মালির মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। রাহুমুণ্ডসদৃশ রাক্ষসবীরের ঐ ভীষণ মুণ্ড রক্ত উদ্গার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে দেবগণ হর্ষভরে পুনঃ পুনঃ বিষ্ণুর সাধুবাদ প্রদান এবং সর্ব্বপ্রাণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুমালী ও মাল্যবানও ভ্রাতার বিনাশে যার পর নাই শোকাকুল হইয়া সসৈন্যে লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। ইত্যবসরে গরুড়ও আশ্বস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভীষণ ক্রোধভরে রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিল।

তৎকালে রণস্থল যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসদিগের কাহারও মুখ চক্রে কর্ত্তিত, কাহারও বক্ষস্থল গদাঘাতে চূর্ণিত, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলে ছিন্ন, কাহারও

মস্তক মুসলে ভগ্ন, কেহ অসিপ্রহারে খণ্ডিত এবং কেহ বা শরজালে তাড়িত। উহারা অন্তরীক্ষ হইতে মৃতদেহে ভূতলে পড়িতে লাগিল। তড়িন্মণ্ডিত মহামেঘ হইতে যেরূপ বজ্র পতিত হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুর ধনুর্নির্মুক্ত শরজাল উহাদের উপরি পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে কোন কোন রাক্ষসের কেশজাল উন্মুক্ত, কাহারও আতপত্র ছিন্ন, কাহারও অস্ত্র স্খলিত, কাহারও বেশ বিপর্য্যস্ত, কাহারও অন্ত্র নির্গত এবং কাহারও নেত্র ভয়ে চঞ্চল। ফলত উহারা উন্মত্তের ন্যায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য এবং আত্মপর বিচারে অসমর্থ হইয়াছিল। সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় পুরাণসিংহ বিষ্ণুর ভীষণ নিপীড়নে উহারা যেরূপ প্রাণপণে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল সেইরূপ প্রাণপণে পলায়ন ও আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে দেখা গেল শত শত মহাকায় রাক্ষস অসিদ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া নীলপর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইতেছে। অল্পকালমধ্যেই বায়ুপ্রেরিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় রাক্ষসসৈন্য অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

অষ্টম সর্গ।

রাক্ষসগণের পরাজয়।

বিষ্ণু সংগ্রামবিমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া, সমুদ্র যেরূপ বেলাভূমিকে পাইয়া ফিরিয়া আইসে, মাল্যবান তদ্রূপ ক্রোধভরে ফিরিয়া আসিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, কিরীট চঞ্চল; সে পরুষবাক্যে বিষ্ণুকে কহিল, "নারায়ণ! আমরা ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ; তথাপি তুমি যখন নীচলোকের ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ, তখন নিশ্চয়ই প্রাচীন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম তোমার জানা নাই। দেখ, যে ব্যক্তি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধরূপ পাপ সঞ্চয় করে, সে কদাচ পুণ্যাত্মাদিগের গতি লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক, যদি তোমার যুদ্ধের প্রতি বড়ই অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে এই আমি দাঁড়াইলাম; তুমি স্বীয় বল-বীর্য্যের পরিচয় দাও।"

রাক্ষস মাল্যবান এইরূপ বলিয়া অটল মাল্যবান পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলে বিষ্ণু তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাক্ষস! দেবতারা তোমাদিগের ভয়ে যার পর নাই ভীত; আমি তাহাদিগকে অভয়দান পূর্ব্বক কহিয়াছি, রাক্ষসগণকে নির্ম্মূল করিব; এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছি। আমার পক্ষে দেবগণের কার্য্য প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর; সুতরাং যদি তোমরা পাতালে গমন কর তথাপি

তোমাদিগের পরিত্রাণ নাই ; আমি তোমাদিগকে সেখানেও বধ করিব।"

মাল্যবান রক্তোৎপলনেত্রে বিষ্ণুর এই বাক্যে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল এবং বেগে তাঁহার বক্ষে এক শক্তি প্রহার করিল। ঐ শক্তি ঘণ্টারবে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শ্যামকান্তি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল। বিষ্ণু সেই শক্তিই উৎপাটিত করিয়া পুনরায় মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহোল্কা যেরূপ অঞ্জনপর্ব্বতের অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ গুহ-নিক্ষিপ্ত শক্তির ন্যায় বিষ্ণুর করনিক্ষিপ্ত ঐ শক্তি রাক্ষস-বীরের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিল এবং পর মুহূর্ত্তেই বজ্র যেরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হয়, তদ্রূপ উহার বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। ঐ বিষম প্রহারে মাল্যবান বিমোহিত হইল এবং তাহার বর্ম্ম ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু রাক্ষসবীর অল্পকালমধ্যেই আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর সে এক কণ্টকা-কীর্ণ লৌহময় শূল গ্রহণ পূর্ব্বক নারায়ণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল এবং ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত তাঁহাকে এক মুষ্টি প্রহার করিয়া ধনুঃপ্রমাণ দূরে গিয়া অপসৃত হইল। তদ্দর্শনে রাক্ষসেরা মহাহর্ষে উহার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

বিষ্ণুকে প্রহারানন্তর মাল্যবান গরুড়কে প্রহার করিল। তখন গরুড় যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেরূপ শুষ্ক পত্র সমূহকে দূরে অপসারিত করে, তদ্রূপ মাল্যবানকে পক্ষ-পবনে দূরে অপসারিত করিয়া দিল। তখন সুমালী ভ্রাতাকে

অপসারিত দেখিয়া সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। মাল্যবানও স্বীয় পরাভবে যার পর নাই লজ্জিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

রামচন্দ্র! এইরূপে রাক্ষসগণ বহুবার বিষ্ণুর নিকট পরাজিত এবং তাহাদিগের অধিনায়কগণ নিহত হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পাতালে বাসার্থ প্রস্থান করিল।

বীর! সালকটঙ্কটার গর্ব্ভে যে সমস্ত প্রখ্যাতবীর্য্য রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সুমালীর আশ্রয়ে থাকিত। তুমি পৌলস্ত্য নামে যে সকল রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ এবং সুমালী, মাল্যবান ও মালী যাহাদিগের প্রধান, তাহারা সকলেই রাবণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান। ঐ সমস্ত দেবকণ্টক রাক্ষসকে শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু ব্যতীত আর কেহই বধ করিতে পারেন না। রামচন্দ্র! তুমিই সেই চতুর্ভুজ সনাতন অজেয় ও অবিনাশী বিষ্ণু; এক্ষণে রাক্ষসবধার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। ধর্ম্মব্যবস্থা নষ্ট হইলে শরণাগতবৎসল বিষ্ণু দস্যুবধার্থ কালে কালে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। রামচন্দ্র এই আমি তোমার নিকটে রাক্ষসগণের উৎপত্তির কথা যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সপুত্র রাবণের জন্ম ও অতুল প্রভাবের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ইহা স্মরণ রাখিও যে, যখন সুমালী বিষ্ণুর ভয়ে ভীত হইয়া পুত্রপৌত্রের সহিত পাতালে বিচরণ করিতেছিল, তখন কুবেরও সমৃদ্ধিমতী লঙ্কানগরীতে বাস করিতেছিলেন।

নবম সর্গ।

রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম।

কিয়ৎকাল পরে সুমালী একদা রসাতল হইতে মর্ত্ত্য-লোকে বিচরণ করিতে আসিল। তাহার আকার নীল মেঘের ন্যায় এবং কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল। সে পদ্মবিহীনা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় কন্যাকে সঙ্গে আনিয়াছিল। সুমালী ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে দেখিল, ধনেশ্বর কুবের পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতৃদর্শনার্থ গমন করিতেছেন। সে দেবতুল্য অগ্নিকল্প যক্ষরাজকে দেখিয়া সবিস্ময়ে পুনরায় রসাতলে প্রবেশ করিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কি করিলে আমাদিগের শ্রেয়োলাভ হইবে এবং কিসেই বা আমাদিগের উন্নতি হইতে পারিবে? সুমালী অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে কন্যা কৈকসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "বৎসে! তোমার বিবাহযোগ্যকাল যৌবন অতীত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যানের ভয়ে এতদিন তোমাকে কেহ প্রার্থনা করিতে সাহসী হয় নাই। আমরা ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তোমার বিবাহার্থ নানা স্থানে চেষ্টা করিতেছি। বৎসে! তুমি সর্ব্বগুণে গুণবতী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী; এইজন্য আমার মন আরও চিন্তাকুল হইয়াছে। দেখ, কন্যার পিতৃত্ব মানার্থীদিগের বড় দুঃখের কারণ। যেহেতু কন্যাকে যে কে কখন প্রার্থনা করিবে,

তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। মাতৃকুল, পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল, কন্যা এই তিন কুলকে সর্ব্বদা সংশয়াক্রান্ত করিয়া রাখে। অতএব তুমি এই সময়ে প্রজাপতির বংশোদ্ভব মুনি বিশ্রবাকে গিয়া প্রার্থনা কর। পুত্রি! তুমি আপনা হইতেই তাঁহার নিকটে যাও। তাহা হইলে, তেজে সূর্য্যতুল্য ধনেশ্বর কুবের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী, তোমার পুত্রেরাও তদ্রূপ হইবে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

কৈকসী পিতার আদেশ পালনার্থ বিশ্রবা যে স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় গমন করিল। ঐ সময়ে উক্ত তপোধন চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। কৈকসী পিতার আদেশ পালনার্থ যার পর নাই ব্যগ্র হইয়াছিল; সুতরাং ঐ দারুণ কাল গণনা না করিয়াই মুনির নিকটে উপস্থিত হইল এবং অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিল। তখন উদারস্বভাব তেজোদীপ্ত মহর্ষি, পূর্ণচন্দ্রাননা নিতম্বিনী কৈকসীকে সম্মুখে দেখিয়া, কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? কোথা হইতে আসিতেছ? এবং উদ্দেশ্যই বা কি? আমার নিকটে সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন কর।"

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা এই বলিয়া বিরত হইলে ঐ কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "দেব! আপনি স্বপ্রভাবে আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া লউন্। আমি পিতার আদেশে আপনার সমীপে আসিয়াছি; আমার নাম কৈকসী। ইহার অধিক আমি আর আপনাকে কিছুই বলিতে পারি না, আপনি স্বয়ং বুঝিয়া দেখুন্।"

বিশ্রবা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন; অনন্তর কহিলেন, "সুন্দরি! আমি তোমার মনোভিলাষ বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ। কিন্তু তুমি যখন এই দারুণ বেলায় আমার নিকটে আসিয়াছ, তখন তোমার গর্ব্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণলোকপ্রিয় ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করিবে।"

সুমালীকন্যা ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, "ভগবন! আপনি ব্রহ্মবাদী; আপনার নিকটে আমি এরূপ দুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না।"

মহর্ষি বিশ্রবা কৈকসীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহি-লেন, "সুন্দরি! তোমার গর্ব্ভে সর্ব্বশেষে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার বংশের অনুরূপ ও ধার্ম্মিক হইবে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে সুমালীকন্যা কৈকসী এক ভীষণ দারুণ রাক্ষস প্রসব করিল। উহার মস্তক দশ, ভুজ বিংশতি, বর্ণ নীলাঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ আরক্ত, দন্ত ভয়ঙ্কর, মুখ প্রকাণ্ড এবং কেশজাল প্রদীপ্ত। ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জ্বালাকরালমুখ শিবা ও শ্বাপদগণ বামা-বর্ত্তে মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিল। পর্জ্জন্যদেব রক্তবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্যদেব প্রভাহীন হইলেন; ঘন ঘন ভীষণ উল্কাপাত আরম্ভ হইল। ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিলেন; বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইল এবং অটল মহাসাগরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বিশ্রবা এই পুত্রের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, "যখন ইহার গ্রীবা দশটি,তখন ইহার নাম দশগ্রীব রহিল।" বীর! ঐ দশগ্রীবের পরে মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে উহার তুল্য দেহের প্রমাণ আর কাহারও নাই। কুম্ভকর্ণের পরে বিকৃতাননা শূর্পণখা ভূমিষ্ঠ হয়। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৈকসীর শেষ পুত্র। তিনি জন্মিবামাত্র পুষ্পবৃষ্টি, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি এবং সাধুবাদ হইতে লাগিল।

ক্রমে দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ মহারণ্যমধ্যে পিতার আশ্রমে বাড়িতে লাগিল। উহারা অতিশয় তেজস্বী এবং স্বভাব-দোষে সকলের যার পর নাই উদ্বেগকর হইয়াছিল। কুম্ভকর্ণ উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মবৎসল মুনিগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক অসন্তুষ্টমনে ত্রিলোকে বিচরণ করিত। এদিকে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ জিতেন্দ্রিয় স্বাধ্যায়নিরত ও মিতাহারী হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা ধনাধিপতি কুবের পিতাকে দর্শনার্থ পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কৈকসী তেজঃপ্রদীপ্ত কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "বৎস! তুমি তোমার ভ্রাতা তেজোময় কুবেরকে দেখিয়া আইস। ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ তুল্যরূপ হইলেও তোমাদিগের উভয়ের কত প্রভেদ দেখ এবং অতঃপর যাহাতে তুমিও উহার অনুরূপ হইতে পার, তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর।"

দশগ্রীব কুবেরের প্রভাব দর্শন এবং মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ঈর্ষাপরবশ হইল এবং কহিল,

"মাতঃ! আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে হয় স্বতেজে ভ্রাতা কুবেরের তুল্য বা তদপেক্ষাও অধিক হইব। তুমি মনের দুঃখ দূর কর।"

অনন্তর দশগ্রীব ক্রোধভরে দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে অভিলাষী হইল এবং তপোবলে সিদ্ধকাম হইব এইরূপ স্থিরসংকল্প করিয়া পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল। সে তথায় ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা উঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইলেন এবং উঁহাকে জয়াবহ বরসমূহ প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ।

দশগ্রীবাদির তপোনুষ্ঠান।

অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যকে কহিলেন, "ভগবন! রাবণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ অরণ্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন?"

অগস্ত্য কহিতে লাগিলেনঃ—রামচন্দ্র! রাবণ প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় অরণ্যে নানারূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল। কুম্ভকর্ণ যত্ন সহকারে নিয়ত ধর্ম্মপথে থাকিতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতেন; বর্ষার ধারা-পাতকালে বীরাসনে বসিতেন এবং শীত ঋতুতে নিয়তকাল

জলমধ্যে বাস করিতেন। এইরূপে তাঁহার দশ সহস্র বৎসর অতীত হয়। ধর্ম্মপরায়ণ সাধুশীল বিভীষণ একপদে পাঁচ সহস্র বৎসর দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁহার এই কঠোর নিয়ম সমাপ্ত হইলে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল, অন্ত-রীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং দেবগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। পরে বিভীষণ আর পাঁচ সহস্র বৎসর সূর্য্যের অনুবৃত্তি এবং স্বাধ্যায়ে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ও ঊর্দ্ধহস্তে অবস্থিতি করেন। স্বর্গবাসিগণ নন্দনকাননে যেরূপ সুখে অতিবাহিত করে, তদ্রূপ নিয়তাত্মা বিভীষণ ঐ দশ সহস্র বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। দশাননও নিরাহারে দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিল। প্রথম সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে সে আপনার একটি মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া-ছিল। এইরূপে নয় সহস্র বৎসরে তাহার নয়টি মস্তক ক্রমান্বয়ে হুতাশনে প্রদত্ত হয়। দশম সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে যখন সে দশম মস্তকটি ছেদন করিতে উদ্যত হইল, সেই অবসরে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং প্রীতমনে কহিলেন, "দশগ্রীব! আমি তোমার কঠোর তপস্যায় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমার এই ঘোর তপঃক্লেশ সফল হউক। বল, আমাকে তোমার কি করিতে হইবে?"

তখন দশগ্রীব অবনত মস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্ট অন্তঃকরণে হর্ষগদগদবাক্যে কহিল, "ভগবন্! প্রাণি-

দিগের মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুতেই ভয় হয় না, মৃত্যুর তুল্য শত্রুও আর নাই। অতএব আমি অমরত্ব প্রার্থনা করি।"

ব্রহ্মা কহিলেন, "দশগ্রীব! আমি তোমাকে একবারে অমর করিতে পারি না; তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।"

লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "প্রজাপতে! আমাকে এই বর দিউন্ যে, আমি পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও দেবগণের অবধ্য হইয়া থাকিব। অন্যান্য যে সমস্ত প্রাণী আছে, আমি তাহাদের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করি না। মনুষ্যাদিকে ত তৃণতুল্যই জ্ঞান করি।"

দশগ্রীব এই বলিয়া বিরত হইলে প্রজাপতি কহিলেন, "রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহা সফল হউক। আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি এবং তোমাকে অপর দুই বর প্রদান করিতেছি। তুমি যে সমস্ত মস্তক ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, তাহারা পুনরায় পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে স্থাপিত হইবে। আর তুমি যখন যেরূপ ইচ্ছা রূপ ধারণ করিতে পারিবে।" প্রজাপতি এই বলিয়া বিরত হইবামাত্র দশগ্রীবের নয়টি মস্তক পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে আবির্ভূত হইল।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বর প্রদানানন্তর বিভীষণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও তপশ্চরণ দর্শনে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।"

পিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গুণশালী বিভীষণ কহিলেন, “ভগবন্! আপনি লোকগুরু; আপনি যে আমাকে দর্শন দিয়াছেন, ইহাতেই আমি যার পর নাই কৃতার্থ হইয়াছি। তবে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বর দান করেন, তবে এই বর দিউন, যেন সকল অবস্থাতেই আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, যেন আমি সদ্‌গুরুর উপদেশ বিনাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারি এবং আমার যে কোন বিষয়ে যখন যে বুদ্ধি হইবে, তাহা যেন ধর্ম্মানুকূল হয় ও আমি যেন সেই সেই বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করি। দেব! এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। ইহার অধিক আমি আর কিছুই চাহি না। কারণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের এ জগতে কিছুই দুর্লভ নহে।”

বিভীষণের এই উৎকৃষ্ট প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা অতীব প্রীত হইলেম এবং তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! তুমি রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বটে, কিন্তু যখন তোমার অধর্ম্মে মতি নাই তখন আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম।”

প্রজাপতি বিভীষণকে এইরূপ কহিয়া কুম্ভকর্ণকে বর-দানার্থ উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, “ভগবন! আপনি কুম্ভকর্ণকে বরদান করিতে পাইবেন না। এই দুরাত্মা অত্যাচার দ্বারা ত্রিলোকের ভূতগণকে যেরূপ ভীত করিয়াছে, তাহা আপনি অবগত আছেন। সেদিন এই রাক্ষস নন্দনকাননে মহেন্দ্রের অনুচর কয়েকটি অপ্সরকে ভক্ষণ [illegible]লিয়াছে।

ভক্তিম এ যে কত ব্রহ্মর্ষি ও মনুষ্যকে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। দুরাত্মা বিনা বরলাভেই যখন ঈদৃশ অত্যাচার করিতেছে, তখন আপনার নিকট বরলাভ করিলে যে ত্রিভুবনকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব দেব! আপনি ইহাকে বরদানচ্ছলে মোহে অভিভূত করুন্। তাহা হইলে লোকগণেরও মঙ্গল হইবে এবং এই দুরাত্মাও সন্তুষ্ট থাকিবে।"

দেবগণ এই বলিয়া বিরত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। দেবী তৎক্ষণাৎ উহাঁর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! এই আমি স্মরণমাত্র আপনার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন্।" প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, "দেবি! তুমি কুম্ভকর্ণের কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবানুকূল্যে নির্গত হও।" আদেশমাত্র বাগ্‌দেবী কুম্ভ-কর্ণের কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, "মহাবাহো! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" কুম্ভকর্ণ কহিল, "ভগবন্! দীর্ঘকাল নিদ্রা যাইতে আমার বড়ই অভিলাষ হয়। অতএব আপনি আমাকে তদনুরূপ বর প্রদান করুন।" কুম্ভকর্ণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে পিতামহ "তথাস্তু" বলিয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দেবী সরস্বতীও দেব-কার্য্য সিদ্ধ্যনন্তর কুম্ভকর্ণের কণ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ ও দেবী সরস্বতী অন্তর্হিত হইলে কুম্ভকর্ণ

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল এবং যার পর নাই দুঃখিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, "হায়! কেন আমার মুখ দিয়া এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইল? আমি কি দেবগণ কর্ত্তৃক বিমোহিত হইলাম নাকি?"

রামচন্দ্র! এইরূপে দীপ্ততেজা ভ্রাতৃত্রয় বরলাভানন্তর পুনরায় মহর্ষি বিশ্রবার আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

একাদশ সর্গ।

রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পুনরায় লঙ্কা অধিকার।

কৈকসীর পুত্রগণ বরলাভ করিয়াছে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সুমালী ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুচরবর্গের সহিত রসাতল হইতে নির্গত হইল। সে মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহোদর প্রভৃতি স্বীয় অমাত্যবর্গসমভিব্যাহারে দশাননের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, "বৎস! তুমি সৌভাগ্যক্রমেই ত্রিলোকগুরু ব্রহ্মার নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হইয়াছ। এতদিনে আমাদিগের বহুকালের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। যাহা হউক তোমাকে এক্ষণে আর একটি রাক্ষসকুলের [illegible] কার্য্য

করিতে হইবে। বৎস! পূর্ব্বে এই লঙ্কাপুরী আমাদিগেরই অধিকারে ছিল। অনন্তর আমরা বিষ্ণুর নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করি। এক্ষণে আমাদিগের এই পুরীতে ধনাধ্যক্ষ কুবের বাস করিতেছে। বীর! যদি তুমি সাম, দান বা বাহুবলে পুনরায় লঙ্কাপুরী অধিকার করিতে পার, তাহা হইলে আমাদিগের মনের ক্ষোভ দূর হয়, তাহা হইলে তুমি বিলুপ্তপ্রায় রাক্ষসকুলের উদ্ধার দ্বারা জগতে অতুল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পার এবং আমাদিগের সকলের একমাত্র প্রভু ও অধীশ্বর হইয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট সুখভোগে সমর্থ হও।"

দশানন মাতামহের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিল, "তাত! ধনাধ্যক্ষ কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং গুরুতুল্য। তাঁহার সহিত বিরোধ করা কি আমার উচিত? অতএব আপনি আর এ অন্যায় প্রস্তাব আমার নিকটে উত্থাপন করিবেন না।"

সুমালী দশাননের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আর কিছুই বলিল না। কিয়ৎকাল পরে প্রহস্ত দশাননকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনীতবাক্যে কহিল, "রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আপনি বীরপুরুষ হইয়া এরূপ বলিবেন না। বীরদিগের মধ্যে সৌভ্রাত্র কোথায়? আমি এ সম্বন্ধে দেব ও দৈত্যগণের যে উপাখ্যান বলিতেছি, আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্।

অদিতি ও দিতি নামক পরম রূপবতী দুই ভগিনী প্রজাপতি কশ্যপের ভার্য্যা ছিল। তাঁহার ঔরসে অদিতির

গর্ব্ভে দেবগণ এবং দিতির গর্ব্ভে দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে দৈত্যগণ এই সমুদ্রবসনা সপর্ব্বতা মহী অধিকার করে। অনন্তর বিষ্ণু তাহাদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া ইহা দেবগণের বশে আনয়ন করেন। অতএব দেখুন, এস্থলে দেব ও দৈত্যগণের সৌভ্রাত্র কোথায় রহিল! বীর! আপনি মনে করিবেন না যে, কেবল আপনিই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সুর ও অসুরগণের মধ্যে এই প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আপনি আমার কথা শুনুন; অবিলম্বে লঙ্কাপুরী অধিকার করিয়া মাতামহ ও রাক্ষসকুলকে সুখী করুন্।"

প্রহস্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া দশানন মুহূর্ত্তকাল হৃষ্টান্তঃকরণে চিন্তা করিল; অনন্তর মাতামহের প্রস্তাবে সম্মত হইল। ঐ মহাবীর সেই দিনই ত্রিকূটসন্নিহিত বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ত্রিকূটপর্ব্বতে যাইবার জন্য বাক্যবিদ্ প্রহস্তকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিল এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "প্রহস্ত! তুমি অবিলম্বে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে সান্ত্বভাবে আমার বাক্যে কহিও যে, পূর্ব্বে এই লঙ্কাপুরী মহাত্মা রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল। অতএব আপনার এখানে বাস করা উচিত হয় না। এক্ষণে যদি আপনি উহা পুনরায় আমাদিগের হস্তে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি যার পর নাই সুখী হইব এবং আপনারও ধর্ম্ম পালন করা হইবে।"

প্রহস্ত অবিলম্বে কুবেরপালিতা লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত

হইল এবং ধনাধ্যক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "ধর্ম্মাত্মন্! আপনার ভ্রাতা দশানন আমাকে আপনার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার মুখে আপনাকে কহিয়াছেন যে, সুমালীপ্রমুখ ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ পূর্ব্বে এই লঙ্কাপুরীর অধীশ্বর ছিল। এক্ষণে তিনি সাম অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, আপনি পুনরায় উহা রাক্ষসদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করুন্।"

বাক্যবিদ্ বৈশ্রবণ প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, "প্রহস্ত! রাক্ষসগণ লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে যখন ইহা শূন্য ছিল, ঐ সময়ে পিতা এই পুরীতে আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আমিও তদবধি এই স্থানে বাস এবং যথাবিধি প্রজাপালন করিয়া আসিতেছি। যাহা হউক, তুমি দশাননের নিকটে গিয়া বলিও যে, সে আমার ভ্রাতা। এই সমস্ত রাজ্য, ধন ও ঐশ্বর্য্য যেরূপ আমার, সেইরূপ তাহারও। অতএব সে যেন এই স্থানে আসিয়া আমার সহিত একত্রে ঐ সমস্ত ভোগ করে।"

ধনেশ্বর প্রহস্তকে এই কথা বলিয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, "পিতঃ! লঙ্কা পূর্ব্বে রাক্ষসগণের অধিকারে ছিল। এই জন্য দশানন উহা পুনরায় তাহাদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছে। এইমাত্র তাহার দূত আমার নিকটে আসিয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব আজ্ঞা করুন্।"

মহর্ষি বিশ্রবা প্রিয় পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! দুরাত্মা দশানন পূর্ব্বে আমার নিকটেও অনেকবার ঐ প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম এবং ক্রোধভরে কহিয়াছিলাম যে "রাবণ! তুমি নিজ দোষেই বিনষ্ট হইবে।" কিন্তু সে স্বভাবতই দুর্ম্মতি; তাহাতে বরলাভে যার পর নাই গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহার মান অপমান জ্ঞান নাই এবং আমি তাহার মাতাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাও সে অবগত নহে। যাহা হউক, বৎস! আমি তোমাকে যে ধর্ম্মসঙ্গত শ্রেয়স্কর উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহাই অবলম্বন কর। তুমি রাবণের সহিত বিরোধ না করিয়া লঙ্কা পরিত্যাগ এবং অনুচরবর্গের সহিত কৈলাস-পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাক। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয়। তথায় নদীশ্রেষ্ঠা মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে এবং উহার নির্ম্মল সলিলে কাঞ্চনপদ্ম, কুমুদ, উৎপল এবং অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, উরগ ও কিন্নরগণ তথায় পরম সুখে নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। তুমি ঐ স্থানে বাস করিলে দুরাত্মা দশানন তোমার প্রতি বৈরাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। বৎস! আমি তোমার মঙ্গলার্থেই এইরূপ উপদেশ দিতেছি। দুরাত্মা, পিতামহের নিকট যে কিরূপ উৎকৃষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ত তুমি সমস্তই অবগত আছ।"

ধর্ম্মাত্মা কুবের পিতার এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া

লইলেন এবং স্বীয় ধনরত্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র, অমাত্য ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। এদিকে প্রহস্ত হৃষ্টান্তঃকরণে অনুজ ও অমাত্য-গণবেষ্টিত রাবণের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে কহিল, "বীর! আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণ লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত পুরী শূন্য। অতঃপর আপনি আমাদিগের সহিত উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন্।"

অনন্তর ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গপুরী অমরাবতীতে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ রাবণ প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভ্রাতা ও অনুচরবর্গের সহিত কুবেরপরিত্যক্তা সুসমৃদ্ধা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল এবং রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইল। এদিকে তাহার ভ্রাতা কুবেরও সুধাধবল কৈলাসপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক রত্নরাজিবিভূষিতা এক মনোহর পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

দশাননাদির বিবাহ ও মেঘনাদের উৎপত্তি।

এইরূপে ভ্রাতৃগণের সহিত কিয়ৎকাল পরমসুখে অতিবাহিত হইলে, রাক্ষসরাজ দশানন শূর্পণখার বিবাহ প্রদানার্থ উৎসুক হইল এবং তাহাকে বিদ্যুজ্জিহ্ব দানবেন্দ্র কালকেয়ের হস্তে অর্পণ করিল। অনন্তর দশানন মৃগয়ার্থ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং একদা ময় নামক দানবকে স্বীয় কন্যার সহিত ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? এবং কিজন্যই বা একাকী এই মৃগশাবাক্ষীকে সঙ্গে লইয়া বিজন অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন?" তখন ময়দানব তাহাকে কহিল, "রাক্ষসবীর! আমি আপনাকে আমার বৃত্তান্ত সমস্তই কহিতেছি, শ্রবণ করুন্। আপনি বোধ হয় হেমা নামে এক অসামান্যরূপবতী অপ্সরীর কথা শুনিয়া থাকিবেন। দেবগণ আমার হস্তে ইন্দ্রের শচীর ন্যায় সেই সুন্দরীকে সমর্পণ করেন। আমি তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া দশ শত বৎসর অতিবাহিত করিলাম। অনন্তর হেমা দেবতাদিগের কোন কার্য্যার্থ আমার নিকট হইতে গমন করিল। তাহার গমনের ত্রয়োদশ বৎসর পরে আমি মায়াবলে হীরক ও বৈদূর্য্যচিত্রিত স্বর্ণময় এক মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিলাম। আমি হেমার বিরহে যার পর নাই কাতর হইয়া ঐ পুরীমধ্যে বাস করি।

আমার এই রূপবতী দুহিতা সেই হেমার গর্ব্ভজাতা ; এক্ষণে আমি ইহার উপযুক্ত বর অন্বেষণার্থ এই অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছি। মহাত্মন্! বিবেচনা করিয়া দেখুন, অভিমানী পিতার পক্ষে কন্যা বড়ই আশঙ্কার কারণ। কন্যা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই উভয় কুলকে সর্ব্বদা সংশয়াক্রান্ত করিয়া রাখে। বীর! এই রূপবতী দুহিতাটি ব্যতীত হেমাগর্ভজাত আমার দুইটি পুত্রও আছে ; উহাদিগের প্রথমের নাম মায়াবী, দ্বিতীয়ের নাম দুন্দুভি। মহাত্মন্! এই আমি আমার সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি কে, তাহার পরিচয় দিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন্।"

ময়দানব এই বলিয়া বিরত হইলে রাক্ষসরাজ তাহাকে কহিল, "মহাত্মন্! আমি পুলস্ত্যতনয় মহর্ষি বিশ্রবার তৃতীয় পুত্র ; আমার নাম দশগ্রীব।"

তখন দানবশ্রেষ্ঠ ময় দশাননকে মহর্ষিপুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া কন্যার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রদান করিল এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "বীর! আপনি হেমাগর্ব্ভ-সম্ভূতা আমার এই মন্দোদরী নামক কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন্।"

দশানন দানবরাজের এই বাক্যে সম্মত হইল এবং সেই স্থানেই অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া যথাবিধি দানবদুহিতার পাণিগ্রহণ করিল। রামচন্দ্র! মহর্ষি বিশ্রবা দশাননকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ময়দানব বিদিত ছিল ; তথাপি সে সদ্বংশজাত জামাতাকে কন্যা সম্প্রদান

করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইল। অনন্তর ময় রাবণকে এক অমোঘ শক্তি প্রদান করিল। পরে ঐ শক্তির প্রহারেই লক্ষ্মণ বিচেতন হইয়াছিলেন।

এইরূপে লঙ্কেশ্বর অরণ্যমধ্যে ময়দানবদুহিতার পাণি-গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাসমভিব্যাহারে ভ্রাতৃগণের নিকট উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল পরে সে বজ্রজ্বালা নামে বিরোচনের দৌহিত্রীর সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ দিল। বিভীষণ গন্ধর্ব্ব-রাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা সরমার পাণিগ্রহণ করিলেন। সরমা মানস সরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করে। জলদাগমে উক্ত সরোবরের জল বৃদ্ধি হইলে তাহার জননী কন্যার ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া কহিয়াছিলেন, "সরোমা বর্দ্ধত" অর্থাৎ "সরোবর বৃদ্ধি পাইও না ;" এইজন্য ঐ কন্যার নাম সরমা হইয়াছিল।

এইরূপে ভ্রাতৃগণ স্ব স্ব মনোমত ভার্য্যা সমভিব্যাহারে নন্দনকাননস্থ গন্ধর্ব্বের ন্যায় পরমসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে মন্দোদরী মেঘনাদ নামে এক পুত্র প্রসব করিল। রামচন্দ্র ! তোমরা ইহাকেই ইন্দ্রজিৎ বলিয়া জান। এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মেঘের ন্যায় ঘোর গর্জ্জনে ক্রন্দন করিয়া সমগ্র লঙ্কার জীবগণকে জড়ীভূত করিয়াছিল ; এইজন্য তাহার পিতা তাহার নাম মেঘনাদ রাখিল। মেঘনাদ অন্তঃপুরে পুরনারীগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কাষ্ঠাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে এবং পিতামাতার মহা আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ও রাবণের অত্যাচার।

অনন্তর পিতামহপ্রেরিতা জৃম্ভাদিরূপিণী মূর্ত্তিমতী নিদ্রা কুম্ভকর্ণকে অভিভূত করিতে আরম্ভ করিলে, সে ভ্রাতা দশাননকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "রাজন্! নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিতেছে; অতএব আপনি আমার শয়নার্থ একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিউন্।" দশানন কুম্ভকর্ণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মসদৃশ নিপুণ শিল্পিগণকে একটী বিস্তীর্ণ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত করিল। তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই যোজনবিস্তীর্ণ দ্বিগুণ দীর্ঘ এক রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিল। ঐ গৃহ বিচিত্র ও রমণীয় স্তম্ভশ্রেণীতে সুশোভিত; উহাদের কোনটি স্ফাটিক, কোনটি বা কাঞ্চননির্ম্মিত। উহার সোপানাবলী বৈদূর্য্যনির্ম্মিত, গবাক্ষসমূহ কিঙ্কিনী-জালবিভূষিত, তোরণ দ্বিরদরদনির্ম্মিত এবং বেদি সমুদয় হীরকবিরচিত। ফলত কুম্ভকর্ণের শয়নগৃহ সুমেরুপর্ব্বতের গুহার ন্যায় একান্ত মনোহর ও সর্ব্বকালে সুখপ্রদ হইয়াছিল। মহাবল কুম্ভকর্ণ ঐ স্থানে শয়ন করিয়া বহুকাল সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল, একবারও প্রবোধিত হইল না। এ দিকে, ঐ রাক্ষসবীর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, দশানন যার পর নাই অত্যাচার আরম্ভ করিল। সে দেবর্ষি, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে অবাধে বিনাশ করিতে লাগিল, নন্দন প্রভৃতি

মনোহর উপবন ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল, মত্ত হস্তীর ন্যায় নদী সকলকে কলুষিত করিয়া তুলিল, প্রভঞ্জনের ন্যায় বৃক্ষ সকলকে উৎপাটিত করিল এবং বজ্রের ন্যায় পর্ব্বত সকলকে বিচলিত করিতে লাগিল। ধনেশ্বর দশাননের এইরূপ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে কুলানুরূপ সচ্চরিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া হিতোপদেশ প্রদান এবং সৌভ্রাত্রপ্রদর্শনার্থ এক জন দূতকে লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন। ঐ দূত লঙ্কায় উপস্থিত হইলে প্রথমে বিভীষণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিভীষণ যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং কুবের ও জ্ঞাতিগণের কুশল প্রশ্নান্তর তাহাকে সভামধ্যে দশাননের সমীপে লইয়া গেল। দূত সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দশানন তেজোদীপ্তদেহে মহার্হ আস্তরণাচ্ছাদিত উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট আছে। তদ্দর্শনে সে দশাননকে জয়শব্দে অভিবাদন পূর্ব্বক ক্ষণকাল পরে কহিতে লাগিল, "রাজন্! আপনার ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের আমার মুখে আপনাকে কুল ও চরিত্রের অনুরূপ যে উপদেশ দিয়াছেন আমি তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি।

তিনি কহিলেন, দশানন যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে; আর যেন সে ওরূপ না করে এবং অতঃপর সৎপথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে নন্দনকানন ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। আবার শুনিতেছি, সে ঋষিগণকেও বিনাশ করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমি অবগত হইলাম, দেবগণ তাহার অত্যাচারের প্রতীকারার্থ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। দশানন যদিও অনেকবার আমার অবমাননা করিয়াছে, তথাপি সে বালক; সুতরাং অপরাধ করিলেও তাহাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সেদিন রুদ্রদেবের প্রসাদকামনায় হিমবান পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করিতেছিলাম। তথায় দেবী উমা দেবাদিদেবের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। সহসা সেইদিকে আমার বাম চক্ষু নিপতিত হওয়াতে রুদ্রাণীর তেজে উহা দগ্ধ হইয়া গেল; অপরটিও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন আমি সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতের অপর এক প্রদেশে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান আরম্ভ করিলাম। অষ্টাধিক শত বৎসর অতীত হইলে আমার ব্রত সমাপ্ত হইল। তখন দেব মহেশ্বর আমার নিকটে আগমন পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, 'ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার তপস্যায় যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। পূর্ব্বে কেবল আমিই এই সুদুষ্কর ব্রত সমাপ্ত করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমিও ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে। কিন্তু জগতে এমন আর তৃতীয় ব্যক্তি কাহাকেও দেখিতেছি না, যে এই কার্য্যে সক্ষম হইবে। হে ধনেশ্বর! তুমি তপোবলে অতঃপর আমার সখা হইলে। দেবীর প্রভাবে তোমার বামচক্ষু দগ্ধ এবং অপরটি পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে বলিয়া তোমার একটী নাম একাক্ষিপিঙ্গলী হইল।' আমি এইরূপে শঙ্করের সখ্যলাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, এমত সময়ে দশাননের অত্যাচারের বিষয় এবং তাহার বিনাশার্থ দেব ও মহর্ষিগণের

উদ্যোগের কথা শুনিতে পাইলাম। অতঃপর তাহার মঙ্গলার্থ পুনরায় বলিতেছি, যেন সে আর অধর্ম্মাচরণ দ্বারা আমাদিগের উন্নত কুলে কলঙ্কলেপন না করে।"

কুবেরদূত এই বলিয়া বিরত হইলে দশানন আরক্তনেত্রে হস্তে হস্ত ও দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক কহিল, "রে দূত! আমি তোর বাক্যের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। দেখিতেছি, তোর ও তোর প্রভুর মৃত্যু নিশ্চিত। তোরা কখনই আমাকে সৎ উপদেশ দিতেছিস্ না। মূর্খ কুবের, মহেশ্বরের সহিত তাহার যে সখ্য জন্মিয়াছে, তাহাই জানাইবার জন্য তোকে প্রেরণ করিয়াছে। আমি তোদিগকে এই বাক্যের সমুচিত প্রতিফল দিতেছি। অথবা কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তাহাকে বিনাশ করা কখনই উচিত হয় না এবং সেই জন্যই তাহাকে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি। যাহা হউক অদ্য তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছি এবং এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অতঃপর বাহুবলে ত্রিলোক পরাজয় করিব। আমি একমাত্র তাহার দোষে লোকপালগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।" এই বলিয়া লঙ্কেশ্বর ক্রোধভরে খড়গ দ্বারা দূতের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল এবং উহা দুরাত্মা রাক্ষসগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিল। অনন্তর সে ত্রৈলোক্যবিজয় মানসে স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিল।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

যক্ষ ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ।

অনন্তর বলোদ্ধত দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূম্রাক্ষ এই ছয়জন মহাবল সচিব সমভি-ব্যাহারে বহুসংখ্যক নগর, নদী, পর্ব্বত, বন ও উপবনাদি অতিক্রম পূর্ব্বক যেন ক্রোধভরে দশদিক দগ্ধ করিতে করিতে অল্পকালমধ্যেই কৈলাসপর্ব্বতে উপনীত হইল। সে যুদ্ধার্থী হইয়া মহোৎসাহে কৈলাসে প্রবেশ করিলে যক্ষগণ তাহাকে কুবেরের ভ্রাতা বলিয়া প্রতিরোধ করিতে পারিল না। কিন্তু তাহারা অবিলম্বে ধনেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাবণের আগমন ও উদ্যোগের কথা সমস্ত নিবেদন করিল এবং তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হর্ষভরে সত্বর যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল।

অনন্তর যক্ষরাজের সৈন্যগণ যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ করিল। অসীম সাগরের ন্যায় ঐ বিশাল সেনার সংক্ষোভে পর্ব্বত বিকম্পিত হইয়া উঠিল। অল্পকাল পরে যক্ষ ও রাক্ষস-গণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাক্ষসরাজ সংগ্রাম দর্শনে যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ আরম্ভ করিল। তাহার ঘোরবিক্রম সচিবগণ বিপক্ষসৈন্যের শরজালে ব্যথিত হইয়াও এক একজন শত সহস্র যক্ষের সহিত ঘোর-তর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রাক্ষসরাজ যক্ষসৈন্যের

মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা তাহার উপরি অবিরল গদা, মুসল, শক্তি ও তোমরাঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ কিয়ৎকাল নিরুচ্ছাস হইয়া রহিল, কিন্তু পর্ব্বত যেরূপ ধারাপাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হয় না, তদ্রূপ ঐ সমস্ত অস্ত্রাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইল না। অনন্তর দশানন স্বীয় যমদণ্ডতুল্য গদা উদ্যত করিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক এক কালে শত সহস্র যক্ষকে সংহার করিতে লাগিল। অগ্নিপ্রদীপ্ত শুষ্ককাষ্ঠপূর্ণ বিস্তীর্ণ গৃহ যেরূপ বায়ুসংযোগে আকুল হয়, তদ্রূপ অল্পকালমধ্যেই ঐ বিশাল যক্ষসৈন্য যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিল। হতাবশিষ্ট যক্ষগণ রাবণ ও তাহার সচিবগণকর্ত্তৃক যার পর নাই পীড়িত হইয়া বায়ুবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের কেহ ভগ্নগাত্রে ভূতলে পতিত হইল, কেহ ক্রোধভরে দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল, কেহ বাতবৃষ্টিতে আকুল বায়সগণের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া অবসন্নদেহে ভূতলে নিপতিত হইল। যে সকল বীর রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিল, তাহারা অবিলম্বে অমরত্বলাভ পূর্ব্বক ঋষিগণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর ধনাধ্যক্ষ কুবের মহাবল যক্ষগণকে যুদ্ধে বিমুখ দেখিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সংযোধকণ্টক নামক একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। ঐ বীর রণস্থলে উপস্থিত হইয়া মারীচের উপরি এক নিশিত চক্র নিক্ষেপ করিল। রাক্ষস বিষ্ণুচক্রের ন্যায় ঐ ভীষণ চক্রে আহত

হইয়া ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল; কিন্তু মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধভরে সংযোধ-কণ্টকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যক্ষবীর সমরে পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

অনন্তর দশ...ন বৈদূর্য্যনির্ম্মিত কনক ও রজতখচিত তোরণ অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে সূর্য্যভানু নামক দ্বারপাল তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু রাবণ তাহার নিষেধ শুনিল না। তখন সূর্য্যভানু ক্রোধভরে তোরণ উৎপাটিত করিয়া তাহার উপরি নিক্ষেপ করিল। সেই বিষম আঘাতে রাক্ষসরাজের দেহ হইতে অনবরত রুধিরস্রাব হইতে লাগিল; তদ্দ্বারা সে ধাতুরঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় যার পর নাই শোভিত হইল। কিন্তু পিতা-মহদত্ত বরপ্রভাবে তাহার কোন ব্যথা হইল না। অনন্তর রাবণ ক্রোধভরে সেই তোরণ সূর্য্যভানুর উপরি মহাবেগে নিক্ষেপ করিল। অমনি দ্বারপালের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল; তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

অবশিষ্ট যক্ষগণ রাবণের এই পরাক্রম দর্শনে যার পর নাই ভীত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবর্ণবদনে নদী-গর্ভ ও গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ সর্গ।

রাবণ ও কুবেরের যুদ্ধ।

তখন ধনাধ্যক্ষ কুবের যক্ষেন্দ্রগণকে রাক্ষসভয়ে যার পর নাই ভীত দেখিয়া মাণিভদ্র নামক মহাযক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তুমি সত্বর রণস্থলে গমন করিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত কর এবং দুরাত্মা দশাননের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেল।" মাণিভদ্র ধনেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহস্র সহস্র যক্ষ-বীরের সহিত গদা, মুসল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুদ্গর প্রভৃতি হস্তে লইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল। তাহারা উৎসাহভরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং শ্যেনপক্ষীর ন্যায় লঘুপরাক্রমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে রণস্থল যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল। উহার সর্ব্বত্র "যুদ্ধং দেহি" "আইস" "উত্তম" এই শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সবিস্ময়ে এই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রহস্ত, মহোদর, মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণ ক্রোধ-ভরে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া নিমেষমধ্যে সহস্র সহস্র যক্ষ নিপাতিত করিল। রামচন্দ্র! যক্ষগণ স্বভাবত সরলযোধী, কিন্তু রাক্ষসেরা মায়াবী এইজন্য কুবেরের অনুচরগণ দলে দলে প্রাণ হারাইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে রাক্ষসরাজের

সচিব ধূম্রাক্ষ বেগে মাণিভদ্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং ক্রোধভরে তাহার বক্ষঃস্থলে এক মুসল প্রহার করিল। কিন্তু যক্ষবীর ঐ বিষম আঘাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া এক গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ধূম্রাক্ষের মস্তকে প্রহার করিল। ধূম্রাক্ষ মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে দশানন ক্রোধে অধীর হইয়া মাণিভদ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। মাণিভদ্র রাবণকে বেগে আসিতে দেখিয়া তাহার নিবারণার্থ তিন শক্তি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু রাবণ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া মাণিভদ্রের মুকুটে প্রহার করিল। অমনি ঐ মুকুট এক পার্শ্বে সরিয়া গেল। তদবধি ঐ যক্ষবীরের নাম পার্শ্বমৌলি হইয়াছে। অনন্তর মহাত্মা মাণিভদ্র সমরে বিমুখ হইলে রাক্ষসেরা মহাহর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

অনন্তর ধনাধ্যক্ষ কুবের শঙ্খ, পদ্ম, শুক্র, প্রোষ্ঠপদ প্রভৃতি নিধিগণে পরিবৃত হইয়া বহির্গত হইলেন। বরগর্ব্বিত রাবণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণামাদি কিছুই করিল না। কুবের রণস্থলে উপস্থিত হইয়া রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রে নির্ব্বোধ! আমি তোকে অধর্ম্মাচরণ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু তুই কিছুতেই আমার বাক্যে কর্ণপাত করিস্ নাই। যাহা হউক তোকে অচিরেই নিরয়গামী হইয়া এই সমস্ত পাপের ফলভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিষপান করিয়াও মোহবশত বুঝিতে পারে না যে সে কি করিল, তাহাকে অবশ্যই পরিণামে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। দেখিতেছি, দৈব নিশ্চয়ই তোর প্রতি বিমুখ; যেহেতু এই সমস্ত কুকার্য্য করিয়াও তোর জ্ঞানোদ্রেক

হইতেছে না। যে ব্যক্তি ইহলোকে পিতামাতা ও গুরু-জনের অবমাননা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পরলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি এই নশ্বর শরীর ধারণ করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন না করে, সে মৃত্যুর পর স্বীয় কর্ম্মের অনুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর অনুতাপ করিতে থাকে। আরও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাদি ভিন্ন কাহারও কোন সুমতি ঘটে না। নির্ব্বোধ! মনে রাখিস্, যে ব্যক্তি যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। ধন, ঐশ্বর্য্য, রূপ, বল, বীর্য্য ও পুত্রপৌত্রাদি এ সমস্তই জগতে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তোর যেরূপ দুর্ম্মতি দেখিতেছি, তাহাতে তোকে নিশ্চয়ই অনন্ত-কাল নরকভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক আর আমি তোকে অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।"

ধনেশ্বর এই বলিয়া বিরত হইলে দশাননের অমাত্যগণ তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা যক্ষরাজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া অল্পকালমধ্যেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

অনন্তর ধনেশ্বর দশাননের মস্তকে এক গদাপ্রহার করি-লেন, কিন্তু রাক্ষসরাজ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ক্রমে ভ্রাতৃদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উঁহারা উভয়েই বীর; বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও কেহই শ্রান্ত বা বিমুখ হইলেন না। কুবের রাবণের উপরি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু রাবণ বারুণাস্ত্র দ্বারা উহা নিবারণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ অগ্রজকে বিনাশ করিবার

জন্য মায়াবলে নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে লাগিল। সে কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন জীমূত, কখন পর্ব্বত, কখন সাগর, কখন দ্রুম, কখন যক্ষ, কখন বা দৈত্যের রূপ ধারণ করিয়া রণস্থলের ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। ধনেশ্বর অস্ত্রজালে আহত হইতে লাগিলেন, কিন্তু মায়াবী রাবণকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে রাক্ষসরাজ এক ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক কুবেরের মস্তকে এরূপ বেগে প্রহার করিল যে, তিনি রুধিরাক্তকলেবর হইয়া মূর্চ্ছিত এবং ছিন্ন-মূল অশোকের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পদ্মাদি নিধিদেবতাগণ শশব্যস্তে কুবেরকে লইয়া নন্দন-কাননে গমন করিল।

এদিকে দুরাত্মা দশানন অগ্রজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার কামগামী দিব্য পুষ্পকরথ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। ঐ রথ কাঞ্চনস্তম্ভশোভিত, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত এবং মুক্তাজাল-জড়িত। উহার সোপান এবং বেদী মণি ও তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত। উহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক স্বয়ং নির্ম্মিত, বহুবিধ আশ্চর্য্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, অজেয় এবং দৃষ্টি ও মনের প্রীতিকর। উহাতে কি শীত, কি উষ্ণ কিছুই নাই; সর্ব্বদা সকল ঋতু সমভাবে বিরাজ করিতেছে। দুরাত্মা রাক্ষসরাজ ঐ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক যেন ত্রিভুবন পরাজয় করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল এবং জয়শ্রী লাভ পূর্ব্বক কৈলাস হইতে অবতরণ করিয়া প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ।

দশাননের শরবনে গমন ও অস্ত্রপ্রাপ্তি।

হে রঘুবীর! এইরূপে দশানন ভ্রাতা কুবেরকে পরাজয় করিয়া স্কন্দজননীর বাসভূমি শরবণাভিমুখে প্রস্থান করিল। সে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দূর হইতে রশ্মিজালসমাচ্ছন্ন দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় স্বর্ণময় শরবন দেখিতে পাইল। ক্ষণকাল পরে বনান্তরবর্ত্তী কোন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সহসা তাহার পুষ্পকের গতিরোধ হইল। তখন দশানন সচিবগণকে কহিল, "সহসা কিজন্য কামগামী পুষ্পকের গতি রোধ হইল। ইহা ত আর ইচ্ছামত চলিতেছে না? বোধ হয় এই পর্ব্বতবাসী কোন ব্যক্তি অলক্ষ্যে ইহার গতিরোধ করিয়া থাকিবে।" তখন বুদ্ধিমান মারীচ কহিল, "মহারাজ! সহসা যে পুষ্পকের গতিরোধ হইল, ইহার অবশ্যই কোন কারণ আছে। আমার বোধ হয়, এই দিব্য বিমান একমাত্র ধনদেরই বাহন; তিনি এক্ষণে ইহাতে নাই বলিয়াই ইহা নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে।"

মারীচের বাক্যাবসান না হইতে হইতেই সহসা এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ খর্ব্বাকার বিকটবদন মুণ্ডিতশীর্ষ হ্রস্ববাহু পুরুষ রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিল, "দশানন! আমি মহেশ্বরের অনুচর; তোমাকে কহিতেছি, এই স্থান হইতে সত্বর

প্রস্থান কর। ইহা মহেশ্বরের ক্রীড়াপর্ব্বত। এখানে সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ কেহই আসিতে পান না।”

দশানন এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইল। তাহার কুণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক “কে তোর শঙ্কর ?” এই কথা বলিতে বলিতে পর্ব্বতের মূলদেশে অগ্রসর হইল এবং দেখিল দেবাদিদেব মহাদেব এবং তাঁহার অদূরে নন্দীশ্বর প্রদীপ্ত ত্রিশূল হস্তে দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। দশানন নন্দীশ্বরের বানরের ন্যায় মুখ অবলোকন করিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। ভগবান নন্দী শঙ্করের অংশস্বরূপ; তিনি রাবণের প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, “দশানন ! যেহেতু তুমি আমার বানরের ন্যায় রূপ দেখিয়া উপহাস করিলে, এইজন্য আমার ন্যায় তেজস্বী ও বীর্য্যবান বানরগণ তোমার বিনাশার্থ আমার ঔরসে উৎপন্ন হইবে। উহারা নখ ও দংষ্ট্রায়ুধ, মনের ন্যায় বেগগামী, যুদ্ধোন্মত্ত ও বল-গর্ব্বিত হইবে এবং অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমার দর্প দূর করিবে। আমি স্বয়ং তোমাকে এইক্ষণে বিনাশ করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি স্বীয় কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছ। নিহত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া কি ফল ?” নন্দীশ্বর এই বলিয়া বিরত হইলে দেবদুন্দুভির ধ্বনি শ্রুত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

দশানন নন্দীশ্বরের এই বাক্য গ্রাহ্যও করিল না। সে

ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, "শঙ্করানুচর! এই পর্ব্বতে আমার পুষ্পকের গতিরোধ হইয়াছে, এইজন্য আমি উহা উৎপাটন করিব। দেখি, রুদ্রদেব কেমন ইহাতে সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন।" হে রঘুনন্দন! দুরাত্মা দশানন এই বলিয়া ঐ পর্ব্বতে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক উত্তোলন করিল। তৎকালে উহা সমূলে কম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ পর্ব্বত-বাসী দেব ও ভূতগণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং পার্ব্বতী যার পর নাই ভীত হইয়া মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব সহসা পর্ব্বত বিচলিত দেখিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহা যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। তখন দুর্ব্বহ ভারে দশাননের ভুজসমূহ যার পর নাই পীড়িত হইয়া উঠিল। তাঁহার সচিবগণও অত্যন্ত ভীত হইয়া পরস্পরের মুখাব-লোকন করিতে লাগিল। অবশেষে রাবণ মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রলয়কালীন বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। ঐ ভীষণ চীৎকারে ত্রিভুবন কম্পিত হইল, অন্তরীক্ষে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভীত হইলেন, মহাসাগর ক্ষুভিত ও পর্ব্বতসমূহ বিচলিত হইল এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ "অকস্মাৎ একি হইল?" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

অনন্তর সচিবগণ দশাননকে কহিল, "মহারাজ! আপনি নীলকণ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করুন্। তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আপনার পরিত্রাণের আর অন্য উপায় দেখি-তেছি না। আপনি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিভাবে বিবিধ স্তব করুন, তাহা হইলেই তিনি প্রসন্ন হইবেন।"

দশানন সচিবগণের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহেশ্বরের বিবিধ স্তব আরম্ভ করিল। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইল। অনন্তর মহাদেব তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া শৈলাগ্রে আগমন পূর্ব্বক তাহার হস্ত মুক্ত করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "দশানন! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি শৈলাক্রান্ত হইয়া যে ভয়ঙ্কর রব করিয়াছিলে, তাহাতে ত্রিলোক ভীত হইয়াছিল; এইজন্য অতঃপর তোমার একটি নাম রাবণ হইল। দেবতা, মনুষ্য, যক্ষ এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণ তোমাকে রাবণ বলিয়া আহ্বান করিবে। এক্ষণে বীর! আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি যে পথে ইচ্ছা সেই পথে গমন কর।"

দেবাদিদেব মহাদেব এই বলিয়া বিরত হইলে রাবণ কহিল, "দেব! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করুন্। আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক ও নাগ এবং অন্যান্য বলবান প্রাণিগণের অবধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণকেত আমি গ্রাহ্যই করি না। আমার মতে তাহারা অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মার প্রসাদে আমি দীর্ঘ আয়ুও প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করুন্।"

দশানন এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান শঙ্কর তাহাকে চন্দ্রহাস নামক এক প্রদীপ্ত খড়্গ ও অন্যান্য বিবিধ আয়ুধ প্রদান করিলেন। ভগবান তাহাকে অস্ত্রাদি দান করিয়া কহিলেন, "দশানন! তুমি কদাচ এই সমস্ত অস্ত্রকে অবজ্ঞা

করিও না। জানিও ইহাদিগকে, অবজ্ঞা করিলে আমাকেই অবজ্ঞা করা হইবে।”

অনন্তর রাবণ মহাদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইল। অতঃপর সে পৃথিবীস্থ মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণকে উৎপীড়ন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক তেজস্বী রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়বীর তাহার আজ্ঞাপালনে অসম্মতি প্রকাশ করাতে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। অপর বুদ্ধিমান ক্ষত্রিয়গণ ঐ দুরাত্মাকে দুর্জয় জানিয়া তৎসন্নিধানে বশ্যতা স্বীকার করিল।

সপ্তদশ সর্গ।

বেদবতী কর্ত্তৃক রাবণের অভিশাপ।

মহাবাহু রাবণ একদা পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে করিতে হিমবান পর্ব্বতের সন্নিহিত এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে। তথায় সে দেখিল, সাক্ষাৎ দেবাঙ্গনার ন্যায় তেজোময়ী পরম রূপবতী এক কন্যা কৃষ্ণাজিন ও জটাভার ধারণ পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন। দশানন তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে কামমোহিত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! তুমি কিজন্য এই যৌবনবয়সে বার্দ্ধক্যের উপযুক্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার এই অনুপম রূপ নরগণের উন্মাদকর। ইহাতে কখনই তপস্যা শোভা পায় না। যাহা হউক, তুমি কাহার কন্যা? তোমার স্বামীইবা কে? বলিতে কি, সুন্দরি! তুমি যে ভাগ্যবানের সহিত রমণ কর, তাহার তুল্য পুণ্যাত্মা জগতে আর নাই। যাহা হউক, তুমি আমাকে এই সমস্ত কথা সত্য করিয়া বল।"

রাবণ এই বলিয়া বিরত হইলে ঐ তপোনিরতা যশস্বিনী কন্যা তাহার যথোচিত আতিথ্য সৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্! বৃহস্পতিতনয় সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান কুশধ্বজ নামে এক অমিততেজা ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করিতেন। আমি তাঁহার বাঙ্ময়ী কন্যা; আমার নাম বেদবতী। আমার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু আমার পিতা তাহাদের কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কারণ তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিষ্ণুকে জামাতা করিবেন।

অনন্তর বলদর্পিত দৈত্যরাজ শম্ভু পিতার প্রত্যাখানে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রিযোগে তাঁহাকে নিদ্রিতা-বস্থায় বিনাশ করিল। আমার মাতাও পতিশোকে যার পর নাই কাতরা হইয়া বহ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলেন। আমি তদবধি পিতার অভীষ্টসাধন জন্য, অর্থাৎ

ভগবান নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য, সেই দেবশ্রেষ্ঠের মূর্ত্তি নিরন্তর ধ্যান করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পুরুষোত্তম নারায়ণই আমার একমাত্র পতি; আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই এরূপ কষ্টভোগ সহ্য করিতেছি। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! এই আমি আমার সমস্ত বৃত্তান্ত আপনাকে কহিলাম। আপনি যে পৌলস্ত্যনন্দন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তপোবলে ত্রিলোকের কিছুই আমার অবিদিত নাই।"

ধর্ম্মশীলা বেদবতী এই বলিয়া বিরত হইলে দশানন কামে মোহিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কহিল, "সুন্দরি! তোমার কেন এরূপ কুমতি হইল? বৃদ্ধগণেরই পুণ্যসঞ্চয় শোভা পায়। তুমি রূপলাবণ্যশালিনী এবং সর্ব্ব-গুণে গুণবতী; তোমার এরূপ বলা উচিত হয় না। সুন্দরি! মনে রাখিও, তোমার সুখভোগের কাল যৌবন অতীত হইতেছে। ভদ্রে! আমি লঙ্কার অধিপতি; আমার নাম দশগ্রীব। তুমি আমার ভার্য্যা হও এবং যথা ইচ্ছা সুখভোগ করিতে থাক। বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যাহার জন্য এত কষ্টভোগ করিতেছ, সেই ব্যক্তি কি বীর্য্য, কি তপ, কি ঐশ্বর্য্য, কি বল কিছুতেই আমার তুল্য নহে।"

দশানন এইরূপ বলিলে বেদবতী কহিলেন, "রাক্ষস-রাজ! আপনি এরূপ কথা বলিবেন না। বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি এবং সর্ব্বলোকনমস্কৃত। আপনি ভিন্ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তাঁহার অবজ্ঞা করেন না।"

বেদবতী এইরূপ কহিলে দশানন সহসা তাঁহার কেশ-

পাশ ধারণ করিল। পাপিষ্ঠ রাক্ষসের হস্তে এই অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া বেদবতীর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি স্বীয় কেশকলাপ ছিন্ন করিবার জন্য হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার হস্ত তীক্ষ্ণ অসি-স্বরূপ হইয়া কেশসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিল। অনন্তর ঐ কন্যা ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগার্থ বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, "পাপিষ্ঠ! তুই অদ্য আমার যেরূপ অবমাননা করিলি, তাহাতে আমার আর জীবন ধারণ করিবার অভিলাষ নাই। এই দেখ্, আমি তোর সমক্ষেই অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করি-তেছি। কিন্তু মনে রাখিস্, আমি তোর এই পাপের প্রতিফল স্বরূপ তোর বিনাশ সাধনার্থ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব। আমি তোকে শাপপ্রদান দ্বারা ধ্বংস করিতে পারিতাম, কিন্তু স্ত্রী হইয়া পুরুষকে বিনাশ করা অনুচিত; বিশেষত তোকে অভিশাপ প্রদান করিলে আমার বহুকালের সঞ্চিত তপ ব্যয় হইবে। কিন্তু যদি আমি কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি আমি নিয়মপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি পরজন্মে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির অযোনিজা সাধ্বী কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।"

এই বলিয়া তেজস্বিনী বেদবতী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমনি অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। হে রঘুনন্দন! সেই বেদবতী পরে রাবণের বিনা-শার্থ জনকরাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলোৎকৃষ্ট পবিত্র যজ্ঞভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনিও তাঁহারই

অভিলষিত সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু; সুতরাং এক্ষণে তিনি আপনার ভার্য্যা হইয়াছেন। বীর! আপনি বেদবতীর তপোবলে নিহত রাবণকেই পুনরায় অমানুষ বীর্য্য আশ্রয় পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

মরুত্তসমীপে রাবণের যুদ্ধার্থ গমন।

বেদবতী অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে রাবণ পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মেদিনীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর সে উশীরবীজ নামক দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তথায় মরুত্ত নামক নৃপতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ভ্রাতা সংবর্ত্তনামা ব্রহ্মর্ষি সমগ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া নরপতির যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দেবগণ সহসা রাবণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইলেন এবং পরিত্রাণ পাইবার আশায় তির্য্যকজাতি অবলম্বন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরের, ধর্ম্মরাজ বায়সের, ধনাধ্যক্ষ কৃকলাসের এবং বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অন্যান্য দেবগণও এইরূপ বিবিধ প্রাণীর রূপ ধারণ করিলে রাবণ অশুচি সারমেয়ের রূপ

ধারণ করিয়া যজ্ঞমধ্যে প্রবেশ করিল এবং মরুত্ত নৃপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "রাজন্! হয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অথবা আমার নিকটে পরাজয় স্বীকার কর।"

রাবণের এই কথা শুনিয়া মরুত্ত নৃপতি নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, "আপনি কে?" তচ্ছ্রবণে রাবণ কহিল, "হে রাজন্! তুমি যে আমার বাক্যে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অনাদর পূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে 'আপনি কে?' ইহাতে আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। আমি ধনেশ্বরের অনুজ; আমার নাম রাবণ। ত্রিলোকে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে আমার বলবীর্য্যের বিষয় অবগত নহে। আমি আমার ভ্রাতা কুবেরকে পরাজয় পূর্ব্বক এই পুষ্পক রথ অধিকার করিয়াছি।"

মরুত্ত নৃপতি রাবণের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "দশানন! দেখিতেছি, তুমিই ধন্য! তোমার তুল্য শ্লাঘ্য ব্যক্তি জগতে আর নাই। যেহেতু তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়াছ। এরূপ কার্য্য কেহ কখন করিতে পারে না। রে পাপিষ্ঠ! এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ লোকবিগর্হিত কার্য্য করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতে তোর কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইতেছে না? জানিনা, তুই কোন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা বরলাভ করিয়াছিস্! কিন্তু তুই যে কার্য্যের কথা বলিলি, বলিতে কি, ঈদৃশ ঘৃণিত কার্য্যের কথা পূর্ব্বে কখন আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। যাহা হউক, তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্। আমি তোকে সমুচিত শিক্ষা দিতেছি। আজ আর তোকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে

না। আমি এখনি তোকে নিশিত শরজালে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি।"

এই বলিয়া মরুত্ত নৃপতি শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাবণের সহিত যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত্ত তাঁহার পথরোধ করিয়া স্নেহময় বাক্যে কহিলেন, "বীর! করেন কি? আমার কথা শুনুন; এই যুদ্ধোদ্যম পরিত্যাগ করুন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি যে যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, ইহা মাহেশ্বর যজ্ঞ; ইহা সমাপ্ত করিতে না পারিলে আপনার সমস্ত বংশ বিনষ্ট হইবে। যিনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত তাঁহার যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত; অধিক কি, তাহার ক্রোধ করাও কর্ত্তব্য নহে। আরও যুদ্ধে জয়লাভ অনিশ্চিত; বিশেষত এই পাপিষ্ঠ রাক্ষস এক প্রকার অজেয়।"

নৃপতি মরুত্ত গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইলেন এবং শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাবণের অনুচরগণ উক্ত নৃপতিকে পরাস্ত মনে করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং পুনঃ পুনঃ "জয় রাবণের জয়" এই শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসগণ যজ্ঞস্থ মহর্ষিগণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

রাবণ প্রস্থান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যে যে প্রাণির আকার অবলম্বন দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। দেবরাজ হর্ষভরে ময়ূরকে কহিলেন, "পক্ষিবর! আমি তোমার প্রতি

অতিশয় প্রীত হইয়াছি। অতঃপর তোমার আর সর্প হইতে কোন আশঙ্কা থাকিবে না; তোমার এই নীল বর্হসমূহ সহস্র নেত্রে চিহ্নিত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিবে এবং জলদাগমে আমি যখন বর্ষণ করিতে থাকিব, তখন তুমি অতীব হর্ষলাভ করিবে!” হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে ময়ূর-দিগের বর্হ কেবল নীলবর্ণ ছিল। অনন্তর এইরূপে ইন্দ্রের বরপ্রাপ্ত হওয়াতে উহা বিবিধ বিচিত্র ও মনোরম বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

ইন্দ্রের বরদান সমাপ্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ বায়সকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “পক্ষিন্! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে এই বরদান করিতেছি যে, জীবগণ যে বিবিধ রোগে আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত রোগ তোমাকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারিবে না। যতদিন না তোমাকে কেহ বধ করিবে, ততদিন তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না এবং যমলোকস্থ ক্ষুধার্ত্ত মনুষ্য-গণ তোমার ভোজনেই তৃপ্তিলাভ করিবে।”

অনন্তর বরুণ গঙ্গাতোয়বিহারী হংসকে কহিলেন, “হংস! তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাশির ন্যায় শুভ্র ও মনোরম হইবে এবং জলে সন্তরণকালে তুমি অনুপম কান্তি লাভ করিবে।” হে রঘুনন্দন! ইতিপূর্ব্বে হংসগণের বক্ষঃ-স্থল শ্যামবর্ণ এবং পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ ছিল।

হংস বরপ্রাপ্ত হইলে, ধনাধ্যক্ষ কৃকলাসকে কহিলেন, “কৃকলাস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি এবং এই বরদান করিতেছি যে তোমার সর্ব্বশরীর ও মস্তক স্বর্ণবর্ণ

হইবে।” দেবগণ এইরূপে তির্য্যকজাতিদিগকে বরদান করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

একোনবিংশ সর্গ।

অনরণ্যের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

অনন্তর মরুত্তের নিকট হইতে গমন করিয়া রাক্ষসরাজ দশানন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় অন্যান্য নৃপতিগণের নগর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে মহেন্দ্র বা বরুণতুল্য রাজাগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল, “তুমি হয় আমাকে যুদ্ধ দাও, অথবা আমার নিকটে পরাজয় স্বীকার কর; অন্যথা তোমার পরিত্রাণ নাই।” অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহাবল নির্ভীক প্রাজ্ঞ নরপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া এই মন্ত্রণা করিল যে, “দুরাত্মা যার পর নাই গর্ব্বিত এবং বরপ্রভাবে অজেয়; অতএব উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করাই শ্রেয়।” রাজাগণ এইরূপ স্থির করিয়া দশাননকে কহিল, “আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম।”

রামচন্দ্র! ক্রমে দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয় ও পুরূরবা প্রভৃতি নৃপতিগণ রাবণের বশ্যতা স্বীকার করিলে ঐ দুরাত্মা একদিন অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। ঐ সময়ে, ইন্দ্র

অমরাবতীর ন্যায়, অনরণ্য অযোধ্যার রাজা ছিলেন। রাবণ ঐ তেজস্বী রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "ক্ষত্রিয়-বীর! তুমি হয় আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর; অথবা আমার বশ্যতা স্বীকার কর।"

অযোধ্যাধিপতি অনরণ্য পাপাত্মা রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর; আমি সজ্জিত হইয়া আসিয়া তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।"

মহীপতি অনরণ্য পূর্ব্বেই রাবণের কথা শুনিয়া বহু-সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহারা রাক্ষস-দিগের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। দশ সহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, বহুসংখ্যক রথ এবং অগণ্য পদাতী পৃথিবী আচ্ছন্ন করত রণাঙ্গনে আগমন করিল। কিয়ৎকাল পরে অনরণ্য ও দশরথের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অযোধ্যাধিপতির সৈন্যগণ রাবণের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্নিনিক্ষিপ্ত হব্যের ন্যায় বিনষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন ক্ষত্রিয়বীর বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনসদৃশ রাবণের সম্মুখে উপ-স্থিত হইবামাত্র শলভের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে নরপতি অনরণ্য ক্রোধে অধীর হইয়া ইন্দ্রধনুতুল্য প্রকাণ্ড কার্ম্মুক বিস্ফারণ করিতে করিতে রাবণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শরজালে তাহাকে ও তাহার অমাত্যগণকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই মারীচ, শুক, সারণ ও

প্রহস্ত প্রভৃতি রাক্ষসগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর অনরণ্য রাবণের মস্তকে অষ্টাধিক শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বারিধারা যেরূপ পর্ব্বতের মস্তক বিক্ষত করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শর রাবণের মস্তকের কোন স্থান বিক্ষত করিতে পারিল না।

রাবণ শরাঘাতে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া অনরণ্যের মস্তকে এক চপেটাঘাত করিল। অযোধ্যাধিপতি ঐ বিষম আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, অরণ্যে বজ্রাহত সালবৃক্ষের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন। তখন রাবণ নৃপতি অনরণ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, "রাজন্! কেমন এখন ত আমার সহিত যুদ্ধের প্রতিফল প্রাপ্ত হইলে? ত্রিলোকে এমন কেহই নাই যে আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সক্ষম। আমার বোধ হয়, তুমি রাজ-ভোগে মত্ত হইয়া কালযাপন করিয়াছিলে, এইজন্য আমার বলবীর্য্যের কথা শ্রবণ কর নাই।"

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনরণ্য কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! আমি কি করিব; কাল অতিক্রম করা অতি দুর্ঘট। অদ্য আমাকে তুমি পরাজয় কর নাই। আমি কালের বশে এরূপ বিপদগ্রস্ত হইলাম; তুমি ইহার হেতু মাত্র। আমি অদ্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল নাই। যাহা হউক, তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের যে অবমাননা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, যদি আমি দান,

হোম, যজ্ঞ ও প্রজাপালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই ইক্ষ্বাকুকুলে দশরথতনয় রাম নামে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তিনিই তোমাকে বধ করিবেন।”

অনরণ্য রাবণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে স্বর্গে দেবদুন্দুভির ধ্বনি শ্রুত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর মহীপতি অনরণ্য স্বর্গধামে গমন করিলেন এবং রাবণও পূর্ব্ববৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিল।

বিংশ সর্গ।

রাবণের যুদ্ধার্থ যমসদনে গমন।

এইরূপে রাবণ পৃথিবীবাসিগণকে ভীত ও বিত্রস্ত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর একদা বনমধ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে দেবর্ষি নারদকে দেখিবামাত্র অভিবাদন করিয়া তাঁহার কুশল প্রশ্ন ও আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন মেঘবাহন মহাতেজা দেবর্ষি নারদ পুষ্পকারূঢ় রাবণকে কহিলেন, “রাক্ষসরাজ! আমি তোমার কুলোচিত তেজ ও বিক্রমের কথা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। বিষ্ণু যেরূপ দৈত্যগণকে পরাজয়

করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি যে গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিকেই পরাস্ত করিয়াছ, তাহাতেও আমি বড় সুখী হইয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমার কিছু ব্যক্তব্য আছে, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। বীর! তুমি কিজন্য মৃত্যুবশগত মানবগণকে নিপীড়িত করিয়া বেড়াইতেছ? দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের অবধ্য হইয়া ক্ষুদ্র মনুষ্যকে ক্লেশ দেওয়া তোমার কখনই উচিত হয় না। আরও দেখ, মনুষ্যগণ সর্ব্বদা শ্রেয়সাধনে বিমূঢ়, বিবিধ বিপদে পরিবৃত, শত শত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি ও জরাতে জর্জ্জরিত, এবং অনিষ্ট ঘটনায় আকুল; কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? তাহারা ক্ষুৎ, পিপাসা, জরা, শোক প্রভৃতিতে নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; ইহার উপরেও তাহাদিগকে যুদ্ধে বধ করিলে মৃতমারণ দোষে লিপ্ত হইতে হয়। আরও মূঢ় মানবগণের সুখদুঃখাদিভোগের কাল কিছুমাত্র স্থির নাই; তাহারা কখন আহ্লাদভরে নৃত্য, গীত ও বাদ্যে মত্ত হইয়া আছে, কখন শোকে কাতর হইয়া অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ও আনন সিক্ত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, আবার কখন বা মাতা, পিতা, পুত্র বা প্রণয়িণীর স্নেহে বিমোহিত হইয়া পরলোকের দুঃখের কথা একবার ভুলিয়াও ভাবিতেছে না। অতএব এরূপ মোহাচ্ছন্ন জীবগণকে কষ্ট দেওয়া কি তোমার ন্যায় বীরের উচিত? তুমি যে মর্ত্ত্যলোক জয় করিবে তাহাতে আর সন্দেহ বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কারণ সকল মনুষ্যকেই একদিন না একদিন যমসদনে গমন

করিতে হইবে। অতএব বীর! তুমি যমকে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর। তাহাকে জয় করিতে পারিলেই এক প্রকার সকলকেই জয় করা হইল।”

দেবর্ষি নারদ এই বলিয়া বিরত হইলে তেজঃপুঞ্জকান্তি রাক্ষসরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, “মহর্ষে! আমি এক্ষণে রসাতল জয়ার্থ গমন করিতেছি। অনন্তর ত্রিলোকবিজয়ের পর আমি দেব ও নাগগণকে বশীভূত করিয়া অমৃতার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।” তখন নারদ পুনরায় দশাননকে কহিলেন, “বীর! তুমি রসাতলের পথে আর কোথায় গমন করিতে পারিবে? বলিতে কি, যমপুরগমনের পক্ষে ঐ পথ অতীব দুর্গম।” তচ্ছ্রবণে দশানন হাস্য করিয়া কহিল, “ভগবন্! আপনি যে কার্য্যের জন্য আমাকে আদেশ করিলেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই মনে করুন্। এই আমি বৈবস্বত যমের বিনাশার্থ দক্ষিণাভিমুখে বহির্গত হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, লোকপালগণকে পরাজয় করিব। প্রাণিগণের ক্লেশকারী মৃত্যু তাহাদিগের একজন; আমি অদ্য তাহাকেই মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিব।” এই বলিয়া দশানন মহর্ষি নারদকে অভিবাদন পূর্ব্বক অমাত্যগণসমভিব্যাহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দশানন প্রস্থান করিলে বিধূম অগ্নির ন্যায় তেজোময় দেবর্ষি নারদ কিয়ৎকাল ধ্যানে মগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, “যিনি ইন্দ্রাদিসহিত চরাচর লোকত্রয়কে ক্লেশ দিয়া থাকেন, আয়ু শেষ হইলে যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রাণিগণের দণ্ডবিধান করেন, যিনি স্বয়ং দান, ধ্যান ও যজ্ঞাদি

সৎকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ এবং দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, যাঁহার প্রভাবে জীবগণ সংজ্ঞালাভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যিনি ত্রিলোকের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার করেন, যিনি জগতের ধাতা এবং সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলদাতা, যিনি ত্রিলোককেও পরাজয় করিয়াছিলেন, জানিনা, রাবণ কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ? যাহা হউক, দুরাত্মা কি করে, আমার জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইতেছে। অতএব উহার সংগ্রাম দর্শনার্থ আমাকে যমপুরীতে যাইতে হইল।"

একবিংশ সর্গ।

রাবণের যমালয়ে গমন।

অনন্তর মহর্ষি নারদ এই সমস্ত বৃত্তান্ত যমরাজকে নিবেদন করিবার জন্য দ্রুতবেগে যমসদনে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমরাজ অগ্নিসাক্ষী করিয়া যাহার যাদৃশ কার্য্য তাহাকে তদনুরূপ শাস্তি প্রদান করিতেছেন। প্রেতরাজ মহর্ষি নারদকে দেখিবামাত্র পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, "দেবর্ষে! সর্ব্বত্র মঙ্গল ত ? কোনস্থানে ত ধর্ম্মহানি হয় নাই ? যাহা

হউক, ভগবন্! আপনার আগমনের কারণ কি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন্।”

যমরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন, “পিতৃরাজ! আমি আপনাকে সমস্তই কহিতেছি; আপনি শ্রবণ করিয়া কোন উপায় বিধান করুন্। দশগ্রীব নামক দুরাত্মা নিশাচর ত্রিলোকের অজেয় আপনাকে পরাজয় করিতে আসিতেছে। প্রভো! আমি এইজন্য আপনার নিকট সত্বর আগমন করিলাম। ভীষণ কালদণ্ড আপনার অস্ত্র; সুতরাং ঐ রাক্ষস আর আপনার কি করিতে পারিবে?”

নারদের বাক্যাবসান না হইতে হইতেই নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় কিরণজালে আচ্ছাদিত রাবণের প্রদীপ্ত বিমান দূরে দৃষ্টিগোচর হইল। রাক্ষসরাজ ঐ প্রদীপ্ত রথের প্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যমালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, প্রাণিগণ স্থানে স্থানে নিজ নিজ সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতেছে। তাহারা কোথায়ও উগ্ররূপ ও ভয়ঙ্কর যমদূতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে আহত ও পীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, কোথায়ও ভয়ঙ্কর সারমেয় ও কৃমিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে, কোথায়ও শ্রুতিকটু ভয়াবহ চীৎকার করিতেছে, কোথায়ও দলে দলে শোণিততোয়া বৈতরণী নদী পার হইতেছে, কোথায়ও উত্তপ্ত বালুকোপরি মুহুর্মুহু লুণ্ঠিত হইতেছে, কোথায়ও নিশিত অসিপত্র দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইতেছে, কোথায়ও ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষিত হইয়া

পূতিগন্ধপূর্ণ নদীতে পানীয় যাচ্ঞা করিতেছে। ঐ সমস্ত পাপীর দেহ মৃতপ্রায়, কৃশ, দীন ও বিবর্ণ এবং কেশজাল আকুল। রাবণ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিল উহাদের কেহ কেহ মল ও পঙ্কদিগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। পরে রাক্ষসরাজ অপরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ স্বীয় সুকৃতবলে উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যোপরি নিরন্তর গীত বাদ্য দ্বারা প্রমুদিতচিত্তে কালযাপন করিতেছেন। উহাঁদিগের মধ্যে গোদাতাগণ স্বীয় কর্ম্মফলে গোরস, অন্নদাতাগণ অন্ন এবং গৃহদাতাগণ গৃহ উপভোগ করিতেছেন। কতকগুলি ধার্ম্মিক ব্যক্তি মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত হইয়া তেজঃপুঞ্জ শরীরে দীপ্তি পাইতেছেন।

যে সকল পাপী স্বীয় দুষ্কৃত জন্য নানারূপ ক্লেশ পাইতেছিল, মহাবল রাবণ তাহাদিগের অনেককে মুক্ত করিয়া দিল। ঐ সমস্ত প্রাণীও সহসা এই অতর্কিত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ সুখাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে যমনিযুক্ত প্রেতরক্ষকগণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। ঐ সময়ে ধর্ম্মরাজের যোদ্ধদিগের যুদ্ধোদ্যোগের কোলাহলে এক দিগন্তবিসারী শব্দ উত্থিত হইল। তাহারা প্রাস, পরিঘ, শূল, মুসল, শক্তি, তোমর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পুষ্পক রথের আসন, প্রাসাদ, বেদি, তোরণ প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া দিল এবং মধুমক্ষিকার ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে রাবণকে বেষ্টন করিল। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে রাবণের

দেবাধিষ্ঠিত রথ ভগ্ন হইলেও পরক্ষণেই পূর্ব্ববৎ নূতন হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাক্ষসসৈন্যের সহিত পিতৃরাজসৈন্যের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাবণের অমাত্যগণ বৃক্ষ, শৈল ও প্রাসাদখণ্ড লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অল্পকাল-মধ্যেই তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং রুধিরে আপ্লুত হইয়া গেল; কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিরত হইল না। স্বয়ং রাক্ষসরাজও প্রহারে জর্জ্জরীকৃত এবং শোণিতাক্ত-কলেবর হইয়া কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং ক্রোধভরে শত্রুসৈন্যের প্রতি অনবরত শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর ও শর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রাক্ষসনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও প্রস্তরসমূহ যমসৈন্যগণকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা উহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, মেঘজাল যেরূপ পর্ব্বতকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ দশাননকে বেষ্টন করিয়া তাহার উপরি ভিন্দিপাল, শূল প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসরাজ কিয়ৎকাল উচ্ছ্বাসহীন হইয়া রহিল। অনন্তর ক্রোধভরে কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোণিতাক্তকলেবরে ভূতলে লম্ফপ্রদান করিয়া ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক "থাক্ থাক" এই কথা বলিয়া ত্রিপুরবিনাশোদ্যত শঙ্করের ন্যায় উহা বেগে নিক্ষেপ করিল। অমনি বনদহনকারী দাবানলের

ন্যায় সধূম ও জ্বালাকরাল ঐ ভয়ঙ্কর শর মাংসাশী পশু-পক্ষিগণ কর্ত্তৃক অনুগত হইয়া বৃক্ষাদি ভস্মসাৎ করিতে করিতে প্রধাবিত হইল। যমরাজের সৈন্যগণ ঐ শরের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভীমবিক্রম রাবণ ও তাহার অমাত্যগণ হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাবণ কর্ত্তৃক যমজয়।

বৈবস্বত যমরাজ রাক্ষসগণের এই হর্ষসূচক সিংহনাদ শ্রবণ এবং স্বপক্ষের বলক্ষয় দর্শনে শত্রুজয়পক্ষে একপ্রকার হতাশ হইলেন। তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিহত মনে করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে সারথিকে এক সুসজ্জিত রথ আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সারথি তৎক্ষণাৎ এক রথ আনয়ন করিল। তখন মহাতেজা পিতৃরাজ তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে ত্রিলোকসংহারকারী মৃত্যু প্রাস ও মুদ্গর হস্তে দণ্ডায়মান হইল এবং পার্শ্বদেশে অগ্নির ন্যায় তেজোময় প্রজ্বলিত

মূর্ত্তিমান কালদণ্ড অবস্থিতি করিতে লাগিল। তৎকালে সর্ব্বলোকভয়াবহ কালকে এইরূপ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিলোক ক্ষুভিত হইল এবং দেবগণও কম্পিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর যমসারথি ঐ মনোবৎ বেগগামী অশ্বসমূহকে ভীমরবে দশাননের অভিমুখে প্রেরণ করিল। উহারাও সূর্য্যাশ্বের ন্যায় মুহূর্ত্তকালমধ্যেই রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সহসা এই মৃত্যুসমন্বিত বিকৃত রথ দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল ও হতজ্ঞান হইল এবং "আমরা যুদ্ধে অসমর্থ" এই কথা বলিতে বলিতে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু দশানন এই সর্ব্বলোক-ভয়াবহ রথ দর্শনেও কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। যমরাজ ক্রোধভরে শক্তি ও তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাবণের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশানন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া পর্ব্বতোপরি ধারাপাতের ন্যায় পিতৃরাজের উপরি অবিরল শরপাত করিতে লাগিল। পরে যমরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে মহা-শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না এবং যার পর নাই ব্যথিত হইয়া উঠিল। এইরূপে সপ্ত রাত্রি ঘোর যুদ্ধের পর যমরাজ রাবণকে রণে বিমুখ করিলেন।

রণে পরাস্ত হওয়াতে রাক্ষসরাজের ক্রোধ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে বীর-দ্বয়ের সংগ্রাম যার পর নাই ভয়াবহ ও রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। উঁহারা উভয়েই রণপটু, পরস্পরের জয়াকাঙ্ক্ষী

এবং সমরে অপরাঙ্মুখ। ফলত তৎকালে উহাঁদের সংগ্রাম দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ত্রিজগতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া এই যুদ্ধ দর্শনার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ ইন্দ্রের অশনিতুল্য ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক শরে শরে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে চারি বাণে মৃত্যুকে, সাত বাণে সারথিকে এবং শত সহস্র বাণে স্বয়ং যমকে মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ করিল। তখন শরবিদ্ধ যমরাজের বদনমণ্ডলে সধূম জ্বালাকরাল সনিশ্বাস ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে মৃত্যু ও কাল রাবণের সময় আসন্ন জ্ঞান করিয়া আহ্লাদিত হইল এবং মৃত্যু যমরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "প্রভো! আপনি আমাকে আদেশ দিউন; আমি এই পাপ রাক্ষসকে বধ করি। দেখুন, ইহাই আমার নৈসর্গিক ধর্ম্ম; আমি হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্দি, ধূমকেতু, বিরোচনপুত্র বলি, দৈত্যরাজ শম্ভু, বৃত্র ও বাণ প্রভৃতি মহাবল দেবশত্রুগণের সকলকেই বধ করিয়াছি। বহুসংখ্যক শাস্ত্রবিদ্ রাজর্ষি, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও অপ্সরগণও আমার হস্তে লোকান্তরে গমন করিয়াছে। এই পর্ব্বত, নদী ও বৃক্ষশোভিতা মহীও প্রলয়কালে আমারই হস্তে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও কত কত বলবান ব্যক্তি যে আমার হস্তে নিহত হইয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। এই রাক্ষসের কথা ত অতি সামান্য। বলিতে কি, এজগতে এমন কেহই বলবান নাই, যিনি মৃত্যুর নিকট পরাস্ত

নহেন। আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আর কাহাকেও ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে হয় না।"

মহাপ্রতাপ ধর্ম্মরাজ মৃত্যুর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যু! তুমি থাক; আমিই ইহাকে বধ করিব।" এই বলিয়া তিনি হস্তে রোমহর্ষণ কালদণ্ড গ্রহণ করিলেন। ঐ দণ্ডের পার্শ্বদেশে অগ্নি ও বজ্রতুল্য মূর্ত্তিমান কালপাশ ও মুদ্গর অবস্থিত ছিল। উহার দর্শনেই প্রাণিগণের প্রাণ বহির্গত হয়; স্পর্শন বা পতন ত দূরের কথা। ঐ ভীষণ অস্ত্র যমরাজকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবামাত্র যেন রাবণকে দহন করিবার ইচ্ছাতেই তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সমরস্থ সমস্ত ব্যক্তি ঐ ভীষণ কালদণ্ড উদ্যত দেখিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সুরগণও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বৈবস্বত যমরাজ ক্রোধভরে ঐ দণ্ড দ্বারা রাবণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সাক্ষাৎ প্রজাপতি সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহাবাহো! তুমি রাক্ষসকে এই দণ্ড প্রহার করিও না। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি ইহাকে যে বরপ্রদান করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করা তোমার উচিত হয় না। কারণ দেবই হউন বা মনুষ্যই হউন, যিনি আমার বাক্য মিথ্যা করিবেন, তিনি একপ্রকার ত্রিলোককেই মিথ্যা করিবেন। ধর্ম্মরাজ! তুমি যাহার প্রতি এই দণ্ড নিক্ষেপ করিবে, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি স্বয়ং এই কালদণ্ড সৃজন করিয়াছি; ইহা সর্ব্বলোকভয়াবহ, অমোঘ এবং সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর।

তুমি রাবণের প্রতি ইহা নিক্ষেপ করিও না। তাহা হইলে সে মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিবে না। আর যদিও দুরাত্মার প্রতি কালদণ্ড নিষ্ফল হয়, তাহা হইলেও আমাকে মিথ্যা-বাদী হইতে হইল। অতএব অচিরাৎ এই দণ্ড নিবর্ত্তিত করিয়া আমাকে সত্যে সংস্থাপন কর।”

প্রজাপতি এই বলিয়া বিরত হইলে ধর্ম্মাত্মা যমরাজ তাঁহাকে কহিলেন, “প্রভো! আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না; এই আমি কালদণ্ড নিবর্ত্তিত করিলাম। কিন্তু যখন এই দুরাত্মাকে বধ করিতে পাইব না, তখন রণস্থলে থাকিয়া ইহার সহিত যুদ্ধ করা অতঃপর আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এক্ষণে আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।” এই বলিয়া যমরাজ রথ ও অশ্বসহিত অন্তর্হিত হইলেন। দশাননও তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক যমপুরী হইতে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যতনয় যমরাজ মহামুনি নারদ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণসম-ভিব্যাহারে সুরলোকে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

নিবাতকবচাখ্য দানবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ ও তাহার বরুণলোকে গমন।

বলদর্পিত রাবণ এইরূপে যমরাজকে পরাজয় করিয়া স্বীয় অমাত্য ও অনুচরগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারাও দূর হইতে রাবণকে প্রহারে জর্জ্জরীকৃত রুধিরাক্তকলেবর ও বিজয়ী দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল এবং "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। রাবণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং দৈত্য ও উরগগণের আবাসভূমি বরুণরক্ষিত রসাতলে গমন করিল। সে প্রথমে বাসুকিপালিতা ভোগবতী নামে মণিময়ী পুরী-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নাগগণকে পরাজিত ও স্ববশে আনয়ন করিল।

রসাতলে নিবাতকবচ নামে মহাবল ও পরাক্রান্ত বলগর্ব্বিত দৈত্যগণ বাস করিত। রাবণ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিল। রণদুর্ম্মদ দৈত্যগণও আহূত হইবামাত্র নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হর্ষভরে যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। ক্রমে রাক্ষস ও দানব-দিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উহারা ক্রোধভরে শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ, অসি, পরশু প্রভৃতি দ্বারা

পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে সংবৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় লক্ষিত হইল না। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইয়া নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে কহিলেন, "দৈত্যগণ! তোমরা এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। রাবণ অজেয়; তোমরা দেবগণের সহিত মিলিত হইলেও কখন যুদ্ধে রাবণকে পরাজয় করিতে পারিবে না। যদি তোমাদের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে রাবণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। এরূপ করিলে তোমরা চিরকাল ভোগ্যবস্তু সকল অবিভক্তরূপে ও নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।" পিতামহের এই বাক্য শ্রবণে দৈত্যগণ অগ্নি সাক্ষী করিয়া রাবণের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল। দশাননও উহাদের সখ্যতা লাভ করিয়া পরম প্রীত হইল এবং দৈত্যগণের নিকট প্রিয়তম মিত্রের অনুরূপ সৎকার প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরকাল সুখে অতিবাহিত করিল।

অনন্তর দশানন বরুণের পুরান্বেষণার্থ রসাতলের ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে একদা কালকেয়াধিষ্ঠিত অশ্মপুরে উপস্থিত হইল এবং বলগর্ব্বিত কালকেয়দিগকে বধ করিল। যুদ্ধকালে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে রাবণের ভগিনীপতি ও শূর্পণখার পতি রাক্ষসপক্ষীয় সৈন্যগণকে লেহন ও ভক্ষণ করিতেছিল। তদ্দর্শনে রাবণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া এক খড়্গাঘাতে তাহার প্রাণসংহার করিল; অনন্তর চারিশত দৈত্যকেও বিনাশ করিল। কিয়ৎকাল পরে শুভ্র মেঘ বা কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায়

উজ্জ্বল বরুণের মনোরম আলয় দূর হইতে রাবণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, স্বর্গধেনু সুরভি ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁর দুগ্ধ-নিঃস্যন্দ হইতেই ক্ষীরোদ নামক সাগর উৎপন্ন হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! এই ক্ষীরোদসাগর হইতেই শীতরশ্মি নিশাকর জন্মলাভ করিয়াছেন। সুরভিকে আশ্রয় করিয়াই ফেনপায়ী মহর্ষিগণ জীবনধারণ করিতেছেন, ইহাঁ হইতেই স্বধাভোজী পিতৃগণের কব্য এবং দেবগণের অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে। রাবণ সুরভিকে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া বহুবিধ সৈন্যে সুরক্ষিত পরমাদ্ভুত ও মহাঘোর বরুণের পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে তথায় দেখিল বরুণের গৃহসমূহ শরৎকালীন মেঘের ন্যায়, ধারাশতসমাকীর্ণ, সুখকর ও রমণীয়। রাক্ষস-রাজ বরুণের সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে অনায়াসে বধপূর্ব্বক যোধগণকে কহিল, "যোধগণ! তোমরা সত্বর তোমাদিগের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বল যে, রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে হয় তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, অথবা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া ভয় দূর করুন্।"

ইত্যবসরে মহাত্মা বরুণের মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র ও পৌত্রগণ সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় কামগামী রথসমূহে আরো-হণ পূর্ব্বক সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষের রোমহর্ষণ দারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রাবণের মহাবীর্য্য অমাত্য-গণ ক্ষণকালমধ্যেই বরুণের বহুসংখ্যক সৈন্যগণকে বিনাশ

করিয়া ফেলিল। বরুণের পুত্রগণও তদ্দর্শনে একান্ত নিরুৎসাহ এবং শরজালে পীড়িত হইয়া রণকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা আপনাদিগের রথ ভগ্ন এবং রাবণকে পুষ্পকারূঢ় দেখিয়া পুনরায় শীঘ্রগামী রথসমূহে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশে গমন করিলেন। অনন্তর রাবণও তথায় উপস্থিত হইলে দেব ও দানবগণের ন্যায় উভয়পক্ষের তুমুল আকাশযুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে বরুণের পুত্র-গণ অগ্নিতুল্য শরজালে রাবণকে বিমুখ করিয়া মহাহর্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজকে এইরূপ অব-মানিত দেখিয়া তাহার অমাত্য মহোদর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহোদরের বিষম গদাঘাতে বরুণ-পুত্রগণের কামগামী রথসমূহ অশ্ব ও সারথি সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসবীর এইরূপে উহাঁদিগকে বিরথ করিয়া হর্ষভরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু বরুণ-পুত্রগণ রথহীন হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; স্ব স্ব প্রভাব-বলে অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইয়াই যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন। মেঘজাল যেরূপ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ তাঁহারাও ক্রোধভরে চাপযুক্ত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক বজ্রকল্প সুদারুণ শরজাল বর্ষণদ্বারা রাবণ ও তাহার অমাত্য-গণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন রাবণ ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগের মর্ম্মস্থলে শরাঘাত এবং অনবরত তাঁহাদিগের উপরি মুসল, ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি, শতঘ্নী ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্রপাত করিতে লাগিল। ঐ

সময়ে বরুণের পদাতিগণ মহাপঙ্কে নিমগ্ন বৃদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে মহাবল রাক্ষসরাজ হর্ষভরে মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর সে ধারাপাতের ন্যায় অনবরত বিবিধ অস্ত্রপাত দ্বারা বারুণ সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বরুণের পুত্রগণ রাবণের পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন এবং স্বীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে রাক্ষসরাজ পুনরায় যোধগণকে কহিল, "তোমরা বরুণকে আমার আগমনের কথা বল।"

অনন্তর প্রহাস নামক বরুণের মন্ত্রী রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "রাক্ষসবীর! মহারাজ জলেশ্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি যখন এখানে উপস্থিত নাই, তখন আর আপনার বৃথা পরিশ্রম করিয়া ফল কি? তাঁহার পুত্রগণ উপস্থিত আছেন; কিন্তু তাঁহারা ত আপনার নিকট পরাজিত হইলেন।"

দশানন এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার নাম ঘোষণা পূর্ব্বক হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যে পথে আগমন করিয়াছিল পুনরায় সেই পথে লঙ্কাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

দশানন ও বলির কথোপকথন।

অনন্তর রণদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ পুনরায় একদা অশ্মপুরে গমন করিল। রাবণ তথায় একদিন এক অতি প্রভা-ভাস্বর পরম রমণীয় গৃহ দর্শন করিল। ঐ গৃহের তোরণ বৈদূর্য্যনির্ম্মিত, বাতায়নসমূহ মুক্তাজালবিভূষিত, স্তম্ভ ও বেদিসমূহ স্বর্ণ-নির্ম্মিত, সোপানপংক্তি বজ্রস্ফাটিকবিরচিত এবং উপরিভাগ কিঙ্কিনীজালাচ্ছন্ন। ঐ গৃহের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট আসন সজ্জিত ছিল। উহাকে দেখিলে সহসা ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া ভ্রম হয়। রাবণ ঐ মেরুমন্দরতুল্য সুরম্য গৃহ কাহার জানিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রহস্তকে কহিল, "প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র যাও এবং এই সুন্দর ভবন কাহার জানিয়া আইস।"

আদেশমাত্র প্রহস্ত ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু সে প্রথম কক্ষে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অনন্তর সে দ্বিতীয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু তথায়ও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। এইরূপে সপ্তকক্ষ অতিক্রম করিয়া প্রহস্ত দূর হইতে একটী জ্বালা দেখিতে পাইল এবং আরও নিকটস্থ হইয়া দেখিল আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য সাক্ষাৎ যমসদৃশ এক মহাকায় পুরুষ ঐ জ্বালামধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ পুরুষ প্রহস্তকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে

হাস্য করিয়া উঠিল। সেই হাস্য শ্রবণে প্রহস্তের সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে সত্বর গৃহ হইতে নির্গত হইয়া রাবণের নিকট আগমন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

হে রঘুনন্দন! নীলমেঘাকার রাবণ প্রহস্তের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পুর-মধ্যে প্রবেশ করিতে উৎসুক হইল। সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল এক মহাকায় পুরুষ লৌহমুসল ধারণ পূর্ব্বক দ্বার আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। উহার মস্তকে চন্দ্রকলা, জিহ্বা জ্বালাময়, চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্ত সুন্দর, ওষ্ঠ বিম্বফল সদৃশ, নাসিকা যার পর নাই ভীষণ, গ্রীবা কম্বুতুল্য, হনু বৃহৎ, শ্মশ্রু দীর্ঘ ও অস্থি স্থূল। উহাকে দেখিলে প্রাণিমাত্রেরই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। রাবণও উহার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে কণ্টকিত হইল এবং তাহার হৃদয় ও সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া যার পর নাই চিন্তাকুল হইল। তদ্দর্শনে ঐ পুরুষ তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "রাক্ষস কি ভাবিতেছ? অকপটচিত্তে আমার নিকটে বল। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অথবা তুমি কি এই গৃহস্বামী বলির সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কর?"

রাবণ ত একেই অতিশয় ভীত হইয়াছিল; তাহাতে আবার ঐ পুরুষের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও ভীত হইল। ক্ষণকাল তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অনন্তর সে অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিল, "বীর! এই গৃহে কে বাস করিতেছেন, তুমি তাহা আমাকে বল। আমি তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়।" রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া ঐ পুরুষ কহিতে লাগিল, "রাক্ষসবীর! এই গৃহমধ্যে দানবেন্দ্র বলি বাস করিতেছেন। তিনি উদারস্বভাব, বীর, সত্যপরাক্রম, সর্ব্বগুণোপেত, পাশহস্ত কৃতান্ত বা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী,-সমরে অপরাঙ্মুখ, অজেয়, বলবান, প্রিয়ভাষী, দাতা, গুরু ও বিপ্রগণের নিতান্ত প্রিয়, সত্যবাদী, স্বাধ্যায়তৎপর ও সৌম্যদর্শন। কি দেব, কি নাগ, কি পক্ষী, কি ভূতগণ, ইনি ত্রিলোকে কাহাকেও ভয় করেন না। রাক্ষসরাজ! যদি ইহাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সত্বর এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

রাক্ষসরাজ এইরূপ উক্ত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আদিত্যের ন্যায় তেজোময় বলিও তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "মহাবাহো! তোমার আগমনের কারণ কি? এবং আমাকে তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, বল।" রাবণ কহিল, "মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, আপনি পুরাকাল হইতে বিষ্ণুকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া আছেন। যাহা হউক, আমি আপনাকে এই বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত করিতে পারিব।"

রাবণ এই বলিয়া বিরত হইলে দানবরাজ বলি কিঞ্চিৎ

হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! যদি তুমি সে কথা উত্থাপন করিলে, তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত বৃত্তান্তই কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি দ্বারে যে শ্যামকান্তি পুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলে, তিনিই ভূতপূর্ব্ব মহাবল দানবগণকে নিহত করিয়াছেন এবং আমিও তাঁহা কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছি। কৃতান্তকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নয়; কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে না। ঐ দ্বারস্থ পুরুষই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, কারয়িতা, ধাতা ও অপহর্ত্তা; উনিই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের একমাত্র প্রভু; উনিই কলি, কাল এবং জগৎত্রয়ের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। হে রাক্ষসরাজ! কি তুমি, কি আমি, আমরা কেহই উহাঁর স্বরূপ অবগত নহি। হে বীর! উনিই প্রলয়কালে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর জগতকে সংহার করেন এবং পুনরায় সৃজন করিয়া থাকেন। উনি অনাদি, অনন্ত ও মহেশ্বর। উনিই ইষ্ট, দত্ত ও হুত; উনিই লোকগণের ঈশ, ধাতা ও রক্ষক। ত্রিভুবনে উহাঁর তুল্য মহৎ আর কেহই নাই। হে পৌলস্ত্য! ঐ মহাত্মা তোমাকে, আমাকে এবং পূর্ব্বে যে সমস্ত বীর ছিলেন তাঁহাদের সকলকেই পশুর ন্যায় গলে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রহ্লাদ, কূট, বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংস, কৈটভ, মধু প্রভৃতি দৈত্যগণ সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত, মহাতপা, মহাত্মা ও যোগধর্ম্মনিরত ছিলেন। সকলেই শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাহা যথাবিধি ভোগ এবং নিয়ত দান,

যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও যথাবিধি প্রজাপালন করিতেন। তাঁহারা সকলেই স্বপক্ষের রক্ষক ও বিপক্ষের নিহন্তা ছিলেন। দেবগণমধ্যেও তাঁহাদের কেহ সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহারা সকলেই বীর, অভিজাত্যসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, সর্ব্ববিদ্যা-বিৎ এবং সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ছিলেন। সকলেই সুরগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া দেবলোকে রাজ্য করিয়া-ছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহারা প্রমত্ত ও গর্ব্বিত হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে; তখনই বিষ্ণু বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। তিনি এইরূপে নানা রূপ ধারণ করিয়া কামরূপী দানব-গণকে বধ পূর্ব্বক এক্ষণে আবার স্বীয় নির্ব্বিকার আত্মায় অবস্থিতি করিতেছেন। রাক্ষসরাজ! শুনা যায়, যাঁহারা সকলের অজেয় ও দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহারাও ইহাঁর হস্তে পরিত্রাণ পান নাই।"

দানবেন্দ্র এই বলিয়া পুনরায় রাবণকে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! তুমি যে ঐ প্রদীপ্ত অনলতুল্য কুণ্ডল দেখি-তেছ, উহা লইয়া আমার নিকটে আগমন কর। পরে আমি তোমাকে অব্যয় মুক্তিকারণ উপদেশ দিতেছি। বীর! তুমি এই কার্য্যে আর বিলম্ব করিও না, সত্বর গমন কর।" হে রঘুনন্দন! দানবেন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে মহাবল রাবণ হাসিতে হাসিতে ঐ দিব্য কুণ্ডলের নিকট গমন করিল এবং অবহেলে উহা উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কিন্তু পরে উহা কিছুতেই সঞ্চালন করিতে পারিল না।

বলগর্ব্বিত রাবণ ইহাতে যার পর নাই লজ্জিত হইল এবং অধিকতর যত্ন করিয়া যেমন উহা উত্তোলন করিতে যাইবে, অমনি রুধিরাক্তকলেবর ও মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ঐ সময়ে পুষ্পকস্থিত রাবণের সচিবগণ তাহার এই দশা দর্শনে উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে রাবণ সংজ্ঞালাভ করিয়া লজ্জাবনত-মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন বলি তাঁহাকে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! তুমি এইমাত্র যে কুণ্ডল উদ্যত করিতে পারিলে না উহাই আমার পূর্ব্বপুরুষের কর্ণাভরণ ছিল। তিনি যখন যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন তখন ভূতলে এই মণিময় কুণ্ডল এবং পর্ব্বতসানুতে তাঁহার মুকুট পতিত হয়। হে রাক্ষসবীর! আমার পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু, ব্যাধি বা হিংসক ছিল না। তিনি এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, দিবা, রাত্রি বা সন্ধ্যাকালে তাঁহার মৃত্যু হইবে না এবং শুষ্ক বা আর্দ্রস্থলে বা কোন প্রকার অস্ত্রেও তিনি বিনষ্ট হইবেন না। কিন্তু যখন প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার দারুণ বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখন ভগবান বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদের সপক্ষ হইয়া নৃসিংহাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক সমগ্র জগৎ সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে বাহুদ্বয়ে উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে নখাঘাতে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। হে রাক্ষসরাজ! সেই নিরঞ্জন বাসুদেব এক্ষণে আমার দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি সেই দেবাদিদেবের বিষয় বলিতেছি, তুমি ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ইনি সহস্র

ইন্দ্র, অযুত দেবতা এবং অসংখ্য মহর্ষিগণকে বশীভূত করিয়াছেন।”

মহাত্মা বলির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কহিল, “দানবরাজ! আমি আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য সমরে অপরাঙ্মুখ পাপিগণের শাসক রক্তাক্ষ সর্ব্বলোক-ভয়াবহ সর্প ও বৃশ্চিকলোমা রোমহর্ষণ পাশহস্ত মৃত্যুসহায় সাক্ষাৎ কৃতান্তকেও পরাজয় করিয়াছি। তাহাতে আমার মনে কখন ভয় বা ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু আমি নারায়ণের কথা কিছুই জানি না; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।”

রাবণের এই কথা শুনিয়া বৈরোচন বলি কহিতে লাগিলেন, “রাক্ষসরাজ! নারায়ণ হরি ত্রিলোকের ধাতা ও প্রভু। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নরসিংহ, মহা-দ্যুতি, ক্রতুধামা, সুধামা ও পাশহস্ত। এই পুরাণপুরুষ নীলমেঘাকার, দ্বাদশাদিত্যসম এবং দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। হে মহাবাহো! ইনি জ্বালাবেষ্টিত, যোগী ও ভক্তজনপ্রিয়। ইনিই কালরূপে লোকগণকে সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। ইনিই যজ্ঞ, যাজ্য ও চক্রধর। ইনি সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বভূতময়, সর্ব্বলোকময় ও সর্ব্বজ্ঞানময়। ইনি সর্ব্বরূপী, মহারূপী, বলদেব, মহাভুজ, বীরঘ্ন, চক্ষুষ্মান ত্রৈলোক্যগুরু ও অব্যয়। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইহাঁকেই সতত চিন্তা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহাঁকে একবার জানিতে পারেন, তিনি আর কখন পাপে লিপ্ত হয়েন না। ইহাঁকে স্মরণ করিলে, স্তব করিলে বা যজ্ঞ দ্বারা তৃপ্ত করিলে মনুষ্য সকল কাম প্রাপ্ত হয়।”

বলির এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক মহাবল রাবণ ক্রোধভরে অস্ত্র উদ্যত করিয়া আরক্তনয়নে নির্গত হইল। তদ্দর্শনে মুসলধারী ভগবান হরি মনে মনে ভাবিলেন, “এই দুরাত্মা রাক্ষসকে এখন বধ করিব না। কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মার অপ্রিয় কার্য্য করা হয়।” এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। রাবণও তথায় তাঁহাকে না দেখিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে করিতে যে পথ দিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল পুনরায় সেই পথ দিয়া নির্গত হইল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রাবণের নিকট সূর্য্যের পরাজয় স্বীকার।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর রাবণ একদা সূর্য্যলোকে যাইবার মানস করিল। সে রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে রাত্রিযাপন করিয়া হরিদশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যলোকাভিমুখে যাত্রা করিল। রাক্ষসরাজ বহুদূর গমন করিয়া দেখিল দিব্যগতি সর্ব্বতেজোময় মঙ্গলনিদান আদিত্যদেব অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার হস্তে উৎকৃষ্ট কাঞ্চননির্ম্মিত কেয়ূর, পরিধান রক্তাম্বর, কর্ণে মুখশোভী মনোহর দীপ্তিমান কুণ্ডল, কণ্ঠে নিষ্ক ও রক্তমাল্য, সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন,

চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত কিরণচ্ছটা এবং বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। রাবণ ঐ আদিদেব অনাদি অনন্ত অমধ্য লোকসাক্ষী জগৎপতিকে দর্শন করিয়া তাঁহার তেজোবলে যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর সে স্বীয় অমাত্য প্রহস্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "প্রহস্ত! তুমি সত্বর সূর্য্যদেবের নিকট গমন করিয়া আমার বাক্যে বল, যে রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে হয় আপনি তাহাকে যুদ্ধ প্রদান করুন, অথবা তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করুন্।"

রাবণের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রহস্ত সত্বর সূর্য্যের নিকট গমন করিল। দ্বারদেশে পিঙ্গল ও দণ্ডী নামক দুই জন দ্বারপালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রহস্ত তাহাদের উভয়ের নিকট রাবণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কিন্তু সে যখন সূর্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। অনন্তর দণ্ডী সূর্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। তচ্ছ্রবণে ধীমান আদিত্যদেব কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দণ্ডি! তুমি রাবণের নিকট গিয়া তাহার জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক বল যে, আমি তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। তাহার যখন যাহা অভিলাষ হইবে আমি তখনই তাহা সম্পন্ন করিব।" দণ্ডী সূর্য্যদেবের আদেশানুসারে রাবণের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। তচ্ছ্রবণে রাক্ষসরাজ আপনার জয়ঘোষণা করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ষড়বিংশ সর্গ।

মান্ধাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর রাবণ সোমলোকে যাইবার মানস করিয়া মেরুশৃঙ্গে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। সে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে দেখিল, একজন পুরুষ দিব্য মাল্য ও অনুলেপনাদিতে বিভূষিত হইয়া রথারোহণে গমন করিতেছে। অপ্সরোগণ নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছে ; তিনি রতিশ্রান্ত হইয়া তাহাদিগের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছেন এবং তাহারাও পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিতেছে। দশানন ঐ পুরুষকে দর্শন করিয়া যার পর নাই কৌতূহলান্বিত হইল এবং ঐ সময়ে মুনিশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক কহিল, "দেবর্ষে! আপনি উপযুক্ত সময়েই উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি বলিতে পারেন, ঐ যে পুরুষ রথে আরোহণ পূর্ব্বক অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া গমন করিতেছেন, উনি কে? উনি অতিশয় নির্লজ্জ এবং উহাঁর আচরণ দেখিলে বোধ হয়, যে উনি ত্রিলোকে কাহাকেও ভয় করেন না।"

দশানন এই বলিয়া বিরত হইলে দেবর্ষি পর্ব্বত কহিতে লাগিলেন, "মহামতে! আমি তোমাকে সমস্তই কহিতেছি শ্রবণ কর। ইনি সমস্ত লোক নির্জ্জিত এবং ব্রহ্মাকে পরি-

তুষ্ট করিয়া এক্ষণে মোক্ষার্থ সুখময় উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিতেছেন। ঐ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি আপনার ন্যায় কঠোর তপঃসঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য নিশ্চয়ই সোমরস পান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাক্ষসরাজ! আপনি বীর ও সত্যপরাক্রম। বলবান ব্যক্তিগণ কদাচ ঈদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না। অতএব আপনি ইহাকে কিছু বলিবেন না।"

কিয়ৎকাল পরে রাবণ বৃহদাকার তেজোময় জাজ্বল্যমান গীতবাদ্যধ্বনিপরিপূর্ণ অপর একখানি রথ দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে সে পুনরায় দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিল, "দেবর্ষে! এই রথমধ্যে কোন্ তেজোময় দ্যুতিমান্ ব্যক্তি গমন করিতেছেন? উহাঁর চতুর্দ্দিকে কিন্নরগণ মনোরম নৃত্য ও গীত করিতেছে।" তচ্ছ্রবণে দেবর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! এই বীর সংগ্রামে কখন বিমুখ হয়েন নাই। ইনি ঘোর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া স্বামীর কার্য্যার্থ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রণস্থলে বহুসংখ্যক শত্রুকেও বিনাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বীর ইন্দ্রলোকে গমন করিতেছেন।" অনন্তর রাবণ পুনরায় অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেবর্ষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "ভগবন্! এই যে সূর্য্যতুল্য মহাত্মা গমন করিতেছেন, উনি কে? বহুসংখ্যক নৃত্য ও গীতপরায়ণ ব্যক্তি ইহাঁর সেবায় নিযুক্ত আছে।" তচ্ছ্রবণে পর্ব্বত কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! ঐ যে বিচিত্রাভরণভূষিত পূর্ণচন্দ্রানন ব্যক্তি সুবর্ণময় রথে অপ্সরোগণবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেছেন, উনি

সুবর্ণদনামা নরপতি। দেখুন, উঁহার দেহের জ্যোতি কিরূপ উজ্জ্বল।" দেবর্ষি পর্ব্বতের এই বাক্য শ্রবণে রাবণ কহিয়া উঠিল, "ঋষিবর! এই ত নরপতিগণ গমন করিতেছেন; ইহাঁদের মধ্যে কে প্রার্থনা করিলে আমাকে যুদ্ধদান করিতে পারেন, বোধ হয়? ধর্ম্মাত্মন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সত্বর তাহার নাম উল্লেখ করুন্। আপনি ধর্ম্মত আমার পিতৃতুল্য।"

রাবণের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি পর্ব্বত কহিলেন, "রাজন্! এই যে সমস্ত নৃপতি গমন করিতেছেন, ইহাঁরা সকলেই স্বর্গার্থী, কেহই যুদ্ধার্থী নহেন। তবে যিনি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহাতেজা সপ্তদ্বীপেশ্বর মান্ধাতানামা নরপতি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে পারেন।" মহর্ষি পর্ব্বতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ ব্যগ্রভাবে কহিল, "ধর্ম্মাত্মন্! সেই রাজা কোথায় থাকেন, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন; আমি এখনই তাঁহার নিকটে গমন করিব।" তচ্ছ্রবণে পর্ব্বত কহিলেন, "রাবণ! যুবনাশ্বসুত রাজশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রপরিবৃতা পৃথ্বী জয় করিয়া এই স্থানে আগমন করিবেন।" দেবর্ষি পর্ব্বতের বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ইন্দ্রের রথের ন্যায় বিচিত্র ও উজ্জ্বল কাঞ্চনময় রথে আরূঢ় সপ্তদ্বীপবিজেতা অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা বরগর্ব্বিত রাবণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। অবিলম্বে রাক্ষসরাজ সেই দিব্যগন্ধ ও মাল্যভূষিত তেজঃপুঞ্জকলেবর নৃপতির নিকটস্থ হইয়া কহিল, "রাজন্! আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর।" তচ্ছ্রবণে মান্ধাতা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাক্ষস! যদি তোমার

প্রাণের প্রতি মায়া না থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ কর।” মান্ধাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, “নৃপতে! দশানন যম, বরুণ বা কুবেরের সহিত যুদ্ধেও কিছুমাত্র ব্যথিত হয় নাই। আজ কি সে সামান্য মনুষ্য হইতে ভয় পাইবে?” এই বলিয়া রাবণ যেন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়াই রণদুর্ম্মদ রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ আদেশ প্রদান করিল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণের যুদ্ধবিশারদ সচিবগণ ক্রোধভরে অযোধ্যাধিপতির উপরি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল মান্ধাতাও কঙ্কপত্রশোভিত নিশিত শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পন প্রভৃতি রাবণের সচিবগণকে ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর প্রহস্ত বাণবর্ষণ দ্বারা নৃপতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু লঘুপরাক্রম নরপতি অর্দ্ধ-পথেই ঐ সমস্ত শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অগ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভুশুণ্ডী, ভল্ল, ভিন্দিপাল ও তোমর নিক্ষেপ দ্বারা রাক্ষসসৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে পাঁচটি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক, গুহ যেরূপ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ, রাবণকে বিদীর্ণ করিলেন এবং অব-শেষে এক যমতুল্য মুদ্গর মুহূর্ত্তকাল বিঘূর্ণিত করিয়া বেগে তাহার রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। দশানন সেই বজ্রতুল্য মুদ্গরের বিষম আঘাতে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পতিত হইল। তদ্দর্শনে পর্ব্বকালীন

সমুদ্রের ন্যায় অযোধ্যাধিপতির হর্ষের সীমা রহিল না। এদিকে রাক্ষসগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া রাবণকে বেষ্টন করিল। বহুক্ষণ পরে রাক্ষসরাজের সংজ্ঞালাভ হইল। তখন সে ক্রোধভরে মান্ধাতাকে শরজালে এরূপ নিপীড়িত করিল যে তিনি মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণ হর্ষভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল পরেই অযোধ্যাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন, রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছে। তদ্দৃষ্টে মান্ধাতা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় ও দুর্নিরীক্ষ্যদেহে রাক্ষসসৈন্যের উপরি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার ধনুকের টঙ্কার এবং বাণের ভীষণ শব্দে প্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় বিচলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে মনুষ্য ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ যার পর নাই ঘোর ও রোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। রাবণ ও মান্ধাতা উভয়েই বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া কার্ম্মুক ও অসিধারণ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও শরবর্ষণে ক্ষান্ত হইলেন না।

কিয়ৎকাল পরে দশানন শরাসনে রৌদ্র অস্ত্র সন্ধান করিয়া নৃপতি মান্ধাতার প্রতি নিক্ষেপ করিল। অযোধ্যাধিপতি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। দশানন গান্ধর্ব্বাস্ত্র নিক্ষেপ করিল; মান্ধাতা বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহাও নিবারণ করিলেন। অনন্তর দশানন সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র

সন্ধান করিলে, মান্ধাতা পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিলেন। নরপতি কঠোর তপশ্চরণপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ত্রৈলোক্যভয়ঙ্কর ঘোররূপ অস্ত্র দর্শন করিবামাত্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিল, নাগগণ ভূগর্ত্তে লীন হইল এবং দেবগণও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। এই অবসরে মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানযোগে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিষয় অবগত হইয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বীরদ্বয়কে রণকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাবণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন; অনন্তর উঁহাদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় স্বস্থানে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

চন্দ্রজয়ার্থ রাবণের চন্দ্রলোকে গমন।

মুনিদ্বয় প্রস্থান করিলে রাবণ দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক প্রথম বায়ুপথে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে সর্ব্বগুণান্বিত হংসগণ নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। রাক্ষস-রাজ ঐ স্থান হইতে আরও দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে গমন করিয়া দ্বিতীয় বায়ুপথে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে আগ্নেয়,

পক্ষী ও ব্রাহ্ম্য এই ত্রিবিধ মেঘ অবস্থান করে। তদূর্দ্ধে আরও দশসহস্র যোজন উত্থিত হইয়া রাবণ তৃতীয় বায়ুপথে উপস্থিত হইল। ঐ পথে সিদ্ধ, চারণ ও মনস্বিগণ বাস করিয়া থাকেন। রাবণ তথা হইতে ঊর্দ্ধে আর দশসহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বায়ুপথে গমন করিল। সবিনায়ক ভূতগণ এই স্থানে নিরন্তর বসতি করিয়া থাকেন। ঐ স্থান হইতে দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে পঞ্চম বায়ুপথ; রাবণ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ পঞ্চম বায়ুপথে সরিদ্বরা গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন; তথায় কুমুদ প্রভৃতি দিঙ্‌নাগগণ নিরন্তর ক্রীড়া ও শুণ্ডদ্বারা শীকর ত্যাগ করিতেছে এবং রবিকরভ্রস্ট ও বায়ুকর্ত্তৃক শিথিলীকৃত পবিত্র গঙ্গা-জলকণাসমূহ ও হিমরাশি নিপতিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ ঐ স্থান হইতে দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে ষষ্ঠ বায়ুপথে গমন করিল। ঐ পথে পক্ষিরাজ গরুড় জ্ঞাতিবান্ধবসমূহ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। তদূর্দ্ধে দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিলে সপ্তম বায়ুপথ; ঐ স্থানে মহর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন। রাবণ ঐ স্থান হইতে অপর দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া অষ্টম বায়ুপথে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে সূর্য্যপথবর্ত্তী আকাশগঙ্গা প্রবাহিত হই-তেছে। ঐ নদী বায়ুকর্ত্তৃক ধার্য্যমানা এবং উহার বেগ ও শব্দ অতি ভয়ঙ্কর। অষ্টম বায়ুপথ হইতে অশীতি যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন। চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রাণিগণের সুখকর শতসহস্র রশ্মি বিনির্গত হইয়া লোকগণকে সমুজ্জ্বল করিতেছে। চন্দ্রমা

দশাননকে দর্শন করিয়া ক্রোধভরে তাহাকে শীতাগ্নিতে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজের সচিবগণও সেই শীতাগ্নিতে যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর প্রহস্ত রাবণকে সম্বোধন পূর্ব্বক জয়শব্দে কহিল, "মহারাজ! চন্দ্ররশ্মি স্বভাবত দহনাত্মক; আমরা ইহার প্রতাপে মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই উচিত।"

প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং ধনুক উত্তোলন ও বিস্ফারণ পূর্ব্বক চন্দ্রমণ্ডলকে নারাচজালে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। এই অবসরে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সত্বর সোমলোকে উপস্থিত হইলেন এবং দশাননকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস দশগ্রীব! তুমি সত্বর এই স্থান হইতে প্রস্থান কর; আর চন্দ্রমণ্ডলকে নিপীড়িত করিও না; ইনি সর্ব্বলোকের হিতকারী। আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করিতেছি; যদি কেহ আসন্নকালে এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না।" ব্রহ্মা এই বলিয়া বিরত হইলে রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে কহিল, "দেব! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, এবং যদি ঐ মন্ত্র আমাকে দেয় হয়, তাহা হইলে উহা অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন্। আমি উহা জপদ্বারা এবং আপনার প্রসাদে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও পতত্রিগণের অজেয় হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে থাকিব।" তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মা কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! এই মন্ত্র কেবল মৃত্যুকালেই অক্ষসূত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জপ করিতে হয়; অন্য সময়ে ইহা

জপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু জানিও ইহা জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে, নতুবা তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। এক্ষণে আমি উহা প্রদান করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। ইহার কীর্ত্তনমাত্রেই সমরে জয় লাভ হইয়া থাকে।

হে দেবদেবেশ! হে সুরাসুরনমস্কৃত! আপনাকে নমস্কার। হে ভুতভব্য হরিপিঙ্গললোচন ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসিন্ মহাদেব! আপনি কখন বালকের কখন বা বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। দেব! আপনিই সকলের অর্চ্চনীয়, ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর; আপনিই হর, হরিতনেমী ও যুগান্তকালীন অগ্নি; আপনিই গণপতি, লোকশম্ভু, লোক-পাল, মহাভুজ, মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্রী ও মহেশ্বর; আপনিই কাল, বলরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর, দেবান্তগ, তপোন্ত, অব্যয় ও পশুপতি। দেব! আপনিই শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর, হরি, জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, লকুটী ও মহাযশা; আপনিই ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগ, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা ও গুরু। আপনিই কমণ্ডলুধারী, পিনাকী, ধূর্জ্জটী, মাননীয়, ওঙ্কার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, সামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র ও সুব্রত; আপনিই ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী এবং বীণা, পণব ও তূণ-ধারী। আপনি সূর্য্যের চক্ষু ও দন্তনাশক। প্রভো! আপনি অমর, দর্শনীয়, তরুণসূর্য্যসন্নিভ, শ্মশানবাসী, ভগবান, উমাপতি ও অনিন্দিত। আপনি জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয়, কাল, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু ও বিশাম্পতি। দেব! আপনি

উন্মাদ, বেপনকর, চতুর্থ, লোকসত্তম, বামন, বামদেব এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম। আপনিই ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী, কুটিল, শক্রহস্ত, প্রতিষ্টম্ভী ও বসুস্তম্ভন। প্রভো! আপনি ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধু ও মধুকলোচন এবং বানস্পত্য, বাজসন ও আশ্রমপূজিত; আপনিই জগতের ধাতা ও কর্ত্তা এবং শাশ্বত ও ধ্রুবপুরুষ। আপনিই ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা ও ভূতভাবন; আপনিই ত্রিনেত্র, বহুরূপী, সূর্য্যাযুতপ্রভ, দেবদেব, অতিদেব, চন্দ্রমৌলি, নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণেন্দু-সদৃশানন, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, সর্ব্বজীবময়, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষক, মোহন, বন্ধন ও নিধন। আপনিই পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্ব্বহর, হরিশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম ও ভীমপরাক্রম।

হে দশগ্রীব! এই আমি তোমাকে পবিত্র সর্ব্বপাপহর শরণার্থিগণের শরণ্য একশত অষ্ট নাম প্রদান করিলাম। ভক্তিভাবে ইহা জপ করিলে অবশ্যই শত্রুনাশে সমর্থ হওয়া যায়।"

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সমুদ্রতীরে দ্বীপস্থ মহাপুরুষের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

এইরূপে সর্ব্বলোকপিতামহ কমলযোনি ব্রহ্মা রাবণকে বরদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাক্ষসরাজও যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া চন্দ্রলোক হইতে লঙ্কায় প্রতি-নিবৃত্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে সে একদা অমাত্যগণের সহিত পশ্চিমসমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রদীপ্ত পাবকতুল্য এক দ্বীপস্থ পুরুষকে দেখিতে পাইল। ঐ পুরু-ষেব বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় এবং আকার যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর। তাঁহার হস্তদ্বয় দীর্ঘ, দংষ্ট্রা ভয়ঙ্কর, বক্ষঃস্থল বিশাল, আস্যদেশ সিংহের ন্যায় এবং হস্ততল রক্তবর্ণ। তিনি বিকটদর্শন, কম্বুগ্রীব, মণ্ডুককুক্ষি, কৈলাসশিখরোপম, পদ্মপাদ, তূণীরশোভিত এবং ঘণ্টা ও কিঙ্কিণীজালনাদিত। তিনি মহানাদ, মহাকায়, পবন ও মনোবৎ বেগগামী, জ্বালাবেষ্টিত এবং কণ্ঠাবলম্বিত স্বর্ণমাল্যে স্বর্ণপদ্মভূষিত ঋক্‌বেদের ন্যায় শোভমান। দেবগণমধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায়, গ্রহগণের মধ্যে ভাস্করের ন্যায়, শরভগণের মধ্যে সিংহের ন্যায়, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবতের ন্যায়, পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরুর ন্যায় এবং বৃক্ষগণের মধ্যে পারিজাতের ন্যায় ঐ সৈন্যগণমধ্যস্থ তেজোময় পুরুষকে দর্শন করিয়া রাবণ কহিল, "মহাবাহো! তুমি আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর।"

এই বলিয়া রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে তাহার নয়নসমূহ ক্রোধভরে গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। সে পেষণযন্ত্রের ন্যায় দন্তে দন্ত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক অমাত্যগণের সহিত ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং কাঞ্চনপর্ব্বতাভিমুখী কজ্জলপর্ব্বতের ন্যায় ঐ পুরুষের অভিমুখে বেগে গমন করিয়া শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পট্টিশ প্রভৃতি নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সুমেরু যেরূপ অগণ্য নাগেন্দ্রসঞ্চারে বা অর্ণব যেরূপ অগণ্য নদীপাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন না তদ্রূপ ঐ তেজোময় পুরুষ রাবণের অসংখ্য শরপাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন, "রে নির্ব্বোধ! আমি এখনই তোর যুদ্ধসাধ মিটাইতেছি।"

হে রঘুনন্দন রাবণের বলবীর্য্য যেরূপ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর, ঐ পুরুষের তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক। তাঁহার উরুদেশে জগতের মঙ্গলকর তপস্যা ও ধর্ম্ম, শিশ্নদেশে মন্মথ, কটিদেশে বিশ্বেদেবগণ, দুই পার্শ্বে মরুদ্গণ, মধ্যদেশে অষ্টবসু, কুক্ষিতে চতুঃসমুদ্র, চতুষ্পার্শে দিকসমূহ, সন্ধিস্থলে মারুত, পৃষ্ঠে ভগবান রুদ্র, হৃদয়ে প্রজাপতি এবং পৃষ্ঠ ও হৃদয়ে পিতৃগণ ও পিতামহগণ অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার লোমকূপে গোদান, ভূমিদান, সুবর্ণদান প্রভৃতি পবিত্র কার্য্যসমূহ বিরাজ করিতেছে। হিমবান্, হেমকূট, মেরু ও মন্দর তাঁহার অস্থি, বজ্র তাঁহার পাণিদ্বয় এবং আকাশ তাঁহার শরীর। জলবর্ষী মেঘসমূহ ও সন্ধ্যা তাঁহার গ্রীবা, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরগণ তাঁহার বাহুদ্বয় এবং শেষ, বাসুকি,

বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, তক্ষক ও উপতক্ষক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সর্পগণ তাঁহার নখসমূহ। অগ্নি তাঁহার আস্য এবং রুদ্রগণ স্কন্ধদেশ। পক্ষ, মাস ও ঋতু সকল তাঁহার দন্ত ও নাসিকায়, আমাবস্যা তাঁহার নাসারন্ধ্রে এবং বায়ুগণ ছিদ্রসমুদায়ে অবস্থিতি করিতেছে। দেবী বীণা ও স্বরস্বতী তাঁহার গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়। বেদাঙ্গ, যজ্ঞ ও নক্ষত্রগণ তাঁহার চরিত্র এবং তেজ ও তপোনুষ্ঠান বাক্য। হে রামচন্দ্র! ঐ মহাবল পুরুষ রাবণের বজ্রাঘাত অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া তাহাকে বাহুদ্বয়ে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ সেই বিষম নিপীড়নে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর ঐ পদ্মমালাবিভূষিত ঋক্‌বেদপ্রতিম পর্ব্বতাকার পুরুষ রাবণের সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিদ্রাবিত করিয়া পাতাল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাক্ষসরাজের সংজ্ঞালাভ হইলে সে উত্থিত হইয়া প্রহস্ত, শুক, সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, "সচিবগণ! সেই পুরুষ কোন্ দিকে গমন করিল?" তাহারা কহিল, "রাজন্! সেই দেবদানব-দর্পহারী পুরুষ পাতালমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে।" তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, গরুড় যেমন সর্পধারণার্থ দ্রুতবেগে গমন করে, তদ্রূপ দুর্ম্মতি রাবণ সত্বর নির্ভয়ে বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল নীলাঞ্জন-তুল্য কেয়ূরধারী রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনশোভিত বিবিধ রত্ন-ভূষিত উজ্জ্বলকান্তি পাবকসদৃশ তিনকোটি মহাত্মা পুরুষ

নির্ভয়ে ও মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। উহাঁদের প্রত্যেকেই পূর্ব্বদৃষ্ট দ্বীপস্থ পুরুষের ন্যায় তেজস্বী। উহাঁরা যদিও সকলে একবর্ণ কিন্তু নানাবেশ ও নানারূপধারী; সকলেই চতুর্ভুজ এবং মহাতেজা ও মহোৎসাহসম্পন্ন। উহাঁদিগকে দেখিবামাত্র রাবণের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ফলত সে ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছিল বলিয়াই, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দশানন আসিতে আসিতে আর এক স্থানে দেখিল একজন পুরুষ পাণ্ডুরবর্ণ গৃহে, পাণ্ডুর ও মহার্হ শয্যায় অগ্নি-সমাচ্ছন্ন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে ত্রিভুবন-ললামভূতা পতিব্রতা ত্রিলোকসুন্দরী লক্ষ্মী পদ্মাসনে আসীন হইয়া চামরহস্তে ব্যজন করিতেছেন। তাঁহার পরিধান দিব্য বস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ দিব্য মাল্য, চন্দন ও আভরণে ভূষিত। দুর্ম্মতি দশানন ঐ চারুহাসিনীকে দেখিবামাত্র কামে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিতে অভিলাষ করিল। এইরূপে কালপ্রেরিত রাবণ যৎকালে নিদ্রিত সর্পের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবার অভিলাষ করিতেছিল, ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত পাবকাচ্ছন্ন নিদ্রিত মহাপুরুষ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সহসা মহাশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। রাবণ অকস্মাৎ ঐ হাস্য শ্রবণ করিয়া এবং উক্ত মহাপুরুষের তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই মহাপুরুষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! উঠ; এক্ষণে তোমার মৃত্যু নাই। প্রজাপতির বরদান নিবন্ধন তুমি

আমার রক্ষণীয় ; সেইজন্য এখনও জীবিত আছে। উঠ ; এবং নির্ভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন কর।”

দুরাত্মা রাবণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিল এবং ভয়াকুলচিত্তে ও রোমাঞ্চিতকলেবরে কহিল, “মহাত্মন্! প্রলয়াগ্নির ন্যায় তেজোময় এবং বীর্য্য-সম্পন্ন আপনি কে? এবং কিজন্যই বা এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন?” মহাপুরুষ এই বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, “দশানন! আমার পরিচয়ে তোমার আবশ্যক নাই। অচিরেই আমার হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।” তচ্ছ্রবণে রাবণ পুনরায় কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, “মহাত্মন্! আমি প্রজাপতির নিকট বরলাভ নিবন্ধন মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম না। কিন্তু সুরগণের মধ্যেও এমন কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই বা করিবেন না যিনি বীর্য্যবলে পিতামহের বর উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন। তাঁহার বাক্য নিষ্ফল করা ত্রিভুবনে কাহারও সামর্থ্য নাই। হে সুরশ্রেষ্ঠ! উক্ত বরনিবন্ধন আমি এক প্রকার অমর হইয়াছি এবং তজ্জন্যই ভয়ে অবসন্ন হই নাই। প্রভো! অথচ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে যেন অন্য কাহারও হস্তে না হইয়া আপনারই হস্তে হয়। কারণ উক্ত মৃত্যু যশস্য ও শ্লাঘনীয়।”

এই কথা বলিতে বলিতে রাবণ সহসা দেখিতে পাইল ঐ মহাপুরুষের গাত্রে চরাচর সমস্ত জগৎ, দ্বাদশ আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, একাদশ রুদ্র পিতৃ-গণ, যম, কুবের, সমুদ্র, গিরি, নদী, বেদচতুষ্টয়, বিদ্যা,

অগ্নিত্রয়, গ্রহ ও তারাগণ, আকাশ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণ-গণ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ, গরুড় ও ভুজঙ্গগণ এবং দৈত্য ও রাক্ষস-সহিত অন্যান্য দেবগণ সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

এই অবসরে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ কে? তাঁহার সহচর তিন কোটী পুরুষই বা কাহারা? এবং ঐ দৈত্যদানবদর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে?" তচ্ছ্রবণে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, "রামচন্দ্র! ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ ভগবান কপিল। আর যাহাঁরা তাঁহার সহিত নৃত্য করিতেছিলেন তাঁহারা ঐ মহাত্মার স্বর। উহাঁদের প্রত্যেকেরই তেজ ও প্রভাব কপিলের তুল্য। হে দেবদেব সনাতন রামচন্দ্র! আর ঐ যে মহাপুরুষের কথা বলিলাম সেই মহাপুরুষ আপনিই। তৎকালে তিনি পাপাত্মা রাবণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যাইত। রাবণ তাঁহার দর্শনমাত্রে বিমোহিত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিল এবং ঐ অবসরে তিনি তাহাকে বাক্যমাত্রে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। অনন্তর রাবণ বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অমাত্যগণের সহিত মিলিত হইল।"

একোনত্রিংশ সর্গ।

দশানন কর্ত্তৃক দেবাদির কন্যাহরণ।

দুরাত্মা রাবণ সেই দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন কালে পথি-মধ্যে রাজা, ঋষি, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের কন্যাকে হরণ করিতে আরম্ভ করিল। পন্নগ, অসুর, মনুষ্য, রাক্ষস, যক্ষ, দানব বা দেবকন্যাগণের মধ্যে সে যাহাকে সুন্দরী দেখিল, তৎ-ক্ষণাৎ তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে বিনাশ করিয়া তাহাকে বিমানমধ্যে অবরুদ্ধ করিল। ঐ সমস্ত অসহায়া কন্যা শোক ও দুঃখে অভিভূত হইয়া নিরন্তর বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অল্পকালমধ্যেই সমুদ্র যেরূপ নদীজলে উচ্ছসিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ তাহাদিগের অশুভকর অশ্রুজলে রাবণের বিমান পূর্ণ হইয়া গেল। দীর্ঘকেশী সুচারুগঠনা পূর্ণচন্দ্রাননা পীনস্তনা ক্ষীণমধ্যা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নাগ গন্ধর্ব্ব মহর্ষি দৈত্য দানব ও দেবকন্যাগণ শোক দুঃখ ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন, কেহ বা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাদিগের নিশ্বাস-বায়ুতে চতুর্দ্দিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বোধ হইতে লাগিল যেন পুষ্পকমধ্যে অগ্নিহোত্র সমারব্ধ হইয়াছে। পাপাত্মা দশাননের হস্তগত হওয়াতে সিংহাক্রান্ত হরিণীগণের ন্যায় ঐ সমস্ত কন্যার মুখশ্রী ম্লান, নয়ন দীন এবং বর্ণ মলিন হইয়া গেল। তৎকালে উহারা আপন আপন ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। কেহ ভাবিল, "দুরাত্মা হয়ত আমাকে ভক্ষণ করিবে।" কেহ ভাবিল, "পাপিষ্ঠ আমাকে মারিয়া ফেলিবে।" রমণীগণ ভয়াকুল-চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভর্ত্তা, পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ পূর্ব্বক শোকভরে বিলাপ করিতে করিতে কহিল, "হায়! আমার স্নেহময় পুত্র আমাকে না দেখিয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে! আমার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা নিশ্চয়ই আমার অদর্শনে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। হা হতভাগ্য! আমি তাদৃশ প্রাণপতি বিহনে অতঃপর কি করিব! মৃত্যু! তুমি সত্বর প্রসন্ন হইয়া এই দুঃখিনীকে গ্রহণ কর। অহো! না জানি আমরা পূর্ব্বজন্মে কত পাপই করিয়াছিলাম, তাই আজ এই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। এক্ষণে যে এই দুঃখের অবধি আছে, তাহাও দেখিতেছি না। মনুষ্যগণকে ধিক্! তাহাদের তুল্য অপদার্থ জগতে আর কেহই নাই। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ নক্ষত্রগণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আমাদের দুর্ব্বল ভর্তৃগণ দুরাত্মা রাবণের প্রভাবে একেবারে বিনষ্ট হইলেন। হায়! নিধনকার্য্য এই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের অত্যন্ত প্রিয়; সে তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জাও বোধ করে না। এই রাক্ষসের বিক্রম অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু পরস্ত্রীহরণে পাপিষ্ঠের অতিশয় আসক্তি। যাহা হউক, দুর্ম্মতি যেমন পরনারীর সহিত রমণেই নিরন্তর প্রবৃত্ত হইতেছে, তেমনই পরনারীই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইবে।" সতী নারীদিগের মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইবামাত্র স্বর্গে দেবদুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাবণও পতিব্রতাগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যার পর নাই বিষণ্ণ ও উন্মনা হইল এবং তাহাদিগের বিলাপ ও লঙ্কা-নিবাসী রাক্ষসগণের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

ঐ সময়ে কামরূপিণী ঘোরদর্শনা রাবণভগিনী শূর্পণখা সহসা ভ্রাতার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাবণ তাহাকে উঠাইয়া স্নেহবাক্যে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "ভগিনি! তুমি রোদন করিতেছ কেন? সত্বর আমাকে তোমার দুঃখের কারণ বল।" তখন শূর্পণখা অশ্রুপরিপ্লুত আরক্ত লোচনে তাহাকে কহিল, "রাজন্! আপনি আমাকে বিধবা করিয়াছেন। আপনি বীর্য্যবলে কালকেয় নামক যে চতুর্দ্দশ সহস্র দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, আমার প্রাণাধিক মহাবল পতিও তাহাদিগের মধ্যে ছিলেন। আপনি বন্ধু হইয়াও শত্রুর ন্যায় তাঁহাকে বধ করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি যখন তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, তখন একপ্রকার আমাকেও বধ করা হইয়াছে। হায়! অদ্য আপনার জন্যই আমাকে দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। জামাতাকে রণস্থলে প্রাণপণে রক্ষা করা উচিত; কিন্তু আপনি তাঁহাকে স্বহস্তে বধ করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেছেন না।" শূর্পণখা ক্রন্দন করিতে করিতে এইরূপ কহিলে, রাবণ তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "বৎসে! আর রোদন করিও না এবং আমাকে বৃথা দোষ দিও না। তৎকালে আমি যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া জয়াকাঙ্ক্ষায় অবিরল শরবর্ষণ করিতেছিলাম। তখন আমার

আত্মপর জ্ঞান ছিল না। আমি না জানিয়াই তোমার স্বামীকে বধ করিয়াছি। জামাতা বলিয়া জানিতে পারিলে কখনই এ কুকার্য্য করিতাম না। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এক্ষণে আর বৃথা শোক করিয়া কি করিবে? অতঃপর আমি যথাসাধ্য তোমার হিতসাধন করিব। দান, মানাদি যাহাতে তোমার সন্তোষ হয় আমি তাহার কিছুরই ত্রুটি করিব না। ভগিনি! এক্ষণে তুমি মাতৃষস্রেয় ভ্রাতা খরের নিকট গিয়া অবস্থিতি কর। আমি তাহাকে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের অধিপতি করিয়া দণ্ডকারণ্যে রাজ্য করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছি। সে তথায় দান ও প্রয়াণাদি কার্য্যে উহাদের প্রভু হইয়া থাকিবে। বৎসে! তুমি যখন যাহা আদেশ করিবে, ঐ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের অধিপতি খর তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিবে।" এই বলিয়া রাবণ সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিল এবং কহিল, "মহাবল খর সত্বর দণ্ডকারণ্য পরিরক্ষণার্থ গমন করুক। সে তথায় কামরূপী রাক্ষসগণের প্রভু হইয়া থাকিবে এবং মহাবল দূষণ তাহার সৈনাধ্যক্ষ হইবে।"

হে রামচন্দ্র! রাবণের আদেশে মহাবীর খর চতুর্দ্দশ সহস্র ঘোরদর্শন বীর্য্যবান রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া সত্বর নির্ভয়ে দণ্ডকারণ্যে গমন পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্য আরম্ভ করিল এবং তাহার ভগিনী শূর্পণখাও তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল।

ত্রিংশ সর্গ।

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞানুষ্ঠান ও বরপ্রাপ্তি এবং রাবণের সুরলোকজয়ার্থ যাত্রা।

দশানন এইরূপে ভগিনীকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক খরকে সেই সমস্ত সৈন্যের অধিপতি করিয়া হৃষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইল। অনন্তর সে অনুচরবর্গের সহিত নিকুম্ভিলা নামক লঙ্কার সমীপবর্ত্তী উপবনে গমন করিয়া দেখিল যে, তথায় যূপশত-সমাকীর্ণ দেবায়তনে যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে। ঐ যজ্ঞের শ্রীতে যেন চতুর্দ্দিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তদীয় পুত্র ভয়াবহ মেঘনাদ কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক কমণ্ডলু ও দণ্ড লইয়া যজ্ঞস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। লঙ্কাধিপতি পুত্রকে স্নেহভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, "বৎস! ইহা কি হইতেছে? আমাকে সত্য করিয়া বল।"

রাবণের এই বাক্য শ্রবণে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাতপা উশনা ইন্দ্রজিতের মৌনব্রতভঙ্গ ভয়ে কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনাকে সমস্তই কহিতেছি শ্রবণ করুন্। আপনার পুত্র অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুস্বর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব ও অবশেষে মাহেশ্বর এই সপ্তবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি অন্তরীক্ষচারী কামগামী রথ, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, সুদুর্জ্জয় ধনু, শত্রুনাশন অস্ত্র এবং তামসী মায়া লাভ করিয়াছেন। লঙ্কেশ্বর! সংগ্রামে ঐ মায়া প্রদর্শন করিলে সুরাসুরও ইহাঁর

গতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে না। রাজন্! অদ্য যজ্ঞ সমাপনান্তে এই সমস্ত বরলাভ করিয়া আপনাকে দর্শন করিবার মানসে আপনার পুত্র ও আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি।" উশনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন কহিল, "তোমরা এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল কর নাই। যেহেতু তোমরা যাহাদের পূজা করিলে, আমি সেই সমস্ত ইন্দ্রাদি দেবগণকে আমার শত্রু মনে করি। যাহা হউক, যাহা করিয়াছ তাহার আর অন্যথা হইবে না। এক্ষণে আইস, আমরা পুরমধ্যে প্রবেশ করি।" এই বলিয়া রাবণ পুত্র ও বিভীষণের সহিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিয়ৎকাল পরে অশ্রুপরিপ্লুতনেত্রা সুলক্ষণা লোক-ললামভূতা অপহৃতা কন্যাগণের নিকট উপস্থিত হইল।

ঐ সময়ে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কন্যাগণের প্রতি রাবণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! আপনি যশ, অর্থ ও কুলক্ষয়কারী আচরণের দ্বারা প্রাণিগণের নিরন্তর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। ঐ সমস্ত কার্য্য নিতান্ত গর্হিত জানিয়াও আপনি তাহা হইতে বিরত হইতেছেন না। মহারাজ! যেহেতু আপনি এই সমস্ত কন্যাগণের বন্ধুবান্ধব-দিগকে বধ করিয়া ইহাদিগকে অপহরণ করিয়াছেন, সেই পাপে দুরাত্মা মধু আমাদের ভগিনী কুম্ভীনসীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।" বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "বিভীষণ! তুমি কি বলিতেছ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যে মধুর নাম করিলে, সে কে?" তচ্ছ্রবণে বিভীষণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে

লাগিলেন, "রাজন্! এ সমস্তই আপনার পাপের ফল। এক্ষণে আপনাকে সবিশেষ কহিতেছি শ্রবণ করুন্। আমাদের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান নামে এক প্রাজ্ঞ নিশাচর ছিলেন। তিনি আমাদিগের মাতার জ্যেষ্ঠ তাত। ঐ মাল্যবানের অনলা নামে এক দুহিতা ছিল; কুম্ভীনসী তাঁহারই গর্ভজাতা কন্যা। রাজন্! অনলা আমাদিগের মাতৃস্বসা; এবং সেই সম্পর্কে কুম্ভীনসী আমাদিগের ভগিনী। দুরাত্মা মধু তাহাকেই অপহরণ করিয়াছে। যৎকালে আপনার পুত্র মেঘনাদ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল, আমি তপশ্চরণার্থ জলমধ্যে বাস করিতেছিলাম এবং কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অভিভূত ছিল, সেই অবসরে পাপিষ্ঠ সুরক্ষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অমাত্য ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বধ পূর্ব্বক এই দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে। রাজন্! আমরা এখনও এই অবমাননা সহ্য করিয়া আছি; তাহাকে এখনও বধ করা হয় নাই। মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, উপযুক্ত পাত্রে ভগিনীকে সমর্পণ করা ভ্রাতৃগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইয়া আমাদিগের ভগিনী যে অপহৃতা হইল তাহা কেবল আপনার পাপানুষ্ঠানের ফল। আপনি ইহলোকেই কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিলেন। আপনার এই নিন্দনীয় কার্য্য লোকে চিরদিন বিদিত থাকিবে।"

বিভীষণের এই হিতগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ স্বীয় পাপ স্মরণ পূর্ব্বক যার পর নাই অনুতপ্ত হইল। এদিকে অপমান ও ক্রোধে তাহার নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ক্রোধস্খলিত বাক্যে কহিল, "শীঘ্র আমার

রথ প্রস্তুত কর। বীরগণ সজ্জিত হউক। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণও রণসজ্জা করিয়া বিবিধ প্রহরণহস্তে স্ব স্ব বাহনে নির্গত হউক। পাপিষ্ঠ মধু রাবণকে ভয় করে না। কিন্তু আমি অদ্যই তাহাকে সমরে বধ পূর্ব্বক সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুরলোকজয়ার্থ গমন করিব।"

রাবণের আদেশমাত্র চারি অক্ষৌহিণী রাক্ষসী সেনা নানাবিধ প্রহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় নির্গত হইল। রাক্ষসরাজের প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ উহাদের সৈনাপত্য ভার গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে, স্বয়ং রাক্ষসরাজ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ লঙ্কায় অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট মহাবল রাক্ষসগণ খর, উষ্ট্র, অশ্ব, শিশুমার ও মহোরগ প্রভৃতি বিবিধ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া মধুপুরাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে দেববিরোধী দৈত্যগণও দশাননকে দেবলোকজয়ার্থ গমন করিতে দেখিয়া তাহার অনুগামী হইল। অনন্তর রাবণ মধুপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তথায় মধু নাই। তাহার ভগিনী কুম্ভীনসী মস্তকে অঞ্জলিধারণ পূর্ব্বক ভয়াকুলচিত্তে তাহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রাক্ষসরাজ তাহাকে স্নেহভরে ভূতল হইতে উঠাইয়া কহিল, "তোমার ভয় নাই; আমি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ। এক্ষণে তোমার কি করিতে হইবে বল?" তখন কুম্ভীনসী কহিল, "রাজন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমার স্বামীকে বধ করিবেন না। বিবেচনা

করিয়া দেখুন, কুলস্ত্রীগণের পক্ষে বৈধব্য অপেক্ষা অধিকতর ভয়ের কারণ আর কিছুই নাই। বীর! আপনি সত্যপালনে বিমুখ হইবেন না। এইমাত্র যখন আমি সকাতরে আপনার চরণতলে নিপতিত হইয়াছিলাম, তখন আপনি কহিয়াছেন, 'তোমার ভয় নাই'।" তখন রাবণ হর্ষভরে তাহার ভগিনীকে কহিল, "তোমার স্বামী কোথায় আমাকে শীঘ্র করিয়া বল। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া সুরলোকজয়ার্থ গমন করিব। তোমার প্রতি করুণা ও স্নেহনিবন্ধন আমি আর তাহাকে বিনাশ করিলাম না।" দশাননের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভীনসী হৃষ্টচিত্তে প্রসুপ্ত পতির নিকটে গমন করিল এবং তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিল, "নাথ! আমার মহাবল ভ্রাতা দশানন এখানে আসিয়াছেন এবং সুরলোকজয়ার্থ তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব তুমি সত্বর তাঁহার সাহায্যার্থ গমন কর। তিনি আমার মুখ চাহিয়া তোমার প্রতি অনেক স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার জামাতা। অতএব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" রাক্ষসী কুম্ভীনসীর এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় পতি বিহিত উপচারের সহিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশাননের নিকট উপস্থিত হইল এবং যথাবিধি তাহার পূজা করিল। রাবণও মধু-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাহার গৃহে এক রাত্রি যাপন পূর্ব্বক সুরলোকজয়ার্থ যাত্রা করিল এবং কুবেরাধিষ্ঠিত কৈলাস-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তথায় সেনাসন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল।

একত্রিংশ সর্গ।

রাবণের প্রতি নলকূবরের অভিশাপ।

দিবাকর অস্তগমন করিলেও দশগ্রীব সৈন্যগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর গগনে কৈলাসসম সুবিমল চন্দ্র উদিত এবং নানাপ্রহরণধারী বিশাল রাক্ষসসৈন্য নিদ্রায় অভিভূত হইলে মহাবল রাবণ পর্ব্বতশিখরে উপবেশন পূর্ব্বক একমনে কৈলাসের বিবিধ সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিল। সমগ্র পর্ব্বত কৌমুদী-রাশিতে স্নাত হইয়াছে। উহার কোথায়ও কর্ণিকার, কদম্ব, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে; কোথাও সরোবরে পদ্মসমূহ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; কোথাও চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কেতক, তগর (টগর,) নারিকেল, পিয়াল, পনস এবং অন্যান্য বৃক্ষপূর্ণ বনান্তরে মধুরকণ্ঠ পরস্পর অনুরক্ত মদনার্ত্ত কিন্নরগণ মিলিত হইয়া মনের সন্তোষজনক গান করিতেছে; কোথাও মদমত্ত ঈষদারক্তনেত্র বিদ্যাধরগণ কান্তাসমভিব্যাহারে হর্ষ-ভরে কেলী করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ধনদালয় হইতে অপ্সরোগণের শ্রুতিমধুর মনোমাদি গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। বৃক্ষগণ বায়ুতাড়িত হইয়া পুষ্পসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক মধুগন্ধে পর্ব্বতকে সুরভিত করিতেছে। পুষ্পপরাগবাহী সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। তদ্দর্শনে রাবণের

কামানল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। একে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, তাহাতে কৈলাসের বিচিত্র পুষ্পসমৃদ্ধি, তাহাতে সুশীতল সুগন্ধি পার্ব্বত্য বায়ু, তাহাতে অপ্সরাগণের মধুর গীতিধ্বনি, এই সমস্ত কারণে রাক্ষসরাজ কামের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল।

ঐ অবসরে দিব্যাভরণভূষিতা পূর্ণচন্দ্রাননা অপ্সরাগণের অগ্রগণ্যা রম্ভা সর্ব্বাঙ্গ দিব্যচন্দনে লিপ্ত, কেশকলাপ মন্দার-মালায় ভূষিত এবং সর্ব্বশরীর দিব্য পুষ্পে সজ্জিত করিয়া দেবতার সহিত বিহারার্থ বহির্গতা হইয়াছিল। তাহার নয়নদ্বয় অতীব মনোহর; জঘনস্থল বিশাল, রতির সারভূত এবং কাঞ্চীদামে শোভিত; মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায়; জ্রদ্বয় চাপসদৃশ; উরুদ্বয় করিশুণ্ডের ন্যায় এবং করদ্বয় নবীন পল্লবের ন্যায় কোমল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ নীলবসনে আবৃত থাকাতে বিদ্যুজ্জড়িত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। সে ষড়্ ঋতুর পুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, মাধুর্য্য ও আভরণে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। দশানন তাহাকে সৈন্যমধ্য দিয়া গমন করিতে দেখিয়া কামে উন্মত্ত-প্রায় হইল এবং লজ্জাবনতমুখী রম্ভার নিকটে গমন পূর্ব্বক তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিতে লাগিল, "বরারোহে! তুমি এক্ষণে কোথায় যাইতেছ? আজ কোন্ ভাগ্যবান্‌কে তোমার সম্ভোগসুখ প্রদান করিবে? কাহার অদ্য অভ্যুদয়-কাল উপস্থিত যে তোমাকে উপভোগ করিবে? আজ কোন্ ব্যক্তি তোমার এই পদ্মসুগন্ধি অধরামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? ভীরু! তোমার এই স্বর্ণকুম্ভসদৃশ পীনোন্নত

পরস্পরসংস্পৃষ্ট পয়োধর কাহার বক্ষঃস্থলে স্পর্শসুখ প্রদান করিবে? কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার এই স্বর্ণদামশোভিত স্বর্ণচক্রাকার সাক্ষাৎ স্বর্গসদৃশ বিশাল জঘনে আরোহণ করিবে? সুন্দরি! বিবেচনা করিয়া দেখ, কি ইন্দ্র, কি বিষ্ণু, কি অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর কে আছে? ভীরু তুমি যে আমাকে অতিক্রম করিয়া অন্য পুরুষের নিকট গমন করিবে, ইহা তোমার উচিত হয় না। হে পৃথুনিতম্বিনি! এই রমণীয় শিলাতলে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। আমিই ত্রিলোকের একমাত্র প্রভু। আমার সমকক্ষ আর কেহই নাই। যিনি ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর, দশানন তাহারও প্রভু ও বিধাতা। সুন্দরি! আজ সেই দশানন কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট কামভিক্ষা করিতেছে; তুমি তাহাকে ভজনা করিয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

কামার্ত্ত দশানন এই বলিয়া বিরত হইলে অসহায়া রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "রাক্ষসরাজ! আমাকে ক্ষমা করুন্। আপনি আমার গুরু; আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না। অধিক কি, যদি অন্য ব্যক্তি আমার অবমাননা করে, তাহা হইলে আপনাকেই রক্ষা করিতে হইবে; যেহেতু আমি ধর্ম্মত আপনার পুত্রবধূ। এই আমি আপনাকে সত্য করিয়া কহিলাম।" এই বলিয়া রম্ভা চরণতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক অধোবদনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল এবং ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। তখন দশানন পুনরায় তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "সুন্দরি! তুমি আমার

পুত্র ইন্দ্রজিতের পত্নী হইলেই আমার পুত্রবধূ হইতে।” রম্ভা কহিল, “রাক্ষসরাজ! আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নাই; আমি ধর্ম্মত আপনার পুত্রেরই ভার্য্যা। আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর নলকূবর নামে এক ত্রিলোকবিখ্যাত পুত্র আছেন। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের, বীর্য্যে ক্ষত্রিয়ের, ক্রোধে অগ্নির এবং ক্ষমাগুণে ধরিত্রীর সমান। আমি সেই মহাত্মার নিকটেই গমন করিতেছি এবং তাঁহারই জন্য এই বেশভূষা করিয়াছি। আমার প্রতি তাঁহার যদনুরূপ অনুরাগ, তাঁহার প্রতি আমারও তদ্রূপ; আমরা উভয়ে আর অন্য কাহাকেও জানি না। হে অরিন্দম! তিনি আমার প্রতীক্ষায় যার পর নাই উৎসুক হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব সে বিষয়ে ব্যাঘাত দেওয়া আপনার উচিত হইতেছে না। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া সাধুগণের আচরিত পথ অবলম্বন করুন্। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি আমার মাননীয় এবং আমি আপনার পালনীয়া।”

রম্ভা এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে দশানন বিনীত-ভাবে কহিল, “সুন্দরি! ‘আমি আপনার পুত্রবধূ’ এই যে কথা বলিলে, তাহা কেবল একপত্নী রমণীগণই বলিতে পারেন। দেবলোকে এই চিরপ্রচলিত নিয়ম আছে যে তত্রত্য অপ্সরাগণের নির্দ্দিষ্ট পতি নাই এবং তথায় পুরুষ-গণও একমাত্র স্ত্রী পরিগ্রহ করে না।” দশানন এই কথা বলিয়াই রম্ভাকে ধরিয়া শিলাতলে শয়ন করাইল এবং স্বীয় অভিলাষ সম্পাদনে উদ্যত হইল।

অনন্তর রম্ভা রাবণের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া গজেন্দ্র-মথিতা নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মাল্য ও ভূষণ ভ্রষ্ট হইল, কেশপাশ শ্লথ ও আকুল হইয়া গেল এবং করপল্লব ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। সে লজ্জা ও ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া পবনকম্পিতা লতার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে নলকূবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদ-তলে নিপতিত হইল। মহাত্মা নলকূবর তাহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! এ কি! তুমি কিজন্য আসিয়াই সহসা আমার পদতলে পতিত হইলে?" তখন কম্পান্বিতা রম্ভা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবে-দন করিল। সে কহিল, "দেব! দশানন ত্রিদিব জয়ার্থ আগমন করিয়াছে। সে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে রাত্রিযাপন করিতেছে, এমত সময়ে আমি আপনার নিকটে আগমন করিতেছিলাম। দুরাত্মা আমাকে দেখিতে পাইয়া সহসা আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, 'সুন্দরি! তুমি কাহার ভার্য্যা?' আমি তাহাকে যাহা সত্য সমস্ত নিবেদন করিলাম এবং কাতরভাবে কহিলাম, 'প্রভো! আমি আপনার পুত্রবধূ; আমাকে ক্ষমা করুন্।' কিন্তু কামার্ত্ত রাক্ষসরাজ আমার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বলপূর্ব্বক আমার অবমাননা করিল। হে ধর্ম্মাত্মন্! স্ত্রীর বল কদাচ পুরুষের সমতুল্য নহে; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন্।"

বৈশ্রবণপুত্র নলকূবর রাবণকৃত এই অবমাননার কথা

শ্রবণ করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যেই সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধি চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া রম্ভাকে সম্বোধন পূর্ব্বক রাবণকে এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন, "ভদ্রে! যেহেতু দুরাত্মা অদ্য অকামা রমণীর বলপূর্ব্বক অবমাননা করিয়াছে, সেই হেতু সে আর কখন কোন অকামা যুবতীর নিকট গমন করিতে পারিবে না। বলিতে কি, সে যখনই কামার্ত্ত হইয়া অকামা রমণীর প্রতি বলপ্রকাশ করিবে, তখনই তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া যাইবে।" প্রজ্জ্বলিত পাবকতুল্য নলকূবর এই অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র অন্তরীক্ষে দেবদুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পিতামহপ্রমুখ দেবগণ লোকোৎপীড়ক পাপাত্মা রাক্ষসের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন।

দুরাত্মা দশানন এই রোমহর্ষণ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া তদবধি অকামা রমণীগণের প্রতি অভিলাষ পরিত্যাগ করিল। তাহার আনীতা পতিব্রতা রমণীগণও নলকূবরের এই প্রিয় অভিসম্পাত শ্রবণে যার পর নাই আহ্লাদিত হইল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসগণের দেবলোকে গমন।

মহাতেজা দশানন সৈন্যগণসমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। বিশাল রাক্ষসসৈন্যের গমনকালে প্রমথিত মহাসাগরের ন্যায় রোম-হর্ষণ শব্দে দেবলোক পূর্ণ হইল। রাবণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আদিত্য, রুদ্র, বসু, সাধ্য ও মরুদ্গণ এবং অন্যান্য সমবেত দেব-গণকে কহিলেন, "তোমরা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধার্থ সত্বর সজ্জিত হও।" শক্রসদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত রণপ্রিয় দেবগণ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র উৎসাহভরে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ইন্দ্রদেব রাবণের ভয়ে যার পর নাই ভীত হইয়া দীনবদনে বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন এবং কহিলেন, "দেব! মহাবল রাক্ষস রাবণ যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে; আমি কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করিব? ঐ দুরাত্মা প্রজাপতির নিকট বরলাভে গর্ব্বিত; তাঁহার সত্য প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; সুতরাং আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রভো! পূর্ব্বে যেরূপ আপনার বল আশ্রয় করিয়া নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও শম্বর প্রভৃতি অসুরগণের ধ্বংশসাধন করিয়াছিলাম এক্ষণে সেইরূপ কোন

উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিউন্। হে দেবদেবেশ! মধুসূদন! আপনি ভিন্ন ত্রিলোকে আমার আর অন্য কোন গতি দেখিতেছি না। এই সমস্ত লোক আপনাতেই স্থাপিত; আপনিই আমাকে সুরেশ্বর ইন্দ্র করিয়াছেন। এই চরাচর জগৎ আপনারই সৃষ্ট বস্তু এবং প্রলয়ান্তে এই সমস্ত আপনাতেই লীন হইয়া থাকে। দেব! এক্ষণে আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন্ এবং স্বয়ং অসিচক্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন্।"

নারায়ণ মহেন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "হে শতক্রতো! ভীত হইও না; আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাসুরগণের মধ্যে এক্ষণে কেহই এই দুষ্টাত্মাকে জয় বা বধ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ এই রাক্ষস এক্ষণে প্রজাপতির নিকট বরলাভ করিয়া যার পর নাই দুর্জ্জয় হইয়াছে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, বলগর্ব্বিত রাবণ পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ঘোর যুদ্ধ করিবে। সুরেশ্বর! তুমি আমাকে স্বয়ং যুদ্ধ করিতে কহিতেছ; কিন্তু আমি এক্ষণে রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। যেহেতু বিষ্ণু শত্রুকে বধ না করিয়া সমরস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না; অথচ ব্রহ্মার বাক্য সত্য করিতে হইলে এক্ষণে তাহা অসাধ্য। যাহা হউক, শতক্রতো! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই এই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হইব। কাল উপস্থিত হইলে আমি ইহাকে সগণে বধ করিয়া দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিব। হে শচীপতে! আমি তোমাকে এই সার

কথা কহিলাম। আপাততঃ তুমি নির্ভয়ে দেবগণসমভিব্যাহারে রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

অনন্তর রুদ্র, আদিত্য, বসু ও মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্ম্ম পরিধান করিয়া উৎসাহভরে রাক্ষসগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে নিশাবসানে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধোন্মত্ত রাক্ষসসৈন্যের কোলাহলধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ জাগরিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন পূর্ব্বক হর্ষভরে রণস্থলাভিমুখে যাত্রা করিল। দেবসৈন্য সহসা সমরমুখে এই বিশাল ও অক্ষয় রাক্ষসসৈন্য অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে দেব দানব ও রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল এবং রণস্থলের সর্ব্বত্র উদ্যত বিবিধ অস্ত্রাদির ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক প্রভৃতি ঘোরদর্শন মহাবীর রাবণসচিব রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাবণের মাতামহ সুমালী সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর বায়ু যেরূপ মেঘজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ ঐ রাক্ষস ক্রোধভরে বিবিধ শাণিত অস্ত্রজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেবসৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। দেবগণ তাহার অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সিংহাক্রান্ত মৃগযূথের ন্যায় দশদিকে পলায়ন করিতে

প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে অষ্টম বসু সাবিত্র নামক মহাবীর উদ্যতনানাপ্রহরণধারী হৃষ্ট সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র শত্রুসৈন্যের অন্তঃকরণে ভয়ের উদ্রেক হইল। সাবিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ত্বষ্টা ও পূষা নামে আদিত্যদ্বয় স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে দেবগণ সমরে অপরাঙ্মুখ রাক্ষসগণের কীর্ত্তি-দর্শনে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ দেবগণকে অটলভাবে সমরে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে অনবরত বিবিধ ভীষণ প্রহরণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবগণও শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা রাক্ষসগণকে যমসদনে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সুমালী যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া সেইদিকে ধাবমান হইল এবং বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক, বায়ু যেরূপ মেঘজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ দেব-সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। দেবগণ তাহার দারুণ শূল, প্রাস ও বাণবর্ষে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া রণস্থলে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে দেবগণ সুমালীকর্তৃক বিদ্রাবিত হইলে অষ্টম বসু মহাতেজা সাবিত্র স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধ-ভরে ঐ যুদ্ধোন্মত্ত রাক্ষসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় বিক্রমে নিবারণ করিলেন। অনন্তর সুমালী

ও অষ্টম বসু, সমরে অপরাঙ্মুখ এই দুই বীরের রোমহর্ষণ ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাত্মা বসু মহাবাণসমূহ বর্ষণ দ্বারা ক্ষণকালমধ্যেই সুমালীর পন্নগরথ বিনিপাতিত করিলেন; অনন্তর তাহার বধার্থ কালদণ্ডসম এক প্রদীপ্ত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। পর্ব্বতোপরি বজ্রের ন্যায়, উল্কাসদৃশ সেই ভীষণ গদা ঘোররবে সুমালীর উপরি পতিত হইবামাত্র তাহাকে ভস্মসাৎ করিল। তাহার মস্তক, অস্থি বা মাংস কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সুমালীকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসগণ আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং বসুকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া প্রাণভয়ে দশদিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষস ও দেবগণের যুদ্ধ।

অনন্তর সুমালীকে বসুকর্ত্তৃক নিহত এবং স্বীয় সৈন্যসমূহকে দেবগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত ও পলায়মান দেখিয়া রাবণপুত্র মহাবল মেঘনাদ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল। সে ভীত রাক্ষসগণকে রণস্থলে প্রতিনিবৃত্ত করিল এবং এক কামগামী

মহামূল্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক, বনমধ্যে দাবাগ্নির ন্যায়, দেব-সেনামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। দেবগণ ঐ বিবিধায়ুধ-ধারী রাক্ষসবীরকে দেখিবামাত্র দশদিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধাভিলাষী মেঘনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে কেহই সাহস পাইলেন না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ভীত দেবগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "সুরগণ! ভয় নাই, ভয় নাই; পলায়ন করিও না; শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হও। এই আমার পুত্র সমরে অজেয় জয়ন্ত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছেন।"

ক্ষণকাল পরেই ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত এক অদ্ভুতদর্শন রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেবগণও চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উৎসাহভরে রাবণপুত্র মেঘনাদকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে দেব ও রাক্ষসগণের এবং জয়ন্ত ও মেঘনাদের বলবীর্য্যের অনুরূপ ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মেঘনাদ জয়ন্তসারথি মাতলি-পুত্র গোমুখকে লক্ষ্য করিয়া কনকভূষিত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শচীপুত্র জয়ন্ত যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘনাদ ও তাহার সারথিকে নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল রাবণপুত্র ক্রোধ-ভরে নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া জয়ন্তকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং সুরসৈন্যমধ্যে শতঘ্নী, মুসল, প্রাস, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ ও নানাবিধ নিশিত প্রহরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অল্পকালমধ্যেই দেবগণ যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। ঐ সময়ে দুরাত্মা রাক্ষস-

বীর মায়াবলে প্রগাঢ় অন্ধকারের সৃজন করিল এবং তদ্দ্বারা রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া শত্রুসৈন্যের উপরি অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। জয়ন্তের চতুর্দ্দিকস্থ দেবসৈন্য যার পর নাই বিব্রত হইয়া উঠিল। তৎকালে দেবতা ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিল না। যে যেদিকে পাইল সে সেইদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কোথাও দেবগণ দেবগণকে এবং রাক্ষসগণ রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল; কোথাও দেব ও রাক্ষসসৈন্য হতজ্ঞান হইয়া একস্থানে শয়ন করিয়া রহিল। এই অবসরে পুলোমা নামক মহাবল দৈত্যেন্দ্র সহসা রণস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দৌহিত্র জয়ন্তকে লইয়া সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুলোমা শচীদেবীর পিতা এবং জয়ন্তের মাতামহ। তিনি জয়ন্তকে লইয়া আসিলে পর দেবগণ আর তাঁহাকে রণস্থলে দেখিতে না পাইয়া যার পর নাই ভীত ও দুঃখিত হইলেন এবং ব্যাকুল হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাবণপুত্র যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়াবহ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণসমভিব্যাহারে দেবসৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র রণস্থল হইতে পুত্রের অন্তর্ধান এবং দেবগণের পলায়ন দর্শন করিয়া সারথি মাতলিকে রথ আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। মাতলি আদেশ মাত্র এক মহাবেগবান ভীষণাকার দিব্য সুসজ্জিত মহারথ উপস্থিত করিলেন। ঐ রথে বিদ্যুজ্জড়িত মেঘসমূহ বায়ুপ্রেরিত হইয়া গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছিল। ত্রিদশেশ্বর

ইন্দ্রের যাত্রাকালে গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর দেবরাজ নানাপ্রহরণধারী রুদ্রগণ, বসু ও আদিত্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার যাত্রাকালে নানাবিধ দুর্লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল, সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ হইলেন এবং অন্তরীক্ষে উল্কাপাত হইতে লাগিল।

এদিকে মহাপ্রতাপশালী দশানন বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত এক দিব্যরথে আরোহণ করিল। ঐ রথ লোমহর্ষণ মহাকায় পন্নগগণে বেষ্টিত। উহাদিগের নিশ্বাসবায়ুতে যেন রণস্থল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথারূঢ় রাক্ষসবীর দৈত্য ও নিশাচরগণে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় মহেন্দ্রের অভিমুখে আগমন করিল এবং পুত্রকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মেঘনাদও যুদ্ধস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিল। অনন্তর দেব ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মেঘ হইতে ধারাপাতের ন্যায় উভয় পক্ষীয় সৈন্য হইতে অবিরল শরপাত হইতে লাগিল। দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ বহুদিনের পর জাগরিত হইয়া নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে অল্পকালমধ্যেই এত উন্মত্ত হইয়া পড়িল যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে তাহার কিছুই জ্ঞান রহিল না। সে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত, পদ, দন্ত, শক্তি, তোমর এবং যাহা পাইতে লাগিল তদ্দ্বারাই রাক্ষস ও দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর ঘোরদর্শন রুদ্রগণ মিলিত হইয়া

নিশিত শরজাল বর্ষণ দ্বারা ঐ যুদ্ধোন্মত্ত রাক্ষসের সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিলেন। ক্রমে রাক্ষসসৈন্যগণ নানা প্রহরণ-ধারী দেবগণের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। উহাদের কেহ কেহ আহত ও ছিন্নদেহ হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; কেহ কেহ বাহনপৃষ্ঠে সংলগ্ন হইয়া রহিল; কেহ কেহ বাহু দ্বারা রথ, নাগ, খর, উষ্ট্র, পন্নগ, তুরগ, শিশুমার ও বরাহ প্রভৃতি ব্যাকুলভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইল; কেহ কেহ বা উত্থিত হইতে হইতেই দেবগণের অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তৎকালে দেবগণ কর্তৃক নিহত এবং কালনিদ্রায় শয়ান রাক্ষসগণে ব্যাপ্ত রণভূমি চিত্রকর্ম্মের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তথায় শোণিতনদীসমূহ প্রবাহিত হইল। শস্ত্রসমূহ ঐ নদীর কুম্ভীরাদি জলজন্তু এবং কাক ও গৃধ্রগণ জলচর পক্ষীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহাপ্রতাপ রাবণ রাক্ষসগণকে দেবগণ কর্তৃক নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে বিশাল সৈন্যসাগরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বহুসংখ্যক দেবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে দেবরাজ শক্র গভীরনিনাদে মহাধনু বিস্ফারিত করিলেন। সেই ভীষণ টঙ্কারশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনন্তর দেবরাজ ঐ বৃহৎ ধনু আকর্ষণ করিয়া রাবণের মস্তকে অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু রাক্ষসবীর দশাননও ইন্দ্রের উপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে বীরদ্বয়ের যুদ্ধ

ঘোরতর হইয়া উঠিল। তাহাদের উভয়ের শরজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক তমসাবৃত হওয়াতে তৎকালে রণস্থলে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

মেঘনাদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়।

সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে বলোন্মত্ত দেব ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পকে নিপীড়িত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। রণস্থলের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু তথাপি ইন্দ্র, দশানন ও মহাবল মেঘনাদ কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হইলেন না। অনন্তর রাবণ স্বীয় সৈন্যগণকে নিহতপ্রায় অবলোকন করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া রথস্থ সারথিকে কহিল, "সূত! তুমি সত্বর আমাকে শত্রুসৈন্যের মধ্যদিয়া রণক্ষেত্রের শেষ সীমা পর্য্যন্ত লইয়া চল। আমি অদ্য সমরে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক নানা শস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া ত্রিদশগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অদ্য আমি ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ ও সমস্ত দেবগণকে বিনাশ করিয়া সকলের উচ্চপদে অবস্থান করিব। সূত! তুমি কিছুমাত্র ইতস্তত করিও না; শীঘ্র আমাকে লইয়া

চল। আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি আমাকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রের অপর সীমা পর্য্যন্ত লইয়া চল। আমরা এক্ষণে নন্দনকাননের নিকট অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু আমাদিগকে উদয়পর্ব্বতের নিকট যাইতে হইবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না।" সারথি রাবণের এই আদেশ শ্রবণমাত্র মনোবৎ বেগগামী অশ্বগণকে শক্রসৈন্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে সঙ্কেত করিল।

এদিকে দেবরাজ শক্র রাবণের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া রথ হইতে দেবগণকে কহিলেন, "সুরগণ! আমার অভিমত বাক্য শ্রবণ কর। এই মহাবল দুরাত্মা রাবণ পবনগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্য দিয়া 'পর্ব্বকালে প্রবৃদ্ধ সমুদ্রের ন্যায়' বেগে গমন করিবে। প্রজাপতির নিকট বরলাভে গর্ব্বিত ঐ দুরাত্মাকে বধ করা আমাদিগের অসাধ্য; অতএব উহাকে জীবিতাবস্থায় গ্রহণ কর। তোমরা সকলে তজ্জন্য সতর্ক ও সাবধান হইয়া থাক। আমরা যেমন দৈত্যেন্দ্র বলিকে নিরোধ পূর্ব্বক ত্রিভুবন ভোগ করিতেছি, তদ্রূপ এই পাপাত্মাকেও নিরোধ করা আমার অভিপ্রেত।" এই বলিয়া দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া রণস্থলের অন্য প্রদেশে গমন পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইব না এইরূপ দৃঢ়-সংকল্প করিয়া দেবসেনার উত্তর পার্শ্ব দিয়া রণস্থলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে দেবরাজও দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসরাজ শতযোজন পথ অতিক্রম করিয়া

দেবসৈন্যগণকে শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ইন্দ্রও স্বীয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নির্ভয়ে তথায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ঐ সময়ে রাবণকে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক আহত দেখিয়া দানব ও রাক্ষসগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রাবণপুত্র ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সেই ভীষণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। সে প্রবিষ্ট হইয়াই পশুপতি-প্রদত্ত মহামায়া বিস্তার পূর্ব্বক দশদিক প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল এবং গর্ব্বভরে সুরসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। পরে সে অন্যান্য দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সময়ে মহাতেজা মহেন্দ্র রাবণপুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-বীর কবচবিহীন এবং চতুর্দ্দিকে মহাবীর্য্য দেবগণে বেষ্টিত; কিন্তু তথাপি সে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। দেবসারথি মাতলি তাহার অভিমুখে গমন করিলে সে তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ শরজালে তাড়িত করিয়া মহেন্দ্রের উপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর দেবরাজ রথ ও সারথিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐরাবতে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে রাবণপুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মায়াবী অন্তরীক্ষগামী মেঘ-নাদ ইন্দ্রকে মায়াজালে আচ্ছন্ন করিল এবং স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। অবশেষে যখন দেবরাজ যার পর নাই শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন তখন পাপিষ্ঠ মেঘনাদ তাঁহাকে মায়াবলে বন্ধন করিয়া স্বসৈন্যাভিমুখে লইয়া চলিল। তদ্দর্শনে দেবগণ

যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন এবং ভাবিলেন, "এ কি! দেবরাজ অসুরমায়াসংহারে সক্ষম হইয়াও অদৃশ্য মেঘনাদ কর্তৃক অপহৃত হইতেছেন! ইহার কারণ কি?"

অনন্তর দেবগণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের উপরি নিশিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ বসু ও আদিত্যগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু শক্রুশরে ব্যথিত ও অসমর্থ হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে মেঘনাদ পিতাকে বিষণ্ণ ও প্রহারে জর্জ্জরীকৃত দেখিয়া কহিল, "পিতঃ! আপনি রণকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হউন্; আসুন, আমরা লঙ্কায় গমন করি। অদ্য যুদ্ধে আমাদিগের জয়লাভ হইয়াছে; সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না। অদ্য আমি এই সুরসৈন্য ও ত্রৈলোক্যের প্রভু মহেন্দ্রকে বন্ধন করিয়া দেবগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছি। অতঃপর আপনি অরাতি-গণকে স্বীয় বিক্রমে নিগৃহীত করিয়া ত্রিলোক উপভোগ করুন। আপনি কেন বৃথা শ্রম করিতেছেন? আর যুদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন।"

দেবগণ মেঘনাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল এবং ইন্দ্রহীন দেবলোকে গমন করিল। এদিকে দেবশত্রু রাক্ষসরাজ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক সাদরবাক্যে কহিল, "বৎস! তুমি যে অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া অতুল বলশালী ইন্দ্র ও দেবগণকে পরাজয় করিলে, ইহাতে আমার কুলের গৌরব বৃদ্ধি হইল। এক্ষণে তুমি এই সুরপতি বাসবকে রথে আরোহণ করাইয়া এবং সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নগরে

গমন কর। আমিও সচিবগণের সহিত হর্ষভরে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সত্বর গমন করিতেছি।"

পিতার এই বাক্য শ্রবণে মেঘনাদ বাহন ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সংরুদ্ধ দেবরাজের সহিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সমরবিজয়ী রাক্ষসগণকে স্ব স্ব ভবনে বিদায় দিল।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রাবণের নিকট দেবগণ ও প্রজাপতির গমন।

মহাবল মহেন্দ্র রাবণপুত্র কর্ত্তৃক পরাজিত ও সংরুদ্ধ হইলে দেবগণ প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তথায় প্রজাপতি পুত্রপৌত্রপরিবৃত রাবণকে দর্শন করিয়া আকাশেই অবস্থান পূর্ব্বক সামযুক্ত বাক্যে কহিলেন, "বৎস! সংগ্রামে তোমার পুত্রের বীর্য্য দর্শন করিয়া আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। ইঁহার বিক্রম ও ঔদার্য্য অতি অদ্ভুত! বলিতে কি, মেঘনাদ তোমারই তুল্য বা তোমা অপেক্ষাও অধিক। বৎস! তুমি স্বীয় তেজে ত্রিলোক জয় করিয়া যে নিজ প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ, ইহাতেও আমি যার পর নাই আহ্লাদিত

হইয়াছি। অতঃপর তোমার এই বীর্য্যবান পুত্র জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি যাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া দেবগণকে বশীভূত করিয়াছ, সেই ইন্দ্রজিৎ যে মহাবল ও দুর্জ্জয় হইবে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক বৎস! এক্ষণে পাকশাসন মহেন্দ্রকে বিমুক্ত কর। ইহাঁর মুক্তির জন্য দেবগণকে কি প্রদান করিতে হইবে, তাহাও বল।"

তচ্ছ্রবণে মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ কহিল, "দেব! আমি ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে অমরত্ব প্রার্থনা করি।" ইন্দ্রজিতের এই কথা শুনিয়া সর্ব্বলোকপিতামহ প্রজাপতি কহিলেন, "বীর! কি পক্ষী, কি চতুষ্পদ, কি অন্যান্য জীব, জগতে কাহারও সর্ব্বতোভাবে অমরত্ব হইতে পারে না।" পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল মেঘনাদ পুনরায় কহিল, "প্রভো! যদি সম্পূর্ণ অমরত্ব না দেন, তবে আর যাহা পাইলে দেবরাজকে মুক্ত করিতে পারি, তাহাও শ্রবণ করুন্। শক্রজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রাকালে সমন্ত্র ঘৃতাহুতি প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিদেবের পূজা করিলে যেন সেই অগ্নি হইতে অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হয় এবং আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলে যেন শত্রুর অবধ্য হই। আর যদি আমি অগ্নিদেবের জপ ও হোম সমাপ্ত না করিয়া যুদ্ধ করি, তাহা হইলে যেন আমার মৃত্যু হয়। প্রভো! এই আমার অভিলষিত বর। সকলে তপোবলে অমরত্ব প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি অদ্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া অমরত্ব প্রার্থনা করিতেছি।" পিতামহ মেঘনাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তাহাই

হইবে।” তখন দেবরাজ ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেন এবং দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

হে রঘুনন্দন! এই ঘটনার পরে অবমানিত দেবরাজ ম্লান, বিষণ্ণ ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দেবকান্তি বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া একদা পিতামহ কহিলেন, “শতক্রতো! তুমি কেন পূর্ব্বে সেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে? দেবরাজ! আমি তোমার সেই দুষ্কর্ম্মের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি বুদ্ধি-বলে প্রজাগণের বর্ণ, ভাষা, সৌন্দর্য্য, বয়স ও অবস্থা এক প্রকার করিয়া সৃজন করিয়াছিলাম। তৎকালে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ ছিল না। অনন্তর আমি তাহাদিগের বিষয় একাগ্রমনে চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ প্রভেদার্থ একটী রমণীর সৃজন করিলাম। প্রজাদিগের হইতে ঐ রমণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হইল। হল্য শব্দের অর্থ বৈরূপ্য; ঐ রূপগুণসম্পন্না কামিনীর অঙ্গে তাহার কিছুই ছিল না, এইজন্য আমি তাহার নাম অহল্যা রাখিয়াছিলাম। ঐ রমণী সৃষ্ট হইলে সে কাহার হইবে এই চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিত হইল। হে ইন্দ্র! তুমি দেবাধিপতি; এইজন্য মনে করিয়াছিলে যে সে তোমারই পত্নী হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে মহাত্মা গৌতমের হস্তে ন্যাসরূপে অর্পণ করিলাম। বহুকাল অতীত হইলে পর তিনি পুনরায় ঐ রমণীকে আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। আমি মহর্ষি গৌতমের তপঃসিদ্ধি অবগত হইয়া এবং তাঁহার জিতে-ন্দ্রিয়তা দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকেই অহল্যা

সম্প্রদান করিলাম। তদবধি মহর্ষি ঐ সুন্দরীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। দেবগণও তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। হে দেবরাজ! তুমিই কেবল কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সেই রমণীর অবমাননা করিলে। মহা-তেজা ঋষি তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইলেন এবং ক্রোধভরে অভিশাপ প্রদান করিলেন। সেই অভিশাপে তোমার এই দুরবস্থা হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, 'রে দুরাত্মা ইন্দ্র! যেহেতু তুই নির্ভয়ে আমার পত্নীর অব-মাননা করিলি,সেই পাপে তুই সমরে শত্রুর হস্তগত হইবি। রে নির্ব্বোধ! তুই অদ্য যে জারভাব প্রবর্ত্তিত করিলি, তাহা অতঃপর মনুষ্যলোকেও প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই। এখন হইতে যে জারভাব অবলম্বন করিবে, সে পাপের অর্দ্ধফল মাত্র ভোগ করিবে, আর অপরার্দ্ধ তোর উপরে সংক্রান্ত হইবে। আরও তোর ইন্দ্রত্বপদ চিরস্থায়ী হইবে না এবং কেবল তোরই যে এইরূপ হইবে তাহা নহে; অতঃপর যে যে সুরেন্দ্র হইবে তাহাদের কাহারও পদ চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।'

মহাতপা মহর্ষি তোমাকে এই অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় ভার্য্যাকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, 'রে দুর্বিনীতে! তোর রূপ নষ্ট হইয়া যাউক। তুই আমার আশ্রম হইতে দূর হ। তুই যখন অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না হইয়াও স্থির থাকিতে পারিলি না,তখন তুই কেবল একা রূপবতী বলিয়া গণ্য হইতে পারিবি না। যাদৃশ রূপ দর্শনে ইন্দ্রের এই

বিকার উপস্থিত হইয়াছে; অতঃপর প্রজাগণের মধ্যে তাদৃশ রূপ অনেকেই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।' হে দেবরাজ! গৌতমের এই অভিশাপ প্রদান অবধি জগতে অনেক রূপবতী জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল।

অনন্তর অহল্যা মহর্ষি গৌতমকে প্রসন্ন করিতে লাগিল। সে কাতরভাবে বলিল, 'প্রভো! ইন্দ্র আপনার রূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে অবমানিত করিয়াছে। আমি অজ্ঞান বশত এই পাপকার্য্য করিয়াছি; কামে উন্মত্তা হইয়া করি নাই। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' গৌতম অহল্যা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! মহাবাহু বিষ্ণু মানুষ শরীর ধারণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে ইক্ষ্বাকু-বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং মহাতেজা মহারথ ও রাম নামে বিখ্যাত হইবেন। ঐ মহাত্মা যখন বিশ্বামিত্রের উপকারার্থ বনে গমন করিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইবে। তুমি যে পাপকার্য্য করিয়াছ তাহা হইতে মুক্ত করিতে একমাত্র তিনিই সক্ষম। হে বরবর্ণিনি! তুমি রামচন্দ্রের যথোচিত আতিথ্য সম্পাদনান্তর মৎসমীপে আগমন করিয়া পুনরায় আমার সহিত সুখে বসতি করিবে।' মহাতেজা মহর্ষি গৌতম এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার পত্নীও তদবধি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। হে দেবরাজ! সেই মহর্ষির অভিশাপ হইতেই তোমার এই সমস্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সেই কারণেই তোমাকে শত্রুর হস্তগত হইতে হইয়াছে। তুমি একবার স্মরণ করিয়া দেখ যে, কিরূপ ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। যাহা হউক, শতক্রতো! এক্ষণে তুমি বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ঐ যজ্ঞে পবিত্র হইয়া তুমি দেবলোকে গমন করিবে। আরও গত যুদ্ধে তোমার পুত্র বিনষ্ট হয় নাই। তাহার মাতামহ পুলোমা তাহাকে সমুদ্রমধ্যে লইয়া গিয়াছেন।”

পিতামহের এই বাক্য শ্রবণানন্তর মহেন্দ্র বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! এই আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বল কীর্ত্তন করিলাম। অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং দেবরাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

মহর্ষি অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ এবং সভাস্থ বানর ও রাক্ষসগণ কহিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!” বিভীষণ রামচন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “কি আশ্চর্য্য! মহর্ষি অদ্য যাহা যাহা বলিলেন, আমি তৎসমুদায়ই পূর্ব্বে অবলোকন করিয়াছি। এক্ষণে এই বিস্ময়কর ঘটনাবলী পুনরায় আমার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল।” অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যকে কহিলেন, “ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই সত্য। আমি পূর্ব্বেও সখা বিভীষণের মুখে এই সমস্ত শুনিয়াছি।”

মহর্ষি অগস্ত্য পুনরায় কহিলেন, “হে রাঘব! এইরূপে লোকশত্রু রাবণ উৎপন্ন হইয়া সমরে সপুত্র সুরপতি ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিল।”

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের নর্ম্মদাতীরে গমন।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রণাম পূর্ব্বক সবিস্ময়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! যৎকালে এই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস মেদিনীপৃষ্ঠে বিচরণ করিত, তৎকালে পৃথিবী কি একবারে বীরশূন্য ছিল? তখন কি ক্ষত্রিয় বা অন্যজাতীয় এমন কোন নরপতি ছিলেন না, যিনি দুরাত্মাকে শাস্তি দিয়াছিলেন? তখন কি পৃথিবীস্থ সমস্ত নৃপতিই বীর্য্যহীন ছিলেন? অথবা তাঁহারা বলবান হইয়াও দিব্যাস্ত্রে হতবল ও পরাজিত হইয়াছিলেন?"

মহর্ষি ভগবান অগস্ত্য রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া, দেবাদিদেব রুদ্রকে পিতামহের ন্যায়, তাঁহাকে কহিতে লাগিলেনঃ—হে রঘুনন্দন! দুরাত্মা রাবণ পৃথিবীস্থ রাজগণকে নিপীড়িত করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে একদা অমরাবতীসদৃশ মাহিষ্মতী পুরীতে উপনীত হইল। মাহিষ্মতীর প্রান্তভাগে শরাস্তৃত কুণ্ডমধ্যে নিরন্তর অগ্নিদেব প্রজ্জ্বলিত থাকিতেন এবং তাঁহার প্রসাদে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী নৃপতি অর্জ্জুন ঐ পুরী শাসন করিতেন। যে দিবস রাবণ তথায় উপস্থিত হয়, সেই দিবস হৈহয়াধিপতি রাজা অর্জ্জুন স্ত্রীগণের সহিত নর্ম্মদাবিহারার্থ গমন করিয়াছিলেন। রাবণ তাঁহার অমাত্যগণের নিকট

উপস্থিত হইয়া কহিল, "তোমরা সত্বর তোমাদিগের রাজাকে সংবাদ দাও যে, আমি রাবণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছি।" অর্জ্জুনের বুদ্ধিমান সচিবগণ রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "হে বীর! মহারাজা অর্জ্জুন এখানে উপস্থিত নাই।"

অর্জ্জুনের অমাত্য ও পৌরবর্গের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হিমালয়-সদৃশ বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইল। রাবণ দেখিল, ঐ মহাগিরি যেন মেদিনী ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে এবং গগনতল স্পর্শ করিয়া বিশাল মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পর্ব্বতের সহস্র সহস্র শিখর এবং উহার কন্দরসমূহে সিংহগণ শয়ান। স্থানে স্থানে নির্ঝর হইতে শীতল জলরাশি সশব্দে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত অট্টহাস্য করিতেছে। ইতস্তত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও কিন্নরগণ যোষিদ্গণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিয়া যেন উহাকে স্বর্গসদৃশ করিয়া তুলিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের গাত্রে চতুর্দ্দিকে স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছজলনিস্যন্দিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে; তাহাতে বোধ হয় যেন অনন্তদেব চঞ্চলজিহ্ব সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। মহাবীর রাবণ কন্দরবহুল হিমালয়সদৃশ বিন্ধ্যগিরি অবলোকন করিতে করিতে পশ্চিমসমুদ্রবাহিনী পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী নর্ম্মদার তীরে উপস্থিত হইল এবং দেখিল, উহার জলরাশি উপলখণ্ডসমূহে ব্যাহত হইয়া যার পর নাই চঞ্চলভাবে চলিয়াছে। মহিষ, সৃমর, সিংহ,

শার্দ্দূল, ঋক্ষ ও গজসমূহ আতপতাপিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ নদীমধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক উহার জলরাশি সংক্ষোভিত করিতেছে। চক্রবাক, কারণ্ডব, হংস, জলকুক্কুট ও সারসসমূহ মদমত্ত হইয়া নিরন্তর কূজন করিতেছে। তৎকালে রাবণের বোধ হইল যেন নর্ম্মদা সুন্দরী কামিনীরূপ ধারণ করিয়াছে। তীরস্থ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ উহার শিরোভূষণ, চক্রবাকদ্বয় পয়োধর, বিস্তীর্ণ পুলিনপ্রদেশ নিতম্ব, হংসশ্রেণী মেখলা, উপরি ভাসমান পুষ্পরেণুসমূহ অঙ্গরাগ, ফেণপুঞ্জ নির্ম্মল বসন, অবগাহন সুখস্পর্শ এবং পুষ্পিত সরোজসমূহ বিশাল নয়ন। রাক্ষসরাজ নর্ম্মদার এই মনোরম ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অবগাহন মানসে পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইল।

অনন্তর রাবণ সচিবগণের সহিত মুনিগণসেবিত নর্ম্মদার রমণীয় পুলিনে উপবিষ্ট হইল এবং হর্ষভরে তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, “সচিবগণ! দেখ, দেখ, এই স্রোতস্বতী নর্ম্মদা সর্ব্বতোভাবে গঙ্গার সদৃশ; আমি ইহাকে দর্শন করিয়া অনুপম আনন্দ অনুভব করিতেছি। আরও দেখ, এক্ষণে সূর্য্যদেব গগনের মধ্যস্থলগত হইয়া প্রচণ্ড সহস্র কিরণে যেন জগৎকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু তিনি এস্থলে আমাকে উপবিষ্ট দেখিয়া চন্দ্রের ন্যায় মৃদু মৃদু কিরণ বিতরণ করিতেছেন। নর্ম্মদাজলবাহী শ্রান্তিদূরকারী সুগন্ধি শীতল সমীরণ আমার ভয়ে অতি সাবধানে প্রবাহিত হইতেছে। এই সুখদায়িনী সরিদ্বরা নর্ম্মদাও যেন ভীতা কামিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে।

দেখ, দেখ, ইহার তরঙ্গসমূহে নক্র, মীন ও বিহঙ্গগণ কেমন ক্রীড়া করিতেছে। সচিবগণ! তোমরা ইন্দ্রপরাক্রম নৃপতি-গণের সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তচন্দনসদৃশ রুধিরে লিপ্ত হইয়াছ; এক্ষণে গঙ্গাবিহারী সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মত্ত মহাগজগণের ন্যায় এই পবিত্রসলিলা নর্ম্মদার জলে স্নান ও অবগাহনপূর্ব্বক পাপরাশি প্রক্ষালিত কর। আমিও অদ্য এই শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল নর্ম্মদাতটে মহাদেবের পুষ্পোপহার প্রদান করিব।”

অনন্তর প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণ রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বামন, অঞ্জন ও পদ্মপ্রমুখ মহাগজগণ যেমন গঙ্গাজলে অব-গাহন করে, তদ্রূপ নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে অবগাহন ও স্নান করিল। পরে ধবলমেঘসদৃশ নর্ম্মদার রমণীয় পুলিনে উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা রাবণের পূজার্থ পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক অবিলম্বে এক পুষ্পময় গিরি নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। পুষ্পসমূহ আহৃত হইলে রাক্ষসরাজ, গঙ্গাসলিলে মহাগজের ন্যায়, নর্ম্মদাসলিলে স্নানার্থ অবতীর্ণ হইল। স্নানের পর যথাবিধি জপ্য মন্ত্রের জপ সমাপন পূর্ব্বক সে জল হইতে উঠিল এবং আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক শুক্লবস্ত্র পরিধান করিল। অনন্তর রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে ইতস্তত পাদচারণ করিতে আরম্ভ করিলে অন্যান্য রাক্ষসগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগকে সচল পর্ব্বতসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাবণ যেখানে যেখানে যাইতে লাগিল, রাক্ষসগণও সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ

লইয়া সেই সেই স্থানে গেল। পরে রাবণ বালুকানির্ম্মিত বেদীর উপরে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিল। রাক্ষসবীর সাধুদিগের দুঃখহর বরপ্রদ চন্দ্রমৌলি পরাৎপর মহাদেবের পূজা করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে নৃত্য গীত করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

অর্জ্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণের পরাজয় ও বন্ধন।

নর্ম্মদাপুলিনে যেস্থলে দুরাত্মা দশানন দেবাদিদেব মহাদেবের পুষ্পোপহার প্রদান করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে মাহিষ্মতীপ্রভু বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন। তৎকালে রাজা অর্জ্জুন নারীগণের মধ্যগত হইয়া করেণুমধ্যস্থ কুঞ্জরের ন্যায় যার পর নাই শোভা পাইতেছিলেন। অনন্তর তিনি নিজ ভুজসহস্রের বল পরীক্ষা করিবার মানসে তদ্দ্বারা নর্ম্মদার বেগ রোধ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নির্ম্মল নর্ম্মদাজল উভয় কুল প্লাবিত করিয়া বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সহসা নদীর প্রবাহ বর্ষাকালের ন্যায় মীন, নক্র ও কুম্ভীর এবং তীরস্থ পুষ্প, কুশ ও কুশাসনে আকুল হইয়া

উঠিল। অর্জ্জুনের ভুজপ্রেরিত জলরাশি যেন তাঁহার আদেশেই রাবণের পুষ্পোপহার সমস্তও অপহরণ করিল। রাক্ষসরাজ অৰ্দ্ধসমাপ্ত পূজা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা নায়িকার ন্যায় নৰ্ম্মদার এই বিপরীত ভাব অবলোকন করিল। রাবণ দেখিল, সাগরোদ্গারসদৃশ বিপুল জলপ্রবাহ পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইতেছে। স্থিরচিত্ত দশানন তদ্দর্শনে কিছুই না বলিয়া দক্ষিণ অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা সত্বর বেগ-প্রভাবের কারণ অন্বেষণার্থ শুক ও সারণকে প্রেরণ করিল।

আদেশমাত্র ঐ দুই বীরভ্রাতা আকাশপথে পশ্চিম-দিকে গমন করিল। তাহারা অৰ্দ্ধযোজন পথমাত্র অতিক্রম করিয়া দেখিল, এক পুরুষ যোষিদ্গণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছে। তাহার দেহ সালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, কেশজাল বারিবেগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, নয়নদ্বয় মদভরে ঈষৎ আরক্ত এবং চিত্ত মদমত্ত। পর্ব্বত যেরূপ পাদসহস্র দ্বারা মেদিনীকে সংরুদ্ধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ ঐ মহাবীর বাহুসহস্র দ্বারা নদীবেগ সংরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। ষোড়শী যুবতীগণে বেষ্টিত হওয়াতে ঐ পুরুষ মদমত্ত করেণুগণের মধ্যগত কুঞ্জরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অদ্ভুত বীরকে দর্শন করিয়া শুক ও সারণ সত্বর রাবণের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! বৃহৎ সালবৃক্ষসদৃশ কোন এক পুরুষ সেতুর ন্যায় নৰ্ম্মদার বেগ রোধ করিয়া যোষিদ্গণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছে। তাহারই বাহুসহস্রসংরোধে নদীর জল সাগরোদ্গারের ন্যায় বৰ্দ্ধিত ও কল্লোলময় হইয়া উঠিয়াছে।"

রাবণ শুক ও সারণের বাক্য শ্রবণমাত্র "সে অর্জ্জুন" এই কথা বলিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অভিমুখে বেগে গমন করিল। রাক্ষসরাজের যাত্রাকালে ধূলিময় প্রবল প্রভঞ্জন গভীর নিঃস্বনে প্রবাহিত হইল; মেঘসকল কঠোর গর্জ্জন সহকারে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু মহোদর, মহা-পার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক, সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণে পরিবৃত দশানন তৎসমুদয় লক্ষ্য না করিয়া গমন করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে নর্ম্মদার যেস্থলে মাহিষ্মতীপ্রভু অর্জ্জুন করেণুগণসহিত মহাগজের ন্যায় স্ত্রীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন,তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলমেঘাকার বলগর্ব্বিত রাবণ অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল এবং আরক্তনেত্রে ঐ নৃপতির অমাত্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে কহিল, "অমাত্যগণ! তোমরা সত্বর হৈহয়াধিপতিকে বল যে, বিখ্যাত রাবণ যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছেন।"

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সশস্ত্র মন্ত্রি-গণ সত্বর উত্থিত হইল এবং বিদ্রূপপূর্ণ বাক্যে কহিল, "রাক্ষসরাজ! সাধু! সাধু! তুমিই যুদ্ধের উপযুক্ত কাল বিজ্ঞাত আছ। যেহেতু, তুমি মদমত্ত এবং স্ত্রীসমূহমধ্যগত নৃপতির সহিতই যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। যাহা হউক, মহাবীর! ক্ষমা করিয়া অদ্য রাত্রি এই স্থানে যাপন কর; অনন্তর যদি আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে কল্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিও। আর যদি তোমার যুদ্ধতৃষ্ণা এতদূর প্রবল হইয়া থাকে যে বিলম্ব অসহ্য বোধ হয়, তাহা হইলে

অগ্রে আমাদিগকে যুদ্ধে বধ কর, পরে অর্জ্জুনের সমক্ষে গমন করিও।"

অনন্তর অর্জ্জুনের অমাত্যগণের সহিত রাবণও তাহার অমাত্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। শুক, সারণ প্রভৃতি ক্ষুধার্থ রাক্ষসগণ উহাদের অনেককে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। সহসা নর্ম্মদাতীরে এক দিগন্তবিসারী হলহলাশব্দ উঠিল। মাহিষ্মতীপ্রভুর বীরগণ শর, তোমর, প্রাস ও ত্রিশূলদ্বারা রাবণ ও তাহার অমাত্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে কল্লোলময় নক্র, মীন ও মকরসঙ্কুল সমুদ্রের ন্যায় উহাদের সিংহনাদ ও বেগ যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল। অনন্তর প্রহস্ত, শুক, সারণ প্রভৃতি রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ ক্রোধভরে হৈহয়াধিপতির সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন অর্জ্জুনের কতিপয় ভয়বিহ্বল অনু-যাত্রিক জলক্রীড়ানিরত রাজাকে রাবণ ও তাহার অমাত্য-গণের বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহাবীর অর্জ্জুন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র স্ত্রীগণকে কহিলেন, "ভয় নাই।" এই বলিয়া, দিগ্‌গজ অঞ্জন যেরূপ গঙ্গাপ্রবাহ হইতে উত্থিত হয়, তদ্রূপ তিনি নর্ম্মদাসলিল হইতে উত্থিত হই-লেন। তৎকালে অগ্নিসদৃশ মহাবীর অর্জ্জুনের নেত্রদ্বয় ক্রোধে যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল; তিনিও যুগান্ত-কালীন রোমহর্ষণ অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সত্বর এক স্ত্রবর্ণভূষিত ভয়াবহ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক বাহুসহস্র দ্বারা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ

সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া তিমিরাভিমুখী দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, বিন্ধ্যপর্ব্বত যেরূপ সূর্য্যের গমনপথ রোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ মুসলধারী প্রহস্ত অটল পর্ব্বতের ন্যায় অর্জ্জুনের গমনপথ অবরোধ করিল। মদোদ্ধত রাক্ষসবীর ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি লৌহবদ্ধ ভয়াবহ মুসল নিক্ষেপ পূর্ব্বক অন্তকের ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল। উহার করমুক্ত মুসল হইতে উত্থিত অশোকপুষ্পসদৃশ অগ্নিশিখা যেন সমস্ত দহন করিতে উদ্যত হইল। তখন মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় গদা দ্বারা অনায়াসে প্রহস্তের মুসলকে নিবারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে পঞ্চশত বাহুদ্বারা ঐ গদা বিঘূর্ণিত করিতে করিতে উক্ত রাক্ষসবীরের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে বেগে আঘাত করিলেন। প্রহস্ত ঐ বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে পতিত দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ ও মহোদর প্রভৃতি রাবণের অবশিষ্ট অমাত্যগণও রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

এইরূপে মহাবীর প্রহস্ত নিপতিত হইলে ও অন্যান্য রাক্ষসযোদ্ধৃগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করিলে, রাক্ষসরাজ দশানন ক্রোধভরে নৃপশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সহস্রবাহু নরপতি এবং বিংশতিবাহু রাক্ষসপতির রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে বীরদ্বয়কে সংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়, শিথিলমূল পর্ব্বতদ্বয়, তেজোময় আদিত্যদ্বয়, প্রজ্জ্বলিত অনলদ্বয়, বলোদ্ধত হস্তিদ্বয়, মদগর্ব্বিত বৃষদ্বয়,

গর্জ্জনশীল মেঘদ্বয়, বলবান সিংহদ্বয় এবং ক্রুদ্ধ রুদ্র ও কালের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা মহাবেগে পরস্পর পরস্পরকে গদাপ্রহার দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বতগণ যেরূপ বজ্রাঘাত সহ্য করিয়াছিল, তদ্রূপ ঐ সমস্ত বিষম গদাঘাত সহ্যও করিতে লাগিলেন। যেরূপ বজ্রের ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তদ্রূপ তৎকালে উহাঁদিগের গদাঘাত শব্দেও দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সুবর্ণভূষিত গদা রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া বিদ্যুদ্ভাসিত মেঘের ন্যায় উহাকে কাঞ্চনবর্ণ করিয়া তুলিল। রাবণের গদাও অর্জ্জুনের বক্ষঃ-স্থলে পতিত হইয়া মহাশৈলে নিপতিত উল্কার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। হে রঘুনন্দন! পুরাকালে দৈত্যরাজ বলী ও ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন ও রাবণের সেইরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল। বৃষদ্বয় যেরূপ শৃঙ্গদ্বারা এবং করিণীর নিমিত্ত হস্তিদ্বয় যেরূপ দন্তদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, তদ্রূপ নররাজ ও রাক্ষসরাজ পরস্পরকে গদা দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এইরূপ যুদ্ধ হইল; কিন্তু তথাপি উহাঁদের কেহই ক্লান্ত হইলেন না।

অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধভরে স্বীয় সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে গদাঘাত করিলেন। রাক্ষসরাজের বক্ষঃস্থল ব্রহ্মার বরে রক্ষিত; এইজন্য অর্জ্জুনের অব্যর্থ গদাও দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কিন্তু রাবণ সেই বিষম আঘাতে ধনুঃপ্রমাণ দূরে অপসৃত হইল এবং বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন সহসা

লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক, গরুড় যেমন সর্পকে ধারণ করে, তদ্রূপ রাক্ষসবীরকে ধারণ করিলেন এবং নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বাহুসহস্র দ্বারা উহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। এইরূপে দশানন বদ্ধ হইলে সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগকে আক্রমণ করিয়া এবং মৃগরাজ যেরূপ হস্তীকে আক্রমণ করিয়া হর্ষভরে চীৎকার করিতে থাকে, তদ্রূপ অর্জ্জুনও রাবণকে প্রাপ্ত হইয়া মেঘের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে প্রহস্ত সংজ্ঞালাভ করত দশাননকে বদ্ধ ও অসহায় দেখিয়া ক্রোধভরে সসৈন্যে হৈহয়াধিপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। প্রাবৃট্‌কালে মেঘসমূহ যেরূপ সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ তৎকালে রাক্ষসগণ অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। তাহারা বারংবার "ছাড়িয়া দে, ছাড়িয়া দে," "থাক্, থাক্," এই কথা বলিতে বলিতে ঐ মহাবীরের উপরি মুসল ও শূলসকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অর্জ্জুন ঐ সমস্ত অস্ত্র গাত্রে পতিত না হইতে হইতেই অব্যাকুলচিত্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বায়ু যেরূপ বেগে প্রবাহিত হইয়া মেঘজালকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিদূরিত করে, তদ্রূপ নরপতি দুর্ব্বার উৎকৃষ্ট অস্ত্রজাল বর্ষণদ্বারা রাক্ষসগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। এইরূপে রাক্ষসগণের অন্তঃকরণে ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক অর্জ্জুন, ইন্দ্র যেরূপ বলিরাজকে লইয়া

পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাবণকে লইয়া বন্ধুগণের সহিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে পৌরবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার উপরি অক্ষত ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অর্জ্জুনের নিকট মহামুনি পুলস্ত্যের আগমন ও রাবণের মুক্তি।

অনন্তর মহামুনি পুলস্ত্য স্বর্গে দেবগণের মুখে বায়ুবন্ধনের ন্যায় অসম্ভব রাবণবন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। ধৃতিমান ব্রহ্মর্ষি পুত্রস্নেহবশত সদয় হইয়া মাহীষ্মতীপতির সহিত সাক্ষাৎকরণার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার বেগ পবন বা মনের ন্যায়; তিনি বায়ুমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যেই মাহিষ্মতীনগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মা যেরূপ ইন্দ্রের অমরাবতীতে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ জনাকীর্ণ ঐ অমরাবতীসদৃশ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুনের দ্বারপালগণ পাদচারী সূর্য্যদেবের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ঐ মহর্ষিকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া অর্জ্জুনের নিকটে তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। ধর্ম্মাত্মা হৈহয়াধিপতি পুলস্ত্যের নাম শ্রবণমাত্র শশব্যস্তে আগমন করিয়া মস্তকে

অঞ্জলিধারণ পূর্ব্বক মহর্ষির প্রত্যুদ্গমন করিল। ইন্দ্রের পূর্ব্বে বৃহস্পতির ন্যায় অর্জ্জুনের পুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অর্জ্জুন উদীয়মান ভাস্করের ন্যায় মহর্ষিকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপর্ক প্রদান পূর্ব্বক হর্ষগদ্গদ বাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! অদ্য যখন আপনার দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, তখন আমার এই মাহিষ্মতীপুরী অমরাবতীর তুল্য হইল। দেব! অদ্য আমার সর্ব্ববিষয়েই কুশল; অদ্য আমার ব্রত সফল, তপ সফল এবং জন্ম সফল হইল। যেহেতু অদ্য আমি দেবগণেরও বন্দনীয় আপনার চরণযুগল বন্দনা করিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই আমার রাজ্য, পুত্রগণ, পত্নীসমূহ ও আমি, এ সকলই আপনার আজ্ঞাধীন; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আপনার কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।"

তখন ভগবান পুলস্ত্য হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনকে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান, অগ্নি ও পুত্রগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "হে রাজশ্রেষ্ঠ! তোমার পরাক্রম অতুল, যেহেতু তুমি দশগ্রীবকেও পরাজয় করিয়াছ। যাহার ভয়ে সমুদ্র ও পবন নিষ্পন্দ হইয়া থাকে, তুমি আমার সেই পৌত্র মহাবল দশাননকেও বদ্ধ করিয়াছ। হে বীর! তুমি এই কার্য্যের দ্বারা রাবণের যশোরাশি বিলুপ্ত করিয়া স্বীয় নাম বিখ্যাত করিলে। যাহা হউক এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা, যে অদ্য দশাননকে আমার বাক্যে মুক্ত করিয়া দেও।"

মহর্ষি পুলস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন আর

দ্বিরুক্তি না করিয়া রাবণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং দিব্য আভরণ,মাল্য ও বস্ত্রদ্বারা তাহার সৎকার করিয়া অগ্নিসমক্ষে তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর ব্রহ্মর্ষিকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাক্ষসরাজ দশানন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত, আলিঙ্গিত ও সংকৃত হইয়া পুলস্ত্যের আদেশে লজ্জিতভাবে লঙ্কায় প্রত্যাগত হইল। মহর্ষি পুলস্ত্যও পৌত্রকে বিমুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে রাবণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপ অপমানিত হইয়া পুলস্ত্যের বচনে বিমুক্ত হয়। এ জগতে যিনি নিজের হিত ইচ্ছা করেন, পরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা তাঁহার কদাচ কর্ত্তব্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি যতই কেন বলবান হউক না, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বলবান ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

রাক্ষসরাজ রাবণ অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা লাভ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ সদর্পে পৃথিবীতলে বিচরণ পূর্ব্বক মহীপতিগণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বালীর নিকট রাবণের পরাজয়।

এইরূপে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিমুক্ত ও পূজিত হওয়াতে রাবণের মনের খেদ দূর হইল। সে পুনরায় পূর্ব্ববৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসই হউক, বা মনুষ্যই হউক, সে যাহার বলাধিক্যের কথা শ্রবণ করিত, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গিয়া সদর্পে যুদ্ধ প্রার্থনা করিত। একদা সে বালী-পালিতা কিষ্কিন্ধাপুরীতে গমন করিয়া হেমমালী বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন তার, সুষেণ ও যুবরাজ সুগ্রীব প্রভৃতি বালীর অমাত্যগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী রাবণকে কহিল, "রাক্ষসরাজ! যিনি আপনার প্রতিকক্ষ হইতে সমর্থ, সেই মহাবল বালী এখানে উপস্থিত নাই। অন্য কোন্ বানর আর আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে? তবে আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন্। বানররাজ বালী চতুঃ-সমুদ্রের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া এই মুহূর্ত্তেই প্রত্যাগত হইবেন। কিন্তু রাক্ষসরাজ! যদি আপনি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করি। এই যে শঙ্খধবল স্তূপাকার কঙ্কালরাশি দেখিতেছেন, যে সকল বীর বানররাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহার তেজোগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা তাহাদিগেরই। বলিতে কি, আপনি যদি অমৃত পান

করিয়া থাকেন, তথাপি বালীর সহিত যুদ্ধ করিলে আপনাকে প্রাণ হারাইতে হইবে। হে বিশ্রবাতনয়! আপনি এই আশ্চর্য্যভূত জগৎসংসার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লউন, কারণ মুহূর্ত্ত পরেই আপনার জীবন দুর্লভ হইবে। আর যদি আপনার আরও সত্বর মরিবার সাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে দক্ষিণসাগরে গমন করুন্; তথায় অগ্নিতুল্য বালীকে দেখিতে পাইবেন।”

দুরাত্মা রাবণ এই কথা শ্রবণে,তার প্রভৃতি বানরগণকে ভৎ‍র্সনা করিয়া পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণসমুদ্রে গমন করিল। সে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল হেমগিরিতুল্য তরুণসূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্তমুখ বালী ব্রহ্মোপাসনায় নিমগ্ন আছেন। নীলমেঘাকার রাবণ পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইয়া বালীকে ধরিবার নিমিত্ত নিঃশব্দপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বালীও তাহাকে দেখিতে পাইল; কিন্তু ঐ মহাবীর উহার পাপ অভিপ্রায় অবগত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না। যেরূপ সিংহ শশককে দেখিয়া এবং গরুড় সর্পকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, তদ্রূপ বালীও রাবণকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, “এই পাপাত্মা আমাকে ধরিবার আশয়ে আসিতেছে; কিন্তু আমি উহাকে কক্ষে লইয়া তিন মহাসাগরে ভ্রমণ করিব। অদ্য আমার গমনকালে অন্তরীক্ষচর প্রাণিগণ দেখিতে পাইবেন যে, গরুড়ধৃত সর্পের ন্যায়, আমার কক্ষস্থ শত্রু দশাননের উরু ও করদ্বয় এবং পরিচ্ছদ লম্বমান হইয়া

পড়িয়াছে।” বালী মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় অটলদেহে বৈদিকমন্ত্র জপ করিতে থাকিলেন। ক্ষণকাল পরে বলগর্ব্বিত বানর ও রাক্ষসরাজ সতর্ক হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধরিবার সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালী মুখ না ফিরাইয়াও পদশব্দ দ্বারা রাবণকে সন্নিহিত জানিতে পারিয়া, পক্ষিরাজ গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং কক্ষে বদ্ধ করিয়া আকাশে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বেগে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাবণ বালীকে পুনঃ পুনঃ নখপ্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি বায়ু যেরূপ মেঘকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মহাবল বালী রাবণকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাবণের অমাত্যগণ উহার বিমোচন বাসনায় চীৎকার করিতে করিতে বালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তৎকালে মহাবল তেজস্বী বালী আকাশে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া মেঘানুসৃত সূর্য্যের ন্যায় যার পর নাই শোভা পাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাক্ষসগণ বানরবীরের বাহু ও ঊরুর বেগে যার পর নাই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং আর উহাঁর পশ্চাৎ যাইতে সমর্থ হইল না। যখন পর্ব্বতরাজগণও বালীর গমনপথ হইতে পলায়ন করে, তখন রক্তমাংসবিশিষ্ট জীবগণ যে পলায়ন করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

অনন্তর বেগবান বানররাজ ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাবন্দনার্থ অন্যান্য সাগরে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ খেচরশ্রেষ্ঠ মহাবীর অন্তরীক্ষচর প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রথমে

রাবণের সহিত পশ্চিম সাগরে গমন করিলেন। তথায় স্নান, জপ ও সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন করিয়া তিনি উত্তর সাগরে উপস্থিত হইলেন। মহাবল বানরবীর শত্রুকে কক্ষে লইয়া মন ও পবনের ন্যায় বেগে বহুযোজনসহস্র পথ অতিক্রম করিলেন। উত্তর মহাসাগরে সন্ধ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বালী পুনরায় রাবণকে গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব মহাসাগরে উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রপুত্র মহাবীর বালী তথায়ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ রাবণসমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইলেন। চতুঃসমুদ্রে ভ্রমণ, সন্ধ্যাদি উপাসনা এবং রাবণকে বহন করায় বালী শ্রান্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কিষ্কিন্ধাপুরীর নিকটবর্ত্তী উপবনে অবতরণ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজকে কক্ষ হইতে মুক্ত করিলেন এবং কিয়ৎকাল হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" পরিশ্রান্ত চঞ্চললোচন রাবণ বালীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল এবং কহিল, "হে ইন্দ্রপরাক্রম বানররাজ! আমি রাক্ষসগণের রাজা; আমার নাম রাবণ। অদ্য আমি তোমার সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছিলাম; কিন্তু কক্ষবদ্ধ হইয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছি। বলিতে কি, তোমার বল, বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সমস্তই অদ্ভুত; যেহেতু তুমি আমাকে পশুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া চতুঃসমুদ্রে ভ্রমণ করাইয়াছ। জগতে এমন বীর আর কে আছে যে, আমাকে বহন করিয়া এরূপ অশ্রান্তের ন্যায় ও এত শীঘ্র ভ্রমণ করিতে পারে? তোমার বেগ সর্ব্বাংশে মন, পবন ও পক্ষিরাজ গরুড়ের তুল্য।

হে বানরবীর! আমি তোমার বল দর্শন করিয়া অগ্নিসমক্ষে তোমার সহিত চিরবন্ধুত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষী হই-য়াছি। অদ্য অবধি আমরা আমাদিগের স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তু সকল অবিভক্ত বলিয়া মনে করিব।"

অনন্তর বানর ও রাক্ষসরাজ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন এবং পরস্পরের হস্তধারণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে, সিংহদ্বয় যেরূপ গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ কিষ্কিন্ধায় প্রবিষ্ট হইলেন। রাবণ অমাত্যগণের সহিত ঐ নগরীতে একমাস অতিবাহিত করিল। ঐ সময়ে বালী তাহাকে স্বীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের ন্যায় সমাদর করিয়াছিলেন।

হে রঘুনন্দন! এইরূপে পুরাকালে রাবণ বালীকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া অগ্নিসমক্ষে তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়াছিল। বীর! বানররাজ বালীর বলবীর্য্য অতুল; কিন্তু অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ আপনি তাঁহাকেও ভস্মীভূত করিয়াছেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত কথন।

অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে এবং অর্থ-যুক্ত বাক্যে মহর্ষি অগস্ত্যকে কহিলেন, "ভগবন্! বালী ও রাবণের বলবীর্য্য যে অপরিমেয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায় উহারা কোন অংশেই হনূমানের সমতুল্য নহে। শৌর্য্য, দক্ষতা, বল, ধৈর্য্য, প্রাজ্ঞতা, নীতিশাস্ত্রানুসারে কার্য্যসাধন, বিক্রম ও প্রভাব এই সমস্ত সদ্গুণই হনূমানে একাধারে বিদ্যমান রহিয়াছে। যৎকালে বানরসেনা অপার সাগর দর্শন করিয়া নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ হইয়াছিল, তৎকালে এই মহাবাহুই তাহাদিগকে সমাশ্বাসিত করিয়া একলম্ফে শত যোজন লঙ্ঘন করেন। ইনিই লঙ্কাপুরী ও রাবণের অন্তঃপুরে অত্যাচার করিয়া সীতাকে দর্শন এবং মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রদান করেন। হনূমান একাকীই রাবণের পুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কিঙ্কর ও সেনা-গণকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। অবশেষে ইনি আপনাকে বন্ধন হইতে বিমোচন পূর্ব্বক রাবণকে ভর্ৎসনা ও লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করেন। বলিতে কি, রণস্থলে হনূমানের যে সমস্ত কর্ম্ম শ্রুতিগোচর হয়, কি যম, কি ইন্দ্র, কি বিষ্ণু, কি কুবের, কাহারও সেরূপ শুনা যায় নাই। ইহাঁরই

বাহুবলে আমি লঙ্কা জয় করিয়াছি, সীতা ও লক্ষ্মণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং রাজ্য মিত্র ও বন্ধুগণকে লাভ করিয়াছি। যদি কপিরাজ সুগ্রীবের সখা এই হনূমান না থাকিতেন, তাহা হইলে জানকীর সংবাদ আনিতেই কোন ব্যক্তি সমর্থ হইত ? যাহা হউক ভগবন্! হনূমানের ঈদৃশ শক্তি সত্ত্বেও যে কেন এই মহাবীর সুগ্রীবের সহিত শত্রুতা উপস্থিত হইলে বালীকে লতার ন্যায় দগ্ধ করিয়া ফেলেন্ নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার বোধ হয়, তৎকালে হনূমান স্বীয় বলবীর্য্যের বিষয় অবগত ছিলেন না ;সেইজন্য প্রাণসম প্রিয় বানররাজকে তাদৃশ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়াও সহ্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভগবন্! আপনি হনূমানের এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন্।”

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে মহর্ষি তাঁহার যুক্তি-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া হনূমানের সমক্ষেই তাঁহাকে কহিলেন, “হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি হনূমান সম্বন্ধে যাহা বলিলে তাহা সমস্তই সত্য। বল, বেগ বা বুদ্ধিতে ইহাঁর সমতুল্য কেহই নাই। কিন্তু এই মহাবাহু পূর্ব্বে অব্যর্থশাপ ঋষি-গণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্যের বিষয় অনভিজ্ঞ ছিলেন। রামচন্দ্র! এই মহাবীর বাল্যকালেও যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনাতীত। এক্ষণে যদি উহাঁর সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতে তোমার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সূর্য্যের বরপ্রভাবে স্বর্ণময় সুমেরু নামে

এক পর্ব্বত আছে। ঐ প্রদেশে কেসরীনামে ইহাঁর পিতা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অঞ্জনা নামে সুপ্রসিদ্ধা প্রিয়তমা পত্নী ছিল। বায়ু ঐ অঞ্জনার গর্ব্ভে এই উৎকৃষ্ট পুত্র হনুমানকে উৎপাদন করেন। সুন্দরী অঞ্জনা এই তেজোময় অগ্নিবর্ণ পুত্রকে প্রসব করিয়া ফল আহরণার্থ কাননমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ইত্যবসরে এই বালক মাতৃবিয়োগ ও ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া শরবণস্থ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর সে জবাপুষ্পসদৃশ নবোদিত সূর্য্যদেবকে দেখিয়া ফলবোধে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। মূর্ত্তিমান বালার্কসদৃশ এই বালক সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার মানসে আকাশে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বেগে গমন করিতে লাগিল। দেব, দানব ও যক্ষগণ শিশু হনুমানের এই কার্য্য দর্শনে যার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "এই বালকের যেরূপ বেগ দেখিতেছি, বায়ু, গরুড় বা মনেরও সেরূপ নহে। শৈশবাবস্থাতেই যখন ইহার এরূপ বেগ ও বিক্রম তখন না জানি, যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলে কিরূপ হইবে।"

মহাবল শিশু পূর্ব্বের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিল। বায়ুও তুষাররাশির ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যদাহ হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে শিশু হনুমান পিতৃবল ও স্বীয় বলনিবন্ধন বহুযোজনপথ অতিক্রম করিয়া আকাশে সূর্য্যসন্নিধানে গমন করিলেন। দিবাকর উহাকে শিশু ও জ্ঞানহীন জানিয়া

এবং ইহাঁদ্বারা ভবিষ্যতে মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইবে বুঝিয়া তৎকালে আর উহাকে দগ্ধ করিলেন না।

যে দিবস হনূমান সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে লম্ফপ্রদান করিয়াছিল, সেই দিবস রাহুও তাঁহাকে গ্রাস করিতে অভিলাষ করে। চন্দ্রসূর্য্যনিপীড়ক রাহু ভাস্কর-রথোপরি সহসা হনূমান কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। সিংহিকাসুত রোষভরে ইন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হইল এবং ভ্রুভঙ্গী করিয়া দেবগণমধ্যস্থিত ইন্দ্রকে কহিল, "বাসব! তুমি চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমার খাদ্য স্থির করিয়া দিয়া এক্ষণে আবার তাহাদিগকে কিজন্য অপরকে দিয়াছ। অদ্য আমি পর্ব্বকালে সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সহসা অপর একজন রাহু আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিল।"

কাঞ্চনমাল্যধারী ইন্দ্র সহসা অপর রাহুর নাম শ্রবণ করিয়া শশব্যস্তে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং কৈলাসশিখরসদৃশ চতুর্দন্ত মদস্রাবী ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। ঐরাবতের শিরোভাগ সিন্দুরাদি রাগে সজ্জিত এবং কণ্ঠদেশে স্বর্ণঘণ্টা লম্বমান। ঘণ্টার শব্দে বোধ হইতে লাগিল যেন ঐরাবত অট্টহাস্য করিতেছে। দেবরাজ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে করিয়া যেখানে সূর্য্যদেব হনূমানের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই-খানে উপস্থিত হইলেন। তখন সিংহিকাসুত রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বেগে সূর্য্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শিশু হনূমান উহাকে দেখিতে পাইল এবং সূর্য্যকে ছাড়িয়া উহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবিত

হইল। মুখশেষ রাহু হনূমানকে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন আরম্ভ করিল এবং পরিত্রাণার্থ বারংবার কাতরস্বরে "ইন্দ্র! ইন্দ্র!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইন্দ্র রাহুর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই; আমি উহাকে এখনই বিনাশ করিতেছি।" এই বলিয়া দেবরাজ হনূমানের সম্মুখীন হইলেন। তখন ঐ অদ্ভুত শিশু ঐরাবত নয়নগোচর হওয়াতে উহাকে বৃহৎ ফল মনে করিয়া রাহুকে পরিত্যাগ করিয়া উহার অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সময়ে ঐরাবতাভিমুখ হনূমানের রূপ ও আকৃতি যার পর নাই ভীষণ হইয়া উঠিল। দেবরাজ উহাকে ঐরূপ দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং হস্তস্থিত বজ্রদ্বারা উঁহাকে প্রহার করিলেন। শিশু হনূমান সেই বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতোপরি পতিত হইল এবং তজ্জন্য ইহার বাম হনু ভগ্ন হইয়া গেল।

এইরূপে হনূমান বজ্রাঘাতে বিহ্বল হইয়া পর্ব্বতোপরি পতিত হইলে পবনদেব ইন্দ্রের প্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সমস্ত জীবগণের অনিষ্টসাধনার্থ মনস্থ করিলেন। প্রজাগণের অন্তরস্থ ও একমাত্র জীবনোপায়ভূত মারুত আপনার সঞ্চার রোধ করিয়া স্বীয় শিশুকে গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বতগুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র যেরূপ বৃষ্টি রোধ করেন, তদ্রূপ বায়ু জীবগণের ক্লেশার্থ আপনার গতি রোধ করিলে, তাঁহার কোপনিবন্ধন সকলে নিরুচ্ছাস হইয়া পড়িল। তাহাদিগের সন্ধিস্থল সকল কঠিন এবং সর্ব্বাঙ্গ কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া উঠিল। জগতে বেদাধ্যয়ন

এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডসমূহ লোপপ্রাপ্ত হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন বায়ুর কোপে বিশ্বসংসার নরকস্থ হইয়াছে। অনন্তর দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ যার পর নাই কাতর হইয়া পরিত্রাণাশায় পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। তৎকালে মূত্রাদির রোধ-বশত উহাঁরা সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইয়াছেন। উহাঁরা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহি-লেন, "ভগবন্! আপনি চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বায়ুকে সকলের জীবনোপায়স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেই বায়ু আমাদিগের প্রাণের ঈশ্বর হইয়াও এক্ষণে কিজন্য অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীগণের ন্যায় অকারণ নির্জ্জনে থাকিয়া আমা-দিগকে ক্লেশ দিতেছেন? দেব! তজ্জন্যই আমরা অদ্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে প্রজানাথ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের দুঃখ দূর করুন্।"

প্রজাপতি প্রজাগণের এই নিবেদন শ্রবণ করিয়া কহি-লেন, "দেবগণ! বায়ু অকারণ ক্রুদ্ধ হয়েন নাই। আমি তাঁহার ক্রোধ ও গতিরোধের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্য দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে পবনদেবের পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন। শরীরবিহীন বায়ু সর্ব্বজীবের শরীর-মধ্যে সঞ্চরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। ইহাঁর অভাবে শরীর কাষ্ঠসদৃশ হইয়া উঠে। বায়ু সর্ব্ব-জীবের প্রাণ ও সুখের নিদান; বায়ুই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। বায়ুবিহীন জগতে বিন্দুমাত্রও সুখ নাই। দেখ, অদ্যই বায়ুপরিত্যক্ত জগতের আয়ুশেষ

হইয়াছে। অদ্যই প্রাণিগণ নিরুচ্ছাস হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। অতএব চল, যে স্থানে আমাদিগের কষ্টদাতা বায়ু অবস্থিতি করিতেছেন আমরা তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করি এবং এই সর্ব্বনাশকর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।” এই বলিয়া প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ ও গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণে পরিবৃত হইয়া যে স্থানে বায়ু দেবরাজের বজ্রাঘাতে মৃত পুত্রকে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সকলেই পবনদেবের ক্রোড়স্থিত আদিত্য, অগ্নি ও কাঞ্চনপ্রভ তদীয় মৃতপুত্রকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ।

হনুমানের পুনর্জীবন লাভ এবং দেবগণকর্তৃক তাঁহাকে বরপ্রদান।

পুত্রশোককাতর বায়ু পিতামহকে উপস্থিত দেখিয়া মৃত শিশুকে গ্রহণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং ত্রিমূর্ত্তি ধাতার চরণতলে নিপতিত হইলেন। প্রণামকালে তাঁহার কর্ণের কুণ্ডল এবং মস্তকস্থিত মাল্য আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং গাত্রের স্বর্ণালঙ্কারসমূহ যার পর নাই উজ্জ্বল

বোধ হইল। বেদবিৎ পিতামহ সস্নেহে পবনদেবকে উত্থিত করিয়া আভরণশোভী হস্তদ্বারা ঐ শিশুকে স্পর্শ করিলেন। শুষ্ক শস্য যেরূপ জলসিক্ত হইবামাত্র সজীব হইয়া উঠে, তদ্রূপ ঐ শিশু পদ্মযোনির হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট হইবামাত্র পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে গন্ধবহ যার পর নাই আনন্দিত হইয়া পুনরায় প্রাণিগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ শীতবাতের অপগমে পদ্মিনী যার পর নাই প্রফুল্লিত হয়, তদ্রূপ প্রাণিগণ বায়ুসংরোধের অপগমে অত্যন্ত প্রমুদিত হইল।

অনন্তর ত্রিযুগ্ম (১) ত্রিমূর্ত্তি ও ত্রিধামা (২) ব্রহ্মা মারুতের প্রিয়কামনায় ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর ও ধনেশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা সমস্ত বিষয় বিদিত থাকিলেও তোমাদিগের পক্ষে যাহা হিতকর তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কালে এই শিশু দ্বারা তোমাদিগের অভীষ্ট কার্য্য সাধিত হইবে। অতএব মারুতের সন্তোষার্থ তোমরা সকলে ইহাকে বরপ্রদান কর।" পিতামহ এইরূপ বলিলে দেবরাজ স্বীয় কাঞ্চনপদ্মময়ী মালা হনূমানকে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার অস্ত্রে এই শিশুর বাম হনু ভগ্ন হইয়াছে, অতএব এই কপিশ্রেষ্ঠ জগতে হনূমান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমি উহাকে আরও এই উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিতেছি যে, অদ্যাবধি এই শিশু আমার বজ্রের অবধ্য হইল।" অনন্তর

(১) যশ ও বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও শ্রী, এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন যুগ্ম।
(২) স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল এই তিন লোকে যাঁহার স্থান।

তিমিরবিধ্বংসী ভগবান মার্ত্তণ্ড কহিলেন, "আমি ইহাকে আমার তেজোরাশির শতাংশ প্রদান করিলাম। আরও যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের সামর্থ্য হইবে, তখন আমি ইহাকে শাস্ত্রজ্ঞান প্রদান করিব। তদ্দ্বারা এই কপিশার্দ্দূল বাগ্মী হইতে পারিবে।" বরুণ এই বরপ্রদান করিলেন যে, "অযুতবর্ষেও আমার পাশ বা উদকে এই বালকের মৃত্যু হইবে না।" অনন্তর যম হনূমানকে স্বীয় দণ্ডের অবধ্যত্ব ও নীরোগত্ব বরপ্রদান করিয়া কহিলেন, "এই শিশু সংগ্রামে কখন বিষণ্ণ হইবে না।" একাক্ষিপিঙ্গল ধনেশ্বর কুবের কহিলেন, "আমার গদা কদাচ ইহাকে যুদ্ধে বিনাশ করিতে পারিবে না।" দেবদেব শঙ্কর এই উৎকৃষ্ট বরপ্রদান করিলেন যে, "এই বালক আমার ও আমার আয়ুধগণের অবধ্য হইল।" বিশ্বকর্ম্মা হনূমানকে নিতান্ত শিশু দেখিয়া কহিলেন, "জগতে আমার নির্ম্মিত যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আছে এই বালক তৎসমুদয়ের অবধ্য হইয়া চিরজীবি হইয়া থাকিবে।" অবশেষে জগদ্গুরু ব্রহ্মা ঐ শিশুকে দীর্ঘ আয়ু ও ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্যত্ব প্রদান করিলেন এবং উহাকে দেবগণের বরে অলঙ্কৃত দেখিয়া মারুতকে সম্বোধন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, "বৎস! তোমার এই পুত্র শত্রুগণের ভয়প্রদ, মিত্রগণের অভয়প্রদ এবং সমরে অজেয় হইবে। এই বালক কামরূপী, কামচারী, কামগ, অব্যাহতগতি ও যশস্বী হইবে এবং দুরাত্মা রাবণের বিনাশার্থ রামচন্দ্রের প্রীতিকর লোমহর্ষণ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে।" পিতামহ ব্রহ্মা বায়ুকে এইরূপ বলিয়া এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া

দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গন্ধবহ বায়ুও পুত্রকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং অঞ্জনাকে উহার বরপ্রাপ্তির কথা বলিয়া তাহার হস্তে উহাকে অর্পণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

কালক্রমে এই বরদানগর্ব্বিত বানরবীর নিজ বেগবলে অর্ণবের ন্যায় শীঘ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং শান্তশীল মহর্ষি-গণের প্রতি যারপরনাই দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। হনূমানের অন্তঃকরণে কোন ভয় ছিল না। এই বীর ঋষিদিগের স্রুকভাণ্ড ভগ্ন, অগ্নিহোত্রের উপকরণ বিনষ্ট এবং বল্কলসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিত। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য এই অঞ্জনানন্দন এইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহারা ইহার বরলাভের বিষয় অবগত ছিলেন। হনূমান কেসরী ও পবনদেবকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াও লোকের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভৃগু ও অঙ্গিরস বংশজ ঋষিগণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, "হে বানর! যেহেতু তুমি প্রভূত বল প্রাপ্ত হইয়া আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতেছ, সেই জন্য তুমি আমাদিগের শাপে মোহিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেই বলবীর্য্যের কথা বিস্মৃত থাকিবে। যখন কেহ তোমাকে তোমার পূর্ব্বকীর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, তখন আবার তোমার বল বৃদ্ধি পাইবে।" হে রঘুনন্দন! এই-রূপে ঋষিগণের বচনপ্রভাবে তেজোহীন হইয়া হনূমান মৃদুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল।

বালী ও সুগ্রীবের পিতা সাক্ষাৎ ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী ঋক্ষরজস নামে এক বানরবীর সমগ্র বানরগণের রাজা ছিলেন। তিনি বহুকাল রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার মন্ত্রিগণ যুবরাজ বালীকে তাঁহার পিতার পদে নিযুক্ত করিয়া সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন। বায়ু ও অগ্নির ন্যায় সুগ্রীবের সহিত হনূমানের বাল্যকাল হইতে অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল। হে রঘুনন্দন! যৎকালে বালী ও সুগ্রীব এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শত্রুতা উপস্থিত হয়, তৎকালে এই মহাবীর হনূমান শাপপ্রভাবে স্বীয় বলবীর্য্যের বিষয় বিস্মৃত ছিলেন। বিবাসিত সুগ্রীবও এই ঘটনার কিছুই জানিতেন না। এইরূপে কপিসত্তম হনূমান ঋষিগণের শাপে হতবল হইয়া কুঞ্জররুদ্ধ সিংহের ন্যায় সুগ্রীবের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র! পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মাধুর্য্য, নীতিসঙ্গত বিষয়ে প্রবৃত্তি, নীতিবিরুদ্ধ বিষয়ে নিবৃত্তি, গাম্ভীর্য্য, চাতুর্য্য, বীর্য্য ও ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্গুণে হনূমানের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। এই মহাত্মা সূর্য্যের নিকট ব্যাকরণাদি গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিবার মানসে মহৎ গ্রন্থসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত উদয়াচল হইতে অস্তাচলে গমন করিতেন। ইনি সূত্র, বৃত্তি ও মহাভাষ্য সহিত অস্টাধ্যায় লক্ষণবিশিষ্ট গ্রন্থ, ব্যাড়িকৃত সংগ্রহ এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্ব ও উত্তরমীমাংসা প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেও ইহাঁর সমতুল্য কেহই নাই। অধিক কি, সমস্ত বিদ্যা ও তপো-

নুষ্ঠানে ইনি সুরগণের গুরু বলিয়াও স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। পৃথিবী প্লাবনেচ্ছু সমুদ্র, লোকদহনেচ্ছু অগ্নি এবং প্রলয়-কালীন কৃতান্তের ন্যায় সমরে ইহাঁর সম্মুখে কে অবস্থিতি করিতে পারে? হে রামচন্দ্র! এই মহাবীর হনূমান ও সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল ও শরভ প্রভৃতি কপিবীরগণকে দেবতারা তোমারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, জ্যোতিমুখ, নল প্রভৃতি ঋক্ষগণকেও তোমার কার্য্যার্থেই সৃষ্টি করিয়াছেন। বীর! তুমি আমাকে হনূমানের বৃত্তান্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি তাহা সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম।

রাম লক্ষ্মণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ মহর্ষি অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ মহর্ষি পুনরায় কহিলেন, "রামচন্দ্র! তুমি আমার নিকট এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিলে। আমরাও তোমাকে দেখিয়া এবং তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। এক্ষণে আমরা স্বস্থানে গমন করি।" উগ্রতেজা মহর্ষি অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! অদ্য আপনাদিগের দর্শনজনিত পুণ্যফলে দেবগণ এবং পিতৃ-পিতামহগণ সবান্ধবে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে আমার একটি নিবেদন আছে; অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে সেই কার্য্যটি করিতে হইবে। আমি পৌর ও জানপদবর্গকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাদিগের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার মনস্থ করিয়াছি। আপনা-

দিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞে সদস্য হইতে হইবে। আপনারা মহাবীর্য্য এবং তপোবলে আপনাদিগের পাপরাশি বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনাদিগের প্রসাদে পিতৃগণের অনুগৃহীত ও সুখী হইব। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান কালে আপনাদের সকলকেই আগমন করিতে হইবে।”

রামচন্দ্রের এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যপ্রমুখ তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ “তাহাই হইবে” এই কথা বলিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্রও বিস্মিত হইয়া যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলে তিনি নৃপতিবর্গ ও বানরগণকে বিদায় দিয়া সান্ধ্য উপাসনা করিলেন এবং রজনী উপস্থিত হইলে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট বন্দিগণের স্তব।

পৌরগণের আনন্দদায়িনী মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই প্রথম অভিষেকরজনী অতিবাহিত হইলে প্রভাতে নূতন রাজাকে জাগরিত করিবার জন্য সৌম্যাকৃতি বন্দিগণ রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা সকলেই

সঙ্গীতশাস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং তাহাদের কণ্ঠস্বর কিন্নরগণের ন্যায় যার পর নাই মধুর। তাহারা হর্ষভরে যথাবিধি নৃপতির স্তব করিতে করিতে কহিল, "হে কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন! হে সৌম্য! আপনি জাগরিত হউন্; যেহেতু আপনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে সমগ্র জগৎ ধর্ম্মহীন হইয়া থাকে। হে রাজন্! আপনি বিক্রমে বিষ্ণু,রূপে আশ্বিনেয়,বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, প্রজাপালনে প্রজাপতি, ক্ষমায় পৃথিবী, তেজে ভাস্কর, বেগে বায়ু এবং গাম্ভীর্য্যে উদধির তুল্য। আপনি স্থানুর ন্যায় অচল এবং চন্দ্রের ন্যায় সৌম্য। হে রাজন্! আপনার ন্যায় নরপতি পূর্ব্বে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। আপনি যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর। কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী আপনাকে কখন পরিত্যাগ করে না। ধর্ম্ম ও শ্রী নিরন্তর আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত।" এইরূপে বন্দিগণ রামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাদিগের সেই স্তব শ্রবণে জাগরিত হইলেন এবং নারায়ণ যেরূপ নাগশয়ন হইতে উত্থিত হয়েন, তদ্রূপ শুভ্র আস্তরণাচ্ছাদিত দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে উত্থিত দেখিবামাত্র শত সহস্র পুরুষ সলিলাদি পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি উদক কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শুচি হইয়া যথাকালে অগ্নি-দেবের হোম করিলেন। পরে তিনি ইক্ষ্বাকুকুলসেবিত দেবগৃহে গমন পূর্ব্বক যথাবিধি দেব, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণ-গণকে অর্চ্চনা করিলেন এবং জনগণে পরিবৃত হইয়া

বাহ্যকক্ষান্তরে গমন করিলেন। তথায় মহাত্মা মন্ত্রিগণ অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত বশিষ্ঠপ্রমুখ পুরোহিতগণের সহিত রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর যেমন দেবরাজ শক্রের চতুঃপার্শ্বে অমরগণ উপবিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ নানাজনপদেশ্বর ক্ষত্রিয় রাজগণ তাঁহার চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। বেদত্রয় যেমন অধ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকে, তদ্রূপ মহাযশা ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হর্ষভরে অগ্রজ রামচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মুদিতনামক কিঙ্করগণ হর্ষোৎফুল্ল আননে কৃতাঞ্জলিপুটে পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। গুহ্যকগণ যেমন মহাত্মা কুবেরের সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর্য্য কামরূপী সুগ্রীব প্রভৃতি বিংশতি বানর এবং রাক্ষসচতুষ্টয় পরিবেষ্টিত রাক্ষসরাজ বিভীষণ রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বেদাধ্যয়নবৃদ্ধ বিচক্ষণ কুলীন মানবগণও বন্দনীয় রাজার নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র শ্রীমান মহর্ষিগণ, নৃপতিগণ এবং মহাবীর্য্য বানর ও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া ঋষিগণপরিবৃত দেবেন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ সভায় নানারূপ ধর্ম্মবিষয়ক মধুর পৌরাণিক কথা কহিতে লাগিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। (১)

বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তি কথন।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র নানাবিধ কথা শ্রবণানন্তর মহর্ষি অগস্ত্যকে কহিলেন, "ভগবন্! বালী ও সুগ্রীবের পিতা যে ঋক্ষরজা তাহা আমরা জানি; কিন্তু উহাঁদিগের জননী কে? কিরূপেই বা উহাঁদিগের উৎপত্তি হইল? এবং নামই বা কেন ঐরূপ হইল? এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন্। আমাদের জানিবার জন্য বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে মহর্ষি অগস্ত্য কহিতে লাগিলেনঃ—রাম! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এই কথা যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তাহা পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ দেবর্ষি একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমার নিকটে আসিলে আমি যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলাম; অনন্তর তিনি সুখাসীন হইলে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ধর্ম্মাত্মা দেবর্ষি আমার ঐ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহর্ষে! আমি সমস্তই কহিতেছি, শ্রবণ করুন্। স্বর্ণময় সর্ব্বদেবসেবিত শ্রীমান পর্ব্বতরাজ সুমেরুর মধ্যমশৃঙ্গে শতযোজন-

(১) এইটি এবং ইহার পরবর্ত্তী চারিটী সর্গ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। অগস্ত্য ইতিপূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে পুনরায় তাঁহার উক্তি অসঙ্গত। অনেক টীকাকারও এই কয়েকটী সর্গ ব্যাখ্যা করেন নাই।

বিস্তৃত অতি রমণীয় ব্রহ্মার এক সভা আছে। পদ্মযোনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা নিরন্তর তথায় অবস্থান করেন। একদা তথায় যোগ অভ্যাসকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুকণা নির্গত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা উহা হস্তদ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র ঐ অশ্রুকণা বানররূপ ধারণ করিল। হে রঘুনন্দন! এইরূপে ঐ বানর উৎপন্ন হইলে ধাতা তাহাকে প্রিয়বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! এই বিস্তীর্ণ পর্ব্বত দেখিতেছ; সুরগণ সর্ব্বদা ইহাতে বাস করিয়া থাকেন। তুমি এইস্থানে বহুবিধ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া নিয়ত আমার নিকটে থাক। এখানে কিছুকাল বাস করিলে অবশেষে তোমার মঙ্গল হইবে।'

বানর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক ঐ আদিদেব জগৎপতিকে কহিলেন, 'দেব! আমি আপনার শাসনাধীন; যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, সেইরূপই করিব।' এই বলিয়া ঐ বানর হৃষ্টমনে ফল, পুষ্প ও পাদপবহুল অরণ্যে গমন করিল এবং উৎকৃষ্ট মধু ও বিবিধ ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে প্রতিদিন উৎকৃষ্ট ফল ও পুষ্প লইয়া সায়ংকালে ব্রহ্মার নিকটে আগমন করিত এবং ঐ সমস্ত তাঁহার পদতলে উপহার দিত। এইরূপে পর্ব্বতোপরি পর্য্যটন করিয়া তাহার বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর একদা সে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সুমেরুর উত্তরশৃঙ্গে গমন করিল। তথায় নানাবিহগসেবিত স্বচ্ছতোয় এক রমণীয় সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বানরবীর ঐ সরোবরের তীরে

দণ্ডায়মান হইয়া গ্রীবাভঙ্গী করিতেছে, এমত সময়ে জলমধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। তদ্দৃষ্টে সে মনে মনে ভাবিল,'আমার কোন প্রবল শত্রু জলমধ্যে বাস করিতেছে। দুরাত্মার মুখভাব দেখিয়া বোধ হয় আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে। অতএব উহাকে শাস্তি দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।' এই বলিয়া বানরবীর স্বজাতিসুলভ চপলতানিবন্ধন হ্রদমধ্যে লম্ফপ্রদান করিল। কিন্তু যেমন সে পুনরায় হ্রদ হইতে উত্থিত হইল, অমনি সহসা স্ত্রীরূপ ধারণ করিল। তখন সেই অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না বিশালজঘনা সুভ্রূ কুঞ্চিতনীলকেশা সস্মিতবদনা পীনোন্নতপয়োধরা সুন্দরী সুললিত লতাযষ্টির ন্যায় হ্রদতীরে শোভা পাইতে লাগিল। ঐ ত্রৈলোক্যমনোহারিণী রমণী নির্ম্মলা চন্দ্রজ্যোৎস্নার ন্যায় সকলের চিত্ত উন্মত্ত করিয়া তুলিল। ঐ বরাঙ্গনার রূপ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বা উমার ন্যায়; সে হ্রদতীরে অবস্থিতি করিয়া দশদিক আলোকিত করিয়া তুলিল।

ঐ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহ ব্রহ্মার চরণবন্দনা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। ইত্যবসরে আদিত্যও চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া যেস্থানে ঐ সুমধ্যমা ছিল তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে এককালে ঐ সুরসুন্দরীকে দর্শন করিয়া কন্দর্পের বশীভূত হইলেন। সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজিত হইল এবং তাঁহারা ধৈর্য্য হারাইলেন। অনন্তর ইন্দ্র ঐ রমণীকে না পাইয়া উহার মস্তকে বীর্য্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক শান্ত হইলেন। মহাত্মা বাসবের অমোঘ বীর্য্যে বানরপতি সমুৎপন্ন হইল।

বীজ বাল অর্থাৎ কেশমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম বালী হইল। এদিকে সূর্য্যও কন্দর্পশরে যার পর নাই পীড়িত হইয়াছিলেন; তিনি ঐ সুন্দরীকে কিছুই না বলিয়া উহার গ্রীবাদেশে বীজ নিক্ষেপ পূর্ব্বক শান্ত হইলেন। ঐ বীজ হইতেও এক বানরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং উহা গ্রীবায় পতিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ বানরের নাম সুগ্রীব হইল। এইরূপে ইন্দ্র ও আদিত্য এই দুই মহাবল বানরেন্দ্রদ্বয়কে উৎপাদন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ স্বীয় পুত্র বালীকে অক্ষয় কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। আদিত্যও পুত্রের কার্য্যার্থ পবনাত্মজ হনূমানকে নিরূপিত করিয়া আকাশে গমন করিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত এবং দিবাকর গগনে উদিত হইলে ঋক্ষরজা পুনরায় স্বীয় বানরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। সে বানর হইয়া পিঙ্গলবর্ণ কামরূপী মহাবল পুত্রদ্বয়কে অমৃততুল্য মধু পান করাইল এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইল। পিতামহ সপুত্র ঋক্ষরাজকে দর্শন করিয়া তাহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা দিলেন। অনন্তর তিনি দেবদূতকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, 'দূত। তুমি সত্বর কিষ্কিন্ধানামে রমণীয় বিশাল পুরীমধ্যে গমন কর। তথায় বহুসংখ্যক বানরযূথ নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। ঐ পুরী আমার আদেশে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, নানারত্নসমাকীর্ণ, পবিত্র, পণ্যবহুল, শত্রুর অগম্য এবং চতুর্ব্বর্ণের বাসস্থান। তথায় তুমি এই সপুত্র ঋক্ষরাজকে লইয়া গিয়া যূথপতি এবং অন্যান্য বানরগণকে আহ্বানপূর্ব্বক

সকলের সমক্ষে ইহাকে রাজাসনে অভিষেক করিও। তাহারা দর্শনমাত্র এই ধীমানের বশবর্ত্তী হইবে।' ব্রহ্মা এইরূপে আদেশ করিলে বায়ুগতি দেবদূত সপুত্র ঋক্ষরজাকে অগ্রে করিয়া সত্বর কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইল এবং যথাবিধি তাহার অভিষেক ও অর্চ্চনা করিয়া তাহাকে রাজপদে স্থাপিত করিল। তখন শ্রীমান ঋক্ষরজা অভিষিক্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া মস্তকে মুকুটধারণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপস্থ বানরগণের উপরি আধিপত্য করিতে লাগিল।" হে রামচন্দ্র! ঋক্ষ-রজাই বালী ও সুগ্রীবের পিতা ও মাতা উভয়ই। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। যে ধীমান ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করান বা যিনি শ্রবণ করেন তাঁহার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং তাঁহার মনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বীর! এই আমি তোমার নিকটে বানর ও রাক্ষস-গণের উৎপত্তির বিষয় সবিস্তরে ও যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিলাম।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র ও রাবণের বিরোধকারণ কথন।

মহাবীর রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত এই দিব্য পৌরাণিকী কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যকে কহিলেন, "ভগবন্! অদ্য আপনার প্রসাদে এই পবিত্র মহৎ কথা শ্রবণ করিলাম। বলিতে কি, এই কথা যার পর নাই কৌতুককর। কি আশ্চর্য্য! ইন্দ্র ও আদিত্য ইহাঁরাই বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!" রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, "মহাবাহো! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই যথার্থ; পুরাকালে ইহা এইরূপ ঘটিয়াছিল। এক্ষণে অপর এক দিব্য সনাতন কথা শ্রবণ কর। যে কারণে দুরাত্মা রাবণ বৈদেহীকে অপহরণ করিয়াছিল, আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শুনঃ—

পূর্ব্বে সত্যযুগে একদা রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজাপতিপুত্র সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর সত্যবাদী মহর্ষি সনৎকুমারকে অবনতমস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবন্! দেবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলবান কে? কাহাকেই বা আশ্রয় করিয়া তাহারা সমরে শত্রুজয় করিয়া থাকে? ব্রাহ্মণগণ কাহার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন? যোগিগণই বা কাহার ধ্যানে নিয়ত নিমগ্ন থাকেন?

হে তপোধন! আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।" রাবণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্যানদৃষ্টি মহাযশা মহর্ষি সনৎকুমার তাহার হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্নেহভরে কহিলেন, "বৎস! শ্রবণ কর। যিনি সমস্ত জগতের পাতা, যাহাঁর উৎপত্তির বিষয় আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি, যাহাঁর সম্মুখে সুরাসুর সকলেই নত হয়েন, যাহাঁর নাভিদেশ হইতে জগদ্গুরু ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা; সেই নারায়ণ প্রভু হরির উদ্দেশেই দ্বিজগণ যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং দেবগণ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে অমৃতপান করিয়া থাকেন। যোগিগণ বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহারই ধ্যানে নিয়ত নিমগ্ন থাকেন। দেবগণ তাঁহারই সাহায্যে দৈত্য, দানব এবং অন্যান্য দেবশত্রুদিগকে সমরে পরাজয় করেন। সকলে সর্ব্বদা তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে।" রাক্ষসাধিপতি রাবণ মুনিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় কহিল, "ভগবন্! দৈত্য দানবাদি দেবশত্রুগণ সমরে নিহত হইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়? বিশেষত যাহারা স্বয়ং ভগবান হরির হস্তে বিনষ্ট হয়, তাহাদেরই বা কি গতি হইয়া থাকে?" মহামুনি প্রজাপতিপুত্র সনৎকুমার রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! যাহারা দেবগণকর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করে। তবে তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফল বশত স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় জন্ম ও মৃত্যুর

বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু দশানন! যাহারা স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রধারী জনার্দ্দনের হস্তে নিহত হয়, তাহারা সকলে তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ তাঁহার ক্রোধও বরের তুল্য।"

নিশাচর রাবণ সনৎকুমারের মুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং "কিরূপে নারায়ণ হরির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব" এই চিন্তা করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ ও সনৎকুমারের কথোপকথন।

দুরাত্মা দশানন এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে মহামুনি সনৎকুমার তাহাকে পুনরায় কহিলেন, "দশানন! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। তোমার মনের যাহা অভিলাষ তাহা মহাযুদ্ধে সিদ্ধ হইবে। কিছুকাল অপেক্ষা কর।" মহাবাহু রাবণ ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, "ভগবন্! নারায়ণের কিরূপ লক্ষণ, তাহা আমাকে সবিশেষ বলুন।" তচ্ছ্রবণে মহর্ষি সনৎকুমার কহিলেন, "রাক্ষসবীর! আমি তোমাকে সমস্তই কহিতেছি শ্রবণ কর।

ভগবান হরি সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ও নিত্য। তিনি এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কি মর্ত্ত্য, কি স্বর্গ, কি পাতাল, কি পর্ব্বত, কি বন, কি নদী, কি নগরী, কি অন্যান্য স্থাবর পদার্থ, তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। তিনিই ওঙ্কার, তিনিই সত্য, তিনিই সাবিত্রী, তিনিই পৃথিবী এবং তিনিই ধরণীধর অনন্তদেব বলিয়া জগতে বিখ্যাত। তিনিই দিবারাত্রি, উভয় সন্ধ্যা, দিবাকর, যম, চন্দ্র, কাল, অনিল, অনল, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ও সলিল। তিনিই এই লোকত্রয়কে প্রকাশ করেন এবং তিনিই ইহাঁ-দিগকে সৃজন পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। হে দশানন! এজগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সমস্তই সেই ভবনাশক অব্যয় লোকনাথ পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর ক্রীড়া। বৎস! তোমাকে আর অধিক কি বলিব; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন। তাঁহার বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম এবং পরিধেয় বসন পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় অরুণবর্ণ; দেখিলেই তড়িজ্জড়িত প্রাবৃট্কালীন নীলমেঘের ন্যায় বোধ হয়। তাঁহার শরীর সুন্দর, নয়নযুগল পদ্মসদৃশ এবং বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। তিনি শশাঙ্কলাঞ্ছন। মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী নিরন্তর তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছে। কি সুর, কি অসুর, কি পন্নগ, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান্ না। তিনি যাহাঁকে অনুগ্রহ করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হন্। কি যজ্ঞফল, কি দান, কি তপোনুষ্ঠান, ইহার কিছুতেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না।

তবে যিনি তাঁহার ভক্ত, তদ্গতপ্রাণ, তদ্গতচিত্ত ও তৎ-পরায়ণ কেবল তিনিই জ্ঞানানলে নিজ পাপরাশি ভস্মীভূত করিয়া ভগবানকে দেখিতে সমর্থ হয়েন। রাক্ষসরাজ! যদি তোমার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি সমস্তই কহিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগ অতীত হইলে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নারায়ণ দেব ও মনুষ্যগণের হিতার্থ নৃপবিগ্রহ ধারণ করিবেন। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের পুত্র হইবেন। তিনি মহাতেজা, ধীমান, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাবাহু ও মহাসত্ব এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীর সমতুল্য হইবেন। সমরে শত্রুগণ প্রচণ্ড আদিত্যের ন্যায় তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই নররূপধারী নারায়ণ রামনামে বিখ্যাত হইবেন। মহামনা ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র পিতার আদেশে ভ্রাতার সহিত দণ্ডক ও অন্যান্য বিবিধ বনে ভ্রমণ করিবেন। তাঁহার পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী বসুধাতল হইতে উত্থিত হইয়া জনকদুহিতা সীতা নামে বিখ্যাত হইবেন। তিনি রূপে অনুপমা, সুলক্ষণা, গুণভূষিতা এবং আচার ও শীলসম্পন্না হইবেন এবং জ্যোৎস্না যেরূপ চন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ সতত ছায়ার ন্যায় রামচন্দ্রের অনুগমন করিবেন। ঐ সাধ্বী ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায় হইয়া স্বীয় পাতিব্রত্যতেজে সূর্য্যের রশ্মি বা অদ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবেন। রাবণ! এই আমি নিত্য অব্যয় দেবদেব নারায়ণের সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।”

হে রাঘব! মহাবল রাক্ষসরাজ মহর্ষি সনৎকুমারের

মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তোমার সহিত বিরোধ করিতে অভিলাষী হইল এবং ঐ কথা পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং হর্ষ-বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "হে জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! আপনি পুনরায় আমার নিকট অন্যান্য পুরাতন কথা কীর্ত্তন করুন্।"

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

কথা শেষ।

অনন্তর মহাতেজা ও মহাযশা মহর্ষি কুম্ভযোনি প্রণত রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! এক্ষণে কথার শেষভাগ শ্রবণ কর।" এই বলিয়া প্রীতাত্মা মহর্ষি উক্ত শেষ বৃত্তান্ত যেরূপ ঘটিয়াছিল এবং যেরূপে আখ্যাত ও শ্রুত হইয়াছিল তাহা যথাযথ কহিতে লাগিলেনঃ—

মহামতে! দুরাত্মা রাবণ আপনার সহিত বিরোধ করিবার অভিলাষেই জনকদুহিতাকে হরণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে মহাযশা নারদ সুমেরুপর্ব্বতে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষি-

গণের নিকট হৃষ্টমনে এই কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজন্! তুমিও এক্ষণে ঐ পাপনাশিনী কথা আমার নিকটে শ্রবণ করিলে। দেবতা ও মহর্ষিগণ নারদের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লনেত্রে কহিয়াছিলেন, "যিনি এই কথা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করাইবেন বা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন তিনি ইহলোকে পুত্রপৌত্রবান এবং স্বর্গলোকেও সকলের পূজনীয় হইবেন।"

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণের শ্বেতদ্বীপে গমন ও তথায় পরাজয়।

হে রঘুনন্দন! দুরাত্মা রাবণ মহাবীর ও মহাবল নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে লাগিল। বলদর্পিত রাক্ষসরাজ দৈত্য, দানব বা রাক্ষসের মধ্যে যাহার বলাধিক্যের কথা শ্রবণ করিত, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিত। একদা সে এইরূপ পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিতে পাইল, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোক হইতে নিবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন। দশানন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া

হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে মহাভাগ! আপনি ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া এই সমগ্র জগৎ বহুবার দর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বলিতে পারেন, কোন্ স্থানের মানবগণ অধিকতর বলবান। আমার ইচ্ছা, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধসুখ অনুভব করিব।" দশানন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! ক্ষীরোদসমুদ্রের সমীপে একটী বৃহৎ শ্বেতদ্বীপ আছে। আমি তথায় চন্দ্রসঙ্কাশ মহাবল মহাকায় ও মহাবীর্য্য মানবগণকে দেখিয়াছি। উহাদের আকার বৃহৎ এবং বাহু পরিঘের ন্যায় দীর্ঘ। উহারা ধৈর্য্যসম্পন্ন এবং উহাদের কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর। অধিক কি, তুমি যেরূপ প্রতিযোদ্ধা অভিলাষ করিতেছ শ্বেতদ্বীপস্থ মনুষ্যগণ সর্ব্বাংশে সেইরূপই।"

রাবণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিল, "দেব! ঐ সকল মানব কিরূপে এতাদৃশ বলবীর্য্য লাভ করিল এবং কিজন্যই বা উহাদের শ্বেতদ্বীপে বসতি হইল? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন। ভগবন্! আপনার কিছুই অবিদিত নাই। যেহেতু আপনি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় সমগ্র জগৎ সতত দর্শন করিতেছেন।"

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষসরাজ! পূর্ব্বোক্ত শ্বেতদ্বীপস্থ মানবগণ অনন্যমনে নিয়ত ভগবান নারায়ণের আরাধনা করিয়া থাকে। তাহাদের মন ও প্রাণ সততই তদ্গত। ফলত

নারায়ণ ভিন্ন উহাদিগের আর অন্য কোন চিন্তা নাই। তাঁহারই প্রসাদে উহারা বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া শ্বেতদ্বীপে বসতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৎস! নারায়ণের মহিমার কথা তোমাকে আর কি বলিব। সেই চক্রধারী লোকনাথ শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ করিয়া যাহাঁদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করেন, তাঁহারা যেরূপ অক্ষয় স্বর্গবাস প্রাপ্ত হয়েন, কি যজ্ঞ, কি তপ, কি দান, কিছুতেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

দশানন দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইল এবং "কিরূপে নারায়ণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইব" বহুক্ষণ এই কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর সে উক্ত মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবল রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া সুগভীর সিংহনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে যাত্রা করিল। এদিকে কেলিকর ও কলহপ্রিয় নারদও কৌতূহলী হইয়া আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিবার মানসে উহার পশ্চাতে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর মহাযশা রাবণ দেবগণেরও সুদুর্লভ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলে তাহার দিব্য বিমান পুষ্পক ঐ দ্বীপের তেজে ও বায়ুবেগে আহত হইয়া বাতাহত মেঘের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। তাহার সচিব এবং অন্যান্য রাক্ষসগণও ঐ দুর্দ্দর্শ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া যার পর নাই ভীত হইল এবং কাতরভাবে রাক্ষসরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "রাজন্! আমরা এখানে আসিয়া অবধি ভীত, সংজ্ঞাহীন ও বিচেতন হইয়া পড়িতেছি।

যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, আমরা এখানে তিষ্ঠিতেও পারিতেছি না।” এই কথা বলিয়া ঐ সমস্ত রাক্ষস পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন রাবণ হেমভূষিত পুষ্পকরথ এবং রাক্ষসগণকে বিদায় দিয়া ভীষণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক একাকীই শ্বেতদ্বীপমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশকালে তথাকার নারীগণ রাবণকে দেখিতে পাইল। উহাদের মধ্যে একজন ঈষৎ হাস্য করিয়া রাবণকে করে ধারণ পূর্ব্বক কহিল, “তুমি কিজন্য এখানে আসিলে ? তুমি কে ? কাহার পুত্র? কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে?” সুন্দরী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে রাবণ যার পর নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, “আমি বিশ্রবার পুত্র, জাতিতে রাক্ষস ; আমার নাম রাবণ। আমি যুদ্ধার্থ এখানে আগমন করিয়াছি ; কিন্তু প্রতিযোদ্ধা কাহাকেও দেখিতেছি না।” দুরাত্মা রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবতীগণ খল খল শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল।

তখন উহাদের মধ্যে একজন ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে বালকের ন্যায় দশাননের কটিদেশে ধারণ পূর্ব্বক ঘুরাইতে লাগিল এবং এক সখীকে আহ্বান করিয়া কহিল, “সখি! দেখ, দেখ, দশমুখ বিংশতিভুজ কৃষ্ণবর্ণ কেমন একটী কীট ধরিয়াছি।” অনন্তর রাবণ একজনের হস্ত হইতে অপর হস্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনবরত ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। মহাবল রাক্ষসবীর এইরূপে ঘূর্ণমান হইয়া ক্রোধভরে এক রমণীর হস্ত দংশন করিয়া দিল। তখন সে কীটের ন্যায় রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দংশনজ্বালায় হাত নাড়িতে

লাগিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অপর একজন রমণী রাক্ষসরাজকে গ্রহণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। রাবণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারও শরীর নখদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। তখন সেই যুবতী বেগে রাক্ষসরাজকে দূরে নিক্ষেপ করিল। ভীত দশানন বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় সাগরজলে পতিত হইল। হে রঘুনন্দন! দুরাত্মা রাবণ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতীগণকর্ত্তৃক এইরূপে ঘূর্ণিত ও অপমানিত হইয়াছিল। মহাতেজা নারদ রাবণের এই অপমান দর্শনে যার পর নাই বিস্মিত হইয়া হাস্য ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হে মহাবাহো! দুরাত্মা রাবণ তোমার প্রভাব অবগত হইয়া এবং তোমার হস্তে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াই সীতা-দেবীকে অপহরণ করিয়াছিল। হে রামচন্দ্র! তুমিই সর্ব্বদেবনমস্কৃত শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ বজ্র ও পদ্মধারী ভগ-বান নারায়ণ। তুমিই শ্রীবৎসলাঞ্ছন, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ। তুমি রাবণবধের নিমিত্তই এই মানুষী তনু ধারণ করিয়াছ। দেব! এক্ষণে কি আপনাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিতেছ না? হে মহাভাগ! তুমি বিমোহিত হইও না; একবার আপনাকে আপনি স্মরণ কর। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, ত্রিগুণাত্মক, ত্রিবেদী, ত্রিধামা, ত্রিরাঘব, ত্রিকালকর্ম্মা এবং ত্রিদশারিমর্দ্দন। তুমিই দৈত্য-রাজ বলিকে বন্ধন করিবার জন্য ইন্দ্রানুজ হইয়া ত্রিপদ-ক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমিই অদিতির

গর্ব্ভসম্ভূত সনাতন বিষ্ণু; এক্ষণে লোকগণের উপকারার্থ মানুষী তনু ধারণ করিয়াছ। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি পাপাত্মা রাবণকে পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়া দেবগণের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছ। তোমারই প্রসাদে দেব ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং সমগ্র জগৎ শান্তিলাভ করিয়াছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী মহাভাগা সীতা তোমারই জন্য জনকগৃহে যজ্ঞভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং লঙ্কায় নীত হইয়া রাক্ষসগণকর্ত্তৃক জননীর ন্যায় রক্ষিত হইয়াছিলেন। হে রামচন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। মহর্ষি সনৎকুমার রাক্ষস দশাননকে যাহা কহিয়াছিলেন, সে অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছিল। দীর্ঘজীবি দেবর্ষি নারদের মুখে আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। যিনি এই কথা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার প্রদত্ত অক্ষয় অন্ন পিতৃপুরুষদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে।

রাজীবলোচন রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। সুগ্রীবপ্রমুখ বানর ও বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসগণ এবং সমাগত রাজা অমাত্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ও আনন্দোৎফুল্ল নির্নিমেষ নেত্রে মহাভাগ রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাতেজা অগস্ত্য তাঁহাকে কহিলেন, "বীর! তোমাকে দর্শন ও সম্মান করা হইল। অতঃপর আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি।" এই বলিয়া

অগস্ত্যপ্রমুখ ঋষিগণ যথাবিধি পূজিত হইয়া যেথান হইতে আসিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

রাজর্ষি জনক, যুধাজিৎ এবং সামন্তরাজগণের বিদায় গ্রহণ।

এইরূপে মহাবাহু রামচন্দ্র প্রতিদিন পৌর ও জানপদগণের কার্য্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মিথিলাধিপতি বিদেহরাজকে কহিলেন, "রাজন্! আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি; আমরা আপনারই পালিত; আপনার উগ্র তপঃপ্রভাবেই আমি দুরাত্মা রাবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আরও ইক্ষ্বাকু ও মৈথিলরাজগণের সম্বন্ধ ও প্রীতি অতুলনীয়। কিন্তু আপনি অনেকদিন হইল আসিয়াছেন; অতএব এক্ষণে মৎপ্রদত্ত রত্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বনগরে গমন করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন্। ভরত আপনার সমভিব্যাহারে গমন করুক্।" রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে, মিথিলাধিপতি কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক,

আর বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে। আর তুমি আমার উপহারার্থ যে সমস্ত রত্ন সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা আমার গ্রহণ করাই হইল। আমি ঐ সমুদয় রত্ন আমার কন্যাগণকে দান করিলাম।" এই বলিয়া রাজর্ষি জনক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে মাতুল যুধাজিৎকে কহিলেন, "রাজন্! এই রাজ্য এবং আমি, লক্ষ্মণ ও ভরত আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞাধীন। আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি। যাহা হউক, বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনাকে না দেখিয়া বড় কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। অতএব যদি অভিমত হয়, তাহা হইলে আপনার অদ্যই গমন করা কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ বিবিধ ধন ও রত্নরাশি লইয়া আপনার সমভিব্যাহারে গমন করুক্।" যুধাজিৎ এই কথা শুনিয়া গমনে সম্মত হইল এবং কহিল, "রাম! ধনরত্নে আমার প্রয়োজন নাই। ঐ সমস্ত তোমারই থাকুক এবং অক্ষয় হউক।" অনন্তর রামচন্দ্র যুধাজিৎকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন। তিনিও রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণানন্তর, বৃত্রাসুর নিহত হইলে যেরূপ ইন্দ্র বিষ্ণুর সহিত গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণের সহিত কেকয়-রাজ্যে গমন করিলেন।

যুধাজিৎকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র নির্ভীকচিত্ত বয়স্য প্রতর্দ্দন নামক কাশীপতির নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "সখে! তুমি ভরতের সহিত রণসাহায্যের উদ্যোগ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট

প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিয়াছ। যাহা হউক তুমি অদ্যই স্বীয় পুরী বারাণসীতে গমন কর। ঐ প্রাকার ও তোরণশোভিতা সুরক্ষিতা রমণীয়া পুরী তোমার জন্য যার পর নাই উৎসুক হইয়াছে।” এই বলিয়া রামচন্দ্র আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং পুনরায় কাশীরাজকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। নির্ভীক প্রতর্দ্দনও রাম-চন্দ্রের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সত্বর স্বীয় পুরী বারাণসীতে গমন করিলেন।

কাশীপতিকে বিদায় প্রদানানন্তর রামচন্দ্র তিনশত সামন্ত নৃপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক সস্মিত মধুরবাক্যে কহি-লেন, “রাজগণ! আপনারা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও মহাত্মা। আমার প্রতি আপনাদিগের অচলা প্রীতি; কিন্তু উহা আমার কোন বিশেষ গুণের জন্য নহে। আপনা-দিগেরই তেজে দুরাত্মা ও দুর্বুদ্ধি রাবণ পুত্র ও বন্ধুবান্ধব-গণের সহিত নিহত হইয়াছে। আমি সে বিষয়ে কেবল উপলক্ষ মাত্র। আপনারা মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছেন এবং বহুকাল একত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব এক্ষণে আপনাদিগের প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য।” রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে সামন্ত নৃপতিগণ যার পর নাই হৃষ্ট হইয়া কহিল, “রঘুনন্দন! আপনি যে ভাগ্যবলে বিজয়ী ও রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শত্রুকে পরাজয় পূর্ব্বক সীতার উদ্ধারসাধন করিয়াছেন ইহাতেই আমাদিগের সকল মনস্কাম পূর্ণ হই-য়াছে। আপনাকে বিজয়ী ও হতশত্রু অবলোকন করিয়া

আমরা অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে প্রশংসার্হ! আপনি আমাদিগের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু আপনার উপযুক্ত প্রশংসা যে কি, তাহা আমরা জানি না। আমরা এক্ষণে স্ব স্ব স্থানে গমন করিতেছি; কিন্তু আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, আপনি যেমন আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তদ্রূপ আমরাও যেন চিরকাল আপনার হৃদয়ে অবস্থান করি এবং আমাদের প্রতি আপনার প্রীতি যেন এইরূপই থাকে।" রামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে রাজগণের নিকট তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর রাজগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের পূজাগ্রহণপূর্ব্বক উৎসুকচিত্তে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন।

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ।

সামন্তরাজগণকর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে উপহার প্রেরণ।

অনন্তর মহাত্মা নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক পৃথিবী কম্পিত করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। উহাঁদিগের অনুগামী অক্ষৌহিণীসমূহও হৃষ্টচিত্ত সৈন্য ও বাহনগণের সহিত যাত্রা করিল। ঐ সমস্ত বলগর্ব্বিত মহীপাল গমনকালে সদর্পে কহিতে লাগিল,

"হায়! আমরা একবার রণক্ষেত্রে দুরাত্মা রাবণকে দেখিতে পাইলাম না। একবার আমাদিগের এই শাণিত অস্ত্রে রাক্ষসগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিলাম না। মহাত্মা ভরত যুদ্ধাবসানে আমাদিগকে অকারণ আনিয়াছিলেন। যদি আমরা মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া সমুদ্রপারে যুদ্ধ করিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের মনের ক্ষোভ দূর হইত।" নরপতিগণ এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ কথা কহিতে কহিতে হর্ষভরে স্ব স্ব রাজ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। উহাঁদিগের রাজ্যসকল সুপ্রসিদ্ধ, সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ, আনন্দময় এবং ধনধান্যাদিতে পরিপূর্ণ। রাজগণ আপন আপন নগরে গমন করিয়া রামচন্দ্রের প্রিয়কামনায় রথ, অশ্ব, যান, মদমত্ত হস্তী, বিবিধ রত্ন, উৎকৃষ্ট চন্দন, দিব্য আভরণ, মণিমুক্তাপ্রবাল এবং রূপবতী দাস দাসী প্রভৃতি বহুসংখ্যক উপহার প্রেরণ করিলেন। মহাবল পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন এবং রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র রাজদত্ত ঐ সমস্ত উপহার প্রীতিভরে গ্রহণ পূর্ব্বক, কৃতকর্ম্মা মহাত্মা সুগ্রীব, বিভীষণ এবং অন্যান্য বানরবীরগণকে উহা পুনরায় দান করিলেন। তাঁহারাও রামচন্দ্রপ্রদত্ত রত্নাভরণাদি মস্তকে ও হস্তে ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র অঙ্গদ ও হনূমানকে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! তোমার সুপুত্র এই অঙ্গদ এবং সুহৃদ্ হনূমান সতত তোমার মন্ত্রণায় এবং আমারও হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত। তজ্জন্য

ইহাঁরা উভয়েই বিশেষ আদরের পাত্র।” এই বলিয়া মহাযশা রামচন্দ্র স্বীয় গাত্র হইতে মহার্হ ভূষণসমূহ উন্মোচন পূর্ব্বক অঙ্গদ ও হনূমানের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি নল, নীল, কেসরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, দরীমুখ, দধিমুখ, ইন্দ্রজানু প্রভৃতি মহাবীর্য্য যূথপতি বানরবীরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক স্নেহপূর্ণনেত্রে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে বানরবীরগণ! তোমরা সকলেই আমার সুহৃদ্ ও ভ্রাতা; অধিক কি, তোমরা আমার দ্বিতীয় শরীর তুল্য। তোমাদের সাহায্যেই আমি ঘোর বিপদসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাত্মা সুগ্রীবই ধন্য! যে তিনি তোমাদিগের ন্যায় সুহৃদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন।” এই বলিয়া তিনি বানরবীরগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রদান করিলেন। অনন্তর পিঙ্গলবর্ণ বানরগণ অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়া সুগন্ধি মধু, সুমিষ্ট ফল ও মূল এবং সুসংস্কৃত মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক একমাস কাল অতিবাহিত করিল। কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ও প্রীতিবশত ঐ একমাস কাল উহাদিগের পক্ষে এক মুহূর্ত্তের ন্যায় বোধ হইল। রামচন্দ্রও হিতকারী কামরূপী বানর, মহাবীর্য্য রাক্ষস এবং মহাবল ঋক্ষগণের সহিত বিহার করিয়া যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিলেন। এইরূপে হৃষ্টচিত্ত বানর ও রাক্ষসগণ ফাল্গুনমাসও সুখে অতিবাহিত করিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের বিদায় গ্রহণ।

অনন্তর মহাতেজা রাঘব ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে সুগ্রীবকে কহিলেন, "সখে! তুমি অতঃপর সুরাসুরেরও দুরাক্রম্য কিষ্কিন্ধাপুরীতে গমন কর এবং অমাত্যগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্যপালন করিতে থাক। আরও বীর! তুমি অঙ্গদ, হনুমান, নল, সুষেণ, তার, কুমুদ, নীল, শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, ঋষভ, কেসরী, শুম্ভ, শঙ্খচূড় প্রভৃতি মহাবল যূথপতিগণকে সর্ব্বদা প্রীতিচক্ষে দেখিবে। যে সকল মহাত্মা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কদাচ অনিষ্ট করিও না।" এই বলিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীবকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর তিনি বিভীষণকে মধুর বাক্যে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ; এক্ষণে গিয়া ধর্ম্মানুসারে লঙ্কাশাসন কর। সখে! তুমি এই সমস্ত রাক্ষস, লঙ্কানিবাসী জনগণ এবং তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণ সকলেরই অভিমত। রাজন্! কখন অধর্ম্মে মতি করিও না। বুদ্ধিমান রাজাগণই চিরকাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন। সখে! তুমি সর্ব্বদা প্রীতিভরে আমাকে ও সুগ্রীবকে স্মরণ করিও। এক্ষণে মনের দুঃখ দূর করিয়া স্বীয় পুরীতে গমন কর।"

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ সকলে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং কহিল, "হে মহাবাহো! ভগবান ব্রহ্মার ন্যায় আপনার বুদ্ধি, বীর্য্য এবং স্বভাবের মাধুর্য্য সকলই অদ্ভুত।" অনন্তর মহাতেজা হনূমান রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দেব! আমার ভক্তি ও প্রীতি যেন নিয়ত আপনাতে অচলা থাকে এবং আমার মনের ভাব যেন কদাচ অন্য বিষয়ে না যায়। যাবৎ পৃথিবীতে রামকথা থাকিবে, তাবৎ যেন আমি জীবিত থাকি এবং আপনার এই দিব্য চরিত যেন অপ্সরাগণ আমাকে নিয়ত শ্রবণ করায়। প্রভো! বায়ু যেরূপ মেঘজালকে অপসারিত করে, তদ্রূপ আমি আপনার চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।"

হনূমানের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র উৎকৃষ্ট আসন হইতে উত্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহবাক্যে কহিলেন, "বীর! তুমি যেরূপ বলিলে তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। যাবৎ এই জীবলোকে মদীয় চরিতকথা থাকিবে তাবৎ তোমার শরীর ও কীর্ত্তি স্থায়ী হইবে এবং যাবৎ এই লোকসকল থাকিবে, তাবৎ আমার চরিতকথাও কেহ বিস্মৃত হইবে না। কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যে সমস্ত উপকার করিয়াছ তাহার এক একটির জন্যই তোমাকে প্রাণ দেওয়া কর্ত্তব্য; সুতরাং আমি তোমার সমস্ত উপকারের জন্যই ঋণী রহিলাম। তোমার প্রত্যুপকার করা আমার পক্ষে অবশ্যই প্রার্থনীয়; কিন্তু

লোকে আপৎকালেই প্রত্যুপকার প্রার্থনা করে। এইজন্য বলিতেছি, তোমার কোন বিপদ না ঘটুক এবং তুমি আমার যে সমস্ত উপকার করিয়াছ, তাহা আমার দেহে জীর্ণ হইয়া যাউক।" এই কথা বলিয়া মহাত্মা রামচন্দ্র স্বীয় কণ্ঠ হইতে চন্দ্রধবল বৈদূর্য্যশোভিত হার উন্মোচন করিয়া হনূমানের কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিলেন। মহাবীর পবন-কুমারও ঐ দিব্য হারের কিরণপ্রভায় চন্দ্রাধিষ্ঠিত স্বর্ণময় সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় যার পর নাই শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল বানরেরা ক্রমে ক্রমে উত্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম পূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই দুঃখে বিমূঢ় হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বাষ্পভরে সকলেরই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ও সকলেই শূন্যমনা। মহাত্মা রামচন্দ্র সকলকে যথাসাধ্য সান্ত্বনাপ্রদানার্থ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দেহাভিমানী ব্যক্তি দেহত্যাগ করিবার কালে যেরূপ কাতর হয়, তদ্রূপ সেই অগণ্য রাক্ষস ভল্লূক ও বানরগণ যার পর নাই কাতর হইয়া স্ব স্ব গৃহাভি-মুখে যাত্রা করিল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

পুষ্পকরথ ও রামচন্দ্রের কথোপকথন।

এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অপরাহ্ণসময়ে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তরীক্ষে কথিত এই মধুর বাণী শুনিতে পাইলেন, "হে সৌম্য রামচন্দ্র! একবার প্রসন্নমুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি ধনাধিপতি কুবেরের ভবন হইতে আগমন করিতেছি; আমার নাম পুষ্পক। আমি তোমার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাত্মা কুবেরের নিকট গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে এই কথা বলিলেন, যে 'মহাত্মা রাঘব দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া তোমাকে অধিকার করিয়াছেন। ঐ দুরাত্মা পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবগণ সহিত বিনষ্ট হওয়াতে আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। যাহা হউক, রামচন্দ্র যখন তোমাকে অধিকার করিয়াছেন, তখন আমিও তোমাকে আদেশ দিতেছি, তাঁহাকে গিয়া বহন কর। পুষ্পক! সকল লোকেই তোমার গতি অপ্রতিহত; তুমি যে রামচন্দ্রকে বহন করিবে, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর প্রীতির বিষয় আর কিছুই নাই। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্তমনে তাঁহার নিকটে যাও।' রামচন্দ্র! আমি মহাত্মা কুবেরের এই

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তোমার নিকটে আসিলাম। তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে আমাকে গ্রহণ কর। আমি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য; অতঃপর আমি তোমার আদেশানুসারে স্বপ্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিব।”

অনন্তর রামচন্দ্র ঐ দিব্য বিমানকে পুনরায় উপস্থিত দেখিয়া এবং উহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “পুষ্পক! আইস, আইস; যখন ধনাধিপতি কুবের অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তোমাকে লইতে কোন দোষ নাই।” এই বলিয়া রামচন্দ্র লাজাঞ্জলি, পুষ্প ও সুগন্ধি ধূপদ্বারা পুষ্পকের পূজা করিয়া কহিলেন, “বিমান-শ্রেষ্ঠ! তুমি এখন যাও; যখন তোমাকে স্মরণ করিব সেই সময়ে আসিও। তুমি সুখে থাক এবং আকাশমার্গে তোমার গতি অপ্রতিহত হউক।” এই বলিয়া রামচন্দ্র পুষ্পককে বিদায় দিলেন। পুষ্পকও অভীষ্ট দেশে গমন করিল।

অনন্তর মহাত্মা ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, “আর্য্য! আপনি দেবতা; আপনার শাসনকালে মনুষ্যব্যতিরিক্ত প্রাণিগণেরও বাক্‌শক্তি হইয়াছে। বহু-দিন হইল নরগণ নীরোগ হইয়াছে। জরাজীর্ণ হইলেও এক্ষণে আর কাহারও মৃত্যু হয় না। সকলেরই শরীর হৃষ্টপুষ্ট। স্ত্রীগণ নীরোগ সন্তান প্রসব করিতেছে। পুর-বাসিগণের আর আনন্দের সীমা নাই। মেঘ যথাকালে অমৃততুল্য বৃষ্টি প্রদান করিতেছে। সুখস্পর্শ শুভ সমীরণও নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। পৌর ও জানপদগণ প্রায়ই কহিয়া থাকে, “চিরকাল আমাদিগের এইরূপ রাজা হউক।”

রামচন্দ্র ভরতের মুখে এই মধুর প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্রের অশোকবনে বিহার।

অনন্তর রামচন্দ্র অশোকবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ কানন চন্দন, অগুরু, চূত, তুঙ্গ, কালেয়ক, দেবদারু, চম্পক, পুন্নাগ, মধূক, পনস, অসন এবং ধূমশূন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পারিজাত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত; লোধ্র, নীপ, অর্জ্জুন, নাগ, সপ্তপর্ণ, অতিমুক্ত, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম, কোবিদার এবং বিবিধ গুল্ম ও লতাজালে সমাবৃত। ঐ সমস্ত বৃক্ষ সর্ব্বদা মনোরম ফল-পুষ্পে বিরাজিত, দিব্য গন্ধ ও রসযুক্ত এবং তরুণ অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত। তদ্ব্যতীত ঐ অশোকবনে শিল্পিপ্রস্তুত বহুসংখ্যক রমণীয় কৃত্রিম বৃক্ষ ছিল। উহারা মনোহারী পল্লব ও পুষ্পসমূহে আচ্ছন্ন, উন্মত্ত ভ্রমরসমূহে আকুল ও কোকিল, ভৃঙ্গরাজ এবং চিত্রবিচিত্র নানাবর্ণের পক্ষিগণে শোভিত। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কোনটী স্বর্ণবর্ণ, কোনটী অগ্নিশিখাসদৃশ, কোনটী বা অঞ্জনস্তূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

সুরভি পুষ্পগুচ্ছসমূহ উহাদের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। ঐ অশোকবনিকামধ্যে বহুসংখ্যক স্বচ্ছবারি-পূর্ণ দীর্ঘিকাও ছিল। উহাদের সোপান মণিময়, মধ্যভাগ স্ফটিকনির্ম্মিত। পদ্মদল প্রস্ফুটিত হইয়া উহাদের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিল এবং চক্রবাক, দাত্যূহ, শুক, হংস, সারস প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষী উহাদের তীরে নিরন্তর কলরব করিতেছিল। উহাদের তীরে পুষ্পশোভিত বহুবিধ বৃক্ষ। উহারা প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং শিলাতলে শোভিত। ঐ অশোকবনের স্থানে স্থানে নীলকান্ত মণি-সদৃশ শাদ্বল স্থান ছিল। তথায় বৃক্ষসকল যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্পপ্রসব করিতেছে। নভস্তল যেরূপ তারাগণে অলঙ্কৃত হয়, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পসমূহে শিলাতলও সেইরূপ অলঙ্কৃত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের যেরূপ নন্দন-কানন এবং ধনাধিপতি কুবেরের যেরূপ ব্রহ্মনির্ম্মিত চৈত্র-রথ, রামচন্দ্রের ঐ অশোককাননও তদ্রূপ। ঐ সমৃদ্ধিপূর্ণ কাননে বহুলোকের স্থানসন্নিবেশ হইতে পারে এরূপ গৃহ ও লতাগৃহ আছে। মহাবীর রামচন্দ্র তথায় প্রবেশ করিয়া কুসুমভূষিত আস্তরণাচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করিলেন এবং ইন্দ্র যেরূপ শচীকে, তদ্রূপ সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভৃত্যগণ রামচন্দ্রের ভোজনার্থ সত্বর সুসংস্কৃত মাংস ও বিবিধ ফল আনয়ন করিল। অনন্তর নৃত্যগীতবিশারদ রূপবতী সর্ব্বাভরণভূষিতা কিন্নরী, অপ্সরা ও অন্যান্য নারীগণ মধুপানে মত্ত হইয়া তানলয়সঙ্গত সুমধুর নৃত্যগীত দ্বারা

রামচন্দ্রকে আনন্দিত করিতে লাগিল। বশিষ্ঠ যেরূপ অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পান, তদ্রূপ রামচন্দ্রও সীতাদেবীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে মহানুভাব রামচন্দ্র প্রতিদিন দেবতার ন্যায় সীতার সহিত বিহার পূর্ব্বক তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহাদিগের পরমসুখে এক সম্বৎসর কাল অতীত হইল। সীতাদেবী পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মকার্য্যসমূহ এবং যথাবিধি শ্বশ্রূগণের সেবা করিতেন; অনন্তর অপরাহ্নে রমণীয় বস্ত্রালঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক, শচী যেরূপ ইন্দ্রের নিকট গমন করেন, তদ্রূপ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতেন। রামচন্দ্রও প্রাণাধিকা সীতাকে কুশলে থাকিতে দেখিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন তিনি সুরসুতোপমা সীতাকে মধুরবাক্যে কহিলেন, "বৈদেহি! তোমার সন্তানলাভের কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তোমার কি ইচ্ছা হয় বল। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।" তখন সরলা সীতাদেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "নাথ! গঙ্গাতীরনিবাসী ফলমূলভোজী উগ্রতেজা ঋষিগণের পাদপদ্ম দর্শন এবং তাঁহাদের পবিত্র তপোবনে অন্তত একরাত্রি বাস করিতে আমার বড়ই অভিলাষ হয়।" সরলা সীতাদেবীর এই প্রার্থনা শ্রবণমাত্র রামচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, "বৈদেহি! তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি কল্যই নিঃসন্দেহ তোমার তপোবনদর্শনরূপ মনস্কামনা পূর্ণ করিব।" মহাত্মা রামচন্দ্র জনকাত্মজা

সীতাকে এই কথা বলিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত মধ্যম কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক সীতাদেবীর অপবাদ শ্রবণ।

অনন্তর একদা বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি বিচক্ষণ পারিষদ্‌গণ নানারূপ হাস্যজনক কথাবার্ত্তা দ্বারা রামচন্দ্রকে আমোদিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে রামচন্দ্র কথা-প্রসঙ্গে ভদ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্র! এক্ষণে রাজ্যমধ্যে আমার সম্বন্ধে কি কোন কথা হইয়া থাকে? পৌর ও জানপদগণ কি আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া থাকে? তাহারা কি সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন অথবা মাতা কৈকেয়ী সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া থাকে? আর ইহা হওয়াও অসম্ভব নহে; কারণ কি বন, কি নগর, রাজাগণ প্রায় সর্ব্বত্রই নিন্দার ভাজন হইয়া থাকেন। ভদ্র! প্রজাগণ যাহা বলে তাহা আমাকে অবগত করান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে রাজা দূতমুখে স্বীয় নিন্দা অবগত না হয়েন, তাঁহাকে নরকস্থ হইতে হয়।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! এক্ষণে পুরবাসীরা সৎকথাই কহিয়া থাকে; তাহারা রাবণবধবিষয়ক কথাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে।" ভদ্র এই কথা বলিলে রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "ভদ্র! প্রজাগণ যে সকল কথা বলে তাহার শুভাশুভ আমি সমস্তই সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করি। আমি তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব এবং অশুভ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব। অতএব তুমি অকপটচিত্তে আমার নিকটে সমস্ত বল; কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না।"

রামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিলে ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্যে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আমি পৌরগণের শুভাশুভ সমস্ত কথাই নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। তাহারা চত্বর, আপণ, পথ, বন ও উপবনে এই কথা বলিতেছে যে, 'রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দেব এবং দানবগণেরও অসাধ্য অশ্রুতপূর্ব্ব দুষ্কর কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন। ইনি দুর্দ্ধর্ষ দশাননকে সগণসহিত বধ এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণকে বশীভূত করিয়াছেন। ইনি রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছেন এবং পরপুরুষকৃত হরণজন্য ঈর্ষাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া পুনরায় সেই সীতাকে গৃহেও আনিয়াছেন। জানিনা, রামচন্দ্রের হৃদয়ে সীতার প্রতি আসক্তি কিরূপ প্রবল! শুনিতে পাই, রাবণ সীতাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিল এবং জনশূন্য স্বীয় অশোকবনে বহুদিন রাখিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে রামচন্দ্রের একটু ঘৃণা হইল না? রাজা যে কার্য্য করেন, প্রজাগণকেও তাহাই করিতে হয়। যখন আমাদিগের রাজার এই কার্য্য, তখন অতঃপর আমাদের স্ত্রীগণও কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে।' হে মহারাজ! পুরবাসী জনগণ এইরূপ বহুবিধ কথা কহিয়া থাকে।"

রামচন্দ্র ভদ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন এবং কাতরস্বরে সুহৃদ্‌গণকে কহিলেন, "সুহৃদ্‌গণ! যথার্থই কি সকলে আমাকে এই কথা বলে?" তখন তাহারা সকলে অভিবাদন ও প্রণাম পূর্ব্বক দুঃখিত-স্বরে কহিল, "মহারাজ! ভদ্র যাহা বলিল, তাহা যথার্থ; তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

সীতাবৎসল রামচন্দ্র এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালে সুহৃদ্‌গণকে বিদায় দিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণকে আহ্বান।

মহাত্মা রামচন্দ্র সুহৃদ্‌গণকে বিদায় দিয়া কিয়ৎকাল নির্জ্জনে চিন্তা করিলেন। অনন্তর কি করিবেন তাহা স্থির করিয়া সমীপস্থ দ্বারবানকে কহিলেন, "প্রতিহার! তুমি সত্বর মহাভাগ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে এইস্থানে আনয়ন কর।" আদেশমাত্র দ্বারবান মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ আপনাকে একবার দর্শন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন; আপনি সত্বর তথায় গমন করুন্।" রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণমাত্র লক্ষ্মণ সত্বর রথারোহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিল। লক্ষ্মণকে যাত্রা করিতে দেখিয়া প্রতিহার ভরতের নিকট উপস্থিত হইল এবং জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিল, "মহারাজ আপনাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।" মহাত্মা ভরত দ্বারবানের মুখে রামচন্দ্রের এই আদেশ শ্রবণ মাত্র সত্বর আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং পদব্রজেই অগ্রজের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর দ্বারবান শত্রুঘ্নের সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি একবার আসুন; মহারাজ আপনাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাযশা ভরত ও

লক্ষ্মণ ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সমীপে গমন করিয়াছেন।” এই বাক্য শ্রবণমাত্র শত্রুঘ্ন আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং উদ্দেশে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সত্বর যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে দ্বারবান রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিল। মহাত্মা রঘুবীর তচ্ছ্রবণে অধিকতর ব্যাকুল হইলেন এবং কিয়ৎকাল দীনমনে ও অধোবদনে অবস্থিতি করিয়া দ্বারবানকে কহিলেন, “প্রতিহারি! তুমি সত্বর প্রাণসম কুমারগণকে আমার নিকট আনয়ন কর।”

শুক্লবসনধারী কুমারগণ রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায়, অস্ত-গমনোন্মুখ আদিত্যের ন্যায় এবং শ্রীহীন পদ্মের ন্যায় যার পর নাই ম্লান এবং নেত্রদ্বয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ অকস্মাৎ এই ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। তখন রামচন্দ্রও অশ্রুমোচনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং আসনে উপবেশন করিতে কহিলেন। ক্ষণকাল পরে রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধস্বরে কহিলেন, “ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন। আমি তোমাদিগেরই সম্পাদিত রাজ্য শাসন করিতেছি। তোমরা সকলেই বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। এক্ষণে তোমাদের সকলকেই আমার একটী কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।”

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, ভ্রাতৃগণ উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "না জানি মহারাজ কি বলিবেন।"

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের নিকট সীতার অপবাদ বৃত্তান্ত কথন।

কুমারগণ দীনান্তঃকরণে রামচন্দ্রের নিকট উপবিষ্ট হইলে ঐ মহাত্মা বিষণ্ণবদনে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমি যেরূপ বলিব, তোমরা তাহার অন্যথা করিও না। এক্ষণে পুরবাসিগণ আমার সীতা সম্বন্ধে যে সকল কথা কহিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ভ্রাতৃগণ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এক্ষণে পৌর ও জানপদগণ আমার প্রতি মর্ম্মভেদী দারুণ অপবাদ বাক্য আরোপ করিয়াছে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের নিষ্কলঙ্ক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। জনকতনয়া সীতাও সৎকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন। বৎস! লক্ষ্মণ! বিজন দণ্ডকারণ্যে দুরাত্মা রাবণ কিরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং কিরূপেই বা আমি ঐ পাপাত্মাকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়াছিলাম, তুমি তাহা সমস্তই অবগত আছ। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে আমি মনে মনে ভাবিলাম, 'সীতা বহুদিন রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন;

এক্ষণে ইহাঁকে কিরূপে অযোধ্যায় লইয়া যাই।' এইজন্য পবিত্রা সীতাদেবী সকলের প্রত্যয়ার্থ তোমার ও দেবগণের সমক্ষে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও অন্যান্য দেবতাগণ আকাশে অবস্থিতি পূর্ব্বক ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সমক্ষে সীতাকে নিষ্পাপা বলিয়া উল্লেখ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও শুদ্ধস্বভাবা জানকীকে সকলের সমক্ষে আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। আমি স্বয়ং পূর্ব্বে হইতেই মনে মনে জানকীকে পবিত্রা বলিয়া জানিতাম। এক্ষণে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সাধারণের প্রত্যয় জন্মাইয়া বৈদেহীকে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলাম। কিন্তু হায়! এতকাল পরে আবার পৌর ও জানপদগণ আমার ঘোরতর নিন্দা করিতেছে। ভ্রাতৃগণ! লোকে যাহার অযশ ঘোষণা করে, তাহার নিশ্চয়ই অধোগতি হইয়া থাকে। জগতে যশের যেরূপ সম্মান; অযশেরও সেইরূপ নিন্দা। মহাত্মা ব্যক্তিগণ যশলাভের জন্যই বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সীতার কথা দূরে থাকুক, আমি অপবাদের ভয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, এবং প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর যে তোমরা—তোমাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারি। ফলত তেজস্বী পুরুষের পক্ষে কীর্ত্তিনাশ অপেক্ষা অধিকতর কষ্টের কারণ আমি আর কিছুই জানি না। লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতে সীতাকে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে আরোহণ করাইয়া এই দেশের বহির্ভাগে লইয়া যাও এবং গঙ্গার পরপারে তমসাতীরবর্ত্তী বাল্মিকী মুনির রমণীয় আশ্রমের নিকটবর্ত্তী কোন বিজনপ্রদেশে পরিত্যাগ

করিয়া ফিরিয়া আইস। লক্ষ্মণ! তুমি ইহাতে আমার কোন প্রতিবাদ করিও না। যাহা আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। এ বিষয়ে ভালমন্দ বিচার করিবার তোমার কোন আবশ্যক নাই। অধিক কি, তুমি যদি আমায় প্রতিষেধ কর, তাহা হইলে আমার বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইবে। বৎস! আমার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক শপথ কর, আমার প্রাণের দিব্য, আমায় কিছু বলিও না। এক্ষণে যিনি আমাকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় কথা কহিবেন, তিনি আমার অভীষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া শত্রু হইবেন। ভ্রাতৃগণ! তোমরা যদি আমার শাসনাধীন হও, তাহা হইলে সত্বর সীতাকে লইয়া গিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। কয়েক দিন হইল, জানকী আমাকে বলিয়াছিলেন, যে আর একবার গঙ্গাতীরবর্ত্তী মহর্ষিগণের আশ্রম দর্শন করিতে তাঁহার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে। তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।”

ভ্রাতৃগণপরিবেষ্টিত রামচন্দ্র এই বলিয়া কুমারগণকে বিদায় দিলেন এবং স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার হৃদয় শোকে আকুল; নেত্রদ্বয় বাষ্পে পরিপূর্ণ। তিনি মহাগজের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বনবাসার্থ সীতাকে লইয়া লক্ষ্মণের যাত্রা।

রজনী প্রভাত হইলে দীনচেতা লক্ষ্মণ বিবর্ণবদনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সারথে! তুমি সত্বর উৎকৃষ্ট রথে দ্রুতগামী অশ্বসমূহ যোজনা কর এবং তদুপরি সীতাদেবীর উপবেশনার্থ রমণীয় আসন বিস্তৃত করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। মহারাজ রামচন্দ্রের আদেশে আমি আর্য্যাকে গঙ্গাতীরনিবাসী পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণের পবিত্র আশ্রম দর্শনার্থ লইয়া যাইব।" আদেশমাত্র সুমন্ত্র সুন্দর রথে উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ যোজনা করিল এবং তদুপরি রমণীয় সুকোমল শয্যা বিস্তৃত করিয়া লক্ষ্মণের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক কহিল, "প্রভো! এই আমি রথ আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।"

সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আর্য্যে! আপনি মহারাজের নিকট পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণের গঙ্গাতীরবর্ত্তী আশ্রমসমূহ দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনিও ঐ বিষয়ে আপনার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অদ্য তিনি আপনাকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী আশ্রমসমূহ দর্শন করাইবার জন্য আমায় আদেশ করিয়াছেন। আপনি সত্বর আগমন করুন।

আমি আপনাকে সেই মুনিগণসেবিত পবিত্র অরণ্যে লইয়া যাইব।”

মহাত্মা লক্ষ্মণের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সরলা সীতা অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং তপোবনে গমনার্থ উদ্যত হইলেন। তিনি গমনকালে বহুসংখ্যক বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ এবং বিবিধ ধনরত্নাদি সঙ্গে লইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, “বৎস! আমি মুনিপত্নীগণকে এই সমস্ত উপহার দিব।” লক্ষ্মণ সীতার এই বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে দ্রুতগামী রথে আরোহণ করাইয়া রামচন্দ্রের নিদারুণ আজ্ঞা স্মরণ করিতে করিতে তপোবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, “বীর! আজ অকস্মাৎ এত অশুভ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে কেন? আমার দক্ষিণ নেত্র স্ফুরিত হইতেছে; সর্ব্বাঙ্গ ও হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমার মন যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছে। আমি অতিশয় উৎসুক ও অধীর হইয়া পড়িতেছি এবং দশদিক শূন্যময় দেখিতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল! তোমার ভ্রাতার ত কোন অমঙ্গল হয় নাই? আমার শ্বশ্রূগণ ত কুশলে আছেন? নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণেরও ত মঙ্গল?” সীতাদেবী এই কথা বলিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক সকাতরে দেবগণের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। তখন দীনচেতা লক্ষ্মণ প্রকাশ্যে হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক সীতাদেবীর চরণবন্দনা করিয়া কহিলেন, “আর্য্যে! আপনি অকারণ ভীত হইবেন না। সকলেরই মঙ্গল।” অনন্তর তাঁহারা

গোমতীতীরবর্ত্তী মহর্ষিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সারথে! তুমি সত্বর রথে অশ্ব যোজনা কর এবং দ্রুতবেগে চালনা করিতে থাক। যেন আমরা অদ্যই ভাগরথীতীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র সলিল হিমাচলের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিতে পারি।" আদেশমাত্র সুমন্ত্র বেগগামী অশ্বসমূহ রথে যোজনা করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বৈদেহীকে কহিল, "দেবি! আপনি রথে আরোহণ করুন্।" তখন বিশালাক্ষী সীতা সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন এবং অর্দ্ধ দিবস মধ্যেই পাপনাশিনী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ভাগীরথীর জলরাশি অবলোকন করিয়া আর লক্ষ্মণ শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে সীতা মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি অকস্মাৎ রোদন করিতেছ কেন? আমি আজ বহুদিন পরে চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীর অবলোকন করিয়া অতুল হর্ষলাভ করিয়াছি। এমন সময়ে তুমি ক্রন্দন করিয়া আমাকে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন করিতেছ কেন? হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি নিরন্তর রামচন্দ্রের পার্শ্বে থাক; আজ দুইদিন তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়াই কি শোকে এত অধীর হইয়াছ? কেন বীর! আমিও ত রামচন্দ্রকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসি; কিন্তু আমি তোমার মত শোকে অভিভূত হই নাই। বৎস! তুমি বিজ্ঞ হইয়া কেন এরূপ নির্ব্বোধের মত আচরণ

করিতেছ ? শান্ত হও এবং আমাকে গঙ্গার পরপারে লইয়া গিয়া তাপসগণকে দর্শন করাও। বীর! আমি তথায় মহর্ষিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক মুনিপত্নীগণকে বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিব এবং ঐ আশ্রমে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পুনরায় তোমার সহিত অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগত হইব। আমারও মন পদ্মপলাশলোচন সিংহো-রস্ক কৃশোদর রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছে।”

সীতার এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর তাহারা উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, “প্রভো! নৌকা সজ্জিত হইয়াছে। আপনারা আরোহণ করুন্।” তখন লক্ষ্মণ ও সীতা গঙ্গাপার হইবার জন্য উদ্যত হইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

সীতার বনবাস।

অনন্তর লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথ লইয়া অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া বিস্তীর্ণ সুসজ্জিত তরণীর উপরি সীতাকে আরোহণ করাইলেন। পরে আপনিও আরোহণ করিয়া

শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নাবিকদিগকে কহিলেন, "নৌকা ছাড়িয়া দাও।" অল্পকালমধ্যেই তরণী ভাগীরথীর পরপারে উপনীত হইল। তখন লক্ষ্মণ অঞ্জলিধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধস্বরে মৈথিলীকে কহিতে লাগিলেন, "দেবি! মহারাজ যে আমাকে এই নিদারুণ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া অনন্তকালের জন্য জনগণের নিন্দাভাজন হইলেন, ইহা আমার হৃদয়ে শল্যের ন্যায় বিদ্ধ থাকিবে। হায়! এই লোকবিগর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। আর্য্যে! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার কোনই অপরাধ নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় লক্ষ্মণের গণ্ডস্থল প্রবাহিত হইয়া গেল; তিনি ভূতলে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সরলা সীতা সহসা লক্ষ্মণকে এইরূপ ক্রন্দন ও স্বীয় মৃত্যুকামনা করিতে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কহিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যথার্থ করিয়া বল কি হইয়াছে? মহারাজ ত কুশলে আছেন? তিনি তোমাকে কি আদেশ করিয়াছেন যে তুমি এরূপ রোদন করিতেছ? বৎস! আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি অকপটচিত্তে সমস্ত বল। আমার মন যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছে।"

সীতাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দীনচেতা লক্ষ্মণ অধোবদনে ও বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্যে!

মহারাজ সভামধ্যে পৌর ও জানপদকথিত আপনার দারুণ অপবাদবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আমাকে সেই কথা বলিয়া সন্তপ্ত-হৃদয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। দেবি! যে সকল কথা নর-পতির কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা আমি আপনার সমক্ষে বলিতে অক্ষম। আপনি দোষশূন্যা ও শুদ্ধস্বভাবা; মহারাজ ইহা জানিয়াও কেবল পৌরগণের অপবাদভয়ে এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছেন। দেবি! আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। এক্ষণে আমি মহারাজের আদেশে এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষিগণের পবিত্র আশ্রমে আপনাকে পরিত্যাগ করিতে আসিয়াছি। দেবি! আপনিও নরপতির নিকটে এই আশ্রম দর্শনের অভিলাষ জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক, আর্য্যে! এক্ষণে শোকে অবসন্ন হইবেন না। এই পবিত্র রমণীয় আশ্রমে স্বর্গীয় মহারাজ দশরথের পরম সখা দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি বসতি করেন। আপনি তাঁহার পাদচ্ছায়ায় নির্ভয়ে অব-স্থিতি করিতে পারিবেন। আর্য্যে! আপনি পতিব্রতাগণের শ্রেষ্ঠ; এক্ষণে নিরন্তর রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিবেন, তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে।"

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন।

জনকাত্মজা সীতা লক্ষ্মণের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণমাত্র শোকে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর তিনি ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীনবচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! বিধাতা নিশ্চয়ই কেবল দুঃখভোগের জন্য আমাকে সৃজন করিয়াছেন; কিন্তু আমার আজিকার এই দুঃখের আর সীমা নাই। হায়! না জানি আমি পূর্ব্বজন্মে কতই পাপ করিয়াছিলাম; হয়ত কাহাকেও ভার্য্যা হইতেও বিচ্যুত করিয়াছিলাম; নতুবা মহারাজ আমাকে নিষ্পাপা ও বিশুদ্ধস্বভাবা জানিয়াও পরিত্যাগ করিবেন কেন? হে সৌমিত্রে! আমি পূর্ব্বে রামচন্দ্রের পদসেবা করিবার জন্য বিবিধ দুঃখভোগ করিয়াও অরণ্যে বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! এক্ষণে এই বিজন অরণ্যে কিরূপে একাকিনী বাস করিব? হৃদয়ে অসহ্য দুঃখাবেগ উপস্থিত হইলে কাহাকেই বা দুঃখের কথা বলিব? হায়! তপঃপরায়ণ মুনিগণ যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, 'ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র তোমাকে কিজন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন? তুমি কি কোন দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে?' তখন আমি তাঁহাদিগকে কি বলিয়া উত্তর দিব? বৎস! আমি অদ্যই এই জাহ্নবীজলে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ

করিতাম; কিন্তু আমি এক্ষণে গর্ব্ভবতী, আমার বিনাশে স্বামীর বংশ বিলুপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! তোমার প্রতি যেরূপ আদেশ, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর; তুমি এই দুঃখভাগিনীকে বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন কর এবং আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার হইয়া শ্বশ্রূগণ ও নরপতির চরণবন্দনা করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর তুমি সকলের সমক্ষে ধর্ম্মাত্মা নরপতি রামচন্দ্রকে কহিবে, "হে রঘুনন্দন! আপনি সীতাকে নিষ্পাপা বিশুদ্ধস্বভাবা ভক্তিপরায়ণা ও আপনার হিতৈষিণী বলিয়া জানেন; তবে কেবল অযশোভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বীর! সীতা আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন যে, যদি আপনার কোন অপবাদ হয়, তাহা যথাসাধ্য অপনীত করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ আপনিই তাঁহার একমাত্র গতি।" লক্ষ্মণ তুমি তাঁহাকে আরও এই কথা বলিবে যে তিনি যেন পৌরগণকে ভ্রাতার ন্যায় দেখেন। যথান্যায়ে প্রজাপালন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিও লাভ হইয়া থাকে। মহারাজ যেন পৌরগণের অপবাদ অপনীত করিয়া দুঃখিত না হয়েন। আমি আমার নিজের শরীরের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করি না। পতির প্রিয়কার্য্যের জন্য স্ত্রীর প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কারণ পতিই নারীর দেবতা, পতিই নারীর বন্ধু এবং পতিই নারীর গুরু। লক্ষ্মণ! তুমি আমার বাক্যে রামচন্দ্রকে এই সমস্ত কথা

বলিবে। এক্ষণে তুমি আমাকে গর্ভলক্ষণযুক্তা দেখিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন কর।”

সীতাদেবী এই বলিয়া বিরত হইলে দীনচেতা লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন; কিন্তু কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “দেবি! আপনি আমাকে দেখিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখন আপনার রূপ দেখি নাই; চিরকাল আপনার পাদদ্বয় দর্শন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে এই বনমধ্যে রামচন্দ্রবিরহিতা আপনাকে কিরূপে দর্শন করিব?” এই বলিয়া লক্ষ্মণ পুনরায় সীতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং নাবিকগণকে নৌকাচালনা করিতে আদেশ দিলেন। ক্ষণকাল পরেই নৌকা অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তখন লক্ষ্মণ শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে রথোপরি আরোহণ করিলেন। গমনকালে তিনি পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পরপারস্থা সীতাকে অনাথার ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। সীতা দেখিলেন রথ ক্রমশ দূরে গমন করিতেছে এবং লক্ষ্মণ যাইতে যাইতে পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল।

ক্রমে লক্ষ্মণের রথ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। তখন শোকপরায়ণা সতী বৈদেহী সেই বিজন প্রদেশে আপনাকে অনাথা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

সীতার নিকট শিষ্যগণসহিত বাল্মীকির আগমন।

অনন্তর মুনিকুমারগণ সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া দ্রুতবেগে তপোনিষ্ঠ মহর্ষি বাল্মীকির নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার চরণে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ভগবন্! এক অদৃষ্টপূর্ব্বা সাক্ষাৎ শ্রীস্বরূপিনী কোন মহাপুরুষের ভার্য্যা শোকে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। আপনি তথায় যাইয়া দেখুন, যেন কোন দেবকন্যা স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি নদীতীরে উপবেশন পূর্ব্বক শোক ও দুঃখভরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে তিনি শোক ও দুঃখের অনভিভবনীয়া; কিন্তু এক্ষণে তিনি অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মানুষী বলিয়া বোধ হয় না; আপনি তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করুন্। দেব! তিনি আশ্রমের অনতিদূরে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। সেই সাধ্বীর একান্ত ইচ্ছা যে আপনি তাঁহাকে রক্ষা করেন।"

ধর্ম্মবিৎ তপোনিষ্ঠ জ্ঞানচক্ষু ভগবান বাল্মীকি মুনিকুমারগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং অর্ঘ্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শশব্যস্তে জাহ্নবীতীরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া শিষ্যগণও

তাঁহার অনুগমন্ করিল। মহামতি বাল্মীকি ভাগীরথীর তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, রামচন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবী অনাথার ন্যায় রোদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি শোকবিহ্বলা জানকীকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে পতিব্রতে! তুমি স্বর্গীয় মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ রামচন্দ্রের প্রিয়া মহিষী, ও রাজর্ষি জনকের দুহিতা। তোমার এখানে শুভাগমন হউক। তুমি যে এখানে আসিতেছ তাহা আমি সমাধিদ্বারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি এবং তোমার আগমন কারণও বিদিত আছি। হে মহাভাগে! ত্রিভুবনের কোথায় কি হইতেছে, তাহা আমার কিছুই অবিদিত নাই। বৈদেহি! আমি তপোলব্ধ চক্ষুদ্বারা তোমাকে নিষ্পাপা বলিয়া জানি। অতঃপর তুমি বিশ্রব্ধচিত্তে এইস্থানে অবস্থিতি কর। আমার আশ্রমের অনতিদূরে ধর্ম্মশীলা তাপসীগণ বাস করেন; তাঁহারা তোমাকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন। বৎসে! তুমি আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর এবং শোক ও বিষাদ দূর করিয়া স্বগৃহের ন্যায় এই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাক।"

মহর্ষি বাল্মীকির এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা মস্তকে অঞ্জলিধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি অগ্রে অগ্রে এবং গর্ভভারমন্থরা সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীগণ বৈদেহীর সহিত বাল্মীকিকে আগমন করিতে দেখিয়া যার পর নাই হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিলেন,

"ভগবন্! আপনি বহুদিনের পর আগমন করিলেন। আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন্, আমাদিগকে কি করিতে হইবে।" তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাল্মীকি কহিলেন, "মহাত্মা দশ-রথের পুত্রবধূ রাজর্ষি জনকের কন্যা ও ধীমান রামচন্দ্রের প্রিয়া পত্নী সীতাদেবী এখানে আগমন কবিয়াছেন। ইনি সতী ও নিষ্পাপা; কিন্তু ইহাঁর স্বামী ইহাঁকে অকারণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আমারই পালনীয়া। অতএব আপনারা ইহাঁকে সর্ব্বদা বিশেষ স্নেহচক্ষে দেখিবেন এবং ইহাঁর যথোচিত সৎকার করিবেন।"

ভগবান বাল্মীকি মুনিপত্নীগণকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া এবং তাঁহাদিগের হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিয়া শিষ্যগণসমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণকে সুমন্ত্রের সান্ত্বনা প্রদান।

দীনচেতা লক্ষ্মণ দূর হইতে সীতাকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘোর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ঐ মহাতেজা বীর সারথি সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধ-

স্বরে কহিলেন, "সারথে! একবার রামচন্দ্রের সীতাবিয়োগ-জনিত দুঃখ অনুমান কর দেখি। রঘুনন্দন বিশুদ্ধস্বভাবা জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া যে দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা আর ঘোরতর দুঃখ কি আছে? আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বৈদেহীর সহিত রামচন্দ্রের যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল, ইহা সাক্ষাৎ দৈবের কর্ম্ম; দৈবকে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। হায়! যে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণকেও এক-কালে বিনাশ করিতে পারেন, তাঁহাকে আজ দৈবের বশীভূত হইতে হইল। পূর্ব্বে রামচন্দ্র পিতার আদেশ পালনার্থ দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এক্ষণে তিনি পৌর-গণের বাক্যে সীতাকে বনবাস দিয়া যে অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাহার সহিত তুলনায় সে দুঃখ কিছুই নহে। সুমন্ত্র! বলিতে কি, আর্য্যের এই কার্য্য যার পর নাই নৃশংসের ন্যায় হইয়াছে। তিনি যে মিথ্যাবাদী পৌরগণের বাক্যমাত্রে এই অযশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম পালন করা হইল?"

প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র লক্ষ্মণের এই প্রকার বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তিসহকারে কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! আপনি মৈথিলীর জন্য শোক করিবেন না। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বেই এই সমস্ত ঘটনা জ্ঞানচক্ষে দেখিয়া আপনার পিতার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে মহাবাহু রামচন্দ্র চিরজীবন প্রায়ই দুঃখভোগ করিবেন এবং প্রিয়জন

হইতে বিযুক্ত হইবেন। তিনি কালসহকারে মৈথিলীকে, আপনাকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরত এই সকলকেই পরিত্যাগ করিবেন। এতদ্ব্যতীত মহারাজ দশরথ একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই উগ্রতপা মহর্ষি আমার ও বশিষ্ঠের সমক্ষে আপনার পিতাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় জনসমাজে প্রকাশ করিতে স্বর্গীয় মহারাজ আমাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বীর! আমিও তদবধি সেই মহাত্মার বাক্য পালন করিয়া আসিতেছি। আপনার নিকট সেই সমস্ত কথা কীর্ত্তন করা আমার অনুচিত; কিন্তু যদি তাহা জানিবার জন্য আপনার বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ করুন্। যদিও স্বর্গীয় মহারাজ ইহা গোপনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তথাপি আমি ইহা অন্ততঃ একজনের নিকট প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। কিন্তু সাবধান আপনি ভরত বা শত্রুঘ্নের নিকট ইহা প্রকাশ করিবেন না। বীর! আপনি যে অদ্য এই শোক ও দুঃখে পতিত হইয়াছেন, ইহা দৈবকৃত, সুতরাং দুরতিক্রম্য। আপনি ইহাকে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া বিষাদ দূর করুন্।"

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকথিত এই গভীরার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সারথে! তুমি যথার্থ করিয়া আমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তন কর।"

একষষ্টিতম সর্গ।

সুমন্ত্রকর্ত্তৃক নারায়ণের প্রতি ভৃগুর অভিশাপ কথন।

মহাত্মা লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে সুমন্ত্র তাঁহাকে ঋষিকথিত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলঃ—"বীর! পূর্ব্বে কোন কালে অত্রিপুত্র মহামুনি দুর্ব্বাসা চাতুর্ম্মাস্য (১) উপলক্ষে মহর্ষি বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আপনার পিতা মহাতেজা ও মহাযশা দশরথ স্বীয় পুরোহিত মহাত্মা বশিষ্ঠকে দর্শন করিবার মানসে এক দিন তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, বশিষ্ঠের বামপার্শ্বে সূর্য্যতুল্য তেজোময় মহামুনি দুর্ব্বাসা উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে মুনিদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও রাজাকে স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি দ্বারা যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর তিনি উপবিষ্ট হইলে একত্র আসীন পরমর্ষিগণের মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বিবিধ সুমধুর আলাপ হইতে লাগিল। পরে কোন কথা সমাপ্ত হইলে নৃপতি কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপোনিষ্ঠ মহাত্মা অত্রিপুত্রকে কহিলেন, "ভগবন্! আমার এই বংশ কতদিন বিদ্যমান থাকিবে? রামের ও আমার অন্যান্য পুত্রগণের কত পরমায়ু হইবে? রামের পুত্রাদিই বা কতকাল

(১) যতিগণের পক্ষে বর্ষাকালে চারিমাস ভ্রমণ নিষেধ।

জীবিত থাকিবে। হে ব্রহ্মন্! আমার বংশেরই বা অবশেষে কি গতি হইবে তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।”

মহাতেজা দুর্ব্বাসা রাজা দশরথের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “রাজন্! শ্রবণ কর। পুরাকালে দেব ও অসুরগণের ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে দৈত্যগণ দেবগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া প্রাণভয়ে ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে। সদয়হৃদয়া ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয়দান করিলে, তাহারা নির্ভীকচিত্তে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। এদিকে ভৃগুপত্নী দৈত্যগণকে আশ্রয়দান করিয়াছেন দেখিয়া দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শিতধারচক্রে উহাঁর মস্তক খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহামুনি ভৃগু সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া রিপুকুলহন্তা বিষ্ণুকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, “যেহেতু তুমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আমার অবধ্য পত্নীকে বিনাশ করিলে, তজ্জন্য তুমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে এবং বহুবর্ষ ধরিয়া অসহ্য পত্নীবিয়োগযন্ত্রণা ভোগ করিবে।” ভৃগু ক্রোধভরে বিষ্ণুকে এই অভিশাপ প্রদান করিয়া পরে মনে মনে ভাবিলেন, “সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, আমি মোহবশত তজ্জন্য তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলাম। এক্ষণে যদি আমার শাপ ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে মিথ্যাবাক্যকথন জন্য আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে।” মহামুনি ভৃগু এই ভাবিয়া বিষ্ণুর সন্তোষার্থ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৎসল নারায়ণও তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া লোকসমূহের

হিতসাধনার্থ কহিলেন, "মুনিবর! আমি তোমার অভিশাপ গ্রহণ করিলাম।"

"হে রাজন্! বিষ্ণু পূর্ব্বজন্মে এইরূপে ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ত্রিকালবিখ্যাত রাম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরিয়া ভৃগুর অভিশাপের ফল ভোগ করিবেন। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন। তাঁহার অনুজগণ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হইবেন। রামচন্দ্র দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্যশাসন এবং মহাসমারোহে অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। সীতার গর্ভে রামচন্দ্রের দুই পুত্র জন্মিবে।" মহাতেজা দুর্ব্বাসা এইরূপে ভবদীয় বংশের সমস্ত ভাবী বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। মহারাজ দশরথও মুনিদ্বয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বীয় পুরীতে প্রত্যাগত হইলেন।

"হে সৌমিত্রে! আমি তৎকালে মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসার মুখে যে সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা একাল পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে। মুনিবর যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাতে রামচন্দ্র সীতার পুত্রদ্বয়কে অযোধ্যা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। হে নরোত্তম! যখন এইরূপ ঘটিবেই, তখন আর রামচন্দ্র বা সীতার জন্য শোক করা উচিত নহে। বরং আপনি মনকে কিঞ্চিৎ দৃঢ় করুন্।"

লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে রাত্রি উপস্থিত হইল। তাঁহারাও কেশিনী নদীর তটে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণকর্তৃক রামচন্দ্রের সান্ত্বনা।

অনন্তর মহাত্মা লক্ষ্মণ কেশিনীতটে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় সুমন্ত্রের সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্দ্ধ দিবস অতীত হইলে তিনি রত্নভূষিতা বহুজনাকীর্ণা সুসমৃদ্ধা অযোধ্যাপুরীর রাজপথে উপনীত হইলেন। তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণ ঘোর বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "হায়! আমি আর্য্যের নিকটে গিয়া কি বলিব?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রামচন্দ্রের সুধাধবল প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি উহার দ্বারদেশে গিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং দীনমনে ও অধোবদনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র মহার্হ আসনে দীনবদনে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রু-

জলে পূর্ণ। তদ্দর্শনে দীনচেতা লক্ষ্মণ তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কাতরবাক্যে কহিলেন, "আর্য্য! আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিশুদ্ধস্বভাবা যশস্বিনী জানকীকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্য আশ্রমোদ্দেশে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় আপনার পদযুগল শুশ্রূষার নিমিত্ত উপস্থিত হইলাম। হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি অধিক শোক করিবেন না; কালের গতিই এইরূপ। বিশেষত আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান মনস্বিগণ কদাচ শোকের বশীভূত হয়েন্ না। আরও দেখুন, সঞ্চয়ের অন্তে ক্ষয়, উন্নতির অন্তে পতন, সংযোগের অন্তে বিয়োগ এবং জীবনের অন্তে মরণ,—ইহাই জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। এইজন্য স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব এবং ধনরত্নাদিতে অতিশয় আসক্তি কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু একদিন না একদিন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। হে ধীমন্! আমি আর আপনাকে অধিক কি বুঝাইব। আপনি স্বয়ংই আপনাকে শিক্ষা দিতে সক্ষম। নিজের শোকের কথা দূরে থাকুক, আপনি মনে করিলে সমস্ত লোকের শোক দূর করিতে পারেন। হে রাজন্! আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণ কদাচ শোকে বিমোহিত হয়েন না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি যে অপবাদের ভয়ে জানকীকে পরিত্যাগ করিলেন, নিরন্তর তাঁহার জন্য শোক করিলে আপনার সে অপবাদ দূর হইবে না। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই দুর্ব্বল বুদ্ধি ও সন্তাপ দূর করুন্।"

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং দুঃখাবেগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি যে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমার মধুরবচনাবলী শ্রবণেও আমার শোক অনেক পরিমাণে দূর হইল এবং আমি অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিতে পারিলাম।"

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

নৃগরাজার উপাখ্যান।

অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তুমি আমার যেরূপ হিতকারী ও মনোমত বন্ধু, সেরূপ বন্ধু এক্ষণে পাওয়া দুর্লভ। বৎস! আমার মনে যাহা যাহা হইতেছে, আমি তাহা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও। লক্ষ্মণ! আজ চারি দিন হইল আমি কোন পৌর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই; তজ্জন্য আমার হৃদয় যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছে। তুমি প্রকৃতিবর্গ, পুরোহিত ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান কর এবং কি স্ত্রী, কি পুরুষ কার্য্যার্থি-

গণের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হও। যে নৃপতি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পৌরকার্য্য না করেন, তাঁহাকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয় সন্দেহ নাই। এবিষয়ে আমি তোমার নিকট একটি উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে নৃগ নামে এক মহাযশা রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী ও শুচি ছিলেন। একদা তিনি পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে সবৎসা স্বর্ণভূষিতা কোটি ধেনু দান করেন। সম্প্রদানার্থ যে সমস্ত ধেনু সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন এক দরিদ্র সাগ্নিক ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী ছিল। ব্রাহ্মণ আপনার গাভীটিকে হারাইয়া দেশে দেশে তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেক বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাহার সন্ধান পাইলেন না। অনন্তর তিনি একা কনখল দেশে গমন করিয়া অপর ব্রাহ্মণের গৃহে জীর্ণবৎসা আপনার সেই গাভীটি দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া কহিলেন, "শবলে! আইস।" সেই ধেনুও ঐ ক্ষুধার্ত্ত অগ্নিতেজা ব্রাহ্মণের চিরপরিচিত স্বর শুনিতে পাইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। যে ব্রাহ্মণ ঐ ধেনুটিকে এতদিন প্রতিপালন করিতেছিলেন, তিনিও সত্বর উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঋষিকে কহিলেন, "হে বিপ্র! এই ধেনুটি আমার। রাজশ্রেষ্ঠ নৃগ হংা৷৺ হস্তদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক আমায় সম্প্রদান করিয়াছেন।" তখন সেই পণ্ডিতবর ব্রাহ্মণদ্বয়ের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়ে কলহ করিতে করিতে মহারাজ

নৃগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন না। ঐ তেজস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদ্বয় তথায় অনেক অহোরাত্র যাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নৃপতি নৃগের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই ঘোর অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, যেহেতু তুমি কার্য্যার্থীদিগের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণার্থ দর্শন দিলে না, সেই জন্য তুমি সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে। তুমি গর্ত্তমধ্যে কৃকলাসরূপে বহুসহস্র বৎসর অতিবাহিত করিবে। তবে যখন ভগবান বিষ্ণু মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক জগতের ভারাবতরণ এবং যদুবংশের কীর্ত্তি-বর্দ্ধনার্থ উৎপন্ন হইয়া বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন, সেই সময়ে তিনি তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। তখন তুমি এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।” ব্রাহ্মণদ্বয় এই-রূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া মনের ক্রোধ ও দুঃখ দূর করিলেন। পরে ঐ দরিদ্র সাগ্নিক ব্রাহ্মণ স্বীয় গাভীকে দুর্ব্বল দেখিয়া, যাহাঁর ভবনে সে এতদিন ছিল, তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।

হে সৌমিত্রে! কার্য্যার্থিদিগের কার্য্যের অপরিদর্শনরূপ দোষজন্য মহারাজ নৃগকে এই দারুণ অভিশাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। অতএব যে সকল কার্য্যার্থি আমার নিকট আগমন করিয়াছে, তুমি সত্বর তাহাদিগকে দর্শন প্রদান কর এবং তাহাদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কর। আরও নৃপতি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

নৃগরাজার কৃকলাসত্ব প্রাপ্তি।

পরমার্থবিৎ লক্ষ্মণ দীপ্ততেজা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্য! কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণদ্বয় অল্প অপরাধেই মহারাজ নৃগের প্রতি যমদণ্ডসদৃশ ঈদৃশ ভয়াবহ অভিশাপ প্রদান করিলে তিনি আপনাকে অভিশপ্ত জানিয়া তাঁহাদিগকে কি বলিলেন?"

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, "সৌম্য! রাজা শাপপ্রাপ্ত হইয়া কি করিলেন, তাহা আমি যেরূপ শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণদ্বয় অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া ঐ নৃপতি মন্ত্রিবর্গ, বেদশাস্ত্রপারগ পুরোহিতগণ এবং প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "মহোদয়গণ! আপনারা সকলে অবহিত হইয়া আমার দুঃখের কথা শ্রবণ করুন্। মহর্ষি নারদ ও পর্ব্বত আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, দুই ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে ঐ ভয়াবহ অভিশাপের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া পুনরায় বায়ুবেগে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে আর দুঃখ করিয়া কি হইবে। আপনারা আমার পুত্র বসুকে অদ্যই

রাজ্যে অভিষেক করুন এবং নিপুণ শিল্পিগণকে আহ্বান করিয়া আমার নিমিত্ত এমন একটি সুখসেব্য গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া দিউন, যেখানে আমি গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা প্রভৃতি সকল ঋতুই সুখে অতিবাহিত করিতে পারি। আমি ঐ স্থানে থাকিয়া ব্রাহ্মণপ্রদত্ত শাপফল ভোগ করিব। আপনারা ঐ গর্ত্তের চতুঃপার্শ্বে ফলবান বৃক্ষ, পুষ্পবতী লতা এবং অন্যান্য বহুবিধ ছায়াবহুল গুল্মসকল রোপণ করুন্। উহার দশদিক যেন সর্ব্বতোভাবে রমণীয় হয়। আমার চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ যোজন ব্যাপিয়া যেন সুগন্ধি পুষ্পের বৃক্ষ থাকে। যে পর্য্যন্ত আমার শাপ থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমি ঐ স্থানে বাস করিব।”

এইরূপ বিধানের পর নৃপতি নৃগ পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন এবং কহিলেন, “পুত্র! তুমি নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন করিও। তুমি প্রত্যক্ষ দেখিলে রাজধর্ম্মের অপ্রতিপালন রূপ অতি সামান্য অপরাধের জন্য কোপনস্বভাব বিপ্রদ্বয় আমাকে কি দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন। যাহা হউক, তুমি তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করিও না। একমাত্র বিধাতাই সুখদুঃখের দাতা; তিনিই আমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলবশত যাহা অবশ্য প্রাপ্তব্য তাহা প্রাণিকে নিশ্চয়ই পাইতে হইবে—যে স্থান অবশ্য গন্তব্য, সেস্থানে যাইতেই হইবে। তাহার অন্যথা হইবার যো নাই। সুখ দুঃখ যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ভোগ করিতেই হইবে। অতএব তাহার জন্য শোক প্রকাশ করা

স্থথা।” মহাযশা নৃপতি নৃগ স্বীয়পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া সেই স্থনির্ম্মিত গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই বিবিধ রত্নভূষিত গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণপ্রদত্ত শাপ-ফল ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

নিমি রাজার উপাখ্যান।

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! এই আমি তোমার নিকট নৃগরাজার শাপবৃত্তান্ত সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি এরূপ কথা শ্রবণে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি অপর একটি বলিতেছি, শ্রবণ কর।” তচ্ছ্রবণে সৌমিত্রি কহিলেন, “রাজন্! এই সমস্ত অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া কদাচ তৃপ্তি জন্মে না।” লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে ইক্ষ্বাকুনন্দন রামচন্দ্র পুনরায় ধর্ম্মবিষয়িনী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

“পুরাকালে মহাবীর্য্য ধর্ম্মপরায়ণ নিমি নামে এক নর-পতি ছিলেন। তিনি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্র। মহর্ষি গৌতমের আশ্রমের সমীপবর্ত্তী এক স্থানে তিনি সুরপুর সদৃশ এক রমণীয় নগর সন্নিবেশ করেন। ঐ স্থনির্ম্মিত নগর

বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত হয়। মহাযশা রাজর্ষি নিমি ঐ পুরমধ্যে বাস করিতেন। একদা তাঁহার মনোমধ্যে এই চিন্তা হইল যে, আমি পিতার সন্তোষার্থ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পিতা ইক্ষ্বাকুর নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন এবং প্রথমে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ও তৎপরে অত্রি, অঙ্গিরস ও ভৃগুকে যজ্ঞার্থ বরণ করিলেন। তখন বসিষ্ঠ রাজর্ষি নিমিকে কহিলেন, "রাজর্ষে! ইন্দ্র আমাকে ইতিপূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন; অতএব আপনাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।" এই বলিয়া মহাতেজা বসিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাজর্ষি নিমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া হিমালয়পার্শ্বে নিজ নগরসন্নিধানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তিনি বসিষ্ঠের কার্য্যসম্পাদনার্থ দ্বিজবর গৌতমকে বরণ করিলেন এবং আপনিও পঞ্চ সহস্র বৎসরের জন্য দীক্ষিত হইলেন। এদিকে ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞাবসানে রাজর্ষি নিমির হোতৃকর্ম্ম করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন গৌতম তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। তদ্দর্শনে মহাতেজা বসিষ্ঠ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কিয়ৎকাল তথায় বসিয়া রহিলেন। সেই দিবস রাজা নিমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার দর্শন না পাওয়াতে মহাত্মা বসিষ্ঠের ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং তিনি এই বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "হে রাজন্! যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা

করিয়া অন্যকে বরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার দেহ চেতনা-শূন্য হইবে।” রাজর্ষি নিমি জাগরিত হইয়া এই অভিশাপের কথা শ্রবণ করিলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া স্বায়ম্ভুব বসিষ্ঠকে কহিলেন, “ব্রহ্মণ! আমি নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম; আপনার আগমনের কথা কিছুই জানিতাম না। এমন সময়ে যখন আপনি ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকে যমদণ্ডতুল্য এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন, তজ্জন্য আপনারও দেহ চেতনাবিহীন হইবে, সন্দেহ নাই।”

হে সৌমিত্রে! ব্রহ্মার তুল্য প্রভাবশালী সেই রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি পরস্পরকে এই ঘোর অভিশাপ প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহহীন হইলেন।”

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বসিষ্ঠের শাপবৃত্তান্ত কথন।

শত্রুঞ্জয় লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “রাজন্! দেবতুল্য মহর্ষি বসিষ্ঠ ও নরপতি নিমি দেহহীন হইয়া কিরূপে পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্ত হইলেন?” তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন, “বৎস! সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি পরস্পরের শাপে দেহত্যাগ

করিয়া বায়ুরূপে পরিণত হইলেন। শরীরহীন মহামুনি বসিষ্ঠ অপর শরীর প্রাপ্তির আশায় পিতা প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমি রাজর্ষি নিমির শাপে দেহহীন ও বায়ুরূপে পরিণত হইয়াছি। দেহহীন ব্যক্তিগণের দুঃখের সীমা নাই; তাহাদের ক্রিয়াকলাপও সমস্ত লুপ্ত হইয়া যায়। অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অপর দেহ প্রদান করুন্।" তচ্ছ্রবণে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কহিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! তুমি মিত্রাবরুণের তেজোমধ্যে প্রবেশ কর। তথায়ও তুমি অযোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া মৎপুত্রত্ব বশত প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইবে।" পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বসিষ্ঠ তাহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বরুণালয়ে গমন করিলেন।

ঐ সময়ে মিত্র দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ক্ষীরোদাত্মা বরুণের সহিত বরুণাধিকারে নিযুক্ত ছিলেন। একদা অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী সখীগণে পরিবৃতা হইয়া যদৃচ্ছা-ক্রমে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না পদ্মপলাশাক্ষী পূর্ণচন্দ্রাননা সুন্দরীকে দর্শন করিয়া কামে উন্মত্ত হইলেন এবং অভিলাষ পূরণার্থ তাহাকে অনুরোধ করিলেন। উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "হে সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্র আমাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছেন।" কন্দর্পশরপীড়িত বরুণ উর্ব্বশীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, "সুন্দরি! যদি তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ না কর, তাহা হইলে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে বীর্য্য নিক্ষেপ

করিয়া শান্ত হইব।” উর্ব্বশী কামোন্মত্ত বরুণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইল এবং কহিল, “প্রভো! মিত্রের নিমিত্ত কেবল আমার এই দেহ, কিন্তু আমার হৃদয় ও ভাব আপনাতেই আসক্ত।” উর্ব্বশীকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বরুণ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় স্বীয় রেতঃ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। উর্ব্বশীও তথা হইতে মিত্র-দেবের নিকট গমন করিল। মিত্র তাহাকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং কহিলেন, “রে দুষ্টাচারিণি! আমি তোকে অগ্রে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তথাপি তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কিজন্য অন্যকে পতিত্বে বরণ করিলি? আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, এই পাপে তোকে কিয়ৎকাল মর্ত্ত্যলোকে বাস করিতে হইবে। তথায় বুধপুত্র কাশিরাজ রাজর্ষি পুরূরবা তোর পতি হইবেন। হতভাগিনি! এক্ষণে তুই তাহার নিকট গমন কর।”

উর্ব্বশী মিত্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান নগরে বুধপুত্র পুরূরবার নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাহার গর্ভে পুরূরবার আয়ু নামে এক মহাবল পুত্র জন্মিল। আয়ুর ইন্দ্রের ন্যায় দ্যুতি-মান নহুষ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ত্রিদিবাধিপতি ইন্দ্র বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে ইনি শত সহস্র বৎসর ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ! অসামান্য রূপলাবণ্যবতী উর্ব্বশী মিত্রের শাপে মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া বহুকাল বাস পূর্ব্বক পুনরায় শাপাবসানে স্বর্গে গমন করে।”

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

নিমির শাপবৃত্তান্ত কথন।

রামচন্দ্রের মুখে এই অদ্ভুত দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ যার পর নাই বিস্মিত ও প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, "আর্য্য! ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ ও রাজর্ষি নিমি দেহহীন হইয়া কিরূপে পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হইলেন তাহা জানিবার জন্য আমার যার পর নাই কৌতূহল জন্মিয়াছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন্।"

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বসিষ্ঠের পুনরায় দেহপ্রাপ্তির কথা কহিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! যে দেবনির্ম্মিত কুম্ভে বরুণ রেতঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বলিয়াছি মহাত্মা মিত্রও ইতিপূর্ব্বে তন্মধ্যে স্বীয় তেজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই দুই তেজ হইতে তেজোময় দুই ঋষিসত্তম উদ্ভূত হইলেন। প্রথমে মহর্ষি ভগবান অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়া মিত্রকে বলিলেন "আমি কেবল আপনার পুত্র নহি।" এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে মিত্রাবরুণসম্ভব তেজোময় বসিষ্ঠ উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার উৎপত্তিমাত্র মহাতেজা রাজর্ষি ইক্ষ্বাকু স্বীয় বংশের কল্যাণার্থ তাঁহাকে কুলপুরোহিত বলিয়া বরণ করিলেন।

হে সৌমিত্রে! এই আমি তোমার নিকট মহাত্মা

বসিষ্ঠের পুনরায় দেহলাভের কথা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে নিমির কি হইয়াছিল শ্রবণ কর। ঋষিগণ তাঁহার দেহ চেতনাশূন্য দেখিয়াও আরব্ধ যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হয়েন নাই। তাঁহারা পৌরবর্গ ও ভৃত্যগণের সহিত নরপতির দেহ গন্ধ মাল্য বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তৈলকটাহে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মহর্ষি ভৃগু বায়ুরূপী নরপতি নিমিকে কহিলেন, "রাজন্! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং পুনরায় তোমার প্রাণ আনিয়া দিব।" সুরগণও যজ্ঞে যার পর নাই প্রীত হইয়া রাজর্ষি নিমির আত্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজর্ষে! তোমার অভিলষিত বর কি, প্রার্থনা কর।" দেবগণ এইরূপ বলিলে নিমি কহিলেন, "আপনারা আমাকে এই বর প্রদান করুন্ যেন আমি প্রাণিগণের চক্ষুমধ্যে বাস করিতে পারি।" দেবগণ কহিলেন, "রাজন্! তাহাই হইবে। তুমি বায়ুরূপে সর্ব্বভূতের নেত্রে পরিভ্রমণ করিবে। নিরন্তর পরিভ্রমণ জন্য তোমার শ্রান্তিবোধ হইতে পারে। অতএব তোমার জন্য তাহাদের নেত্রে মুহুর্মুহু নিমেষ পড়িবে।" দেবগণ রাজর্ষি নিমিকে এই বর প্রদান করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ঋষিগণ নিমির দেহ যজ্ঞভূমিতে আনয়ন পূর্ব্বক তদুপরি অরণি নিক্ষেপ করিয়া মথন এবং সেই সঙ্গে পুত্রোৎপাদক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিতে লাগিলেন। অরণি মথিত হইতে হইতেই এক মহাতেজা পুরুষ তন্মধ্য হইতে উত্থিত হইল। তিনি মথন হইতে উদ্ভূত বলিয়া মিথি, যজ্ঞভূমিতে

সঞ্জাত বলিয়া জনক এবং বিচেতন দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈদেহ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ মহাতেজা মিথি হইতেই মৈথিল নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

লক্ষ্মণ! এই আমি নৃপশ্রেষ্ঠ নিমির প্রতি দ্বিজের এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের প্রতি নৃপের অদ্ভুত শাপবৃত্তান্ত তোমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

যযাতি রাজার প্রতি শুক্রের অভিশাপ।

দীপ্ততেজা রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে শত্রুনাশন লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, "আর্য্য! বিদেহরাজ নিমি এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের যে পুরাতন কথা বলিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত। কিন্তু নরপতি নিমি ক্ষত্রিয়, যজ্ঞে দীক্ষিত ও বীর হইয়াও কিজন্য মহাত্মা বসিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন না, তাহা বুঝিতে পারি না।" রামচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বীর! সকল মনুষ্যের ক্ষমাগুণ লক্ষিত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে মহারাজ যযাতি দুঃসহ রোষপরবশ হইয়াও ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তুমি এক্ষণে ভক্তিপূর্ব্বক অবহিতচিত্তে সেই পুরাতন কথা শ্রবণ কর।

নহুষপুত্র প্রজারঞ্জন রাজা যযাতির দুই ভার্য্যা ছিলেন। উহাঁদের তুল্য রূপবতী ত্রিভুবনেও কেহ ছিল না। ভার্য্যা-দ্বয়ের একজনের নাম শর্ম্মিষ্ঠা এবং অপরার নাম দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা দিতিপুত্র বৃষপর্ব্বার দুহিতা এবং স্বামীর সমধিক প্রিয়পাত্রী ছিলেন। সুমধ্যমা দেবযানী শুক্রের কন্যা ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে পুরু এবং দেবযানীর গর্ব্ভে যদু নামে যযাতির পরম রূপবান দুই পুত্র জন্মে। উহাদের মধ্যে পুরু স্বীয় গুণে এবং প্রিয়া মহিষীর পুত্র বলিয়া পিতার বিশেষ স্নেহভাজন হয়। তদ্দর্শনে যদু যার পর নাই ব্যথিত হইত। একদা সে মাতাকে কহিল, "দেবি! আপনি অক্লিষ্টকর্ম্মা উগ্রতপা শুক্রাচার্য্যের কন্যা হইয়াও কিরূপে ঈদৃশ দুঃসহ দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতেছেন? আসুন, আমরা উভয়ে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করি। রাজা দৈত্যকন্যার সহিত সুখে কালযাপন করুন্। অথবা আপনি যদি এই অপমান সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন,থাকুন। কিন্তু আমার আর সহ্য হয় না—আর বাঁচিতেও সাধ নাই! আমি নিশ্চয়ই এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আপনি আমাকে আজ্ঞা দিউন্।"

অবমানিত পুত্রের এই করুণ বাক্য শ্রবণে মাতার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। দেবযানী যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পিতাকে স্মরণ করিলেন। শুক্রদেবও কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যার পর নাই বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, "বৎসে! একি! অদ্য তোমার এরূপ ভাব দেখিতেছি

কেন ?” শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ কন্যাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে দেবযানী ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, “পিতঃ! আমি অগ্নি বা জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আর জীবন অসহ্য বোধ হইতেছে। আপনি মুনিশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু কন্যার দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। মহারাজ যযাতি আমার যার পর নাই অবমাননা করেন ; কিন্তু আমার এই অবমাননায় কি আপনারও অবমাননা করা হয় না ? বৃক্ষের পুষ্পফলের উচ্ছেদ ও বৃক্ষের উচ্ছেদ কি স্বতন্ত্র ? মহারাজ শর্ম্মিষ্ঠাকেই প্রীতিচক্ষে দেখেন, আমাকে গ্রাহ্যও করেন না।”

মহর্ষি শুক্র স্বীয়কন্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং নহুষাত্মজ যযাতিকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “রে দুরাত্মন্! যেহেতু তুই আমার অবজ্ঞা করিয়াছিস্, সেইহেতু তুই অবিলম্বে জরাজীর্ণ ও পলিতকলেবর হইবি।” মহর্ষি শুক্র ক্রোধভরে যযাতিকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান ও তনয়াকে সমাশ্বাসিত করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

যযাতির উপাখ্যান।

মহারাজ যযাতি উশনার শাপপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইলেন এবং পুত্র যদুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ; এক্ষণে আমার উপকারার্থে এই জরা গ্রহণ কর। আমার এখনও সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মে নাই। আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয় উপভোগ পূর্ব্বক পুনরায় তোমার নিকট হইতে জরা গ্রহণ করিব। পুত্র! এবিষয়ে আর অমত করিও না।" পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যদু কহিল, "মহারাজ! আমি আপনার স্নেহপাত্র নহি; আপনি আমাকে অর্থ ও স্নেহাদি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমার নিকট আসিলেন কেন? আপনার প্রিয়পুত্র পুরুর নিকট গমন করুন; তিনিই আপনার জরা গ্রহণ করিবেন।"

মহারাজ যযাতি পুত্র যদুর নিকট এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুরুর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "মহাবাহো! তুমি আমার উপকারার্থ এই জরা গ্রহণ কর।" পিতার এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র পুরু পরম প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "মহারাজ! আমি ধন্য! যেহেতু অদ্য আপনার কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম। অদ্য আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া জন্ম সফল করিব।" নহুষাত্মজ যযাতি পুরুর এই ভক্তিসহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আহ্লাদিত

হইলেন এবং তাঁহার শরীরে জরা সংক্রামিত করিলেন। এইরূপে তিনি পুনরায় যৌবন লাভ করিয়া সহস্র সহস্র যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং বহুসহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে তিনি একদা পুত্র পুরুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "পুত্র! আমার জরা তোমার নিকট ন্যাসস্বরূপ অর্পিত ছিল। অতএব তুমি আমাকে উহা প্রত্যর্পণ কর; আমি গ্রহণ করিব। বৎস! তুমি ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না। হে মহাবাহো! আমার আদেশ পালন করাতে আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকেই এই রাজ্যে অভিষেক করিব।" নহুষাত্মজ যযাতি পুরুকে এই কথা বলিয়া দেব-যানীপুত্র যদুকে আহ্বান পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, "রে দুরাত্মন, তুই আমার ঔরসে ক্ষত্ররূপী রাক্ষস জন্মিয়াছিস্! পাপিষ্ঠ! যেহেতু তুই আমার আজ্ঞা পালন করিস্ নাই, তজ্জন্য তুই কখন প্রজাপালন করিতে পাইবি না। নরাধম! আমি তোর গুরু, তথাপি যে তুই আমার অবমাননা করিয়াছিস্, সেই পাপে তুই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের জনক হইবি। দুর্ম্মতে! তোর বংশোৎপন্ন কেহই চন্দ্রবংশজাত বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিবে না এবং সকলেই তোর ন্যায় দুর্বিনীত হইবে।"

রাজর্ষি যযাতি যদুকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে তিনি দেহত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। এদিকে মহাযশা ধর্ম্মাত্মা পুরু

কাশিরাজ্যে প্রতিষ্ঠান নামক নগরে যথাবিধি রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। যদু রাজবংশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুর্গম ক্রৌঞ্চবনে গমন পূর্ব্বক শত শত রাক্ষসকে জন্মদান করিতে লাগিল।

হে সৌমিত্রে! এইরূপে মহাত্মা যযাতি উশনাপ্রদত্ত শাপ বিনীতভাবে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাজর্ষি নিমি সেই ব্রহ্মশাপ ক্ষমা করিতে পারেন নাই। হে সৌম্য! এই আমি রাজাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তোমাকে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে কার্য্যার্থিগণের কার্য্যপরিদর্শন আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য; নতুবা নৃগরাজার মত দোষাক্রান্ত হইতে হইবে।"

চন্দ্রানন রামচন্দ্রের এই বাক্যের অবসান না হইতে হইতেই গগনের তারকাসমূহ ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল এবং কুসুমরসসিঞ্চিত বসনে অবগুণ্ঠিত রমণীর আননের ন্যায় পূর্ব্বদিক অরুণকিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

সপ্ততিতম সর্গ। (১)

সারমেয়ের উপাখ্যান।

পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। তৎকালে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বসিষ্ঠ, মহর্ষি কশ্যপ, ব্যবহারবিদ্ মন্ত্রী এবং অন্যান্য ধর্ম্মপাঠক নীতিজ্ঞ ও সভ্যবর্গে পরিবৃত হওয়াতে রামচন্দ্রের ঐ সভা মহেন্দ্র, যম ও বরুণের সভার ন্যায় অতীব শোভা ধারণ করিল। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি একবার বহির্দ্দেশে গমন কর এবং যদি কেহ বিচারার্থী উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকে লইয়া আইস।" রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ অবিলম্বে দ্বারদেশে গমন করিলেন এবং স্বয়ং বিচারার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই উপস্থিত হইল না। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের সুশাসনকালে রাজ্যে কোনরূপ উৎপাত ছিল না। আধি ব্যাধি একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল। বসুমতী যথাকালে সুপক্ক ফল ও শস্য প্রদান করিতেন। বালক বা যুবকের মৃত্যু কদাপি শ্রুত হইত না। দুঃখের কারণ না থাকিলে কে বিচারার্থী হইয়া রাজদ্বারে আসিবে?

লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের সমীপে এইরূপ নিবেদন

---

(১) এইটি এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী সর্গ প্রক্ষিপ্ত।

করিলে তিনি যার পর নাই প্রীত হইয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি পুনরায় বহির্দ্দেশে গমন পূর্ব্বক কার্য্যার্থিগণের কার্য্য পরিদর্শন কর। রাজনীতি সম্যকরূপে পালন করিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। আর যদিও আমার শাসনগুণে প্রজাদিগের কোন দুঃখ নাই, তথাপি তুমি তাহাদিগের রক্ষণকার্য্যে অমনোযোগী হইও না।"

রামচন্দ্রের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ দ্বারদেশে গমন করিলেন এবং তথায় দেখিলেন এক সারমেয় বারম্বার কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছে। মহাবীর লক্ষ্মণ তাহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাভাগ! তোমার কার্য্য কি, আমার নিকট বিশ্বস্তচিত্তে বল।" লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সারমেয় কহিল, "আমি সর্ব্বভূতশরণ্য অক্লিষ্টকর্ম্মা অভয়দাতা রামচন্দ্রের নিকট আমার ব্যক্তব্য নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।" লক্ষ্মণ সারমেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের নিকট তাহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন, "সারমেয়! তোমার যাহা ব্যক্তব্য তাহা নৃপতির নিকটে গিয়া নিবেদন কর।" তচ্ছ্রবণে সারমেয় কহিল, "মহাত্মন্! দেব, দ্বিজ ও নৃপতির গৃহে অগ্নি, শতক্রতু, সূর্য্য ও বায়ু সতত বিদ্যমান থাকেন। বিশেষত রামচন্দ্র সত্যবাদী, রণপটু, সর্ব্বভূতের হিতাকাঙ্ক্ষী, ষড়্গুণবেত্তা, নীতিপরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। তিনিই সোম, তিনিই মৃত্যু, তিনিই যম, তিনিই ধনদ, তিনিই বহ্নি, তিনিই শতক্রতু,

তিনিই সূর্য্য ও তিনিই বরুণ। এদিকে আমি অধম যোনিতে উৎপন্ন সারমেয় মাত্র। অতএব আমি মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত কদাচ রাজগৃহে প্রবেশ করিতে পারি না। আপনি তাঁহাকে গিয়া এই কথা বলুন্।" লক্ষ্মণ সারমেয়ের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রামচন্দ্রকে কহিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক বিচারার্থী সারমেয় দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। আপনার আদেশ ব্যতীত সে রাজগৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।" লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "বৎস! কার্য্যার্থী যেই কেন আসিয়া থাকুক না, তুমি তাহাকে সত্বর এইস্থানে আনয়ন কর।"

একসপ্ততিতম সর্গ।

সারমেয়ের অভিযোগ।

মতিমান লক্ষ্মণ রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর সারমেয়ের সহিত সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং রামচন্দ্রের নিকট তাহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন সারমেয়কে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, "হে সারমেয়! তোমার বক্তব্য কি, নির্ভয়ে আমার নিকট

প্রকাশ কর।" সারমেয় সভাস্থ রামচন্দ্রকে স্বীয় ভগ্ন মস্তক দেখাইল এবং কাতরস্বরে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! রাজাই প্রজাদিগের একমাত্র কর্ত্তা ও নিয়ন্তা। রাজা সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া নিদ্রিত ব্যক্তিরও রক্ষাবিধান করেন। যত দিন রাজা নীতি ও ধর্ম্ম অনুসারে প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তত দিন প্রজাগণের কোন অমঙ্গল হয় না। কিন্তু যখন রাজা প্রজারক্ষণে উপেক্ষা করেন, তখনই তাহারা বিনষ্ট হইতে থাকে। রাজাই সকলের রক্ষক ও পিতা; রাজাই কাল, যুগ ও এই সমগ্র জগৎ। ধারণ জন্য রাজা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং সেই ধর্ম্মদ্বারাই প্রজাগণ পালিত ও চরাচর জগৎ রক্ষিত হয়। হে রঘুনন্দন! এই ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট ও ফলপ্রদ। ধর্ম্মের নিকট কিছুই দুষ্প্রাপ্য নহে। মহারাজ! দান, দয়া, সাধুগণের পূজা, সরল ব্যবহার এবং প্রজাগণের রক্ষণ, ইহ ও পরলোকে ইহাই পরম ধর্ম্ম। দেব! আপনি প্রমাণেরও প্রমাণ, ধর্ম্মের আধার ও গুণের সাগর। সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম আপনার সমস্তই বিদিত আছে। আমি কেবল অজ্ঞানবশত আপনাকে উপদেশ দিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রামচন্দ্র সারমেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সারমেয়! তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে, নির্ভয়ে আমার নিকট প্রকাশ কর।" সারমেয় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! 'ধর্ম্মের দ্বারাই রাজ্যলাভ, ধর্ম্মের দ্বারাই রাজ্যপালন এবং ধর্ম্মের দ্বারাই রাজা সকলের শরণ্য ও অভয়দাতা হয়েন।' আপনি এই

বাক্য স্মরণ রাখিয়া আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামে কোন এক ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাবসথে বাস করেন। আমি তাঁহার কোন অপরাধ করি নাই; তথাপি তিনি অকারণ আমাকে প্রহার করিয়া আমার মস্তক ভগ্ন করিয়াছেন।”

রামচন্দ্র সারমেয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে আনয়নার্থ দ্বারবানকে প্রেরণ করিলেন। অল্পকাল পরেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ রাজসভায় আনীত হইল। ঐ ব্রাহ্মণ মহাদ্যুতি রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “হে অনঘ! আপনি কি কার্য্যের জন্য অদ্য আমাকে আহ্বান করিলেন?” তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন, “হে দ্বিজ! এই সারমেয় তোমার কি অপকার করিয়াছিল যে, তুমি ইহাকে দণ্ডদ্বারা এরূপ গুরুতর আঘাত করিয়াছ? ক্রোধ প্রাণহর শত্রু। ইহাকে আপাতত মিত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার তুল্য ঘোর শত্রু আর কিছুই নাই। ক্রোধ খরধার অসি; ইহা মানবহৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার অপকর্ষ সাধন করে। তপ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্তই ক্রোধদ্বারা বিনষ্ট হয়। ক্রোধ সমস্তই হরণ করে; অতএব ক্রোধকে যত্নপূর্ব্বক পরিবর্জ্জন করিবে। দুরন্ত অশ্বের ন্যায় কুপথে ধাবমান ইন্দ্রিয়বর্গের সারথ্য বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক করিতে হয়। আরও কায়-মনোবাক্যে সতত লোকের মঙ্গলকামনাই করিবে; তাহা হইলে কদাচ কাহারও বিদ্বেষভাজন হইতে হয় না। হে বিপ্র! বিবেচনা করিয়া দেখ, ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি সহসা যেরূপ অনিষ্ট করিয়া ফেলে, কি সুতীক্ষ্ণ অসি, কি পাদাহত

সর্প, কি নিত্যক্রুদ্ধ শত্রু কেহই সেরূপ করে না। সুতরাং ক্রোধ থাকিলে বিনয়শিক্ষা দ্বারা তাহা দূর করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।"

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধ কহিল, "মহারাজ! আমি ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়াই এই সারমেয়কে প্রহার করিয়াছিলাম। একদা আমি ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেছিলাম, এমত সময়ে এই সারমেয় আমার পথ অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করাতে আমি উহাকে বারংবার বলিলাম, 'সর্ সর্।' তখন এ সেখান হইতে শনৈঃ শনৈঃ সরিয়া গিয়া অপর এক স্থানে আমার পথ অবরোধ করিয়া বসিল। ঐ সময়ে ভিক্ষার বেলা অতীত হইয়া গিয়াছিল এবং আমি ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়াছিলাম; সুতরাং সারমেয়ের ঈদৃশ আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে প্রহার করিলাম। হে রাজ-রাজেন্দ্র! আমি যথার্থই অপরাধী, আপনি আমাকে দণ্ডপ্রদান করুন। রাজদণ্ড ভোগ করিলে আমার আর নরকের ভয় থাকিবে না।"

সর্ব্বার্থসিদ্ধ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র সভাসদ্-গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সভাসদ্‌গণ! এক্ষণে এই ব্রাহ্মণের প্রতি কি দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা স্থির করুন্। উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেই প্রজাগণকে রক্ষণ করা হয়।" রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগু, আঙ্গিরস, কুৎস্য, বসিষ্ঠ, কাশ্যপ এবং অন্যান্য বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মপাঠক সচিবগণ সকলেই কহিলেন, "শাস্ত্র-

কারেরা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ অবধ্য। কিন্তু রাজা সকলের শাস্তা, বিশেষত আপনি স্বয়ং দেব সনাতন বিষ্ণু এবং ত্রৈলোক্যেরও শাসনকর্ত্তা।” সভাসদগণ সকলে এই বলিয়া বিরত হইলে সারমেয় কহিল, “বীর! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং যদি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জর প্রদেশের কৌলপত্য প্রদান করুন।” সারমেয়ের প্রার্থনানুসারে রামচন্দ্র ঐ ব্রাহ্মণকে কালঞ্জর প্রদেশের কৌলপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণও গজারোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে ঐ দেশে প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্রের সচিবগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, “মহারাজ! ইহা ত ব্রাহ্মণকে বরদান করা হইল; দণ্ড কিরূপে বলা যাইতে পারে?” রামচন্দ্র কহিলেন, “হে সচিবগণ! আপনারা ইহার গূঢ় কারণ বুঝিতে পারেন নাই। সারমেয়ই তাহা অবগত আছে।” অনন্তর তিনি সারমেয়কে উক্ত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিতে লাগিল, “মহারাজ! আমি স্বয়ং অনেক দিন ঐ কালঞ্জর প্রদেশের কুলপতি ছিলাম। ঐ সময়ে আমি পবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিতাম, দেব ও দ্বিজগণের পূজা করিতাম, দাস দাসীর প্রতি দয়া করিতাম এবং প্রাণপণে দেবদ্রব্যরক্ষণে যত্নবান হইতাম। ফলত আমি বিনীত ও সুশীল হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিতাম। কিন্তু তথাপি দেখুন, আমার কি দুরবস্থা, কি অধোগতি হইয়াছে! এই ক্রোধপরায়ণ

ব্রাহ্মণ কুলপতি হইলে অধার্ম্মিক ও পরের অহিতাচরণে নিযুক্ত হইবে। ক্রুদ্ধ, নৃশংস, রুক্ষস্বভাব ও অধার্ম্মিক ব্যক্তি চতুর্দ্দশ কুল পাতিত করে। অতএব কোন অবস্থাতেই কাহাকেও কুলপতি করা কর্ত্তব্য নহে। তবে যাহাকে পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নরকে প্রেরণ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাকেই ঐ পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কুলপতি লোভবশত দেবস্ব, ব্রহ্মস্ব, স্ত্রীধন, বালধন এবং প্রদত্ত বিষয় অপহরণ পূর্ব্বক বিনষ্ট হয়। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মনে মনেও দেবস্ব বা ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, সে বীচি নামক ঘোর নরকে পতিত হয় এবং সে নিয়ত নরক হইতে নরকান্তরে গমন করে।”

সারমেয়ের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ জাতিমাত্রদূষিত মনস্বী সারমেয়ও তথা হইতে বারাণসীধামে গমন করিল এবং প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইল।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

গৃধ্র ও উলূকের উপাখ্যান।

পাদকশোভিত নদীভূধরাবৃত কোকিলগণকূজিত সিংহ-ব্যাঘ্রসংকুল দ্বিজগণপরিবৃত এক রমণীয় অরণ্যে বহুকাল হইতে এক গৃধ্র ও উলূক বাস করিত। অনন্তর একদা পাপাত্মা গৃধ্র "ইহা আমার" বলিয়া উলূকের বাসস্থান অধিকার পূর্ব্বক তাহার সহিত ঘোর কলহ আরম্ভ করিল। বহুক্ষণ কলহের পর তাহারা স্থির করিল যে "রাজীব-লোচন রামচন্দ্র সকলের রাজা; চল আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। এই আবাস ধর্ম্মত কাহার, তাহা তিনিই স্থির করিয়া দিবেন।" এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ক্রোধভরে সত্বর রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশত কাতরভাবে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল।

অনন্তর গৃধ্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "মহা-রাজ! আমার মতে আপনি সুর ও অসুরগণেরও প্রধান। মহাদ্যুতে! আপনি বৃহস্পতি ও শুক্র হইতেও শ্রেষ্ঠ, ভূতগণের মর্য্যাদাজ্ঞ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়। আপনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য; গৌরবে হিমালয়ের তুল্য এবং গাম্ভীর্য্যে সাগরসদৃশ। আপনি লোকপালগণ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। আপনি ক্ষমাগুণে ধরণীর তুল্য এবং বেগে অনিলসদৃশ। আপনিই সকলের গুরু। আপনি

গুণবান, কীর্ত্তিযুক্ত, তুর্জ্জয়, জেতা ও সর্ব্বাস্ত্রকুশল। এক্ষণে আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বে স্বীয় বাহুবলে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উলূক তাহা হরণ করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে ইহার অত্যাচার হইতে রক্ষা করুন্।”

গৃধ্র এই বলিয়া বিরত হইলে উলূক কহিতে লাগিল, “মহারাজ! নরপতিমাত্রেই সোম, ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও যমের অংশ হইতে উৎপন্ন; তথাপি তাঁহাতে মনুষ্যের ভাগও কিঞ্চিৎ থাকে। কিন্তু হে নরনাথ! আপনি সর্ব্বময় দেব নারায়ণ। আপনার সৌম্যতা প্রকৃতিবর্গে সমভাবে নিহিত রহিয়াছে এবং আপনি সকলকেই সমভাবে দেখেন, এইজন্য আপনি সোমাংশক। হে প্রজানাথ! আপনি দাতা, হর্ত্তা ও পাতা, সেই জন্য আপনি আমাদিগের ইন্দ্র। আপনি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য এবং আপনার তেজ প্রাণিগণের সন্তাপকর; অতএব আপনি সূর্য্যের তুল্য। কুবেরের ন্যায় আপনার রাজলক্ষ্মী স্থির এবং দানে আপনি তাঁহার তুল্য বা তাঁহা অপেক্ষাও অধিক মুক্তহস্ত; এইজন্য আপনি ধনদ। আপনি স্থাবর, জঙ্গম, শত্রু, মিত্র, সকলকেই সমভাবে দেখেন। আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে শাসন ও পালন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি যাহার প্রতি ক্রোধ করেন, তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। সেইজন্য লোকে আপনাকে ধর্ম্মরাজ কহিয়া থাকে। আপনি যে এই মানুষভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহা কেবল প্রাণিগণের হিতের জন্য। আপনি দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ, চক্ষুহীনের চক্ষু এবং অগতির

গতি। দেব! আমরা তির্য্যক্‌জাতি হইলেও আপনি আমাদিগেরও নাথ। অতএব আপনি আমার অভিযোগ শ্রবণ করুন্। এই গৃধ্র বলপূর্ব্বক আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে অধিকারচ্যুত করিয়াছে। মহারাজ! আপনি দেব ও মনুষ্যগণের শাস্তা; এক্ষণে ইহাকে শাসন করুন্।"

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র গৃধ্র ও উলূকের পরস্পরের প্রতি এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্র-বর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্রাদি সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। ঐ সমস্ত মহাত্মা পূর্ব্বে রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। উহাঁরা সকলেই নয়জ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, সৎকুলজাত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। সচিবগণ উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র তাঁহা-দিগের নিকট গৃধ্র ও উলূকের বিবাদবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর তিনি গৃধ্রকে কহিলেন, "হে গৃধ্র! তুমি কতদিন হইল এই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ? যদি স্মরণ থাকে, বল।" রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া গৃধ্র কহিল, "হে রাজন্! যৎকালে এই বসুমতী সর্ব্বপ্রথম মানবজাতি দ্বারা আকীর্ণ হয়, সেই সময় হইতে আমি এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি।" উলূককে ঐ প্রশ্ন করায় সে কহিল, "মহা-রাজ! যৎকালে এই পৃথিবী প্রথম নূতন বৃক্ষসমূহে শোভিত হয়, সেই সময়ে আমি ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি।" রামচন্দ্র উহাদের উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌গণকে কহিলেন, "সভাসদ্‌গণ! যে সভায় বৃদ্ধ নাই, সে সভা সভাই নহে; যে বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ না দেন, সে বৃদ্ধ বৃদ্ধই নহেন; যে ধর্ম্মোপদেশে সত্য নাই সে ধর্ম্মোপদেশ ধর্ম্মোপদেশই নহে;

এবং যে সত্য ছলানুবিদ্ধ সে সত্য সত্যই নহে। যে সকল সভ্য প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিয়াও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন না, তাঁহারা অনৃতবাদী। আর যাঁহারা কাম, ক্রোধ বা ভয়াদি বশত সত্যবচনে বিমুখ হয়েন, তাঁহাদের আত্মা সহস্র বারুণ পাশে বিজড়িত হয়। এক এক বৎসরে উহাদের এক একটি পাশ বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব সত্যের অনুমান-মাত্রে তৎক্ষণাৎ তাহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।"

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সচিবগণ কহিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের বিবেচনায় উলূককে নির্দ্দোষী বলিয়া বোধ হইতেছে; গৃধ্রই দোষী। এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ। রাজাই প্রজাবর্গের পরম গতি, অবলম্বন ও সনাতন ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি রাজশাসনের অধীনে থাকে, তাহার কখন দুর্গতি হয় না। সে যমদণ্ড হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করে।" সচিবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "হে সচিবগণ! এই গৃধ্র ও উলূকের বিচার নিষ্পত্তির জন্য আমি একটি পৌরাণিক কথা কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। এই চন্দ্রসূর্য্যনক্ষত্রগণশোভিত গগন-মণ্ডল এবং পর্ব্বতবনশোভিত সচরাচর সসাগর ত্রৈলোক্য পূর্ব্বে দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় সমস্ত একাকার ছিল। পরে এই সমগ্র বিশ্ব লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর জঠরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মহাতেজা ভূতাত্মা ভগবান নারায়ণ উদরমধ্যে এই বিশ্ব ধারণ করত মহাসাগরগর্ভে বহুবর্ষব্যাপিনী নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। নারায়ণ নিদ্রিত হইলে মহাযোগী ব্রহ্মা

তাঁহাকে নিরুদ্ধবায়ু অবগত হইয়া তাঁহার উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে বিষ্ণুর নাভি হইতে এক সুবর্ণ-নির্ম্মিত পদ্ম উৎপন্ন হইল। তখন মহাপ্রভু ব্রহ্মা নারায়ণের উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং জগৎ সৃষ্টির মানসে যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই নাভিকমলে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রথমে পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে মনুষ্য, সরীসৃপ, জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভগবান বিষ্ণুর শ্রোত্রমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দৈত্য-দ্বয় উৎপন্ন হইল। উহারা মহাবীর্য্য, ঘোররূপ ও দুর্জ্জয়। দৈত্যদ্বয় প্রজাপতিকে দেখিতে পাইয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। স্বয়ম্ভু তাহাদিগকে দেখিয়া বিকট রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই শব্দে নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি চক্রপ্রহার দ্বারা মধু ও কৈটভকে সংহার করিলেন। তখন তাহাদিগের মেদে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। লোকধারী নারায়ণ তদ্দর্শনে পুনরায় পৃথিবীকে বিশোধিত করিয়া বিবিধ বৃক্ষ, শস্য ও ওষধিতে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই অবধি মেদগন্ধময়ী পৃথিবীর নাম মেদিনী হইয়াছে। অতএব আমার মতে এই আবাস উলূকের; কদাচ গৃধ্রের নহে। এই পাপাত্মা পরস্বাপহারী গৃধ্র উলূককে অতীব কষ্ট দিয়াছে; সুতরাং উহাকে দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

এইরূপে রামচন্দ্র উলূকের দণ্ডপ্রদানে কৃতনিশ্চয় হইলে সহসা আকাশ হইতে এই দৈববাণী হইল, "রাজন্! এই

গৃধ্রকে বধ করিও না। যেহেতু এ পূর্ব্বে হইতেই কালসদৃশ গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইতেছে। এই গৃধ্র পূর্ব্বে ব্রহ্মদত্ত নামে এক সত্যব্রত শুচি বীর নরপতি ছিল। একদা মহাতেজা মহর্ষি গৌতম ইহার গৃহে ভোজনার্থ আগত হইয়া কহিলেন, 'রাজন্! আমাকে একাধিক শত বৎসর আহার করাইতে হইবে।' এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত স্বয়ং তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহার ভোজনার্থ আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। আহারকালে মহাত্মা গৌতম ভোজনপাত্রে একখণ্ড মাংস প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং রাজাকে এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'তুমি গৃধ্র হও।' তচ্ছ্রবণে নরপতি যার পর নাই ভীত হইয়া কহিলেন, 'হে তপোধন! আমার অজ্ঞানবশত এরূপ ঘটিয়াছে। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে শাপ হইতে মুক্ত করুন্।' মহর্ষি গৌতমও তখন নরপতির কার্য্য অজ্ঞানকৃত জানিতে পারিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক মহাযশা মহাভাগ রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি তোমাকে স্পর্শ করিলেই, তুমি শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে।'"

মহাত্মা রামচন্দ্র এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া গৃধ্রকে স্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ নৃপতি ব্রহ্মদত্ত গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যগন্ধ দিব্যানুলেপন ও দিব্যরূপ পুরুষাকার ধারণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি আমাকে ঘোর নরকযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিলেন।

প্রভো! আপনার প্রভাবেই আমি শাপ হইতে মুক্ত হইলাম।”

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট চ্যবনাদি মহর্ষিগণের আগমন।

একদা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পরস্পর ধর্ম্মবিষয়িনী কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমত সময়ে নাতিশীতোষ্ণ বাসন্তী নিশা উপস্থিত হইল। পরদিন পৌরকার্য্যবিৎ রামচন্দ্র বিমল প্রভাতে গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। এমত সময়ে দ্বারপাল সুমন্ত্র তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, “মহারাজ! যমুনাতীরবাসী প্রীতমনা তাপসগণ ভৃগুপুত্র চ্যবনকে অগ্রে করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহারা আপনার দর্শনার্থ যার পর নাই ব্যগ্র হইয়াছেন।” ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “সুমন্ত্র! তুমি চ্যবনপ্রমুখ মহর্ষিগণকে সত্বর আনয়ন কর।” দ্বারপাল রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক দীপ্ততেজা মহর্ষিগণকে সভাগৃহে আনয়ন করিল। প্রায় শতাধিক তেজোময় তাপস রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া

সর্ব্বতীর্থপূর্ণ কলস এবং বিবিধ ফলমূল রামচন্দ্রকে উপহার দিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্রও প্রীতিসহকারে ঐ সমস্ত তীর্থোদক ও ফলমূল গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "মহাত্মাগণ! এই সমস্ত উৎকৃষ্ট আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, আপনারা যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করুন্।"

রামচন্দ্রের বাক্যানন্তর ঋষিগণ উৎকৃষ্ট কনকাসনে উপবিষ্ট হইলে, উক্ত মহাত্মা প্রযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "হে তপোধনগণ! আপনাদিগের আগমনের কারণ কি এবং আমাকে আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আমি মহর্ষিগণের আজ্ঞাকর। আমার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য ও জীবন সকলই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত। অতএব আপনারা অবিশঙ্কিতচিত্তে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন্।" ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের এই উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই বাক্য আপনারই উপযুক্ত; অন্য কাহারও নহে। আমরা অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি দেখিয়াছি। কিন্তু কেহই কার্য্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হয়েন না। কেবল আপনিই কার্য্য কি না জানিয়াও তৎসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। অতএব আপনি যে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

লবণের উৎপাত।

মহর্ষিগণ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "হে তপোধনগণ! আপনাদিগের কি ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন্। আমি তাহা দূর করিব।" তখন ভৃগুপুত্র চ্যবন কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! আমাদিগের ও দেশের ভয়ের কারণ শ্রবণ কর। সত্যযুগে লোলার গর্ভে মধু নামে এক মতিমান ব্রহ্মনিষ্ঠ শরণ্য মহাবল দৈত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দেবগণেরও সহিত তাহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। ঐ ধর্ম্মাত্মার ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া রুদ্রদেব তাঁহাকে এক অদ্ভুত বর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ত্রিশূল হইতে অপর এক মহাপ্রভ শূল নিষ্কৃষ্ট করিয়া উহা মধুকে প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'দৈত্যবর! আমি তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি এবং তোমাকে এই উৎকৃষ্ট আয়ুধ প্রদান করিতেছি। যতদিন তুমি দেব ও দ্বিজদ্বেষী না হইবে, ততদিন ইহা তোমারই থাকিবে। অন্যথাচরণে ইহা নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি ভয়শূন্য হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে এই শূল তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইবে।' মহাসুর মধু দেবাদিদেব রুদ্রের নিকট এই বর লাভ করিয়া পুনরায়

তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, 'ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া এই বর দিউন্ যেন, এই শূল আমার বংশ পরিত্যাগ না করে। আপনি দেবগণেরও ঈশ্বর; এক্ষণে আমার এই মনস্কামনা পূর্ণ করুন্।' মধুর এই প্রার্থনা শ্রবণে ভূতনাথ মহাদেব কহিলেন, 'হে দৈত্যবর! তাহা হইতে পারে না। তবে তোমার প্রার্থনা একবারে নিষ্ফল করিব না। কেবল তোমার একটিমাত্র পুত্র এই শূল প্রাপ্ত হইবে। যতদিন ইহা তাহার হস্তে থাকিবে, ততদিন সে সকলের অবধ্য হইবে।'

এইরূপে অসুরশ্রেষ্ঠ মধু দেবাদিদেবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। অনলার গর্ব্ভে বিশ্বাবসুর কুম্ভীনসী নামে এক কন্যা জন্মে। ঐ মহাপ্রভা কুম্ভীনসী মধুর প্রাণাধিকা পত্নী। তাহার গর্ব্ভে মধুর লবণ নামে এক মহাবীর্য্য দারুণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা বাল্যকালাবধিই পাপাচরণে নিযুক্ত। মধু পুত্রকে এইরূপ দুর্বিনীত দেখিয়া অতীব ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইল; কিন্তু কিছুই বলিল না। অনন্তর সে লবণকে রুদ্রদেবদত্ত শূল প্রদান করিয়া ও বরবৃত্তান্ত বলিয়া দেহত্যাগ পূর্ব্বক বরুণলোকে গমন করিল। এক্ষণে পাপাত্মা লবণ শূললাভে যার পর নাই গর্ব্বিত হইয়া দৌরাত্ম্যদ্বারা ত্রিলোককে বিশেষত তাপসগণকে যার পর নাই উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছে। হে রাজন্! এই আপনি লবণের প্রভাব ও বরলাভের কথা শ্রবণ করিলেন; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন্। আপনিই আমাদিগের পরম গতি। ভয়ার্ত্ত ঋষিগণ

অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তৎপ্রদানে সমর্থ হয়েন নাই। সম্প্রতি আমরা শুনিয়াছি, আপনি পুত্র, পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবসহিত অজেয় রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন; ইহাতে আশা করি একমাত্র আপনিই আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন। হে রামচন্দ্র! এই আমরা আপনাকে আমাদিগের ভয়ের কারণ নিবেদন করিলাম। আপনিই তাহা দূর করিতে সমর্থ; এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন্।"

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্রকর্তৃক লবণবধার্থ শত্রুঘ্নকে নিয়োগ।

অনন্তর ধীমান রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লবণ কি আহার করিয়া থাকে? তাহার আচার ব্যবহার কিরূপ? এবং কোন্ স্থানেই বা তাহার বাস?" রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণ কহিলেন, "রাজন্! সকল প্রকার প্রাণী বিশেষত তাপসগণই লবণের আহার, আচার ব্যবহার যার পর নাই কর্কশ এবং সে সর্ব্বদা মধুবনে বাস করিয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা প্রতিদিন বহুসংখ্যক সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, অণ্ডজ ও মনুষ্যগণকে

হত্যা ও আহার করে এবং আহারকালে কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করিয়া থাকে।"

অনন্তর রামচন্দ্র কহিলেন, "মহর্ষিগণ! আপনারা ভয় দূর করুন্। আমি অবিলম্বেই লবণকে সংহার করিব।" তিনি উগ্রতেজা মুনিগণের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সমবেত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "দেখ, মহাবাহু ভরত ও শত্রুঘ্নের মধ্যে কাহাকে লবণবধকার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, স্থির কর।" রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে ভরত কহিলেন, "আর্য্য! আমিই লবণকে বধ করিব। আমাকে ঐ কার্য্যে নিয়োগ করুন্।" ভরতের এইরূপ ধৈর্য্য ও শৌর্য্যসমন্বিত বাক্য শ্রবণে শত্রুঘ্ন স্বর্ণাসন হইতে উত্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! মহাবাহু মধ্যম ভ্রাতা লবণবধার্থ উদ্যত হইয়া স্বীয় উদার-ভাবেরই পরিচয় দিলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইনি আর্য্যের বনবাসকালে ফলমূলভোজন, জটাচীরধারণ, দুঃখশয্যায় শয়ন এবং অন্যান্য অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নন্দীগ্রামে অবস্থিতি করত আর্য্যের আগমনকাল পর্য্যন্ত এই শূন্যা অযোধ্যাপুরী পালন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই দাস উপস্থিত থাকিতে তিনি কি জন্য পুনরায় ক্লেশ পাইবেন?" ভ্রাতৃবৎসল শত্রুঘ্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "বৎস! তাহাই হউক্। ভরতকে আর ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। প্রাণাধিক ভরত অযোধ্যাতেই থাকুন্। তুমিই এই লবণবধরূপ কার্য্য উদ্ধার কর। মহাবাহো! তুমি শূর, কৃতবিদ্য ও

নূতন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ; অতএব আমি তোমাকে আরও একটি আদেশ দিতেছি, তোমাকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। তুমি সেই পাপাত্মা মধুপুত্র লবণকে বধ করিয়া যমুনাতীরে নগর ও জনপদসমূহ স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে তাহার রাজ্যে প্রজাপালন করিতে থাকিও। বৎস! তুমি এবিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিও না। কারণ তুমি বালক এবং আমার আজ্ঞা পালন করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আরও কোন রাজ্য ধ্বংস করিয়া তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন না করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। এক্ষণে আমি বসিষ্ঠপ্রমুখ বিপ্রগণদ্বারা যথাবিহিত বিধি ও মন্ত্রানুসারে তোমাকে উক্ত রাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি আমার অভিষেক গ্রহণ কর।"

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্রকর্তৃক শত্রুঘ্নকে লবণের রাজ্যে অভিষেক ও অস্ত্রপ্রদান।

রামচন্দ্রের এই বাক্যে শত্রুঘ্ন যার পর নাই লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আর্য্য! আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু আপনার এই আদেশ আমার নিকট ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে

কিরূপে কনিষ্ঠের অভিষেক হইতে পারে? হে পুরুষর্ষভ! আপনার আদেশ আমার অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু মহাভাগ! আমি পূর্ব্বে আপনার মুখে এবং শ্রুতি হইতে অবগত হইয়াছি যে, জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের অভিষেক এবং জ্যেষ্ঠের আদেশ লঙ্ঘন এ উভয়ই মহাপাপ। দেব! আমি বিষম সঙ্কটে পতিত হইলাম। মধ্যম ভ্রাতা মহাত্মা ভরত লবণবধে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি যে তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কুকার্য্য করিয়াছি, তাহার ফলেই আমার এই দুর্গতি উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠের বাক্যে অনাদর করিয়াই আমাকে এই পরলোকবিবর্জ্জিত অধর্ম্মের ভাজন হইতে হইল। আর্য্য! আমি আর আপনার আদেশে দ্বিরুক্তি করিয়া দ্বিতীয়বার দণ্ডের ভাজন হইব না। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ দাসকে এরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না, যাহাতে অধর্ম্ম স্পর্শ হইতে পারে।"

মহাত্মা শত্রুঘ্ন এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং ভরত ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্নকে অদ্যই রাজ্যে অভিষেক করিব; অতএব তোমরা তদুপযোগী দ্রব্যজাত সংগ্রহ কর এবং পুরোহিত, ঋত্বিক, অমাত্য ও অন্যান্য সকলকে আমার বাক্যে আহ্বান কর।" রামচন্দ্রের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণ প্রভৃতি মহারথগণ অবিলম্বে অভিষেকোপযোগী দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিলেন। পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও রাজাগণও সত্বর রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে অভিষেকের কার্য্য আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে যেরূপ দেবরাজ

ইন্দ্র দেবগণের সহিত সেনাপতি স্কন্দের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাত্মা রামচন্দ্রও পৌর ও জানপদবর্গের সহিত আনন্দকর শত্রুঘ্নের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্নও অভিষিক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। পৌরগণের হর্ষের সীমা রহিল না। বেদ্‌বিদ্‌ ব্রাহ্মণগণ নূতন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহিষী কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণ অন্তঃপুরে নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। যমুনাতীরনিবাসী মহাত্মা ঋষিগণ শত্রুঘ্নের অভিষেক দর্শন করিয়া ভাবিলেন, "এইবার দুরাত্মা লবণ নিহত হইল।"

অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার তেজ বর্দ্ধিত করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি এই অমোঘ দিব্য শর গ্রহণ কর। ইহা দ্বারাই তুমি লবণবধে কৃতকার্য্য হইবে। যৎকালে নারায়ণ সুরাসুরাদি সকলের অদৃশ্য হইয়া মহার্ণবে শয়ান ছিলেন, সেই সময়ে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্য জন্মগ্রহণ করিয়া সৃষ্টির বিঘ্ন করিতে থাকে। ভগবান বিষ্ণু তাহাতে যার পর নাই ক্রোধাভিভূত হইয়া উহাদের বিনাশার্থ এই অমোঘ দিব্য অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এই শর দ্বারাই ঐ ঘোর দুরাত্মা দানবদ্বয়কে বিনাশ করিয়া ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বৎস! আমি প্রভূত প্রাণিক্ষয়ের আশঙ্কায় রাবণবধকালেও এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র প্রয়োগ করি নাই। দুরাত্মা লবণ রুদ্রদেবপ্রদত্ত মহৎ

শূল ভবনে সংস্থাপন পূর্ব্বক আহারার্থ চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়। যখন কেহ তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তৎক্ষণাৎ সে গৃহে গমন পূর্ব্বক ঐ শূল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ভস্মী-ভূত করিয়া ফেলে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যৎকালে ঐ দুরাত্মা শূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবে সেই সুযোগে তুমি অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার-দেশ অবরোধ করিয়া থাকিবে। যেন সে কিছুতেই গৃহ-মধ্যে প্রবেশ না করিতে পারে। এই অবস্থায় তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেই, তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিতে পারিবে। ইহার অন্যথা করিলে, তুমি তাহাকে কোন মতেই বধ করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ ভগবান নীল-কণ্ঠের প্রভাব দুরতিক্রম্য। বৎস! এই আমি তোমাকে শূলের বৃত্তান্ত এবং লবণের বধোপায় সমস্তই কহিলাম।"

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট শত্রুঘ্নের বিদায় গ্রহণ।

রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে এইরূপ আদেশ দিয়া এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পুনরায় কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই চারি সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, একশত

হস্তী, নট, নর্ত্তক, পুরবাসী এবং বিবিধ পণ্যসহিত বণিকগণ তোমার অনুসরণ করুক্। আরও তুমি নিযুত সংখ্যক হিরণ্য ও সুবর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে ধন ও বাহন লইয়া যাও। বৎস! তুমি সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্য ও পুরস্কার দ্বারা সৈন্যগণের মনোরঞ্জন করিবে। যাহাতে তাহারা হৃষ্ট, তুষ্ট ও অনুদ্ধত থাকে তাহাতে চেষ্টা করিবে। অর্থ এবং বন্ধুবান্ধবও যে বিপদে রক্ষা করিতে পারে না, ভৃত্যবর্গ সন্তুষ্ট থাকিলে সে বিপদেও কোন ভয় নাই। তুমি সৈন্যগণকে যমুনাতীরে সংস্থাপন করিয়া একাকী লবণের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। যাহাতে সেই দুরাত্মা তোমাকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিতে না পারে তদ্বিষয়ে তুমি বিশেষ সতর্ক হইবে। নতুবা তাহার মৃত্যু হওয়া সুকঠিন। লবণ যাহাকে অগ্রে শত্রু বলিয়া জানিতে পারে, তাহার আর নিস্তার নাই। তোমার সৈন্যসমূহ মহর্ষিগণের সহিত অগ্রেই যাত্রা করুক্; তাহা হইলে তাহারা গ্রীষ্মাবসানে জাহ্নবী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এই অবসরে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীতীরেই সমস্ত সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক একাকী ধনুর্হস্তে সাবধানে অগ্রসর হইবে। বর্ষাকালই সেই দুরাত্মার নিধনের উপযুক্ত সময়।"

মহাত্মা রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে শত্রুঘ্ন প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বীরগণ! তোমরা যেখানে যেখানে বাসস্থান নিরূপণ করিবে তথায় নির্ব্বিরোধে অবস্থিতি করিও। দেখিও, যেন কাহারও কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।" উহাদিগকে এইরূপ

উপদেশ দিয়া শত্রুঘ্ন হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল ঐ বিশালসৈন্য বিদায় দিলেন। অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর চরণে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও কুলগুরু বসিষ্ঠের চরণেও প্রণত হইলেন। এইরূপে সকলের নিকট বিদায় হইয়া শত্রুঘ্ন বন্দিগণের স্তব শ্রবণ করিতে করিতে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের গমন।

বীরবর শত্রুঘ্ন সৈন্যগণকে বিদায় প্রদানানন্তর একমাস অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়া যাত্রা করিলেন এবং সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। পথে দুই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি মুনিসত্তম মহর্ষি বাল্মীকিকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আমি গুরুজনের আদেশ পালনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অদ্য রাত্রি আমি আপনার পাদমূলে অবস্থিতি করিতে

ইচ্ছা করি। কল্য প্রাতে স্বীয় অভিলষিত দেশে গমন করিব।” মহাযশা বাল্মীকি শত্রুঘ্নের এই বিনীত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সহাস্যবদনে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, “সৌম্য! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগেরই। তুমি অবিশঙ্কিত-চিত্তে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ কর।” অনন্তর শত্রুঘ্ন মহর্ষিপ্রদত্ত সৎকার গ্রহণ ও ফলমূলাদি ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। আহারান্তে তিনি ঋষিসত্তম বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! এই যে পূর্ব্বদিকে আপনার আশ্রমের সমীপেই যজ্ঞীয় বিভূতি দৃষ্ট হই-তেছে, উহা কাহার?” তচ্ছ্রবণে মহর্ষি কহিতে লাগিলেন, “বৎস! পূর্ব্বকালে তোমাদের বংশে সৌদাস নামে এক রাজা ছিলেন। বীর্য্যসহ নামে তাঁহার এক বীর্য্যবান পরম ধার্ম্মিক পুত্র ছিল। একদা সৌদাস স্বীয় বালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ায় নির্গত হইয়াছিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে কবিতে দুই রাক্ষস তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহারা শার্দ্দূলরূপ ধারণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক প্রাণী ভক্ষণ করিত, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত হইত না। নৃপতি সৌদাস উহাদিগের উপদ্রবে বন প্রাণীশূন্য অবলোকন করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে উহা-দিগকে দেখিতে পাইয়া নিশিত শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক-জনের প্রাণসংহার করিলেন এবং সগর্ব্বে অপরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অবশিষ্ট রাক্ষস স্বীয় সহচরের শোচনীয় দশা ও রাজার গর্ব্বিতভাব অবলোকন করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে সৌদাসকে কহিল, ‘রে পাপিষ্ঠ!

যেহেতু তুই বিনাপরাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিলি, সেই হেতু আমিও তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব।' এই কথা বলিয়া রাক্ষস সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল।

কালক্রমে বীর্য্যসহ রাজাসনে আরোহণ করিলেন। নরপতি সৌদাসও এই আশ্রমের সমীপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা বসিষ্ঠ স্বয়ং ঐ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। দেবযজ্ঞের ন্যায় উহা মহাসমারোহে বহুবর্ষ ধরিয়া চলিতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞের অবসানে সেই রাক্ষস পূর্ব্বের শত্রুতা স্মরণ করিয়া বসিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজার নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল, 'রাজন্! আমার আমিষ ভোজনে বড় অভিলাষ হইয়াছে, অতএব অদ্য যজ্ঞান্তে সত্বর আমার আমিষান্নের উদ্যোগ করিয়া দাও। ইহার অন্যথা করিও না।' ব্রহ্মরূপী রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নিপুণ পাচকগণকে আহ্বান করিলেন এবং কহিলেন, 'পাচকগণ! কুলপুরোহিত মহাশয়ের আমিষভোজনে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তোমরা ঘৃতাদিসহকারে সত্বর সুস্বাদু মাংস প্রস্তুত করিয়া দাও। দেখিও যেন তাঁহার পরিতোষ হয়।' রাজার এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র পাচকগণ সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিল। এদিকে ঐ দুরাত্মা নিশাচর পুনরায় পাচকবেশ ধারণ পূর্ব্বক রন্ধনাগারে উপস্থিত হইল এবং নরমাংস রন্ধন পূর্ব্বক রাজার নিকট আনয়ন করিল। নরপতি পত্নীর সহিত ঐ ভক্ষ্য মহর্ষিকে নিবেদন করিলেন। বসিষ্ঠ তাঁহার ভোজনার্থ নরমাংস

আনীত হইয়াছে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, 'রাজন্! যেহেতু তুমি আমার ভোজনার্থ নরমাংস প্রদান করিলে, অতএব তোমারও ইহাই ভোজন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' নিরপরাধ নরপতি বসিষ্ঠের এই অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রত্যভিশাপ প্রদানার্থ জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মশীলা মহিষী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ভগবান বসিষ্ঠ আমাদিগের কুলপুরোহিত ও দেবতুল্য, অতএব উহাঁকে প্রত্যভিসম্পাত প্রদান করা কদাচ উচিত নহে।' পত্নীর এই বাক্য শ্রবণে নরপতি সৌদাস ক্রোধ সংবরণ করিয়া হস্তস্থিত জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাদদ্বয় সিক্ত করিলেন। অমনি তাঁহার পাদদ্বয় বিকৃত হইয়া উঠিল। তদবধি সৌদাস কল্মাষপাদ বলিয়া আখ্যাত হইলেন। অনন্তর রাজা পত্নীর সহিত মহর্ষি বসিষ্ঠের প্রসাদার্থ তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিয়া ব্রহ্মরূপী দুরাত্মা নিশাচরের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন বসিষ্ঠও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'রাজন্! আমি ক্রোধভরে যাহা বলিয়াছি, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। তবে তুমি দ্বাদশ বৎসর শাপ ভোগ করিয়া পরে আমার বরপ্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইবে। আরও শাপাবসনে তোমার এই সমস্ত বৃত্তান্ত কিছুই স্মরণ থাকিবে না।'

হে শত্রুঘ্ন! নরপতি সৌদাস দ্বাদশবর্ষ পরে পুনরায় রাজ্যলাভ ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। তুমি আমার

আশ্রমসমীপবর্ত্তী যে স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, উহা কল্মাষপাদের যজ্ঞক্ষেত্র।”

মহাত্মা শত্রুঘ্ন বাল্মীকির মুখে এই অদ্ভুত দারুণ কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক শয়নার্থ পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন।

নবসপ্ততিতম সর্গ।

লব ও কুশের জন্ম।

ধর্ম্মাত্মা শত্রুঘ্ন যে রাত্রি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই রাত্রিতেই সীতাদেবী দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। অর্দ্ধরাত্রে মুনিপুত্রগণ এই শুভসংবাদ প্রদানার্থ মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল, “ভগবন্। রামমহিষী দুইটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। অতএব আপনি তাহাদিগের বিঘ্নাদি বিনাশার্থ রক্ষাবিধান করুন্।” মুনিকুমারগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি হর্ষভরে সীতার নিকট গমন করিলেন এবং বালচন্দ্রপ্রতিম দেবপুত্রসদৃশ মহাতেজা নবকুমারদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি উহাদিগের গ্রহবিনাশার্থ কুশমুষ্টি ও লব (১) গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া বৃদ্ধাদিগের

(১) ছিন্নকুশের অধোভাগকে লব কহে।

হস্তে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "তোমরা এই কুশমুষ্টি দ্বারা অগ্রজাত বালক এবং লব দ্বারা পশ্চাজ্জাত বালকে সংমার্জ্জন কর। কুশ ও লব দ্বারা সংমার্জ্জিত হইল বলিয়া এই যমজ কুমারদ্বয় কুশ ও লব নামে খ্যাত হইবে।" মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধাগণ সমাহিতচিত্তে তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহনাশিনী রক্ষা গ্রহণ করিল এবং সূতিকাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নবপ্রসূত বালকদ্বয়কে সংমার্জ্জন করিতে লাগিল।

এদিকে শত্রুঘ্নও অর্দ্ধরাত্রে মুনিকুমারগণের মুখে এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিলেন এবং হর্ষে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ পর্ণশালাভ্যন্তরে সীতার নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! আপনি ভাগ্যক্রমেই পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন।"

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। হর্ষোন্মত্ত শত্রুঘ্নের নিকট সেই শ্রাবণী বর্ষারজনী অতি স্বল্পকালস্থায়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ মহাবীর প্রাভাতিক ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির নিকট বিদায় লইয়া পশ্চিম-দিকে গমন করিলেন। সপ্তরাত্রি পথিমধ্যে অতিবাহিত করিয়া তিনি অষ্টম দিবসে যমুনাতীরনিবাসী ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় চ্যবনপ্রমুখ মহর্ষি-গণের সহিত নানাবিধ রমণীয় কথাপ্রসঙ্গে তিনি পরমসুখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অশীতিতম সর্গ।

চ্যবনকর্ত্তৃক শত্রুঘ্নের নিকট লবণের শূলের প্রভাব কথন।

বহুবিধ কথা সমাপ্ত হইলে শত্রুঘ্ন লবণের বলাবল ও তাহার শূলের প্রভাব অবগত হইবার মানসে চ্যবনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! লবণের শূলের প্রভাব কিরূপ? এবং কোন্ কোন্ বীরই বা এই শূলধারী দৈত্যের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন?" শত্রুঘ্নের এই বাক্য শ্রবণে মহাতেজা চ্যবন কহিতে লাগিলেন, "বীর! এই শূলদ্বারা অসংখ্য দুষ্কর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব এক নরপতি সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে অযোধ্যায় যুবনাশ্বসুত মান্ধাতা নামে এক ত্রিলোকবিখ্যাত বীর্য্যবান নরপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করিয়া সুরলোকজয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অমিততেজা নরপতির এই উদ্যোগ দেখিয়া ইন্দ্র ও সুরগণ যার পর নাই ভীত হইলেন। অনন্তর মান্ধাতা 'ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমগ্র পৃথিবী ও স্বর্গরাজ্যের অর্দ্ধেক উপভোগ করিব এবং দেবগণেরও বন্দনীয় হইব' মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধার্থ স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে তাঁহার এই পাপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে মিষ্ট

বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি মনুষ্যলোকের রাজা। এক্ষণে সমগ্র পৃথিবী বশীভূত না করিয়া কিরূপে দেবরাজ্য পাইতে ইচ্ছা কর? যখন এই সমগ্র পৃথিবী স্ববশে আনিতে পারিবে, তখন তোমার দেবরাজ্যে আধিপত্য করা শোভা পাইবে।'

ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মান্ধাতা কহিলেন, 'হে দেবরাজ! পৃথিবীর কোন্ স্থলে আমার শাসন প্রতিহত, তাহা আমাকে দেখাইয়া দাও।' তখন সহস্রাক্ষ কহিলেন, 'হে রাজন্! মধুবনবাসী মধুপুত্র লবণ তোমার শাসনাধীন নহে।' ইন্দ্রের মুখে এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মান্ধাতা লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ মহেন্দ্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নরলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ক্রোধভরে সসৈন্যে লবণের বিনাশার্থ গমন করিলেন। মধুবনে উপস্থিত হইয়া মান্ধাতা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় লবণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত লবণের নিকট গমন করিয়া এই সংবাদ প্রদান ও অন্যান্য কুবাক্য বলিবামাত্র ঐ দুরাত্মা তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। বহুক্ষণ পরেও দূত ফিরিল না দেখিয়া নরপতি মান্ধাতা স্বয়ং গমন করিলেন এবং ক্রোধভরে শর-বৃষ্টিদ্বারা লবণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষস অবজ্ঞাসূচক হাস্যকরত প্রদীপ্ত শূল গ্রহণ করিল এবং মান্ধাতা ও তাঁহার অনুচরগণের বিনাশার্থ উহা নিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঐ দিব্য শূল সসৈন্য নরপতিকে ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে গমন করিল।

বীর! এই আমি তোমার নিকট রুদ্রদেবপ্রদত্ত শূলের প্রভাব এবং সসৈন্য মান্ধাতার বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ঐ শূলের প্রভাব যথার্থই অপ্রমেয়। কল্য প্রভাতে যখন দুরাত্মা লবণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমিষের অন্বেষণার্থ নির্গত হইবে, সেই সময়ে তুমি তাহাকে আক্রমণ করিও। তাহা হইলেই জয়লাভ হইবে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ঐ দুরাত্মা রাক্ষসকে বধ করিতে পারিলে ত্রিলোকের মঙ্গল হয়।”

একাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক লবণের দ্বারাবরোধ।

মহাত্মা শত্রুঘ্ন এইরূপে ঋষিগণের সহিত নানাবিধ মধুর আলাপে এবং জয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন। এদিকে বিমল প্রভাতকালে দুরাত্মা রাক্ষস লবণ আহার অন্বেষণার্থ নগর হইতে বহির্গত হইল। ঐ অবসরে মহাবীর শত্রুঘ্নও যমুনা পার হইয়া একাকী ধনুর্হস্তে মধুপুরের দ্বার অবরোধ করিলেন। অর্দ্ধ দিবস অতীত হইলে ক্রূরকর্ম্মা লবণ বহুসহস্র প্রাণী লইয়া নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সে দ্বারে ধনুর্ধারী শত্রুঘ্নকে দেখিয়া ক্রোধে

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং কহিল, "রে নরাধম! তুই আর অস্ত্র লইয়া আমার কি করিবি? তোর মত অমন কত সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী বীরকে আমি ক্রোধভরে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছি। বুঝিতেছি, তুই কালপ্রেরিত। যাহা হউক, এক প্রকার ভালই হইয়াছে; কারণ আমার আহারও অদ্য অসম্পূর্ণ আছে। রে দুর্ম্মতে! তুই কেন স্বেচ্ছাক্রমে আমার মুখে প্রবিষ্ট হইলি?" দুরাত্মা লবণ বারম্বার অট্টহাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলে, শত্রুঘ্ন ক্রোধে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তেজোময় রশ্মি নির্গত হইতে লাগিল। তিনি স্খলিত বাক্যে কহিলেন, "রে নির্ব্বোধ! আমি তোর সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আমি মহাত্মা দশরথের পুত্র ও ধীমান রামচন্দ্রের ভ্রাতা এবং শত্রুহন্তা বলিয়া আমার নাম শত্রুঘ্ন। আমি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছি, এক্ষণে তুই আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। রাক্ষস! তুই সর্ব্বভূতের শত্রু, অতএব অদ্য আর জীবিত থাকিতে আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবি না।"

শত্রুঘ্নের এই বাক্য শ্রবণে লবণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "রে দুর্ম্মতে! আমার সৌভাগ্যবশতই তুই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস্। নরাধম রাম স্ত্রীর নিমিত্ত আমার মাতুল রাবণকে বধ করিয়াছে। আমি রাবণের বিশাল কুলক্ষয়ের কথা শুনিয়াও কেবল তোদের প্রতি অবজ্ঞাবশতই ক্ষমা করিয়াছি। রে শত্রুঘ্ন! তুই ইহা জানিস্ যে তোদের বংশে যে কেহ জন্মিয়াছিল, যে কেহ

জন্মিয়াছে বা যে কেহ জন্মিবে তাহাদের সকলকেই আমি তৃণতুল্য জ্ঞান করি। নতুবা তোরা ত আমার হস্তে নিহত হইয়াই আছিস্। যাহা হউক নির্ব্বোধ! তুই যখন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করিতেছিস্, তখন আমি তোকে অবশ্যই যুদ্ধপ্রদান করিব। কিন্তু তুই ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; আমি তোর বধোপযোগী অস্ত্র আনয়ন করিতেছি।"

লবণের এই বাক্য শ্রবণে শত্রুঘ্ন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রে মূর্খ! তুই আর জীবিত থাকিতে এস্থান হইতে কোথায় গমন করিবি? শত্রু স্বয়ং উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে কদাচ পরিত্যাগ করে না। যে নির্ব্বোধ শত্রুকে অবকাশ প্রদান করে সে নিশ্চয়ই কাপুরুষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব রে মূঢ়! একবার জীবলোককে ভাল করিয়া দেখিয়া ল। তুই ত্রিলোকের ও রামচন্দ্রের ঘোর শত্রু; আমি তোকে নিশিত শরে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

লবণ বধ।

শত্রুঘ্নের এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া লবণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং "থাক্, থাক্" এই কথা বলিয়া হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ এবং দন্তে কটকটা শব্দ করত তাঁহাকে বারংবার যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। ঘোরদর্শন লবণের আস্ফালন দর্শনে বীর শত্রুঘ্ন কহিতে লাগিলেন, "রে রাক্ষস! তুই যৎকালে অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিলি, তৎকালে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন নাই। অদ্য তুই আমার বাণে আহত হইয়া যমালয়ে গমন কর্। পাপিষ্ঠ! পূর্ব্বে দেবগণ যেরূপ রাবণের মৃত্যু দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ তোর নিধন দর্শন করুন্। রে নিশাচর! অদ্য তুই আমার বাণানলে দগ্ধ ও ভূতলে পতিত হইলে নগর ও জনপদসমূহের মঙ্গল হইবে। সূর্য্যের কিরণ-জাল যেরূপ পদ্মকে বিভিন্ন করে, তদ্রূপ অদ্য মদ্বাহুনিক্ষিপ্ত বজ্রসার শরসমূহ তোর বক্ষস্থলে প্রবেশ করিবে।"

শত্রুঘ্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত শত্রুঘ্ন তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে লবণ পুনরায় বহুসংখ্যক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের প্রতি

নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বীরও নতপর্ব্ব শর দ্বারা অর্দ্ধপথেই কোন বৃক্ষ ত্রিধা ও কোন বৃক্ষ চতুর্ধা ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুঘ্ন রাক্ষসবীরের উপরি অনবরত শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্রও ব্যথিত হইল না। দুরাত্মা হাস্য করত এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের মস্তকে প্রহার করিল। মহাতেজা ক্ষত্রিয়বীর ঐ বিষম প্রহারে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও মহর্ষিগণের মধ্যে এক মহান্ হাহাকারশব্দ উত্থিত হইল। তৎকালে শত্রুঘ্নকে ধূলিলুণ্ঠিত দেখিয়া লবণ মনে করিল যে তিনি নিহত হইয়াছেন; এইজন্য সে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াও স্বগৃহে প্রবেশ বা শূল গ্রহণ করিল না—হর্ষভরে ধীরে ধীরে স্বীয় আহারভার স্কন্ধে তুলিয়া লইল। এদিকে শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া ঋষিগণের অভিনন্দন গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন এবং রামচন্দ্রের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া তৎপ্রদত্ত অমোঘ শর গ্রহণ করিলেন। ঐ প্রজ্বলিত শরের তেজে দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উহা বজ্রমুখ, বেগে বজ্রতুল্য, গৌরবে মেরু ও মন্দরের ন্যায়, পর্ব্বে পর্ব্বে নত, সমরে অজেয়, সুরাসুরগণেরও ভয়জনক এবং পর্ব্বতবিদারণক্ষম। উহা রক্তচন্দনে চর্চ্চিত ছিল। যুগান্তকালীন কালাগ্নির ন্যায় ঐ শর অবলোকন করিয়া ত্রিলোকের ভূতগণ যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিল। তৎকালে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও মহর্ষিগণ অস্থিরচিত্তে পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া

কহিলেন, "ভগবন্! অদ্য অকস্মাৎ কেন এই রোমহর্ষণ ঘটনা দৃষ্ট হইতেছে। দেব! বুঝি পুনরায় প্রলয়কাল উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া আমরা যার পর নাই ভীত হইয়াছি। আপনি আমাদিগকে অভয় দান করুন্।" দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে সুরগণ! তোমরা যাহা হইতে ভয় আশঙ্কা করিতেছ, এক্ষণে তাহা হইতেই তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। দুরাত্মা লবণের বিনাশার্থ অদ্য মহাবীর শত্রুঘ্ন যে শর ধারণ করিয়াছেন, তাহার তেজোপ্রভাবেই দেবগণের এই সংমোহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকসিসৃক্ষু ভগবান নারায়ণ মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশার্থ এই দিব্য মহাশর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার প্রভাব একমাত্র তিনিই অবগত আছেন; ফলত ইহা বিষ্ণুর মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। অদ্য রামচন্দ্রের অনুজ মহাবীর লক্ষ্মণ সেই শর দ্বারা দুরাত্মা রাক্ষস লবণকে বিনাশ করিবেন। তোমরা সকলে গিয়া লবণের মৃত্যু দর্শন কর।"

পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ তৎক্ষণাৎ রণস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং শত্রুঘ্নের হস্তে প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর দিব্য আয়ুধ দেখিতে পাইলেন। রঘুবীর শত্রুঘ্ন আকাশমণ্ডল দেবগণে আচ্ছন্ন দেখিয়া উৎসাহভরে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অনন্তর ঐ দুরাত্মা রাক্ষস ক্রোধভরে উপস্থিত হইলে তিনি বৃহৎ ধনু আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক লবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে ঐ দিব্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

ঐ দেবপূজিত শর লবণকে ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং তথা হইতে পুনরায় শক্রুঘ্নের হস্তে প্রত্যাগমন করিল। লবণ ঐ শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়া সহসা মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। তখন ঐ রাক্ষসের শূলও দেবগণের সমক্ষেই রুদ্রদেবের নিকট গমন করিল।

এইরূপে মহাবীর শত্রুঘ্ন এক শরপাত দ্বারাই ত্রিলোকের ভয় দূর করিয়া তমোবিধ্বংসী সহস্ররশ্মির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে দেব, ঋষি, পন্নগ, অপ্সর ও মহর্ষিগণ সকলেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ

শক্রুঘ্নকর্তৃক মধুপুরে রাজ্যস্থাপন।

দুরাত্মা লোকশত্রু লবণ নিহত হইলে ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ শত্রুনাশন শত্রুঘ্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন, "বৎস! সৌভাগ্যক্রমেই তুমি জয়লাভ করিয়াছ এবং দুরাত্মা লবণ নিহত হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে বরদাতা দেবগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব তুমি ইহাঁদিগের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দেবগণের দর্শন কদাচ নিষ্ফল হয় না।"

প্রযতাত্মা শত্রুঘ্ন সমাগত প্রসন্ন দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে দেবগণ! আপনারা যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এই বর প্রদান করুন, যেন এই মধুপুরী সত্বর রমণীয় সমৃদ্ধিশালী রাজধানীতে পরিণত হয়।" শত্রুঘ্নের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দেবগণ কহিলেন, "তথাস্তু; এই মধুপুরী সত্বর বীরগণের আবাসোপযোগী রমণীয় নগরীতে পরিণত হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা প্রীতমনে স্বর্গারোহণ করিলেন।

দেবগণ প্রস্থান করিলে শত্রুঘ্ন যমুনাতীরস্থিত সেনানিবেশে লবণের নিধন সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং সৈন্যগণকে মধুপুরীতে আগমন করিতে কহিলেন। তাহারাও আদেশমাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই শ্রাবণ মাস হইতেই ঐ নগরীতে প্রজানিবেশ আরব্ধ হইয়া গেল। ক্রমে শত্রুঘ্নের ভুজপালিতা ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নগরী অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইতে লাগিল। উহাতে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, আপণবীথিকা, নানাবর্ণোপশোভিত প্রাসাদ এবং তদ্ব্যতীত আরাম বিহারোপবন প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। উহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বাসস্থান ছিল এবং নানাদিগ্‌দেশ হইতে বণিকগণ বহুবিধ পণ্য লইয়া আসিয়া তথায় বাণিজ্য করিত। ঐ রাজ্যের অধিবাসিগণ রোগশোক কাহাকে বলে তাহা জানিত না। উহার ক্ষেত্রসকল শস্যপূর্ণ ছিল। দেবরাজও ঐ রাজ্যে যথাকালে বর্ষণ করিতেন। ফলত দ্বাদশবর্ষের মধ্যেই ঐ নগরীর এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইল

যে তাহা আর বলিবার নহে। তদ্দর্শনে শত্রুঘ্নের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে ভ্রাতৃবৎসল শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শনার্থ যার পর নাই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ।

বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের অবস্থিতি।

অনন্তর মহাত্মা শত্রুঘ্ন অল্পমাত্র ভৃত্য ও অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাগমনার্থ উদ্যত হইলেন এবং অমাত্য ও সেনাপতিগণকে তাঁহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত একশত রথ সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথি-মধ্যে সাত আট দিবস অতিবাহিত করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হইলেন। ঐ মহাবীর মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন পূর্ব্বক তদ্দত্ত পাদ্য অর্ঘ্য ও আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মুনিসত্তম বাল্মীকি বিবিধ সুমধুর কথার পর লবণবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে কহিলেন, "বৎস! তুমি দুরাত্মা লবণের নিধন দ্বারা দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। হে

মহাবাহো ! ঐ রাক্ষস যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক রাজাকে সসৈন্যে ভস্মীভূত করিয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি তাহাকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিয়া জগতের মহৎ ভয় দূর করিয়াছ। মহাবল রাবণও বহু যত্নে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু তুমি এই দুষ্কর কার্য্য বিনা যত্নে সাধন করিয়াছ। লবণ নিহত হওয়াতে দেবগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তুমি অন্যান্য ভূতগণ ও পৃথিবীরও যার পর নাই উপকার করিয়াছ। হে শত্রুঘ্ন ! আমি ইন্দ্রের সভায় উপবিষ্ট হইয়া তোমার যুদ্ধ দর্শন করিয়াছিলাম। বীর ! তোমার এই কার্য্যে আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি ; এক্ষণে আইস তোমার মস্তক আঘ্রাণ করি।" এই বলিয়া স্নেহশীল মহামতি বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের যথোচিত সৎকার করিলেন।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে তিনি শুনিতে পাইলেন, আশ্রমমধ্যে তন্ত্রীলয়সহকৃত সুস্বর সংস্কৃত ছন্দোনিবদ্ধ, তালযুক্ত মধুর পূর্ব্বরামচরিত আনুপূর্ব্বিক গীত হইতেছে। সহসা সেই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির ন্যায় সুমধুর মনোন্মাদী গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন যেন সংজ্ঞাহীন হইলেন ; তাঁহার অশ্রুদ্বয় বাষ্পাকুল হইল এবং তিনি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অতীত রামচরিত যেন তাঁহার নিকট বর্ত্তমানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এদিকে তাঁহার অনুচর রাজন্যবর্গ ও সেনাপতিগণও ঐ অমানুষ গীত শ্রবণ করিয়া অধোমুখ হইয়া রহিল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, "কি অদ্ভুত ! একি ? আমরা

কোথায় আছি! আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি? অথবা আমরা যাহা কখন স্বপ্নেও অনুমান করি নাই অদ্য এই আশ্রমে তাহা শ্রুতিগোচর হইল।" এইরূপ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তাহারা শত্রুঘ্নের নিকট গমন করিল এবং কহিল, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি মহর্ষি বাল্মীকিকে এই বিমোহন গীতের কারণ জিজ্ঞাসা করুন্।" তচ্ছ্রবণে শত্রুঘ্ন কহিলেন, "বীরগণ! মহর্ষির তপঃপ্রভাবে এই আশ্রমে প্রতিনিয়ত এরূপ সহস্র সহস্র অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। কৌতূহল-নিবারণার্থ মহর্ষিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা আমাদিগের অনুচিত।" সৈনিকগণকে এইরূপ বলিয়া শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বীয় শয়নস্থানে গমন করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্নের অযোধ্যায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন।

শত্রুঘ্ন শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। সেই বীণাঝঙ্কারসহকৃত সুমধুর গীতিধ্বনি তথায় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রজনী অতিবাহিত হইল। শত্রুঘ্ন শয্যা হইতে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন; অনন্তর মুনিসত্তম

বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,
"ভগবন্! আমি রামচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শনার্থ গমন করিতেছি;
এক্ষণে আপনার ও মহর্ষিগণের অনুমতি পাইলেই যাত্রা
করি।" ভ্রাতৃবৎসল শত্রুঘ্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
মহর্ষি তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অনন্তর
শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে দর্শনার্থ
উৎসুকচিত্তে সত্বর দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া অযো-
ধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্ন, যথায় রামচন্দ্র উপ-
বিষ্ট ছিলেন, সর্ব্বাগ্রে তথায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন,
সেই মহাবাহু দ্যুতিমান নরপতি অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া
দেবগণমধ্যস্থ দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শত্রুঘ্ন
আনন্দাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে
কহিলেন, "আর্য্য! আপনি যাহা যাহা আদেশ করিয়া-
ছিলেন, আমি তাহা সমস্তই সাধন করিয়াছি। পাপাত্মা
লবণ নিহত এবং মধুপুরে নূতন রাজ্য প্রতিস্থাপিত হই-
য়াছে। কিন্তু হে রঘুনন্দন! আমি এই দ্বাদশবর্ষকাল
আপনাকে না দেখিয়া বড়ই কষ্টে কালযাপন করিয়াছি।
দেব! আপনাকে ছাড়িয়া আর আমি সেখানে থাকিতে
পারি না। আর্য্য! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। মাতৃহীন
বালকের ন্যায় আর আমাকে চিরকাল প্রবাসে রাখিবেন না।"

শত্রুঘ্নের এই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র
তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এরূপ
বিষণ্ণ হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা

কদাচ প্রবাসে কাতর হয়েন না। আরও বীর! বিবেচনা করিয়া দেখ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করাই ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। বৎস! তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে দর্শনার্থ অযোধ্যায় আগমন করিও। শত্রুঘ্ন! তোমার মুখ না দেখিয়া থাকিতে কি আমারও কষ্ট হয় না? তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়-তর। কিন্তু কি করিব? প্রজাপালন রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৎস! তুমি সপ্তরাত্রি আমার সহিত বাস কর। অনন্তর পুনরায় স্বরাজ্যে গমন করিও।” রামচন্দ্রের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন দীনমনে তাহাতেই সম্মত হইলেন।

এইরূপে মহাত্মা লক্ষ্মণানুজ রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সপ্তরাত্রি অযোধ্যায় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় মধুপুরীতে গমনার্থ উদ্যত হইলেন। রথাদি সমস্ত সজ্জীভূত হইলে তিনি ভক্তিভাবে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও ভরতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত ও লক্ষ্মণ বহুদূর পর্য্যন্ত পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট মৃতপুত্র লইয়া এক ব্রাহ্মণের আগমন।

এইরূপে শত্রুঘ্নকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল গত হইলে একদা জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটী মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল এবং স্নেহভরে বারংবার "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে কহিল, "হায়! আমি জন্মান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে আমার এই একমাত্র পুত্র হারাইলাম? বৎস! তুমি কিজন্য এই দুঃখী পিতাকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে? হা পুত্র! তোমার শোকে আমি ও তোমার দুঃখিনী জননী অচিরেই প্রাণত্যাগ করিব। কৈ আমি ত কখন মিথ্যা কথা কহিয়াছি, এরূপ স্মরণ হয় না; আমি কখন কাহারও হিংসা করি নাই—কাহারও অনিষ্টাচরণ করি নাই। তবে কি পাপে আমার এই দশা ঘটিল? কি পাপে আমার সুকুমার শিশু পিতৃকার্য্য না করিয়াই কালগ্রাসে পতিত হইল? ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের রাজ্যে অকালমৃত্যুরূপ ঘোর উৎপাত পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। তবে আজ অকস্মাৎ কেন এরূপ হইল? নিশ্চয় রামচন্দ্রের শরীরে কোন পাপ আছে; নতুবা আমার

পুত্র প্রাণ হারাইবে কেন? আর ত এখন অন্য রাজ্যেও অকালমৃত্যু দৃষ্ট হয় না। হে রাজন্! তুমি আমার এই মৃত বালককে বাঁচাইয়া দাও; নতুবা আমি ও আমার পত্নী রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব। হে রামচন্দ্র! তুমি ব্রহ্মহত্যা করিয়া সুখী হও এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে থাক। এতকাল আমরা তোমার রাজ্যে সুখে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু এখন আর এখানে সুখের লেশমাত্র নাই। এখন মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের সিংহাসনে বালকহন্তা রামচন্দ্র রাজত্ব করিতেছেন। হে রাজন্! মনে রাখিও, রাজার প্রতিপালন দোষেই প্রজাগণ বিপদে পতিত হয়। রাজা অধর্ম্মাচরণ করিলেই তাঁহার প্রজাগণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকে। যখন প্রজাগণ নগর বা জনপদে দুষ্কর্ম্ম করে এবং রাজা তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধান না করেন, তখনই এই ঘোর কালভয় উপস্থিত হয়। হে রামচন্দ্র! আমার বালক পুত্র যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ইহাও নিশ্চয়ই রাজার দোষ; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃতপুত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

মহর্ষি নারদকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের রাজ্যে অকালমৃত্যুর কারণ কথন।

শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণের এই করুণ হৃদয়ভেদী বিলাপ শ্রবণ করিয়া মহাত্মা নরপতি রামচন্দ্র যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে অমাত্য ও নাগরিকগণ, বসিষ্ঠ বামদেবাদি দ্বিজগণ এবং ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলেন। ক্ষণকালপরেই মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম, নারদ এই অষ্টজন দ্বিজশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের সহিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া জয়শব্দে রামচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন এবং অমাত্য ও পৌরগণকে যথাযোগ্য শিষ্টাচারের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর সকলে উপবিষ্ট হইলে, তিনি সভামধ্যে ব্রাহ্মণের শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রামচন্দ্রের সেই দীনবাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি নারদ ঋষিগণের সমক্ষে কহিলেন, "রাজন্! আমি এই ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর কারণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিও।

পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণই তপস্বী ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও তপস্যায় অধিকার ছিল না। সেই ব্রহ্মভূত যুগে জগৎ তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত ছিল এবং অজ্ঞানান্ধকার কাহাকেও আচ্ছন্ন করিতে পাইত না। তখন

সকলেই অকালমৃত্যুহীন এবং দীর্ঘদর্শী ছিল। অনন্তর ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইল। তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয়েরও তপস্যায় অধিকার জন্মিল। কিন্তু পূর্ব্বযুগ অপেক্ষা সাধারণ তপ ও বীর্য্যের অনেক হ্রাস হইয়া পড়িল। ঐ কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরও বিশেষ তারতম্য রহিল না। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিশেষ প্রভেদ না দেখিয়া বর্ণচতুষ্টয়সম্মত ধর্ম্ম ও আচারাদির ব্যবস্থা করিলেন। এই ধর্ম্মভূত যুগে ব্রহ্মজ্ঞানের হ্রাসবশত যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডেরই আধিক্য হইল এবং ঐ সময়েই অধর্ম্ম পৃথিবীতে এক পাদ ক্ষেপণ করিল। অধর্ম্মের সংস্পর্শ জন্য লোকের তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং মিথ্যা দ্বেষাদি লোকের হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। অনৃতরূপ অধর্ম্মের পাদক্ষেপহেতু পূর্ব্বযুগের অপরিমিত আয়ুর পরিবর্ত্তে এইকালে মনুষ্যের আয়ু পরিমিত হইল। আয়ুঃক্ষয়কর অধর্ম্মের পরিহার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞ, দানাদি মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অপর বর্ণদ্বয় উহাঁদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল। বিশেষত শূদ্রদিগের ইহা ব্যতীত অন্য কার্য্য রহিল না। রাজন্! এইরূপে কালক্রমে অধর্ম্ম ও অনৃতের সংস্পর্শ বশত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের অধিকতর তেজোহ্রাস হইবে। অধর্ম্ম পৃথিবীতে দ্বিতীয়পাদ সংস্থাপন করিবে এবং দ্বাপরযুগের আবির্ভাব হইবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই দ্বাপর নামক যুগে অধর্ম্ম ও অনৃত অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং বৈশ্যগণও তপস্যা আরম্ভ করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন

যুগে তিন বর্ণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে; কেবল হীনবর্ণ শূদ্র ঐ পর্য্যন্ত উহাতে অধিকার পাইবে না। অবশেষে কলিযুগে শূদ্রেরাও তপস্যা করিবে। যাহা হউক, রাজন্! দ্বাপরযুগেও বৈশ্য তপস্যা করিলে ঘোর অধর্ম্ম হয়; কিন্তু এক্ষণে এই ত্রেতাযুগে আপনার রাজ্যের প্রান্তভাগে এক শূদ্র তপস্বী রহিয়াছে। তাহার তপশ্চরণজনিত ঘোর অধর্ম্মেই ব্রাহ্মণ-পুত্রের এই অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। যে রাজ্যে এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সত্বর অলক্ষ্মীর আস্পদ হইয়া উঠে এবং যে রাজা এই কার্য্য নিবারণ না করেন, তিনি নিশ্চয় অচিরেই নিরয়গামী হয়েন। রাজা প্রজাগণের বিদ্যা, ধন, ধান্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল পদার্থেরই ষষ্ঠাংশের ভাগী। তবে তিনি কিজন্য ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন না করিবেন? হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বীয় রাজ্যমধ্যে সতত অনুসন্ধান করিও। যখনই কোন দুষ্কর্ম্ম দেখিবে, তখনই তাহার নিবারণ করিবে। এরূপ করিলে তোমার ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে, প্রজাগণের আয়ুর্বৃদ্ধি হইবে এবং এই মৃত ব্রাহ্মণ-সন্তানও পুনরায় জীবন পাইবে।”

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

শূদ্রতপস্বী শম্বূকের নিকট রামচন্দ্রের গমন।

মহর্ষি নারদের এই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সৌম্য! তুমি শোকার্ত্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠের নিকট গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর এবং তাঁহার মৃতবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধ ও সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা অনুলেপন পূর্ব্বক তৈলপূর্ণ দ্রোণীমধ্যে স্থাপন কর। যাহাতে ঐ দেহের ক্ষয় না হয় এবং উহার কোনরূপ রূপবৈলক্ষণ্য বা সন্ধিবন্ধনাদি বিশ্লিষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইও।" মহাত্মা রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ উৎসুকচিত্তে দেবরথ পুষ্পককে স্মরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই ঐ স্বর্ণভূষিত রথ রামচন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভো! এই আমি আসিয়াছি। মহাবাহো! কি করিতে হইবে, এ দাসকে আজ্ঞা করুন্।"

রামচন্দ্র পুষ্পকের এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ধনুঃ, শর এবং শাণিত খড়্গ লইয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং ভরত ও লক্ষ্মণকে নগররক্ষার ভার দিয়া শম্বূকের অন্বেষণে প্রস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমে পশ্চিমদিকে গমন করিলেন এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণের

পর শূদ্রতপস্বীকে দেখিতে না পাইয়া হিমালয়াধিষ্ঠিত উত্তর দিকে গমন করিলেন। তথায় পাপের লেশমাত্র দেখিতে না পাইয়া তিনি পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন এবং ঐ দিকেও বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় পুষ্পক হইতেই দেখিতে পাইলেন, শৈবল নামক পর্ব্বতের পার্শ্বে দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল এক সুমহৎ সরোবর রহিয়াছে। ঐ সরোবরের তীরে এক ব্যক্তি লম্বমান ও অধোমুখ হইয়া দুষ্কর তপশ্চর্য্যা করিতেছে। শ্রীমান রামচন্দ্র ঐ কঠোরতপা তপস্বীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে সুব্রত! তুমি ধন্য! আমি দশরথতনয় রামচন্দ্র; কৌতূহলবশত তোমাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর প্রদান কর। হে তপোবৃদ্ধ! তুমি কোন্ যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছ? তোমার এই দুষ্কর তপশ্চরণেরই বা উদ্দেশ্য কি? তুমি কি স্বর্গলাভ বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট কামনায় এরূপ করিতেছ? তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র? আমাকে সত্য করিয়া বল।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে ঐ অধঃশিরা তপস্বী স্বীয় জাতি ও তপশ্চরণের উদ্দেশ্য বলিতে আরম্ভ করিল।

একোনশবতিতম সর্গ।

শম্বূক বধ ; ব্রাহ্মণপুত্রের পুনর্জ্জীবন লাভ এবং অগস্ত্যের নিকট রামচন্দ্রের আভরণপ্রাপ্তি।

তাপস কহিল, "রাজন্! আমি শূদ্রযোনীতে উৎপন্ন হইয়াছি এবং সশরীরে দেবত্ব কামনায় এই উগ্র তপস্যা করিতেছি। আমার নাম শম্বূক। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে সত্যই বলিলাম। দেবলোকপ্রাপ্তিই আমার একমাত্র অভিলাষ জানিও।" মহাত্মা রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ শাণিত খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং স্বর্গ হইতে তাঁহার মস্তকে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে সত্যপরাক্রম! তুমি অদ্য সুমহৎ দেবকার্য্য সাধন করিলে। তোমারই জন্য এই শূদ্র স্বর্গলাভে সমর্থ হইল না। আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রকে কহিলেন, "প্রভো! যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, মৃত ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জ্জীবিত হউক।

ইহাই আমার অভিলষিত বর। আমার অসদাচরণেই সেই ব্রাহ্মণপুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমি তাহার পিতার নিকট ঐ শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা সফল করুন্।" দেবগণ রামচন্দ্রের এই প্রার্থনা শ্রবণে যার পর নাই প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি শূদ্রমুনির শিরশ্ছেদন করিয়াছ, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ বালক পুনর্জ্জীবিত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। বীর! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এক্ষণে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিব। ঐ মহাতেজা ব্রহ্মর্ষি দ্বাদশবর্ষ জলশয্যায় শয়ান ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দনার্থ তাঁহার নিকট যাইতেছি। বীর! তুমিও ঐ মহর্ষিকে দর্শনার্থ আইস।"

রামচন্দ্র দেবগণের এই বাক্যে সম্মত হইয়া স্বর্ণভূষিত পুষ্পকে আরোহণ করিলেন। দেবগণও স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করিয়া অগস্ত্যের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তপোনিধি অগস্ত্য দেবগণকে আশ্রমে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে পরম ভক্তিসহকারে সমভাবে অর্চ্চনা করিলেন। দেবগণ মহর্ষির পূজা গ্রহণ এবং তাঁহার যথোচিত সমাদর করিয়া হৃষ্টমনে স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থিত হইলে রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঋষিসত্তম

অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন। তেজোদীপ্ত মহাত্মা কুম্ভযোনিও রামচন্দ্রের যথোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র উপবিষ্ট হইলে মহর্ষি তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার সৌভাগ্যক্রমেই তুমি অদ্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এইমাত্র আমি সুরগণের মুখে শুনিলাম, তুমি শূদ্রতপস্বীকে বধার্থ দক্ষিণদিকে আগমন করিয়াছ। বীর! তুমি এই কার্য্যের দ্বারা মৃত ব্রাহ্মণপুত্রের জীবন দান করিলে। রাম! তুমি অশেষ গুণরাশিতে আমার প্রিয়পাত্র। তুমি জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ; তোমাতেই সকল দ্রব্য প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সর্ব্বদেবগণের প্রভু ও সনাতন পুরুষ। তাহাতে তুমি আবার অদ্য আমার অতিথি, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পূজনীয়। অতএব রাজন্! অদ্য আমার আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া কল্য প্রভাতে পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক স্বপুরে গমন করিও। আরও হে রঘুনন্দন! আমি তোমাকে এই তেজোদীপ্ত দিব্য আভরণ প্রদান করিতেছি; তুমি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। বীর! তুমি ইহা দেহে ধারণ করিলে, ইহার যথার্থ শোভা হইবে। আরও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, দত্ত বস্তুর পুনর্দ্দানে সুমহৎ ফল লাভ হয়; তুমিই সেই ফলদানে সক্ষম। যেহেতু তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ত্রাতা। আমি তোমাকে ইহা যথাবিধি প্রদান করিতেছি। তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে গ্রহণ কর।"

ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্র অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! শাস্ত্রকারেরা কহেন,

ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করা অতীব নিষিদ্ধ। অতএব আমি উহা কিরূপে গ্রহণ করিব?" তখন মহর্ষি অগস্ত্য পুনরায় কহিলেন, "রাজন্! ব্রহ্মভূত কৃতযুগে পৃথিবীতে কেহই রাজা ছিলেন না। স্বর্গে দেবরাজ কেবল দেবগণের উপরি রাজত্ব করিতেন। অনন্তর একদা প্রজাগণ রাজপ্রাপ্তিকামনায় প্রজাপতির নিকটে গিয়া কহিল, "দেব! আপনি ইন্দ্রকে সুরগণের রাজত্বে স্থাপিত করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের কেহই রাজা নাই। অতএব আপনি আমাদিগকেও একজন রাজা দিউন। তাঁহাকে পূজা করিয়া আমরা নিষ্পাপ হইব। আমরা আর রাজা ব্যতীত থাকিব না, ইহাই আমাদিগের স্থির সংকল্প।" দেবাদিদেব ব্রহ্মা প্রজাগণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে লোকপালগণ! তোমরা সকলে স্বীয় স্বীয় তেজের অংশ প্রদান কর।" প্রজাপতির এই আদেশ শ্রবণে লোকপালগণ স্ব স্ব তেজের অংশ প্রদান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ক্ষুৎকার পরিত্যাগ করিলে, সেই ক্ষুৎকার হইতে ক্ষুপ নামক ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইল। প্রজাপতি তাহাকে লোকপালগণের অংশের সহিত সংযোজিত করিয়া পৃথিবীর আধিপত্যে সংস্থাপিত করিলেন। রাজা ঐন্দ্র অংশ দ্বারা পৃথিবী পালন, বারুণ অংশ দ্বারা শরীর পোষণ, কৌবের অংশ দ্বারা ধনাদি দান এবং যাম্য অংশ দ্বারা প্রজাগণকে শাসন করেন। হে রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে ঐন্দ্র অংশ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার পরিত্রাণার্থ ইহা গ্রহণ কর।"

অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া তদ্দত্ত দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন এবং উহার বিচিত্র গঠন, অপার্থিব সৌন্দর্য্য এবং ভাস্করের ন্যায় জ্যোতি দর্শনে যার পর নাই বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি কাহার নিকট, কোথায় এবং কি প্রকারে এই আভরণ প্রাপ্ত হইলেন? আমার জানিবার জন্য অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন্। আপনি বিবিধ আশ্চর্য্যের নিধি।"

নবতিতম সর্গ।

অগস্ত্যকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের নিকট আভরণপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত কথন।

রামচন্দ্রের আগ্রহাতিশয় দর্শনে মহাযশা মহর্ষি কুম্ভযোনি কহিতে লাগিলেনঃ—হে রাজন্! আমি তোমার নিকট এই আভরণপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে চতুর্দ্দিকে শতযোজনবিস্তৃত মৃগপক্ষীশূন্য এক অরণ্য ছিল। আমি ঐ নির্জ্জন স্থানে উগ্র তপশ্চর্য্যা করিতাম। একদা ঐ অরণ্যের সমস্ত প্রদেশ দেখিবার মানসে আমি উহার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, উহার মধ্যে সুস্বাদু ফলভারাবনত বহুসংখ্যক

বৃক্ষ এবং পুষ্পিত তরুলতাপূর্ণ উপবনসমূহ রহিয়াছে। ঐ সকল যে কতদূর রমণীয় তাহা আর আমি বলিতে পারি না। আরও কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে করিতে আমি যোজন-বিস্তৃত এক মনোরম সরোবর দেখিতে পাইলাম। উহাতে হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি বিবিধ জলচর পক্ষী ক্রীড়া করিতেছে, এবং পদ্মসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। উহার জল অতীব শীতল ও সুস্বাদু। ফলতঃ ঐ সরোবর দেখিয়া আমি যার পর নাই আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইলাম। উহার তীরেই এক পরম অদ্ভুত পবিত্র পুরাণ আশ্রমও আমার দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু আমি তন্মধ্যে কোন তপস্বীকে দেখিতে পাইলাম না। হে রাজন্! আমি এক নিদাঘরজনী ঐ আশ্রমেই যাপন করিলাম এবং প্রভাতে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়াদি সমাপনার্থ সরোবরাভিমুখে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তীরে একটী শব পতিত রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐ শবের কিছুমাত্র বিকৃতি, বৈরূপ্য বা ক্ষয় হয় নাই। তদ্দর্শনে আমি মনে মনে ভাবিতেছি, "একি?" এমন সময়ে হংসযোজিত এক উৎকৃষ্ট দিব্য বিমান তথায় অবতরণ করিল। ঐ বিমানে বিবিধ মহার্হ ভূষণধারী এক স্বর্গীয় পুরুষ উপবিষ্ট ছিল এবং চতুর্দ্দিকে অপ্সরাগণ তাহার পরিচর্য্যা করিতেছিল। ঐ সকল পদ্মপলাশনয়না অপ্সরাগণের মধ্যে কেহ সুমধুর গান করিতেছিল, কেহ মৃদঙ্গ, বীণা, পণবাদি বাদনে নিযুক্ত ছিল, কেহ বা হেমদণ্ডভূষিত চামর হস্তে ব্যজন করিতেছিল। অনন্তর অংশুমান সূর্য্য যেরূপ মেরু-

শিথর হইতে অবতরণ করেন, তদ্রূপ ঐ পুরুষ স্বর্গীয় বিমান হইতে অবতরণ করিল এবং আমার সমক্ষেই সেই পূর্ব্ব-কথিত শব ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। এদিকে ঐ পুরুষ স্বপুষ্ট শব-মাংস আহার পূর্ব্বক তৃপ্ত হইয়া সরোবরে অবতরণ ও আচমন করিতে লাগিল। বিধিমতে আচমন সমাপ্ত করিয়া যখন সে পুনরায় বিমানারোহণের উদ্যেগ করিতেছে, এমন সময়ে আমি তাহাকে কহিলাম, "হে দেবোপম! তুমি কে? কেনই বা তুমি এরূপ ঘৃণিত আহার করিলে? বলিতে কি, তোমার এই স্বর্গীয় রূপ ও বিপরীত আহার দর্শনে আমি অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। তুমি ইহার যথার্থ কারণ বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।"

একনবতিতম সর্গ।

শ্বেত রাজার শাপমুক্তি।

হে রাজন্! আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ঐ স্বর্গীয় পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, "ব্রহ্মন্! আপনার আদেশ অনতিক্রমনীয়; অতএব আমার সুখদুঃখের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন্।

পূর্ব্বে বিদর্ভদেশে সুদেব নামে এক ত্রিলোকবিখ্যাত মহাযশা বীর্য্যবান নরপতি ছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ছিল এবং ঐ দুই মহিষীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। আমি উহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ; আমার নাম শ্বেত এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুরথ। কালক্রমে পিতা স্বর্গারোহণ করিলে পৌরগণ আমাকেই রাজ্যে বরণ করিল, এবং আমিও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলাম। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। অনন্তর লক্ষণাদি দ্বারা আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষী হইলাম এবং কনিষ্ঠ সুরথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপশ্চরণার্থ মৃগপক্ষিশূন্য এই অরণ্যমধ্যে এই সরোবরের তীরে আসিলাম। এই স্থানে সহস্র বৎসর ত্রিবিধ কঠোর তপস্যা দ্বারা আমি ব্রহ্মলোক লাভে অধিকারী হইলাম। কিন্তু ভগবন্! আমি স্বর্গে গিয়াও ক্ষুৎপিপাসাদি ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি একদা দেবশ্রেষ্ঠ পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম, 'দেব! এই ব্রহ্মলোকে কাহারও ক্ষুৎপিপাসা নাই, কিন্তু কি পাপে আমার ক্ষুৎপিপাসা দূর হইল না? যাহা হউক, ভগবন্! এক্ষণে আপনি আমার আহার নির্দ্দেশ করিয়া দিউন্।' আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পিতামহ কহিলেন, 'হে সুদেবজ! তুমি প্রত্যহ সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্বেত! বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহা রোপণ করা হয় নাই তাহার ফল কিরূপে পাওয়া যাইবে? তুমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কেবল নিজ শরীর পুষ্ট করি-

য়াছ; কদাচ কাহাকেও কিছু দান কর নাই। সেইজন্যই স্বর্গে আসিয়াও তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত হইল না। বৎস! অতঃপর তুমি সুপুষ্ট অমৃতরসপূর্ণ স্বীয় শরীরের মাংস ভোজন পূর্ব্বক ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে থাকিবে। সৌম্য! যৎকালে মহর্ষি অগস্ত্য ঐ বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে মহাবাহো! মহর্ষি কুম্ভযোনি সুরগণেরও পরিত্রাণে সমর্থ; তুমি কেবল ক্ষুৎ-পিপাসাপরবশ, তোমার ত কথাই নাই।'

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি পিতামহের এই অব্যর্থ বাক্য শ্রবণাবধি এই গর্হিত স্বশরীরভোজন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করি। প্রভো! আমি বহুবর্ষ ধরিয়া এইরূপ করিতেছি, কিন্তু তথাপি এই শব ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং আমার ইহাতে তৃপ্তিও উত্তম হয়। এক্ষণে আপনি আমাকে এই ঘৃণ্য অবস্থা হইতে মুক্ত করুন। আপনি যে মহর্ষি কুম্ভযোনি, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই; কারণ সেই মহাত্মা ভিন্ন এই বনমধ্যে প্রবেশ করে এমন সামর্থ্য অপর কাহারও নাই। আরও ব্রহ্মণ! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই আভরণ গ্রহণ করুন্। এতদ্ব্যতীত আমি আপনাকে এই সমস্ত সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্যভোজ্য এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুও প্রদান করিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই ঘৃণিত শাপ হইতে মুক্ত করুন্। আপনার মঙ্গল হউক।"

হে রামচন্দ্র! স্বর্গীয় পুরুষের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আমি তাহার পরিত্রাণার্থ তৎপ্রদত্ত আভরণাদি

গ্রহণ করিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মানুষদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে রাজর্ষি শ্বেত যার পর নাই হৃষ্টমনে স্বর্গারোহণ করিলেন। বীর! এই আমি তোমাকে আভরণপ্রাপ্তির সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

দণ্ডরাজার উপাখ্যান।

মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! যে ঘোর অরণ্যে বিদর্ভরাজ শ্বেত তপশ্চর্য্যা করিতেন, তথায় মৃগপক্ষি প্রভৃতি কোন প্রকার প্রাণী ছিল না কেন? এবং কেনই বা ঐ রাজর্ষি সেই নির্জ্জন কাননে বাস করিতেন? অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সবিশেষ বলুন। আমার শুনিতে বড়ই অভিলাষ হইয়াছে।"

রামচন্দ্রের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মহাতেজা মহর্ষি কুম্ভযোনি কহিতে লাগিলেনঃ—রামচন্দ্র! কৃতযুগে মনুনামে বর্ণাশ্রমের বিভাগকর্ত্তা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এক নরপতি ছিলেন। কালক্রমে ইক্ষ্বাকুনামে তাঁহার এক তেজস্বী দুর্জ্জয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মনু পুত্রকে কহিলেন, "বৎস! তুমি

পৃথিবীস্থ রাজাগণের কর্ত্তা হও।” অনন্তর ইক্ষ্বাকু তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে তিনি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি যথার্থই সকলের কর্ত্তা হইবার উপযুক্ত। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিও এবং কদাচ অকারণে দণ্ড প্রয়োগ করিও না। অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, তাহা শাস্ত্রসম্মত এবং তাহার পুণ্যফলে দণ্ডধর রাজা স্বর্গে গমন করেন। অতএব তুমি সতত দণ্ডপ্রয়োগ বিষয়ে সাবধান হইবে। তাহা হইলে তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভও হইবে।” মনু পুত্রকে এই প্রকার বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া হৃষ্টমনে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

মনু ব্রহ্মলোকে গমন করিলে মহাতেজা ধর্ম্মাত্মা ইক্ষ্বাকু পুত্রোৎপাদনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি বহুবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবোপম একশত পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ মূঢ়, অকৃতবিদ্য এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের অবাধ্য হইয়া উঠিল। ইক্ষ্বাকু উহার এই প্রকার স্বভাব দর্শনে উহার ভাগ্যে অবশ্যই দণ্ডভোগ আছে বুঝিতে পারিয়া ঐ পুত্রের নাম দণ্ড রাখিলেন এবং উহার স্বভাবের অনুরূপ দেশ নির্ব্বাচন করিয়া বিন্ধ্য ও শৈবলগিরির মধ্যস্থিত স্থানের আধিপত্য প্রদান করিলেন। দণ্ডও পর্ব্বতসন্নিহিত ঐ প্রদেশে এক রমণীয় নগর নিবেশন পূর্ব্বক উহার নাম মধুমৎ রাখিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি উশনাকে পৌরো-

হিত্যে বরণ পূর্ব্বক অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে দেবরাজের ন্যায় সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ

দণ্ডকর্ত্তৃক অরজার বলাৎকার বৃত্তান্ত কথন।

মহর্ষি কুম্ভযোনি রামচন্দ্রের নিকট কথার শেষভাগ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেনঃ—রাজন্! এইরূপে নরপতি দণ্ড বহুবর্ষকাল সমাহিতচিত্তে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিলেন। অনন্তর একদা মনোরম চৈত্রমাস উপস্থিত হইলে তিনি মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে ভ্রমণার্থ গমন করিলেন। আশ্রম-সন্নিহিত বনমধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা রূপে অনুপমা ভার্গবকন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ কন্যাকে দর্শনমাত্র দণ্ড কামে মোহিত হইলেন এবং দুর্বুদ্ধিবশত অবিলম্বে তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তুমি কাহার কন্যা? কিজন্যই বা এই নির্জ্জন স্থানে ভ্রমণ করিতেছ? নিতম্বিনি! আমি তোমার রূপ দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।" কামুক নরপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্গবকন্যা সবিনয়ে কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব

শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার নাম অরজা। আমি এই আশ্রমেই পিতার নিকট বাস করি। রাজন্! তুমি বলপূর্ব্বক আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না; আমি পিতার অধীন। আরও মনে রাখিও উগ্রতেজা মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তোমার গুরু এবং তুমি তাঁহার শিষ্য। সেই মহাতপা মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। যদি তুমি যথার্থই আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ধর্ম্মপথ অনুসরণ পূর্ব্বক পিতার নিকটে গিয়া প্রার্থনা কর; তিনি অবশ্যই তাহাতে সম্মত হইবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে তোমার ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে। আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোককেও ভস্মীভূত করিতে পারেন।"

কামোন্মত্ত নরপতি দণ্ড ভার্গবকন্যার এই ধর্ম্মসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে বরাননে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি আর কালক্ষেপ করিতে পারি না। তোমার নিমিত্ত আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। আপাততঃ তোমাকে পাইলে যদি আমার দারুণ পাপ বা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহাও ভাল। ভীরু! আমি তোমার একান্ত অধীন, আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।" এইরূপ বলিতে বলিতে মহাবল দণ্ড আলুলায়িতকেশা ভার্গবসুতাকে বলপূর্ব্বক বাহুদ্বয়ে ধারণ করিলেন এবং স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দ্রুতপদে নগরাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রোরুদ্যমানা অরজাও ভীতচিত্তে আশ্রমের অনতিদূরে পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্ণবতিতম সর্গ।

দণ্ডের প্রতি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ।

মহর্ষি শুক্রাচার্য্য শিষ্যমুখে অরজার অপমানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সত্বর তাহাদিগের সহিত আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, দীনা অরজা প্রত্যুষে বিগতশোভা কৌমুদীর ন্যায় ম্লানবদনে ধূলিধূসরিত-দেহে ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তনয়ার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে ক্ষুধার্ত্ত মহর্ষি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং আরক্তলোচনে যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিয়াই শিষ্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, মূঢ় দণ্ড কি বিপরীত কার্য্য করিয়াছে। অদ্য সেই দুরাত্মা অনুচরবর্গের সহিত শুক্রাচার্য্যের বিষম ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। যখন সে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিতে সাহসী হইয়াছে, তখন আর তাহার নিস্তার নাই। সেই দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ অবশ্যই এই পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইবে। সে অদ্য হইতে সপ্তরাত্রির মধ্যেই পুত্র, বল ও বাহনের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। দেবরাজ পাকশাসন ঘোর ধূলিবর্ষণ দ্বারা তাহার শতযোজন বিস্তৃত রাজ্য ছারখার করিবেন। সেই ভয়ঙ্কর ধূলিবর্ষণে দুরাত্মার রাজ্যস্থিত স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। নগর জনপদাদির চিহ্নমাত্রও থাকিবে না।" উগ্রতপা মহর্ষি শুক্রাচার্য্য

ক্রোধারক্তনেত্রে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিয়া আশ্রমবাসী সকলকে কহিলেন, "তোমরা সকলে অবিলম্বে এই আশ্রমের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।" মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণমাত্র ঋষিগণ দণ্ডের রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন।

অনন্তর উগ্রতপা শুক্রাচার্য্য কন্যা অরজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! তুমি এই স্থানেই সমাহিতচিত্তে বাস কর। এই যোজনবিস্তৃত রমণীয় সরোবর তোমার চিত্তবিনোদন করিবে। তুমি শোক দূর করিয়া সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল এইস্থানে পাপক্ষালনার্থ প্রতীক্ষা কর। যে সকল জীব তোমার আশ্রয়ে বাস করিবে, তাহারা পাংশুবর্ষণে বিনষ্ট হইবে না।" মহর্ষি ভার্গব কন্যাকে এইরূপ আদেশ দিয়া বাসার্থ স্থানান্তরে গমন করিলেন। অরজা পিতার আদেশমত ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে নরপতি দণ্ডের পুত্র, ভৃত্য ও বলবাহনাদি ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সপ্তম দিবসের মধ্যেই ব্রহ্মর্ষি যেরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ ঘটিল। সমগ্র রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল, নগর জনপদাদির চিহ্ন-মাত্রও রহিল না।

হে রঘুনন্দন! বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানই দণ্ডের রাজ্য ছিল। কৃতযুগে ব্রহ্মর্ষি শুক্রাচার্য্যের অভি-শাপাবধি উহা নির্জ্জন কাননে পরিণত এবং দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ দণ্ডকারণ্যের যে ভাগে

তপস্বিগণ বাস করিতেন, তাহারই নাম জনস্থান। বীর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তাহা সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে সন্ধ্যোপাসনার কাল অতীত হইতেছে। ঐ দেখ, মহর্ষিগণ! স্নানাদি সমাপনান্তে পূর্ণকুম্ভ গ্রহণ করিয়া আদিত্যের উপাসনায় ব্যাপৃত হইতে-ছেন। সূর্য্যদেব তাঁহাদিগের বেদমন্ত্রসহকৃত পূজা গ্রহণ করিয়া অস্তমিত হইলেন। এক্ষণে তুমিও সায়ংকালীন উদককার্য্য সমাপনার্থ গমন কর।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশানুসারে রামচন্দ্র সন্ধ্যোপাসনার্থ অপ্সরোগণসেবিত পরম রমণীয় সরোবরে গমন করিলেন। তথায় সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া তিনি পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। মহর্ষি কুম্ভযোনি তাঁহার আহারার্থ বহুবিধ সুস্বাদু কন্দ, মূল, ফল এবং শালী প্রভৃতি প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র ঐ সমস্ত অমৃতোপম ফলমূলাদি তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করিয়া সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়াদি সমাপনান্তে তিনি

মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করি, আমাকে অনুমতি দিউন্। হে মহাত্মন্! আপনার দর্শনে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি। আবার যখন আপনাকে দর্শন করিয়া আত্মা পবিত্র করিবার অভিলাষ হইবে, তখনই আমি এই আশ্রমে উপস্থিত হইব।"

রামচন্দ্রের এতাদৃশ বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মনেত্র তপোধন যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, "হে রাঘব! তোমার মুখে এরূপ বাক্য যার পর নাই অদ্ভুত। হে রঘুনন্দন! তুমি সর্ব্বভূতের পাবন। যাঁহারা মুহূর্ত্তকাল তোমাকে তত্ত্বত দর্শন করেন, তাঁহারা পবিত্র এবং স্বর্গে দেবগণেরও পূজ্য হইয়া থাকেন। আর যাহারা তোমাকে প্রতিকূলদৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহারা যমদণ্ডে নিহত হইয়া সদ্য নিরয়গামী হয়। হে রামচন্দ্র! তোমার চরিত্র কীর্ত্তন করিলেও সিদ্ধিলাভ হয়। তুমিই জগতের একমাত্র গতি। এক্ষণে নির্ভয়ে স্বরাজ্যে গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাক। তোমার পথ সুখময় হউক্।"

এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য বিরত হইলে রামচন্দ্র বাহুদ্বয় উদ্যত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে ও অন্যান্য তপোধনদিগকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর অব্যাকুলমনে স্বর্ণভূষিত পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাগমনার্থ উদ্যত হইলেন। গমনকালে মুনিগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে

আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র দিব্য বিমানে আরূঢ় হইয়া বর্ষাগমে মেঘসন্নিহিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অমরগণ যেরূপ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের পূজা করে, তদ্রূপ পথিমধ্যে স্থানে স্থানে জনগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। অর্দ্ধদিবস অতীত হইলেন রামচন্দ্র অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন, এবং কামগামী রমণীয় পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে কহিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যথাভিলষিত দেশে গমন কর।"

রামচন্দ্র পুষ্পককে এই বলিয়া বিদায় দিয়া অপর কক্ষাস্থিত দ্বারবানকে কহিলেন, "তুমি প্রাণাধিক ভরত ও লক্ষ্মণকে আমার আগমন সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক এই স্থানে আহ্বান কর। যেন বিলম্ব না হয়।"

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র ও ভরতের কথোপকথন।

রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দ্বারবান সত্বর ভরত ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া আনিল এবং তাঁহার নিকট কুমারদ্বয়ের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র উহাঁদিগকে প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন

এবং কহিলেন, "বৎসগণ! এই আমি প্রতিশ্রুত দ্বিজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিলাম। এক্ষণে আমি তোমাদিগের সাহায্যে অক্ষয় অব্যয় ধর্ম্মের সেতুভূত সর্ব্বপাপনাশন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। শাস্ত্রে কথিত আছে ঐ যজ্ঞ করিলে শাশ্বত ধর্ম্ম লাভ হয়। পূর্ব্বে মিত্র এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা বরুণত্ব লাভ করেন। সোমও বিধিমতে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বলোকপ্রথিত কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। তোমরা ইহার ঐহিক ও পারত্রিক ফলাফল বিবেচনা করিয়া স্বীয় স্বীয় মতামত প্রকাশ কর।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে বাক্যবিশারদ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! আপনাতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, সমগ্রা পৃথিবী এবং অতুল যশ প্রতিষ্ঠিত আছে। অমরগণ যেরূপ প্রজাপতিকে লোকনাথ বলিয়া জানেন, তদ্রূপ মহীপালগণও আপনাকেই লোকনাথ বলিয়া জানেন। জনগণ আপনাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। আপনিই পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের গতি। অতএব আপনি কি প্রকারে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন? বিবেচনা করিয়া দেখুন,এই যজ্ঞে রাজবংশসমূহের প্রভূত ক্ষয় হইবে। আমরা যজ্ঞার্থ দিগ্বিজয়ে নির্গত হইলে বীর ক্ষত্রিয়গণ সকলেই বিনষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সর্ব্বনাশন যজ্ঞের জন্য আশ্রিতা পৃথিবীকে বীরশূন্য করা আপনার কদাচ উচিত হয় না।"

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র ভরতের এই অমৃতময় যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং

কহিলেন, "হে অনঘ! আমি তোমার এই ধর্ম্মসঙ্গত অক্লীব বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কিরূপে পৃথিবীর পরিপালন করিতে হয়, তাহা তুমি অদ্য প্রকৃতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার বাক্যানুসারে রাজসূয় যজ্ঞ করণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলাম। লোকপীড়াকর কার্য্যের অনুষ্ঠান বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সদুপদেশ বালকের প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

সপ্তনবতিতম সর্গ।

বৃত্রাসুরের তপোদর্শনে দেবগণের ভয়বৃত্তান্ত কথন।

মহাত্মা ভরত ও রামচন্দ্রের বাক্যাবসানে লক্ষ্মণ কহিলেনঃ—হে রঘুনন্দন! অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ সর্ব্বপাপবিনাশন। আপনার যদি অভিরুচি হয়, তাহা হইলে সেই যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করুন্। কথিত আছে মহাত্মা বাসব ঘোর ব্রহ্মহত্যাপাপে স্পৃষ্ট হইলে এই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাই পুনরায় পবিত্র হইয়াছিলেন। হে মহাবাহো! আমি ঐ পুরাতন কথা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বকালে যখন দেব ও অসুরগণের মধ্যে

সৌহার্দ্য ছিল ঐ সময়ে বৃত্রনামে এক ধর্ম্মজ্ঞ ও ধীমান দৈত্য জন্মগ্রহণ করেন। ঐ শতযোজন বিস্তৃত ত্রিশত-যোজন দীর্ঘ মহাকায় পুরুষ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন এবং ত্রৈলোক্যের প্রাণিগণকে স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার শাসনকালে পৃথিবী সর্ব্বকামপ্রসবিনী ও বিবিধ ফল, মূল ও পুষ্পে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিল। ভূমি কর্ষণ ব্যতিরেকেই অপরিমিত শস্য প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎ-কাল পরমসুখে অতিবাহিত হইলে একদা বৃত্র মনে মনে ভাবিলেন, "আমি উৎকৃষ্ট তপ সঞ্চয় করিব। এই নশ্বর জীবনে তপই শ্রেয়স্কর। অন্য সমস্ত সুখসম্ভোগই মোহোৎ-পাদক।" মহাবীর বৃত্র মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া মধুরেশ্বর নামক স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করি-লেন এবং দেবগণের সন্তাপকর উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হই-লেন। দেবরাজ বাসব বৃত্রের কঠোর তপস্যা দর্শনে যার পর নাই ভীত হইয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন এবং অতি কাতরস্বরে কহিলেন, "মহাবাহো! ধর্ম্মাত্মা মহাবলপরাক্রান্ত বৃত্র তপস্যা দ্বারা লোকসমূহ জয় করিবার উপক্রম করিয়াছে। আমি তাহার বীর্য্য নিবারণে অসমর্থ। বলিতে কি, যদি সে আর কিছুকাল এইরূপ তপস্যা করিতে পায়, তাহা হইলে ত্রিলোকের সকলকেই তাহার বশীভূত হইতে হইবে। হে সুরেশ্বর! আপনি দেবগণের ঈদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রুকেও কিজন্য উপেক্ষা করিতেছেন, বলিতে পারি না। আপনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র আর ক্ষণকালও জীবিত থাকিবে না। প্রভো!

সেই দৈত্য আপনার প্রীতিভাজন হওয়াতেই এরূপ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন; আপনার মনোযোগ ব্যতিরেকে জগতের এই ভয় দূর হইতেছে না। হে দেবনাথ! এই দেবগণ আপনারই মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আপনিই ইহাঁদিগের একমাত্র গতি। এক্ষণে বৃত্রকে বধ করিয়া ইহাঁদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন্।"

অষ্টনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণকর্তৃক বৃত্রনিধন বৃত্তান্ত কথন।

শত্রুনাশন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি বৃত্রনিধন বৃত্তান্তের শেষ ভাগ কীর্ত্তন কর।" তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মণ পুনরায় কহিতে লাগিলেনঃ—হে রঘুনন্দন! বিষ্ণু ইন্দ্রপ্রমুখ ভীত দেবগণের এই সকাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে দেবগণ! আমি মহাত্মা বৃত্রের সহিত বহুদিন হইতে সৌহৃদ্যবন্ধনে বদ্ধ আছি। অতএব তোমাদের প্রিয়ার্থেও আমি সেই মহাসুরকে স্বয়ং বধ করিতে পারি না। তবে যাহাতে তোমাদের ভয় দূর হইবে, আমি এরূপ উপায় বলিয়া দিতেছি; ঐ উপায় অবলম্বন করিলে, স্বয়ং দেবরাজ সহস্রলোচনই তাঁহাকে বধ করিতে

পারিবেন। হে সুরগণ! আমি আত্মাকে ত্রিধা বিভক্ত করিব। উহার একাংশ বাসবে, দ্বিতীয়াংশ বজ্রে এবং তৃতীয়াংশ রসাতলে থাকিবে। এইরূপ করিলে বাসব নিশ্চয়ই বৃত্রকে বধ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে দেবগণ কহিলেন, "হে দৈত্যঘ্ন! আপনি যেরূপ বলিলেন তাহাতেই নিশ্চয় বৃত্র নিহত হইবে; সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমরা সেই দৈত্যের নিধনার্থ গমন করি। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি বাসবে স্বীয়·তেজ সংক্রামিত করুন্।" এই বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ, যে অরণ্যে বৃত্রাসুর তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা তেজোব্যাপ্ত বৃত্রকে দর্শন করিয়াই যার পর নাই ভীত হইলেন। ঐ মহাত্মা যেন কঠোর তপস্যা দ্বারা ত্রিলোককে পান এবং অম্বরতল দগ্ধ করিতেছিলেন। দেবগণ বৃত্রের এই ভাব দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমরা আর ইহাকে কিরূপে বধ করিতে পারিব? নিশ্চয় দেখিতেছি, অদ্য পরাজিত হইতে হইল।" তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে বজ্র ধারণপূর্ব্বক বৃত্রের মস্তকে প্রহার করিলেন। ঐ কালাগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত জ্বালাকরাল ঘোর বজ্র বৃত্রের মস্তকে পতিত হইবামাত্র সমগ্র জগতের ত্রাস উপস্থিত হইল। দেবরাজও পরমুহূর্ত্তেই বৃত্রাসুরের এই ঘৃণিত বধের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতপদে লোকান্তপ্রদেশে গমন করিলেন। এদিকে ঘোর

ব্রহ্মহত্যাপাপ সত্বর তাঁহার অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। তখন ইন্দ্র সেই পাপের পীড়নে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ইন্দ্রের এই দুরবস্থা দর্শনে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার পূজা করিয়া কহিলেন, "হে পরমেশ! আপনি সকলের গতি ও জগতের পূর্ব্বজ পিতা। ভূতগণের রক্ষার্থই আপনি বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রভো! আপনার আদেশানুসারে বৃত্র নিহত হইয়াছে; কিন্তু দারুণ ব্রহ্মহত্যাপাপ বাসবকে যার পর নাই যন্ত্রণা দিতেছে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি এক্ষণে তাঁহার মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিউন্।"

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে বিষ্ণু কহিলেন, "হে সুরগণ! তোমরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার আরাধনা কর। তাহা হইলেই আমি বাসবকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব। তিনি পুনরায় আসিয়া সুখে দেবগণের আধিপত্য ভার গ্রহণ করিবেন।" দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু দেবগণকে এই অমৃতময় আদেশ দিয়া, তাঁহাদের স্তব শ্রবণ করিতে করিতে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রশংসা।

ধর্ম্মবিৎ লক্ষ্মণ বৃত্রের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কথার শেষভাগ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহিতে লাগিলেনঃ—এইরূপে দেবগণের ভয়কারণ মহাবল বৃত্রাসুর নিহত হইলে দেবরাজ বৃত্রহা ব্রহ্মহত্যাপাপে আচ্ছন্ন হইয়া লোকান্তপ্রদেশে পলায়ন পূর্ব্বক অবরুদ্ধ সর্পের ন্যায় কিয়ৎকাল সংজ্ঞাহীন ও বিচেতন হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া জগৎ যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইল। বৃষ্টির অভাবে ধরণী নষ্টপ্রায় ও নীরস হইল এবং কাননাদি শুষ্ক হইয়া গেল। নদনদী ও হ্রদ প্রভৃতির স্রোত রুদ্ধ হইল। প্রাণিগণের কষ্টের সীমা রহিল না। লোকসমূহের ক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া সুরগণ সত্বর নারায়ণাদিষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উপাধ্যায় ও মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মহত্যাপাতকে আবৃত ভয়মোহিত ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে ইন্দ্রের পাতকনাশার্থ ঐ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মহত্যা দেবগণের নিকট আগমন করিল এবং কহিল, "হে দেবগণ! আপনারা আমার বাসার্থ কোন্ স্থান নির্দ্দেশ করিলেন?"

দেবগণ যার পর নাই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে যন্ত্রণাপ্রদে! তুমি আত্মাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত কর।" দেবগণের বাক্যানুসারে ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল এবং কহিল, "হে দেবগণ! আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রথমাংশ দ্বারা আমি কামচারিণী ও পাপিগণের দর্প-হন্ত্রী হইয়া বর্ষার চারিমাস পূর্ণোদকা নদীতে বাস করিব। দ্বিতীয়াংশ দ্বারা আমি ভূমিতে সর্ব্বকাল বাস করিব। তৃতীয়াংশ দ্বারা আমি ত্রিরাত্রি যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিতা কামিনী-গণের শরীরে থাকিয়া তাহাদিগের পুরুষসম্ভোগগর্ব্ব খর্ব্ব করিব। আর চতুর্থ ও অবশিষ্ট অংশ দ্বারা যাহারা মিথ্যা-কথন পূর্ব্বক নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধান করে, তাহা-দিগকেই আশ্রয় করিব।" এই প্রার্থনা শ্রবণে দেবগণ কহিলেন, "হে ব্রহ্মহত্যে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সমস্তই সিদ্ধ হউক। এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর।"

ব্রহ্মহত্যা গমন করিলে, দেবগণ বিগতদুঃখ পবিত্রাত্মা বাসবের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রীতিসহকারে তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন। সহস্রাক্ষ পুনরায় ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিলে সমগ্র জগৎ পূর্ব্ববৎ প্রশান্তভাব ধারণ করিল। দেবরাজও যার পর নাই প্রীত হইয়া বিষ্ণুর পূজা করিলেন।

হে মহাভাগ! অশ্বমেধ যজ্ঞের ঈদৃশ প্রভাব! আপনি সেই যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করুন্।

ইন্দ্রতুল্য মহাত্মা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই মনোহর বাক্যা-বলী শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

শততম সর্গ।

ইলরাজার নারীত্ব প্রাপ্তি।

লক্ষ্মণের বচনাবসানে বাক্যবিশারদ রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেনঃ—হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি বৃত্রবধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা সমস্তই যথার্থ। আমিও এবিষয়ে এক পুরাতন কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বাহ্লীশ্বর কর্দ্দম নামক প্রজাপতির ইল নামে এক শ্রীমান ও ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। তিনি সমগ্রা পৃথিবী স্ববশে আনিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিতেন। দেব, দানব, নাগ, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার পূজা করিতেন। ঐ মহাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোকের সকলেই ভীত হইত। ফলত কি বীর্য্য, কি ধর্ম্ম, কি ধীশক্তি, তিনি সকল বিষয়েই অদ্বিতীয় ছিলেন। একদা মনোরম চৈত্রমাসে ঐ মহাবাহু ভৃত্য ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিলেন এবং শত সহস্র মৃগ ও অন্যান্য প্রাণী বধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না; তিনি মৃগয়ায় উন্মত্ত হইয়া ক্রমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবাদিদেব বৃষভধ্বজ শৈলরাজসুতা পার্ব্বতীর তুষ্টিসম্পাদনার্থ অনুচরবর্গের সহিত নারীরূপ ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিলেন। দেবাদিদেবের প্রভাবে

তত্রত্য যাবতীয় প্রাণী ও বৃক্ষাদি সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইত্যবসরে কর্দ্দমতনয় ইল মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে পদার্পণমাত্র তিনিও নারীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ ইল পর মুহূর্ত্তেই স্বীয় অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা জানিতে পারিলেন এবং চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তত্রস্থ মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি সমস্তই নারীরূপে বিরাজ করিতেছে। তদ্দৃষ্টে নরপতি ইল যার পর নাই ভীত ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর, এই বিস্ময়কর ঘটনা ভগবান নীলকণ্ঠের প্রভাবেই হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ভৃত্য ও সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তাঁহার শরণাগত হইলেন। রাজার কাতরভাব দর্শনে মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে মহাবল কার্দ্দমেয়! উঠ এবং পুরুষত্ব ব্যতীত অন্য যে কোন বর অভিলাষ হয়, তাহাই প্রার্থনা কর।" নরপতি ইলের পুরুষত্ব ব্যতীত অন্য কোন বরে অভিলাষ ছিল না। তিনি দেবাদিদেব মহেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কোমলহৃদয়া শৈলরাজসুতা পার্ব্বতীর নিকট গমন করিলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিলেন, "হে দেবি অমোঘদর্শনে! আপনি বরদা ও লোকগণের রক্ষয়িত্রি। এক্ষণে এই বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন্।" রাজর্ষির মনোগত ভাব অবগত হইয়া পার্ব্বতী দেবাদিদেবের সমক্ষেই তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাজন্! মহেশ্বর বরার্দ্ধের দাতা এবং আমি অপরার্দ্ধের দাত্রী। অতএব যদি তোমার অভিলাষ হয়

তাহা হইলে আমার নিকট বরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পার।” দেবী ভবাণীর এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি ইল হৃষ্টমনে কহিলেন, “দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিউন্, যেন আমি একমাস পুরুষত্ব ও একমাস স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হই।” সদয়হৃদয়া পার্ব্বতী রাজার এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “রাজন্! তাহাই হইবে। তুমি যথাক্রমে একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং পুরুষাবস্থায় স্ত্রীভাব ও স্ত্রীত্বাবস্থায় পুরুষভাব বিস্মৃত হইবে।” হে সৌমিত্রে! এইরূপে নরপতি ইল একমাস পুরুষ ও একমাস ইলানামে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কামিনী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একাধিকশততম সর্গ।

সহচরীগণের সহিত ইলার অরণ্যে ভ্রমণ ও বুধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ।

রামচন্দ্রের মুখে এই অদ্ভুত ইলোপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “আর্য্য! নরপতি ইল নারীত্ব প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে কালযাপন করিতেন এবং পুরুষত্ব প্রাপ্ত

হইয়াই বা কি করিতেন, তাহা জানিবার জন্য আমাদিগের অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন্।"

ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র পুনরায় কহিতে লাগিলেনঃ—এইরূপে নরপতি ইল প্রথম মাসে পদ্মপলাশলোচনা লোকললামভূতা কামিনীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নারীরূপধারী স্বীয় পূর্ব্বসহচরগণের সহিত বৃক্ষবহুল গুল্ম ও লতাকীর্ণ কাননসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বাহনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদব্রজে পর্ব্বতগহ্বর ও কাননাদিতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন। একদা পর্ব্বতের অনতিদূরে নানাপক্ষিসমাকীর্ণ এক রমণীয় সরোবর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ সরোবরের গর্ব্তে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকান্তি সোমপুত্র বুধ উগ্র তপশ্চর্য্যা করিতেছিলেন। ইলা সহচরীগণের সহিত ঐ জলাশয়ে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। সোমাত্মজ বুধ ঐ ত্রিলোকললামভূতা সুন্দরীকে দর্শন করিয়া অনঙ্গশরের বশবর্ত্তী হইলেন এবং কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই স্বর্গীয়া রমণী কে? বলিতে কি, কি দেবকন্যা, কি নাগকন্যা, কি অপ্সরকন্যা, আমি কখন কাহারও এরূপ অনুপম রূপরাশি দেখি নাই। যদি এই সুন্দরী অন্যের পত্নী না হয়েন, তাহা হইলে ইনি সর্ব্বাংশে আমার উপযুক্ত।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন এবং আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক ইলার

সহচরীগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা উপস্থিত হইলে মহাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রমণীগণ! এই লোকললামভূতা সুন্দরী কে? এবং কিজন্যই বা ইনি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? আমার নিকটে সবিশেষ বল।" ইলার সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণে রমণীগণ মধুরস্বরে কহিতে লাগিল, "হে মহাত্মন্! এই সুন্দরী আমাদিগের ঈশ্বরী। ইহাঁর পতি নাই। ইনি সতত আমাদিগের সহিত পর্ব্বতকন্দর ও কাননে বিচরণ করিয়া থাকেন।" রমণীগণের এই অস্পষ্ট উত্তর শ্রবণে সোমাত্মজ বুধের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার জন্য পবিত্র সংবর্ত্তবিদ্যা স্মরণ করিলেন এবং তৎপ্রভাবে সমগ্র ইলাবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে নারীগণ! তোমরা অতঃপর কিন্নরী হইয়া ফলমূলাহার পূর্ব্বক এই পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতে থাক। অবিলম্বে তোমাদের সকলের কিন্নর পতি লাভ হইবে।" মুনিসত্তম বুধ এই বলিয়া বিরত হইবামাত্র ইলাসহচরী ঐ সমস্ত রমণী তাঁহার যোগবলে কিন্নরী হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

বুধের সহিত ইলার বিহার।

রমণীগণের কিন্নরীত্ব প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়েই বলিয়া উঠিলেন "কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!" অনন্তর রামচন্দ্র পুনরায় কহিতে লাগিলেনঃ—বৎস! এইরূপে ইলার সহচরীগণ সকলেই কিন্নরীত্ব প্রাপ্ত ও বিমোহিত হইলে মুনিসত্তম বুধ ঐ সুন্দরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, "নিতম্বিনি! আমি সোমের প্রিয়পুত্র বুধ; তুমি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আমাকে ভজনা কর।" তৎকালে সেই নির্জ্জনপ্রদেশে কান্তিমান্ মুনিপুত্র বুধের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা কহিলেন, "হে সৌম্য! আমি স্বতন্ত্রা, সুতরাং আপনার বশবর্ত্তিনী হইলাম। আপনার যাহা অভিলাষ হয়, তাহাই করুন্।" সোমপুত্র বুধ ইলার এই অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং মহানন্দে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

কামুক সোমাত্মজ সুন্দরী ইলার সহবাসে থাকিয়া মুহূর্ত্তের ন্যায় মধুমাস অতিবাহিত করিলেন। ঐ মাস অতীত হইলে কর্দ্দমপুত্র ইল পুনরায় পুরুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, সোমাত্মজ বুধ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সলিলগর্ব্ভে

কঠোর তপস্যা করিতেছেন। মহারাজ ইল মুনিশ্রেষ্ঠ বুধের নিকট গমনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে কহিলেন, "ভগবন্! আমি অনুচরবর্গের সহিত এই দুর্গম বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহাদের কি হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন্।" সোমাত্মজ বুধ মোহাচ্ছন্ন রাজর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর! তোমার অনুচরগণ বিষম প্রস্তরবর্ষণে প্রাণ হারাইয়াছে। তুমি ভয়ার্ত্তহৃদয়ে আমার আশ্রমে শরণ লইয়া নিদ্রিত হইয়াছিলে। অতঃপর তুমি ভয় ও দুঃখ দূর করিয়া ফলমূল আহার পূর্ব্বক এই স্থানে সুখে বাস করিতে থাক; তোমার মঙ্গল হউক্।"

মহামতি ইল বুধের মুখে অনুচরগণের শোচনীয় পরিণামের কথা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন এবং দীনস্বরে কহিলেন, "ব্রহ্মণ! যদিও দুর্ভাগ্যবশত আমার অনুচরগণ বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি আমি স্বীয় বিস্তৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে থাকিতে পারি না। অতএব আপনি অনুমতি করুন্, আমি গৃহে প্রত্যাগমন করি। ভগবন্! যদি আমার গমনে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহাযশা শশবিন্দু সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। আরও আমি পত্নীগণ ও দেশস্থ ভৃত্যবর্গকে দেখিবার জন্যও যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব আপনি আর আমাকে এই স্থানে থাকিতে আদেশ করিবেন না।" রাজর্ষির এই সকাতর

প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি পুনরায় মধুর বাক্যে কহিলেন, "হে মহাবল কর্দ্দমতনয়! তুমি এই স্থানে বাসেই মন স্থির কর এবং তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। সম্বৎসর কাল এই স্থানে বাস করিলে, যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তাহা আমি করিব।" রাজর্ষি ইল বুধের এই বাক্য শ্রবণে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার সমীপে বাসার্থ মনস্থির করিলেন।

এইরূপে নরপতি ইল একমাস স্ত্রীরূপে বুধের সহিত ক্রীড়া ও একমাস পুরুষরূপে ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। নবম মাসে সুশ্রোণী ইলা বুধের ঔরসজাত পুরুরবা নামে এক তেজস্বী পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি জাতমাত্রে ঐ চন্দ্রকান্তি পুত্রকে তাহার পিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সম্বৎসরের অবশিষ্ট তিন মাস যৎকালে নরপতি ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইতেন, তৎকালে সোমাত্মজ বুধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

ইলের শাপমুক্তি।

মহাযশা ভরত ও লক্ষ্মণ পুরুরবার এই অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, "আর্য্য! ইলা সম্বৎসরকাল বুধের আশ্রমে অতিবাহিত করিয়া পরে কি করিলেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন্।" ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের কৌতূহলনিবারণার্থ পুনরায় ঐ কথা কহিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে ধীমান সোমাত্মজ বুধ মহাত্মা সংবর্ত্ত, ভৃগুপুত্র চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন ও দুর্ব্বাসাকে স্বীয় আশ্রমে আহ্বান করিলেন। ঐ সমস্ত মহর্ষি আশ্রমে উপস্থিত হইলে, বাক্যবিৎ তত্ত্বদর্শী সোমতনয় তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সুহৃদ্গণ! এই কর্দ্দমতনয় মহাবাহু ইলের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা নির্দ্দেশ করুন্।" মহর্ষিগণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে মহাতেজা কর্দ্দম আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্কার, ওঙ্কার প্রভৃতি মহর্ষিগণও আসিলেন। এই সমস্ত মহর্ষি একত্র মিলিত হইয়া হৃষ্টমনে বাহ্লীশ্বরের হিতকামনায় তাঁহার মুক্তির উপায় চিন্তা

করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসল প্রজাপতি কর্দ্দম কহিলেন, "মহর্ষিগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন্। ইহাতেই নরপতির মঙ্গল হইবে। বৃষভধ্বজের অনুগ্রহ ব্যতীত এই শাপ হইতে মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অশ্বমেধ যজ্ঞই সেই মহাত্মার প্রিয়। আসুন, আমরা ইলের হিতকামনায় ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই দুরাসদ দেবের আরাধনা করি।" প্রজাপতি কর্দ্দম এই বলিয়া বিরত হইলে অন্যান্য মহর্ষিগণ তাঁহার এই উৎকৃষ্ট প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মহর্ষি সংবর্ত্তের শিষ্য রিপুঞ্জয় রাজর্ষি মরুত্ত যজ্ঞের আবশ্যকীয় সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিসত্তম বুধের আশ্রমে ঐ মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইল। যজ্ঞাবসানে দেবাদিদেব রুদ্র পরম প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নরপতি ইলের সমক্ষেই দ্বিজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে দ্বিজগণ! আমি তোমাদিগের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ভক্তি দ্বারা পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে এই বাহ্লীশ্বরের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বল।" দেবাদিদেব মহেশ্বর এই বলিয়া বিরত হইলে ঋষিগণ বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। উমাপতি তাঁহাদিগের স্তবে যার পর নাই প্রীত হইয়া ইলার পুরুষত্ব প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত এবং দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলে ঋষিগণ হৃষ্টমনে স্ব স্ব আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজা ইলও বাহ্লীদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যদেশে প্রতিষ্ঠান নামক এক সুসমৃদ্ধ নগর স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শশবিন্দু বাহ্লীপ্রদেশেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালক্রমে নরপতি ইল দেহত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোকে গমন করিলে ইলাপুত্র পুরুরবা প্রতিষ্ঠানের রাজা হইলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অশ্বমেধ যজ্ঞের ঈদৃশ প্রভাব। ইহার প্রভাবে নারীর পুরুষত্বলাভাদি দুঃসাধ্য কার্য্যও সাধিত হইয়াছে।

চতুরধিকশততম সর্গ।

অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট অদ্ভুত ইলাবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া পরে লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! তুমি বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ প্রভৃতি অশ্বমেধপ্রয়োগকুশল দ্বিজগণকে এই স্থানে আহ্বান কর। আমি ঐ সমস্ত মহাত্মাগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞার্থ সমাহিতচিত্তে লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব পরিত্যাগ করিব।" রামচন্দ্রের এই আদেশ শ্রবণমাত্র লক্ষ্মণ সত্বর দ্বিজগণকে আহ্বান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা

রঘুনন্দন দ্বিজগণকে দেখিবামাত্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগের পাদবন্দনা করিলেন; তাঁহারাও রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বচনে সংবর্দ্ধিত করিলেন। অনন্তর দ্বিজগণ সকলে উপবিষ্ট হইলে রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকট অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহারাও ঐ প্রস্তাব শ্রবণে উদ্দেশে দেবাদিদেব বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা পূর্ব্বক রামচন্দ্রের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। মহর্ষিগণের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াতে রামচন্দ্রের হর্ষের সীমা রহিল না। তিনি প্রীতিপ্রফুল্লমুখে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি সত্বর মহাত্মা সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণের নিকট দূত প্রেরণ কর। যেন প্রিয়সখা সুগ্রীব বহুসংখ্যক বানর ও ভল্লূক, এবং বিভীষণ কামগামী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের মহোৎসবে যোগদানার্থ আগমন করেন। আরও তুমি আমার হিতৈষী মহাভাগ নৃপতিগণ, দেশান্তরস্থ ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজগণ, তপোধনগণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মজ্ঞ মানবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও। তাঁহারা যেন স্ত্রীপুত্র ও অনুচরবর্গের সহিত আগমন করেন। এতদ্ভিন্ন দর্শকগণের মনোরঞ্জনার্থ তুমি দেশবিদেশের নট, নর্ত্তক প্রভৃতিকেও আনয়ন কর।

বৎস! গোমতীতীরস্থ পবিত্র নৈমিষারণ্যে সুপ্রশস্ত যজ্ঞক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ঐ স্থানে যেন সহস্র সহস্র লোকের স্থানসমাবেশ হয়। তাঁহারা ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে পুষ্ট সন্তুষ্ট ও যথাবিধি সম্মানিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতি-

গমন করিবেন। হে মহাবাহো! যেন ঐ যজ্ঞক্ষেত্রের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে থাকে।

লক্ষ্মণ! তুমি শত সহস্র বলীবর্দ্দাদি বাহকপৃষ্ঠে প্রচুর আতপতণ্ডুল, তিল, মুদ্গ, মাষ প্রভৃতি কলায় চণক, লবণ এবং তদনুরূপ ঘৃত, তৈল, দধি, দুগ্ধ এবং গন্ধদ্রব্যাদি যজ্ঞস্থানে প্রেরণ কর। মহাত্মা ভরত অগ্রে সৈন্যসামন্ত ও ভৃত্যবর্গ লইয়া গমন করুন্। তাঁহার সঙ্গে কোটি কোটি সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা প্রেরিত হউক। মাতৃগণ, কুমারগণ, অন্তঃপুরিকাগণ এবং আমার যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষানিমিত্ত কাঞ্চনময়ী সীতাপ্রকৃতিও ঐ মহাত্মার সমভিব্যাহারে গমন করুন্। বণিকগণ, নট ও নর্ত্তকগণ, যৌবনশালী পাচকগণ, কোষাধ্যক্ষগণ এবং দ্বিজাতিপ্রমুখ আবালবৃদ্ধ নগরবাসিগণ ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুক্।"

অনন্তর রামচন্দ্রের আদেশানুসারে রাজাগণের বাসোপযোগী বহুমূল্য পটবাসসমূহ এবং প্রভূত পরিমাণে অন্ন, পান ও বস্ত্রাদি যজ্ঞস্থলে প্রেরিত হইল। মহাত্মা ভরত শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে অগ্রেই তথায় গমন করিলেন।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

এইরূপে আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত যজ্ঞস্থলে প্রেরিত হইলে, রামচন্দ্র সুলক্ষণাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণের সহিত লক্ষ্মণকে ঐ অশ্বের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, তিনি সৈন্যগণসমভিব্যাহারে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় যজ্ঞভূমির পারিপাট্য দর্শনে তিনি অতুল হর্ষলাভ করিলেন, এবং উক্ত কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত ভৃত্যগণের ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে ঐ যজ্ঞস্থলে নরপতিগণের সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহারা রামচন্দ্রের নিমিত্ত বহুবিধ উৎকৃষ্ট উপঢৌকন সঙ্গে করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদের যথোচিত প্রতিপূজা করিলেন।

ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজাগণের, সুগ্রীব মহাত্মা বানরগণের সহিত দ্বিজগণের এবং বিভীষণ রাক্ষসদিগের সহিত উগ্রতপা ঋষিগণের পরিচর্য্যার্থ নিয়োজিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত ভৃত্যগণ সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিগণের সেবা করিতে লাগিল।

এইরূপে রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরব্ধ হইল। যজ্ঞস্থলে আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না; কেবল "দাও অবাধে দাও; যতক্ষণ না প্রার্থিগণ তুষ্ট হয়েন,

ততক্ষণ দাও” এই শব্দ। ফলতঃ অর্থিগণের মুখ হইতে প্রার্থনাবাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই বানর ও রাক্ষসগণ তাহাদিগকে অনবরত অভিলষিত বস্তু দান করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের ঐ যজ্ঞস্থলে কাহাকেও মলিন, দীন বা কৃশ লক্ষিত হয় নাই। অন্নার্থী অন্ন, বস্ত্রার্থী বস্ত্র, বিত্তার্থী বিত্ত, রত্নার্থী রত্ন এবং স্বর্ণার্থী স্বর্ণ, যে যাহা যাচ্ঞা করিল, সে তাহাই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইল। যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই বানর ও রাক্ষসগণ ধনাদি মুক্তহস্তে প্রদান করিতেছে, লক্ষিত হইল। দীর্ঘজীবি মহাত্মা মহর্ষিগণ ঐ যজ্ঞের সমৃদ্ধি দর্শনে কহিতে লাগিলেন, “আমরা সোম, যম, বরুণ প্রভৃতি অনেকের যজ্ঞ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি, কিন্তু বলিতে কি, এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার পূর্ব্বে কখন আমাদিগের নয়নপথে পতিত হয় নাই।”

এই প্রকার সমারোহের সহিত ঐ মহাযজ্ঞ সম্বৎসর কাল চলিল; কিন্তু তথাপি যজ্ঞস্থলে সঞ্চিত ধনরাশির স্বল্পমাত্রও হ্রাস লক্ষিত হইল না।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

যজ্ঞস্থলে লব ও কুশের সহিত মহর্ষি বাল্মীকির আগমন।

অন্যান্য মহর্ষিগণের ন্যায় ভগবান্ বাল্মীকিও এই অদ্ভুত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি সশিষ্য যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া একান্তে ঋষিগণের সহিত উটজে বাস করিতে লাগিলেন। রাজার আদেশানুসারে পরিচারকগণ তাঁহার বাসস্থানে বহুসংখ্যক শকটপূর্ণ উপাদেয় ফলমূল আনয়ন করিয়া দিল। অনন্তর একদা মহর্ষি স্বীয় শিষ্যদ্বয় কুশ ও লবকে সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসদ্বয়! তোমরা প্রতিদিন সমাহিতচিত্তে ঋষিগণের উটজের সম্মুখে, ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থানে, রাজমার্গে, সমাগত নরপতিগণের পটবাসের সম্মুখে এবং বিশেষত যেস্থানে মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া ঋত্বিক্‌গণের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সভাভবনের দ্বারে সুমধুর বীণাসংযোগে হৃষ্টমনে রামায়ণ গান করিবে। গান করিতে করিতে যখন তোমাদিগের শ্রান্তিবোধ হইবে, তখন তোমরা মৎপ্রদত্ত এই সমস্ত সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিও; ইহাতে তোমাদের শ্রম অপনীত হইবে অথচ স্বরবৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। আমি যেরূপ উপদেশ দিয়াছি, তোমরা সেইরূপ বিংশতি সর্গ প্রতিদিন গান করিও। যদি মহারাজ রামচন্দ্র সঙ্গীত শ্রবণার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ অতি

বিনীতভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুমধুর বীণা-ধ্বনির সহিত আদি হইতে রামায়ণ গান আরম্ভ করিবে। তোমরা কদাচ লোভপরবশ হইয়া তাঁহার প্রদত্ত স্বল্পমাত্র ধনও গ্রহণ করিও না; বিনীতভাবে কহিও, 'রাজন্! আমরা আশ্রমবাসী, ফলমূলদ্বারা জীবনধারণ করি, আমা-দের ধনে প্রয়োজন কি?' যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিও, 'আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য।' আরও তোমরা কদাপি মহারাজের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিও না। যেহেতু রাজা ধর্ম্মত সক-লের পিতা। এই আমি তোমাদিগের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা সমস্তই বলিলাম। তোমরা কল্য হইতে রামায়ণ গান আরম্ভ করিও।"

মহর্ষি প্রাচেতস বাল্মীকি প্রিয় শিষ্যদ্বয়কে এইরূপ উপদেশ দিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেরূপ ভার্গবের নীতিসংহিতা হৃদয়ে ধারণ করে, তদ্রূপ সীতাতনয়দ্বয়ও মহর্ষির এই আদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যেরূপ আদেশ দিলেন, আমরা সেইরূপই করিব।" এই বলিয়া লব ও কুশ বাল্মীকির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উৎসুকচিত্তে রাত্রি যাপন করিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

লব ও কুশের রামায়ণ গান।

পরদিন প্রভাত হইলে লব ও কুশ স্নানহোমাদি সমাপন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আদেশানুসারে যজ্ঞভূমির স্থানে স্থানে রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে, "দুইটী সুন্দর বালক আচার্য্য ভরতনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিক্রমে তন্ত্রীলয়সমন্বিত ষড়জাদিস্বরসম্বদ্ধ বিবিধপ্রমাণ সহিত অপূর্ব্ব রামচরিত গান করিতেছে" এই সংবাদ পরম্পরায় রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র যার পর নাই কৌতূহলান্বিত হইলেন এবং যজ্ঞীয় দৈনিক কার্য্যান্তে সভায় উপস্থিত হইয়া মহর্ষিগণ, রাজন্যমণ্ডলী, পৌর ও জানপদবর্গ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, শব্দবিৎ, লক্ষণবিৎ, সামুদ্রিকলক্ষণবিৎ, সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ, পাদাক্ষরবিৎ, ছন্দঃশাস্ত্রবিৎ, কলামাত্রাবিৎ, জ্যোতির্ব্বিৎ, ক্রিয়াকল্পবিৎ, কার্য্যবিৎ, যুক্তিপ্রয়োগবিৎ, তর্কবিৎ, পুরাণবিৎ, বেদবিৎ, চিত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ও নৃত্যগীতবিশারদ ব্যক্তিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক লব ও কুশকে রামায়ণ গান করিতে কহিলেন।

তখন মুনিকুমারবেশী লব ও কুশ শ্রোতৃগণকে বিমোহিত করিয়া সুমধুর বীণাধ্বনি সহকারে অপূর্ব্ব রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। সমবেত জনগণ সেই অতিমানুষ গীতিসম্পদ শ্রবণ করিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন

না। তৎকালে সভাস্থ সকলে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন। হৃষ্ট ঋষি ও নরপতিগণ ঐ সুন্দর বালকদ্বয়কে যেন নয়ন দ্বারা পানকরতই বারম্বার দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! বিম্বোত্থিত বিম্বান্তরের ন্যায় এই বালকদ্বয়ের আকৃতি অবিকল রামচন্দ্রের ন্যায়। বলিতে কি, যদি ইহারা জটা ও বল্কল ধারণ না করিত, তাহা হইলে রামচন্দ্রের হইতে ইহাদের কোনই প্রভেদ লক্ষিত হইত না।" সভাস্থ প্রায় সকলেই রামচন্দ্র ও বালকদ্বয়ের সাদৃশ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া নানারূপ বিতর্ককরত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নারদদর্শিত পূর্ব্ব সর্গ হইতে বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত রামায়ণ গীত হইলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি এই বালকদ্বয়ের গীত শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছি। তুমি ইহাদিগকে অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান কর এবং যদি ইহাদের আর কোন অভিলাষ থাকে, তাহাও অবিলম্বে পূরণ কর।" তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ আনীত ও বালকদ্বয়কে পৃথক পৃথক প্রদত্ত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লবকুশ উহা গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বিনয়সহকারে ও বিস্মিতচিত্তে কহিলেন, "রাজন্! আমরা বনবাসী; বন্য ফলমূল দ্বারা জীবন ধারণ করি। আমাদের সুবর্ণ বা হীরকে প্রয়োজন কি?" লব ও কুশের এই কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই যারপর নাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর, কুশ ও লব কাহার নিকট হইতে রামায়ণ কাব্য শিক্ষা করিয়াছেন, ইহা জানিবার জন্য রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! এই অপূর্ব্ব কাব্যের কর্ত্তা কে? তাঁহার প্রতিষ্ঠা কি? এবং তিনি এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন?" তচ্ছ্রবণে বালকদ্বয় কহিলেন, "রাজন্! ভৃগুপুত্র ভগবান বাল্মীকি এই রামায়ণ কাব্যের প্রণেতা; তিনি সম্প্রতি এই যজ্ঞক্ষেত্রেই অবস্থিতি করিতেছেন। এই কাব্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক ও শত উপাখ্যান আছে। ইহা আদি প্রভৃতি সপ্তকাণ্ড ও পঞ্চশত সর্গে বিভক্ত এবং ইহাতে আপনার চরিত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের গুরু ভগবান বাল্মীকি যে আপনার পবিত্র চরিত কীর্ত্তিত করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। রাজন্! যদি আপনার এই কাব্য শ্রবণে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্য সমাপ্ত হইলে অবসর কালে অনুজগণের সহিত অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবেন। আমরা আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।" রামচন্দ্র এই বিনীত বাক্যে সম্মত হইলে বালকদ্বয় হৃষ্টমনে মহর্ষি বাল্মীকির সমীপে গমন করিলেন। রামচন্দ্রও সেই অতিমানুষ গীতের কথা চিন্তা করিতে করিতে ঋষি ও রাজাগণের সহিত কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র প্রতিদিন লব ও কুশের মুখে বীণালয়-সহকৃত অপূর্ব্ব রামায়ণ গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

সভাস্থলে সীতাকে আনয়নার্থ রামচন্দ্রকর্তৃক বাল্মীকির নিকট দূত প্রেরণ।

মহাত্মা রামচন্দ্র মহর্ষি, নরপতি ও বানরগণের সহিত অপূর্ব্ব রামায়ণ গান শ্রবণ করিতে করিতে বহুদিবস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একদিন গীতপ্রসঙ্গে, কুশ ও লব সীতার পুত্র, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সভামধ্যে শুদ্ধাচার দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "দূতগণ! তোমরা সত্বর ভগবান বাল্মীকির নিকটে গমন পূর্ব্বক আমার প্রণাম জানাইয়া বল, যে যদি সীতা আপনাকে শুদ্ধাচারা ও নিষ্পাপা বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি আপনার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কল্য সভামধ্যে স্বীয় পবিত্রতার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করুন্। এরূপ করিলে আমার কলঙ্ক দূর হইবে এবং তাঁহার চরিত্রের প্রতি জনসাধারণের যে অন্যায় সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহাও অপনীত হইবে। হে দূতগণ! ভগবান বাল্মীকি ও সীতার এই প্রস্তাবে মত কি, তাহা তোমরা জানিয়া আসিয়া সত্বর আমাকে বলিবে।"

রামচন্দ্রের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দূতগণ অবিলম্বে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজোদীপ্ত মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের সমস্ত বাক্য নিবেদন করিল। মহাতেজা বাল্মীকি ঐ বাক্য শ্রবণে এবং রাম-

চন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "হে দূতগণ! রামচন্দ্র যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই হইবে। সীতা অবশ্য তাঁহার আদেশ পালন করিবেন। যেহেতু পতিই স্ত্রীর একমাত্র দেবতা।" মহর্ষি এই বলিয়া বিরত হইলে দূতগণ অবিলম্বে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল এবং মহর্ষির বাক্য আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে মহাত্মা রামচন্দ্র যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং সমবেত ঋষি ও রাজাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহোদয়গণ! আপনারা কল্য শিষ্য ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সীতার শপথ দর্শনার্থ অবশ্য অবশ্য আসিবেন। আর আর যাঁহারা সীতার চরিত্রে দোষারোপ করেন, তাঁহারাও ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিবেন।" রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং রাজাগণও তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! এই পৃথিবীতে আপনার সকলই সম্ভব।"

এইরূপে রামচন্দ্র পরদিন সীতার শপথ নির্দ্ধারিত করিয়া সভাস্থ সকলকে বিদায় দিলেন।

নবাধিকশততম সর্গ।

সভাস্থলে সীতার আগমন।

রজনী প্রভাত হইলে মহাতেজা নরপতি রামচন্দ্র যজ্ঞ-বাটে উপস্থিত হইলেন এবং ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। অল্পকালমধ্যেই বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত, গৌতম ও অন্যান্য মহাতেজা ও মহাতপা মহর্ষিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীর্য্যবান বানর ও রাক্ষসগণ এবং নানাদিগ্দেশাগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণও সীতার পরীক্ষা দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তথায় আগমন করিলেন।

সকলে সমাগত হইলে কিয়ৎকাল সেই অগণ্য জনগণ প্রস্তরপ্রতিমাসমূহের ন্যায় নীরব ও নিস্তব্ধভাবে মহর্ষি বাল্মীকির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর উক্ত মহর্ষি সীতাসমভিব্যাহারে সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। বাল্মীকি অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, এবং অশ্রুপরিপ্লুতনেত্রা পতিদেবতা সীতাদেবী অধোবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতেছেন। তৎকালে ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্মীকির অনুগামিনী সীতাকে দর্শন করিয়া, সকলেই

সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সভাস্থলে এক মহান্ হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। সাক্ষাৎ করুণরসের মূর্ত্তির ন্যায় সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া সমবেত জনগণের হৃদয় শোকে দ্রবীভূত হইয়া গেল। তাহারা কেহ রামকে, কেহ সীতাকে, কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর মহামুনি বাল্মীকি সীতাসমভিব্যাহারে সভার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে দাশরথে! এই শুদ্ধচারিণী পতিব্রতা সীতা লোকাপবাদভয়ে আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি স্বীয় পবিত্রতার প্রত্যয় প্রদান করিবেন, তুমি ইহাঁকে অনুমতি প্রদান কর। বীর! এই যমজ জানকীপুত্রদ্বয় তোমারই ঔরসজাত। হে রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার দশমপুত্র; কখন অনৃত বাক্য মুখে আনি নাই। আমি সত্যই কহিতেছি; এই বালকদ্বয় তোমারই পুত্র। আমি বহুসহস্র বৎসর তপশ্চর্য্যা করিয়াছি; যদি মৈথিলী দুষ্টচারিণী হয়েন, তবে আমার সেই সমস্ত তপস্যার ফল ব্যর্থ হউক্। আমি কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপাচরণ করি নাই; যদি জানকী নিষ্পাপা হয়েন্ তবেই যেন আমি তাহার ফল প্রাপ্ত হই। রামচন্দ্র! যৎকালে সীতাদেবী অনাথার ন্যায় বননির্ঝরে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, তৎকালে আমি ইহাঁকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রা জানিয়াই আশ্রয় দিয়াছিলাম। আমি পুনরায় কহিতেছি, ইনি শুদ্ধাচারা, পতিব্রতা ও নিষ্পাপা। আমি জ্ঞানচক্ষে এই সমস্ত অবগত

হইয়াছি এবং ইনিও এক্ষণে তাহার প্রত্যয় প্রদান করিবেন। রামচন্দ্র! তুমিও ইহাঁকে নিষ্পাপা জানিয়াও কেবল লোকাপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছ।”

দশাধিকশততম সর্গ।

সীতার পাতালে প্রবেশ।

মহর্ষি বাল্মীকি এই বলিয়া বিরত হইলে মহাত্মা রামচন্দ্র বরবর্ণিনী সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “হে মহাভাগ ধর্ম্মাত্মন্! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই সত্য। সে বিষয়ে আপনার পবিত্র বাণীই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রত্যয়। আরও পূর্ব্বে সীতাদেবী দেবগণসমক্ষে স্বীয় পবিত্রতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই আমি তাঁহাকে গৃহে লইয়াছিলাম। বনবাসে প্রেরণকালে আমি ইহাঁকে নিষ্পাপা জানিয়াও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ভগবন্! আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আমি এক্ষণে লবকুশকে, স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিলাম। কিন্তু দেব! আমার নিবেদন এই যে, জগন্মণ্ডলে শুদ্ধা মৈথিলীতেই আমার প্রীতি হউক।” তৎকালে রামচন্দ্রের মনোগত

অভিপ্রায় অবগত হইয়া আদিত্য, বসু, সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বেদেব ও মরুদ্গণ এবং সিদ্ধ, নাগ ও মহর্ষিগণ পিতামহকে অগ্রে করিয়া সীতাবিশুদ্ধি দর্শনার্থ তথায় আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় কহি-লেন, "ভগবন্! ঐ দেখুন, দেবগণ সীতার পরীক্ষাদর্শনার্থ অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি পুনরায় বলিতেছি, আমার পক্ষে পবিত্র ঋষিবাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু অদ্য জগৎসমক্ষে সীতার পবিত্রতা প্রমাণীকৃত হউক।"

রামচন্দ্রের এই বাক্যাবসানে সভাস্থলে দিব্যগন্ধ মনোরম শুভ বায়ু প্রবাহিত হইল। নানাদিগ্দেশাগত জনগণ সহসা সত্যযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর সভাস্থলে ত্রিভুবনস্থ লোকসমূহকে সমাগত দেখিয়া কাষায়বাসিনী অবনতমুখী সীতাদেবী ভূতলে দৃষ্টি-পাত করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে দেবি মাধবি! যদি আমি মনেও রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য পুরুষকে চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে তোমার অভ্যন্তরে স্থান দাও। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে স্থান দাও। 'আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না,' আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাকে স্থান দাও।" সতী বৈদেহী এইরূপ বলিবামাত্র সহসা ভূতল হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। ঐ সিংহাসন দিব্যরত্নবিভূষিত এবং অমিতবিক্রম নাগগণ উহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া

রহিয়াছে। তদুপরি উপবিষ্টা ধরণী দেবী সীতাকে বাহু-দ্বয়ে গ্রহণ করিলেন এবং স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক আসনে উপ-বেশন করাইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে সীতাদেবীর মস্তকোপরি অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং অন্তরীক্ষে সুমহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল। দেবগণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, "সীতাদেবী তুমিই ধন্য! সাধু তোমার চরিত্র!" যজ্ঞবাটস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জনগণ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং মহর্ষিগণ এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষে দেবগণ, ভূতলে স্থাবর ও জঙ্গমগণ এবং রসাতলে পন্নগগণ কেহ প্রীত, কেহ ধ্যানপরায়ণ, কেহ বা সংজ্ঞাহীনের ন্যায় একদৃষ্টে রামচন্দ্র বা সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ফলত সীতার পাতালপ্রবেশমুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎ যেন এককালে বিমোহিত হইয়া পড়িল।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের ক্রোধ ও দেবগণকর্ত্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা।

পতিপ্রাণা সীতাদেবী রসাতলে প্রবেশ করিলে, সীতাপতি রামচন্দ্র অধোবদনে বাষ্পাকুলনেত্রে যজ্ঞীয় দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ব্বাক ও নিষ্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জনের পর তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের আবির্ভাব হইল। তিনি যুগপৎ শোক ও ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "মূর্ত্তিমতী শ্রীস্বরূপিনী সীতা আমার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন দেখিয়া, আমার হৃদয় অভূতপূর্ব্ব শোকে আচ্ছন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে সীতা মহোদধির অপর পারস্থিত লঙ্কায় নীত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সেখান হইতেও উদ্ধার করিয়াছিলাম। আজি যে তাঁহাকে পাতাল হইতে আনিব, ইহা ত অতি সামান্য কথা। দেবি বসুন্ধরে! তুমি আমার বলের কথা অবগত আছ; এক্ষণে অবিলম্বে আমার সীতা প্রত্যর্পণ কর; নতুবা রামচন্দ্রের ভীষণ ক্রোধের ফল অনুভব করিতে হইবে। আরও, মনে করিয়া দেখ, তুমি আমার শ্বশ্রূ; পূর্ব্বে রাজর্ষি জনক ফালহস্তে কর্ষণ করিয়া তোমার নিকট হইতে মৈথিলীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব দেবি! এক্ষণে হয় সীতা প্রত্যর্পণ কর; অথবা আমাকেও তোমার অভ্যন্তরে স্থান দাও; আমি তাঁহার সহিত পাতালেই বাস করিব। আমি পুনরায়

বলিতেছি, অবিলম্বে আমার সীতাকে আনিয়া দাও; আমি তাঁহার জন্য উন্মত্ত হইয়াছি। যদি তুমি এই মুহূর্ত্তেই অবিকৃতা সীতাকে প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে সকানন-ভূধরা মেদিনী ধ্বংস করিব এবং সমগ্র পৃথিবী সলিলময় করিব।"

মহাবীর রামচন্দ্র শোক ও ক্রোধভরে এইরূপ কহিলে, পিতামহ ব্রহ্মা সুরগণের সহিত তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "হে রামচন্দ্র! তোমার এইরূপ সন্তাপ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তুমি একবার তোমার পূর্ব্বভাব ও মন্ত্রণা স্মরণ কর। প্রভো! আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি না; তুমি সকলই অবগত আছ। এক্ষণে একবার স্বীয় বৈষ্ণব ভাব স্মরণ কর। জগতের উপকারার্থেই তুমি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ত্বৎপরায়ণা পবিত্রা সাধ্বী সীতাদেবী তোমার আশ্রয়জনিত পুণ্যফলেই সুখে নাগলোকে গমন করিয়াছেন। অচিরেই তাঁহার সহিত তোমার মিলন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে মহাবাহো! আমি এই সভামধ্যে যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা সমস্তই সত্য। এই কাব্যোত্তম কাব্য রামায়ণই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে বিজ্ঞাপিত করিবে। মহাকবি বাল্মীকি ইহাতে তোমার সুখদুঃখসমন্বিত জন্মপ্রভৃতি পূর্ব্বচরিত এবং ভবিষ্য ও উত্তরচরিত কীর্ত্তিত করিয়াছেন। বীর! এই রামায়ণই কাব্যসমূহের আদিকাব্য। হে মহাবাহো! তোমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। তোমা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষই কাব্যের নায়কস্বরূপ যশোলাভের উপযুক্ত

নহে। আমি পূর্ব্বে সুরগণের সহিত এই অদ্ভুত দিব্য কাব্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমিও সমাহিত-চিত্তে ঋষিগণের সহিত ইহার অবশিষ্টাংশ শ্রবণ কর। এই উত্তম কাব্য তোমা ব্যতীত লক্ষ্মণাদি অপর কাহারও শ্রোতব্য নহে। তুমিই পরম রাজর্ষি।”

ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ রামচন্দ্রকে এইরূপ কহিয়া দেবগণসমভিব্যাহারে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অনুচর ব্রহ্মলোকনিবাসী মহর্ষিগণ তাঁহার আদেশানুসারে গমনে নিরস্ত হইলেন এবং রামায়ণের উত্তরভাগ শ্রবণার্থ যজ্ঞস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র পিতামহের পবিত্র বাণী স্মরণ করিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে কহিলেন, “ভগবন্! ব্রহ্মলোকনিবাসী পরমর্ষিগণ মদীয় ভবিষ্য ও উত্তরচরিত শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনি কল্য প্রভাতে উহা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন্।”

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ স্থির করিয়া সমাগত জনগণকে বিদায় দিলেন এবং লবকুশকে লইয়া কর্ম্মশালায় গমন করিলেন। তথায় জানকীর নিমিত্ত শোকাকুলচিত্তে তিনি সমস্ত রজনী অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

কৌশল্যাদির স্বর্গে গমন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে মহাত্মা রামচন্দ্র মহর্ষিগণকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারা সকলে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, "তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে রামায়ণের অবশিষ্টাংশ গান কর।" লব ও কুশ তাঁহার আদেশে যথারীতি উত্তর কাব্যাংশ গানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে পবিত্রা সীতাদেবী স্বীয় সত্যপ্রভাবে পাতালে প্রবিষ্ট হইলে পরম দুর্ম্মনা রামচন্দ্র তাঁহার অভাবে জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শোকাকুল হৃদয় কিছুতেই শান্তিলাভ করিল না। তিনি যজ্ঞাবসানে প্রভূত ধনদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, পার্থিব, ঋক্ষ, রাক্ষস, বানর ও অন্যান্য জনগণকে বিদায় দিলেন। রাজীবলোচন রামচন্দ্র এইরূপে সকলকে বিদায় দিয়া প্রাণাধিকা বৈদেহীকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।

জানকীবল্লভ রামচন্দ্র জানকী ব্যতীত ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার প্রতি যজ্ঞেই হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিনী হইত। তিনি দশ সহস্র বৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ, বহুসংখ্যক বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, গোসব ও অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ঐ সমস্ত যজ্ঞে বহু ধনব্যয় এবং প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিয়া-

ছিলেন। এইরূপে ধর্ম্মাচরণে নিয়ত থাকিয়া তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ তাঁহার আদেশানুসারে নিয়ত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাগণের সুখের সীমা ছিল না। পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বর্ষণ করিতেন; পৃথিবী প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিত এবং দিঙ্মণ্ডল প্রসন্নভাব ধারণ করিয়া থাকিত। তখন পৌর ও জানপদগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট ও নীরোগ ছিল। রামচন্দ্রের শাসনকালে অকালমৃত্যু ছিল না; প্রাণিগণের কোন ব্যাধি হইত না এবং কোন প্রকার অনর্থও লক্ষিত হইত না।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে যশস্বিনী রামমাতা কৌশল্যা পুত্রপৌত্রাদি বিদ্যমান রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। পরে যশস্বিনী কৈকেয়ী ও সুমিত্রাও বহুবিধ ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পরলোকগতা হইলেন। তথায় তাঁহারা সকলে মহারাজ দশরথের সহিত সমাগত হইয়া অতুল হর্ষলাভ করিলেন এবং বিবিধ সুখভোগ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে মাতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনদান করিতেন। অনন্তর তিনি পিতৃদেবগণের পূজা করিয়া বহুবিধ কঠোর পিত্র্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উহাতে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত দক্ষিণা দান করিলেন। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রামচন্দ্র বহুসহস্র বৎসর সুখে অতিবাহিত করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

গন্ধর্ব্বনগরজয়ার্থ ভরতের যুদ্ধযাত্রা।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা কেকয়াধিপতি মহারাজ যুধাজিৎ স্বীয় কুলগুরু অঙ্গিরাপুত্র মহর্ষি গার্গ্যকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি রামচন্দ্রের উপহার স্বরূপ উহাঁর সহিত দশসহস্র উৎকৃষ্ট অশ্ব, কম্বল, নানাবিধ রত্ন, বিবিধ বিচিত্র বসন এবং বহুমূল্য আভরণ সমূহও পাঠাইয়া দিলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন, মাতুল অশ্বপতিপ্রদত্ত উপহার লইয়া মহর্ষি গার্গ্য উপস্থিত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অনুজগণের সহিত ক্রোশ পর্য্যন্ত ঐ মহর্ষিকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং, শক্র যেরূপ বৃহস্পতির পূজা করেন, তদ্রূপ যথাবিধি ঐ মহর্ষির পূজা করিলেন। পরে তৎপ্রদত্ত উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি মাতুলের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! মাতুল আমার প্রতি কি আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন?" রামচন্দ্রের এই বিনীত বাক্য শ্রবণে মহর্ষি অঙ্গিরাপুত্র কহিলেন, "হে মহাবাহো! তোমার মাতুল যুধাজিৎ সস্নেহ কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বক যাহা যাহা কহিয়াছেন, আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিতেছি; যদি অভিলাষ হয়, শ্রবণ কর।

সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বে শৈলুষগন্ধর্ব্বের ফলপুষ্পসুশোভিত

পরম রমণীয় এক সুবিস্তৃত রাজ্য আছে। সমরকুশল শৈলুষপুত্রগণ তিনকোটী মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া সর্ব্বদা সশস্ত্রে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। বীর! যদি তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বলদর্পিত শৈলুষপুত্রগণকে পরাজয় পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বপুরী অধিকার ও তথায় দুইটি নগর সন্নিবেশ কর। তুমি ভিন্ন এমন অন্য কোন বীর নাই যিনি ঐ জনপদ অধিকার করিতে পারিবেন।"

মহর্ষি গার্গ্য এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লমুখে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন এবং ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! তক্ষ ও পুষ্কল নামক ভরতের বীর পুত্রদ্বয় পিতৃসমভিব্যাহারে গন্ধর্ব্বদেশে গমন করিবে এবং মাতুল যুধাজিৎ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ও ভরতের সহিত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শৈলুষপুত্রগণকে নিহত করিবে। ভরত তথায় দুই নগর সন্নিবেশ পূর্ব্বক পুত্রদ্বয়কে তাহাদের আধিপত্যে স্থাপন করিয়া পুনরায় আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবেন। তাহারাও ঐ দুই নগর ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে থাকিবে।" মহর্ষিকে এইরূপ বলিয়া রামচন্দ্র ভরতকে সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন এবং হর্ষভরে কুমারদ্বয়ের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ ভরত বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শুভমুহূর্ত্তে পুত্রদ্বয়ের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। মহাতপা অঙ্গিরাপুত্র গার্গ্য তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র কিছু দূর পর্য্যন্ত ভরতের বিশাল সেনার

অনুগমন করিলেন। তৎকালে রামচন্দ্রানুগতা ভরতসেনাকে মহেন্দ্রানুগতা দেবসেনার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমিষভুক্ সিংহশৃগালাদি শ্বাপদগণ, ঘোরদর্শন রাক্ষসগণ, শ্যেনাদি পক্ষিগণ এবং ক্রূরকর্ম্মা ভূত প্রেতগণ গন্ধর্ব্বরুধির পানেচ্ছায় ঐ বিশাল সেনার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। মহাত্মা ভরত অর্দ্ধমাস পথে অতিবাহিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গন্ধর্ব্বরাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

ভরতকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বগণের পরাজয় ও নগরস্থাপন।

এদিকে "বিশাল সৈন্যের অধিনায়ক মহাত্মা ভরত উপস্থিত হইয়াছেন," এই সুসংবাদ শ্রবণমাত্র কেকয়রাজ যুধাজিৎ হর্ষভরে নিজ সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে অবিলম্বে গন্ধর্ব্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে ভরতের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুরঙ্গবল দ্বারা গন্ধর্ব্বনগর অবরোধ করিলেন। মহাবীর গন্ধর্ব্বগণ ভরতের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় সিংহনাদ করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়পক্ষের ঘোর রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। নিরবচ্ছিন্ন সপ্তরাত্র ঐ যুদ্ধ চলিল, তথাপি কোন পক্ষেরই

জয়পরাজয় লক্ষিত হইল না। এদিকে রণস্থলে এক ঘোর বিস্তৃত শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। খড়্গ, শূল ও শরাসন ঐ নদীর নক্রকুম্ভীরাদি জলচর প্রাণী। উহার খর স্রোতে মৃত যোদ্ধৃগণের দেহ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে শত্রুনাশন মহাত্মা ভরত ক্রোধভরে সম্বর্ত্ত নামক ভীষণ কালাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তিনকোটি রণদুর্ম্মদ গন্ধর্ব্ব-বীর সেই ঘোর কালপাশে বদ্ধ হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই নিহত হইল।

এই নরগন্ধর্ব্ব যুদ্ধের ন্যায় ঘোর যুদ্ধ দেবগণও পূর্ব্বে কখন নয়নগোচর করেন নাই। মহাতেজা ভরত এইরূপে নিমেষমধ্যে তিনকোটী গন্ধর্ব্বকে বিনাশ করিয়া উক্ত জন-পদে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নামক দুই সুসমৃদ্ধ নগর সংস্থাপন করিলেন। ঐ দুই পুরী রাশি রাশি কাঞ্চন ও মণিমুক্তাপ্রবালাদি বিবিধ রত্নে পূর্ণ, রমণীয় হর্ম্ম্যশ্রেণীবিরা-জিত, দেবগৃহসমাকীর্ণ, ব্যবহারবহুল, আপণবীথিকাপরিবৃত্ত এবং তাল তমাল বকুলাদি বৃক্ষবহুল উদ্যানপরম্পরায় সুশোভিত হইয়া জনগণের নয়ন ও মন মুগ্ধ করিয়া তুলিল। বস্তুত ঐ পুরদ্বয়ের সমৃদ্ধি দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন উহারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতেছে।

মতিমান মহাত্মা ভরত এইরূপে রমণীয় পুরসন্নিবেশ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পাঁচবৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তক্ষশিলার আধিপত্যে কুমার তক্ষ ও পুষ্কলাবর্ত্তের আধিপত্যে পুষ্কলকে স্থাপন করিয়া তিনি সোৎসুকচিত্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজ-

হন্তা বাসব যেরূপ ভগবান কমলযোনির চরণবন্দনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বীয় অপরার্দ্ধস্বরূপ মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্রও তচ্ছ্রবণে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়ের অভিষেক।

একদা সুধীর রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত সুখে কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! তোমার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু রাজ্যপালনে সক্ষম হইয়াছে। অতএব আমি সত্বরেই ঐ কুমারদ্বয়কে রাজ্যে অভিষেক করিব। সৌম্য! যেখানে অপর রাজাগণের কোনরূপ পীড়া না জন্মে, আশ্রমসমূহের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা হয় এবং এই বীরদ্বয় নির্ব্বিবাদে প্রজাপালন দ্বারা সুখলাভ করিতে পারেন, তুমি এমন কোন জনপদ নির্ব্বাচন কর।" রামচন্দ্রের এই বাক্যাবসানে মহাত্মা ভরত কহিলেন, "আর্য্য! উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে কারুপথ নামে এক পরম রমণীয় জনপদ আছে। কুমার-

দ্বয়ের জন্য ঐ জনপদে দুইটী পুরী সংস্থাপিত হউক।” মহাত্মা রামচন্দ্র প্রীতমনে ভরতের এই বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন এবং অবিলম্বে কারুপথ অধিকার পূর্ব্বক তথায় অঙ্গদীয় ও চন্দ্রকান্ত নামক দুই পরম সমৃদ্ধ নগর সন্নিবেশ করিলেন। পরে তিনি ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত মহাসমারোহে কুমারদ্বয়ের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর অভিষেকান্তে তিনি কুমার অঙ্গদকে পশ্চিমবিভাগ ও কুমার চন্দ্রকেতুকে উত্তরবিভাগস্থ মল্লভূমিতে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্রের আদেশানুসারে লক্ষ্মণ অঙ্গদের সহিত অঙ্গদীয় নগরে এবং ভরত চন্দ্রকেতুর সহিত চন্দ্রকান্ত নগরে গমন করিলেন। তাঁহারা সম্বৎসরকাল কুমারদ্বয়ের সহিত, তাঁহাদিগের হস্তাবলম্বন স্বরূপ, থাকিয়া বিবিধ রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা বিষয়ে শিক্ষা দিলেন এবং অবশেষে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের পাদবন্দনা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ভরত ও লক্ষ্মণ তদবধি ভক্তিভাবে রামচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পৌরকার্য্যপর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বহুসহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট তাপসবেশধারী কালের আগমন।

এইরূপে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা কাল তাপসরূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারস্থ লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমি অমিততেজা পুরাণ মহর্ষি ভগবান ব্রহ্মার দূত; বিশেষ কার্য্যবশত একবার রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তুমি সত্বর তাঁহাকে সংবাদ প্রদান কর।" দূতের এই বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ সসম্ভ্রমে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মহাদ্যুতে! আপনি উভয়লোকে বিজয়লাভ করুন্। সম্প্রতি ভাস্করপ্রভ এক তপোধন আপনার দর্শনা-শায় দূতবেশে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।" লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন, "বৎস! ঐ তাপসকে সত্বর আমার নিকট আনয়ন কর।" রামচন্দ্রের এই আদেশ-মাত্র লক্ষ্মণ সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহর্ষিকে সভাগৃহে আনয়ন করিলেন। মহর্ষি রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া হস্তো-ত্তোলন পূর্ব্বক "বৃদ্ধিলাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি-লেন। রামচন্দ্রও ভক্তিভাবে অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে মহর্ষি দিব্য স্বর্ণাসনে সুখাসীন হইলে, রামচন্দ্র কহিলেন, "মহাভাগ!

আপনি যাহাঁর দৌত্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তব্য কি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।” নৃপশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ঐ তাপস কহিলেন, “মহাত্মন্! আমার ব্যক্তব্য বিজনপ্রদেশে বলিব। যে ব্যক্তি আমাদিগের কথোপকথন শ্রবণ বা তৎকালে আমাদিগকে দর্শন করিবে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিবে। পুরাণ মহর্ষির আমার প্রতি এইরূপ আদেশ আছে। এক্ষণে যদি তুমি এই সত্য পালনে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার ব্যক্তব্য বলিতে পারি।” মহাত্মা রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাপসের এই বাক্যে সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “হে মহাবাহো! তুমি এই দ্বারে অবস্থান কর। যে ব্যক্তি আমাদের মন্ত্রণা শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে, সে আমার বধ্য।”

এইরূপে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাপসদূতকে কহিলেন, “মহাভাগ! আপনাকে কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনার ব্যক্তব্যই বা কি? সবিস্তারে বলুন। আমি আপনার রহস্য শ্রবণার্থ যার পর নাই উৎসুক হইয়াছি।”

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র ও কালের কথোপকথন।

অনন্তর তাপসদূত কহিতে লাগিলেন, "বীর! আমি তোমারই পূর্ব্বজন্মজাত আত্মজ সর্ব্বসংহারক কাল। তুমি পূর্ব্বে মায়াবলে আমাকে সৃজন করিয়াছ। এক্ষণে আমি যে কারণে তোমার নিকট আসিয়াছি, তাহাও শ্রবণ কর। লোকনাথ পিতামহ আমাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, 'দেব! তুমি জগৎসৃষ্টির প্রাক্কালে স্বয়ং মায়াবলে সমগ্র লোক উপসংহার পূর্ব্বক মহার্ণবে শয়ান ছিলে। অনন্তর তোমার নাভিজাত অর্কসদৃশ দিব্য কমলে আমাকে উৎপাদিত করিয়া প্রাজাপত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলে। তৎপরে সেই প্রলয়সলিলমধ্যে মহাকায় নাগপতি অনন্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত ঘোরদর্শন মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয় উৎপন্ন হইল। তুমি ঐ দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিলে উহাদের অস্থি ও মেদে এই কাননভূধরপরিবৃতা অখিল মেদিনীর সৃষ্টি হইল। তৎকালে আমি প্রাজাপত্যভার প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে কহিলাম, "হে পরমারাধ্য জগৎপতে! আমি তোমারই বীর্য্যে উৎপন্ন হইয়া তোমাকর্ত্তৃকই রক্ষিত হইতেছি। অতএব তুমিই ভূতগণের রক্ষা ভার গ্রহণ কর।" তখন তুমি আমার এই বাক্যে সম্মত হইলে এবং জগতের রক্ষা

বিধানার্থ বিষ্ণুত্ব লাভ করিলে। অনন্তর তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণের তৎকালীন কার্য্যে সাহায্যার্থ তাহাদিগের অমিত-বিক্রম ভ্রাতৃরূপে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে। হে জগৎপাতা! তুমিই আবার স্বয়ং একাদশসহস্র বৎসর পৃথিবীবাসের কাল নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক রাবণবধার্থ মানবজন্ম পরিগ্রহ করিলে। হে মনোময়! এক্ষণে তোমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি মহারাজ দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দুরাত্মা রাবণপ্রপীড়িত প্রাণিগণের উদ্ধার সাধন এবং সম্যক্‌রূপে পৃথিবী পালন করিলে। এক্ষণে তোমার নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ হইয়াছে। কেবল তোমাকে সেই কথা স্মরণ করাইবার জন্যই দূত প্রেরণ করিলাম। হে রঘুনন্দন! যদি তোমার আরও কিছুকাল প্রজাপালনের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীতে অবস্থান কর। আর যদি তোমার প্রিয় দেবগণের পালনে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দেবলোকে আগমন কর। সুরগণও দীর্ঘকালের পর পুনরায় বিষ্ণুসনাথ হইয়া অভয়লাভ করুন্।" এই বলিয়া কাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র কালপ্রমুখাৎ পিতামহের এই সন্দেশ শ্রবণ পূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে সর্ব্বসংহারক! আমি দেবদেবের এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইলাম। লোকসমূহের উপকারার্থেই আমার দেহ ধারণ। এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক। আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি শীঘ্রই তথায় প্রত্যাগমন করিব, তাঁহাতে সন্দেহ নাই। তুমি আমার মনোগত ভাবই প্রকাশ করিয়াছ।

পিতামহও যথার্থই বলিয়াছেন, আমি অনুগত দেবগণের সকল কার্য্যেই সহায়তা করিব।”

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন।

রামচন্দ্র ও কাল বিজনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে উগ্রতপা কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, “সৌম্য! তুমি অবিলম্বে আমাকে রাজসন্নিধানে লইয়া চল; নতুবা আমার বিশেষ কার্য্যহানি হইবে।” ধীমান লক্ষ্মণ শশব্যস্তে ঐ মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, “ভগবন্! আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আর্য্য রামচন্দ্র এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন; অতএব আপনাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।” লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণে মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং আরক্তনেত্রে কহিলেন, “লক্ষ্মণ! তুমি এই মুহূর্ত্তেই রামচন্দ্রের নিকট আমার আগমনসংবাদ প্রদান কর। নতুবা এই সমগ্র জনপদ,

নগর এবং রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, তুমি ও তোমাদিগের বংশ-পরম্পরা আমার শাপানলে ভস্মীভূত হইবে। তুমি শীঘ্র আমার আদেশ প্রতিপালন কর; আমি আর ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।” দুর্ব্বাসার ক্রোধ দর্শনে লক্ষ্মণ যার পর নাই ভীত হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন “যদি ইহাঁর আদেশ প্রতিপালন না করি, তাহা হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবে। তদপেক্ষা একমাত্র আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর।” ধীমান্ লক্ষ্মণ এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমনসংবাদ নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও এই সংবাদ শ্রবণমাত্র কালকে বিদায় দিয়া শশব্যস্তে বহিরাগমন পূর্ব্বক উগ্রতেজা প্রদীপ্ত অত্রিতনয়কে দর্শন করিলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণ-বন্দন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আদেশ করুন্।” তচ্ছ্রবণে মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা কহিলেন, “হে ধর্ম্মবৎসল! আমি সহস্র বৎসর অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। অদ্য সহস্র বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আমি ভোজনেচ্ছায় তোমার গৃহে আগমন করিয়াছি। যাহা তোমার গৃহে উপস্থিত আছে, তুমি তদ্দারাই আমাকে ভোজন করাও।” তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া অমৃততুল্য সুস্বাদু ভোজনসামগ্রী দ্বারা মহর্ষির তৃপ্তিসাধন করিলেন। মহর্ষিও আহারান্তে রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করিতে করিতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা গমন করিলে রামচন্দ্র স্বীয় প্রতিজ্ঞা

ও কালের বাক্য স্মরণ করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাই-লেন। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত! কালের গতিই বলবতী হইবে।" এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি দীনমনে ও অধোবদনে উপবিষ্ট রহিলেন; তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

উনবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণবর্জ্জন।

অনন্তর ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় রামচন্দ্রের মুখ ম্লান ও অবনত দেখিয়া অবিষণ্ণহৃদয়ে মধুর বাক্যে কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি আমার জন্য কিছু-মাত্র শোক করিবেন না। কালের গতিই এইরূপ। আপনার সহিত আমার এইরূপ বিয়োগই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধীমন্! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সত্য হইতে মুক্ত হউন্। যে সকল মানব প্রতিজ্ঞাপালন না করে, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে। আর্য্য! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে নিঃশঙ্ক ও অবিচলিতচিত্তে আমাকে পরিত্যাগ করুন্।"

ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র শোকাকুলচিত্তে অমাত্য ও কুলপুরোহিতগণকে আহ্বান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও দুর্ব্বাসার আগমনবৃত্তান্ত সমস্ত কহিলেন। তচ্ছ্রবণে সভাসদ্গণ সকলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বসিষ্ঠদেব কহিলেন, "বীর! তোমার এইরূপ লক্ষ্মণবিয়োগ ও লোমহর্ষণ ক্ষয়ের কথা আমি পূর্ব্বে হইতেই অবগত আছি। ইহার আর গত্যন্তর নাই; কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। এক্ষণে তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর, যেহেতু সত্য অবশ্যই সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। সত্য পালন না করিলে ধর্ম্মলোপ হয়; ধর্ম্মলোপ হইলে চরাচর জগৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি জগতের রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর।" প্রাজ্ঞ বসিষ্ঠ এই বলিয়া বিরত হইলে অন্যান্য সদস্যগণও তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র তাঁহাদের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; ধর্ম্মবিপর্য্যয় নিরাকৃত হউক। সাধুগণের নিকট বধ ও বর্জ্জন উভয়ই সমার্থবোধক।"

রামচন্দ্রের মুখ হইতে এই স্বপ্নের অগোচর অভাবনীয় দারুণ বাক্য নিঃসৃত হইবামাত্র ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অগ্রজের বিয়োগশোকে মোহিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে রাজভবন পরিত্যাগ করিলেন। তিনি আর স্বীয় ভবনেও গমন করিলেন না; একবারে সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া উদকস্পর্শ পূর্ব্বক অঞ্জলিবন্ধন করিলেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিরোধ ও

প্রাণবায়ু সংযত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ, অপ্সরোগণ ও মহর্ষিগণ অন্তরীক্ষ হইতে লক্ষ্মণের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র মহাবল লক্ষ্মণকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া মানবগণের অদৃশ্যভাবে স্বর্গে গমন করিলেন।

দীর্ঘকালের পর বিষ্ণুর চতুর্থাংশ স্বর্গে সমাগত দেখিয়া প্রমুদিত দেবগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

লব ও কুশের রাজ্যাভিষেক।

এদিকে ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বিয়োগশোকে যার পর নাই কাতর হইয়া পুরোহিত সচিব ও নাগরিকগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাভাগগণ! অদ্য আমি ধর্ম্মাত্মা ভরতকে অযোধ্যার আধিপত্যে অভিষেক করিয়া অরণ্যে গমন করিব। আপনারা সত্বর অভিষেকোপযোগী দ্রব্যজাত সংগ্রহ করুন্। বৃথা কালব্যয়ের প্রয়োজন নাই। আমার আর এস্থানে এক মুহূর্ত্তও অবস্থিতি করিতে কষ্টবোধ হইতেছে। আমি অদ্যই প্রাণাধিক লক্ষ্মণের অনুসরণ করিব।" রামচন্দ্রের এই দারুণ বাক্য শ্রবণে

প্রকৃতিবর্গ কিয়ৎকাল মস্তক অবনত করিয়া বিসংজ্ঞের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে ধর্ম্মাত্মা ভরত রাম-চন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া রাজ্যভোগের অনেক দোষ কীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্য! আমি সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি, আপনাকে ছাড়িয়া আমার রাজ্যে কোন প্রয়োজন নাই; অধিক কি, আমি আপনাকে ছাড়িয়া স্বর্গসুখভোগেরও ইচ্ছা করি না। বীর! আপনি কুশ ও লবকে কোশলরাজ্যে অভিষেক করিয়া প্রাণাধিক শত্রুঘ্নের নিকট কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করুন্। তাহারা শত্রুঘ্নকে এই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করুক্।"

ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই বলিয়া বিরত হইলে মহর্ষি বসিষ্ঠ দীন প্রজাগণের মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন, "রাম! এই দেখ, প্রকৃতিবর্গ তোমার শোকে ভূতলে লুণ্ঠিত হই-তেছে এবং অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছে। তুমি ইহাদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। যেন ইহাদের মনে কষ্ট দিও না।" বসিষ্ঠের এই কথা শ্রবণে রামচন্দ্র পৌর ও জানপদবর্গকে মধুরবাক্যে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "হে প্রকৃতিবর্গ! আমি তোমাদের প্রিয়ার্থে কি করিব, বল?"

তখন তাহারা সকলে একবাক্যে কহিল, "মহারাজ! যদি আমাদের প্রতি আপনার প্রীতি ও স্নেহ থাকে, তাহা হইলে এই মাত্র অনুমতি দিউন্, যেন আমরা পুত্রকলত্রাদি সমভিব্যাহারে আপনার অনুগমন করিতে পারি। প্রভো! যদি আপনি আমাদিগকে ত্যজ্য বিবেচনা না করেন, তাহা

হইলে তপোবন, দুর্গ, সরিৎ, সাগর, কন্দর, ভূধরাদি আপনি যেখানে গমন করিবেন, তথায় আমাদিগকেও লইয়া চলুন। আপনার অনুগমনই আমাদের একমাত্র অভিলাষ; ইহাই আমাদিগের পরম প্রীতি; এবং ইহাই আমাদের উৎকৃষ্ট বর।" প্রকৃতিবর্গের এইরূপ অবিচলিত প্রগাঢ় ভক্তি দর্শনে রামচন্দ্র পরম প্রীত হইলেন এবং "তথাস্তু" বলিয়া তাহাদের প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তিনি মহাবীর কুশকে কোশলের ও লবকে উত্তরকোশলের আধিপত্যে অভিষেক করিলেন এবং স্নেহভরে তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক বহুসহস্র রথ, অযুত হস্তী, দশসহস্র অশ্ব ও প্রচুর মণিমাণিক্যাদি প্রদান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট জনসমভিব্যাহারে স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে পুত্রদ্বয়কে কোশলরাজ্যের আধিপত্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট শত্রুঘ্ন, এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগের আগমন।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের আদেশানুসারে দূতগণ অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে গমন করিয়া চতুর্থ দিবসে মধুপুরীতে উপনীত

হইল। তথায় তাহারা মহাত্মা শত্রুঘ্নসমীপে লক্ষ্মণবিসর্জ্জন, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, নাগরিকগণের রামানুগমনবাসনা, লব ও কুশের অভিষেক, বিন্ধ্যপর্ব্বতসমীপে কুশাবতী ও শ্রাবস্তী নামক দুইটী নূতন নগরসন্নিবেশ, কুশাবতীতে কুশকে ও শ্রাবস্তীতে লবকে প্রেরণ, অযোধ্যা বিজন করিয়া রামচন্দ্র ও ভরতের স্বর্গগমনোদ্যোগ ইত্যাদি বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া কহিল, "মহারাজ! আপনি এক্ষণে সত্বর হউন্।"

এই বলিয়া দূতগণ বিরত হইলে শত্রুঘ্ন তাহাদের মুখে আসন্ন কুলক্ষয়ের কথা অবগত হইয়া পুরোহিত কাঞ্চন ও প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত আপনারও স্বর্গগমনাভিলাষ জানাইলেন। অনন্তর তিনি কুমারদ্বয়ের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ধন, ভৃত্য, বল, বাহনাদি সমস্ত দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক ভাগ জ্যেষ্ঠ তনয় সুবাহু ও দ্বিতীয় ভাগ কনিষ্ঠ শত্রুঘাতীকে প্রদান করিলেন। অনন্তর সুবাহুকে মথুরা এবং শত্রুঘাতীকে বৈদেশের আধিপত্যে স্থাপন করিয়া স্বয়ং একমাত্র রথারোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্ন প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিমান সূক্ষ্মদুকূলধারী রামচন্দ্রকে অক্ষয় মুনিগণের সহিত উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতৃবৎসল শত্রুঘ্ন ভক্তিভাবে রামচন্দ্রের চরণবন্দন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্য! আমি পুত্রদ্বয়ের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন ও তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ নগরের আধি-

পত্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনার অনুগমনে কৃতসংকল্প হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। দেব! আপনি আর আমাকে অন্যরূপ আদেশ করিবেন না। আর্য্য! আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার অভিপ্রেত নহে।" শত্রুঘ্নের মনোগত ভাব অবগত হইয়া রামচন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

রামচন্দ্রের মুখ হইতে "তথাস্তু" এই বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই কামরূপী ঋক্ষ ও বানরগণ সুগ্রীবের সহিত এবং রাক্ষসগণ বিভীষণের সহিত ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে দেব, ঋষি গন্ধর্ব্বাদি সকলেই স্বর্গগমনোন্মুখ রামচন্দ্রকে দর্শনাভিলাষে তথায় উপনীত হইলেন এবং কহিলেন, "দেব! আমরা সকলে আপনার অনুগমনার্থ উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান্, তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, আপনি আমাদের উপরি যমদণ্ড বিনিপাতিত করিলেন।" তৎকালে রামচন্দ্রের প্রিয়সখা সুগ্রাব কহিলেন, "সখে! আমি কপিরাজ্যে অঙ্গদকে অভিষেকপূর্ব্বক তোমার অনুগমনার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া আসিলাম।" রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলের বাক্যের অনুমোদন করিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, "সখে! যাবৎকাল প্রজালোক জীবিত থাকিবে, তাবৎকাল তুমিও জীবিত থাকিবে। যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে এবং যাবৎ আমার চরিত লোকে কীর্ত্তিত হইবে, তাবৎ লঙ্কার রাক্ষসগণের উপরি তোমারও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এক্ষণে তুমি মিত্রতার

অনুরোধে আমার একটী আদেশ প্রতিপালন কর; তাহাতে আর অসম্মত হইও না। তুমি লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাক। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, তুমি নিয়ত জগৎপ্রভু ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতের আরাধনা করিও। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও উপাস্য।" ধীমান বিভীষণ এই বাক্যে সম্মত হইলে রামচন্দ্র হনূমানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি পূর্ব্বেই পৃথিবীবাসের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছ; এক্ষণে স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইও না।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে হনূমান হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! যাবৎ ভূমণ্ডলে আপনার পবিত্র চরিত কীর্ত্তিত হইবে, তাবৎ আমিও আপনার আদেশানুসারে পৃথিবীতে অবস্থিতি করিব।" পরে রামচন্দ্র ব্রহ্মাতনয় বৃদ্ধ জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকেও ঐরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। এইরূপে পাঁচজনকে কলির শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীবাসের আজ্ঞা দিয়া তিনি অন্যান্য ঋক্ষ ও বানরগণকে কহিলেন, "যদি তোমাদের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমার অনুগমন করিতে পার।"

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের সরযূতীরে গমন।

রজনী প্রভাত হইলে পদ্মপলাশলোচন বিশালবক্ষ রামচন্দ্র কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠকে কহিলেন, "ভগবন্! অগ্রে দ্বিজগণের সহিত প্রদীপ্ত অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় আতপত্র মহাপথে প্রস্থাপিত হউক।"

রামচন্দ্র এই বলিয়া বিরত হইলে বসিষ্ঠদেব মহাপ্রাস্থানিক বিধি অনুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সূক্ষ্ম বসন পরিধান ও হস্তে কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পথস্থিত পদার্থসমূহ হইতে দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক একমাত্র পরব্রহ্ম বিষয়ক মহামন্ত্র হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সরযূ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণদিকে কমলহস্তা শ্রী, বামে পৃথ্বী এবং পুরোভাগে হ্রীদেবী গমন করিতে লাগিলেন। শর, শরাসন ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিল। চতুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সর্ব্বরক্ষিণী গায়ত্রী, ওঙ্কার, বষট্‌কার ও মহর্ষিগণ সকলেই রামচন্দ্রের অনুগমন পূর্ব্বক অনাবৃত স্বর্গদ্বারাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা ভরত ও শত্রুঘ্ন অগ্নিহোত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরচারিণী

বালবৃদ্ধ কিঙ্কর কিঙ্করী ও বর্ষবরগণকে সঙ্গে লইয়া অগ্রজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সরযূতীরাভিমুখে চলিলেন। অমাত্যগণ ও প্রকৃতিবর্গ সকলেই হর্ষভরে পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল। ঋক্ষ, বানর ও নিশাচরগণ স্নানান্তে হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রের অনুসরণ করিল। অগণ্য কপিগণের শীঘ্র গমন চেষ্টায় পরস্পরের দেহঘর্ষণজনিত মহান কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইল। ঐ মহাপ্রস্থানে গ্রামবাসী, নগরবাসী এবং ভূতল ও অন্তরীক্ষবাসী জঙ্গম ও স্থাবর সকলেই রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল। যাহারা কেবল দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিল তাহারাও অবশেষে ঐ মহান জনপ্রবাহে মিলিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। তৎকালে ঐ অসংখ্য জনগণের মধ্যে কেহই দীন, লজ্জিত বা দুঃখিত লক্ষিত হয় নাই। সকলেই হৃষ্ট, সকলেই উৎসুক ও সকলেই একাগ্রচিত্ত। এইরূপে তির্য্যকজাতি পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের অনুগমন করাতে তৎকালে সমস্ত অযোধ্যা এককালে প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িল।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র সার্দ্ধযোজন পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূ দেখিতে পাইলেন এবং ক্রমে অনুচরগণসমভিব্যাহারে উহার তীরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। এদিকে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণে পরিবৃত হইয়া শতকোটী দিব্য বিমান সহিত তথায় সমাগত হইলেন। তৎকালে সমগ্র নভোমণ্ডল পুণ্যাত্মা দীপ্তিমান্ স্বর্গিগণের দেহোত্থিত কিরণজালে ব্যাপ্ত হওয়াতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। দেবগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বদিগের শত শত তূর্য্যনিনাদে দশদিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর রামচন্দ্র পদব্রজে সরযূসলিলে অবতরণ করিলেন। তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিষ্ণো! অদ্য তোমার মানুষ দেহ পরিত্যাগের কাল উপস্থিত; তোমার মঙ্গল হউক। দেব! অদ্য আবার বহুকালের পর স্বকীয় ধামে আগমন কর। অদ্য তোমার দেবসদৃশ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত পুনরায় স্বীয় বৈষ্ণবী তনু আশ্রয় কর। প্রভো! তোমার বৈষ্ণবী তনু এবং বিশ্বব্যাপিনী শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ সনাতন আকাশতনু এই উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে যাহাতে অভিলাষ

হয় তাহাতেই প্রবেশ কর। দেব! তুমিই লোকের গম্য, অচিন্ত্য, অতিমহদ্ভূত অক্ষয় ও অজর। তোমার পূর্ব্বপরিগ্রহ বিশালনয়না মায়া ব্যতীত আর কেহই তোমার স্বরূপ অবগত নহে।"

ভগবান চতুর্মুখ পিতামহ এই বলিয়া বিরত হইলে, ধীমান রামচন্দ্র বৈষ্ণবী তনু গ্রহণই স্থির করিয়া অনুজগণের সহিত সশরীরে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সেই বিষ্ণুময় দেবের পূজা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেব, দেবর্ষি, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, অপ্সর, দানবাদি সকলেই প্রীতিভরে দেবদেব বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! এতদিনে ত্রিদিবপুরীর মনস্কাম পূর্ণ হইল; এতদিনে ইহা নির্দ্দোষ হইল।"

অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন, "ব্রহ্মণ! আমার এই অনুযায়িগণ আমার প্রতি প্রীতিবশত সাংসারিক ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আমারই নিমিত্ত দেহত্যাগ করিতেছে। ইহারা আমার পরম ভক্ত। এক্ষণে যাহাতে ইহাদের অনুরূপ ফললাভ হয় এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন্।" নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ কহিলেন, "ইহারা সকলে অবশ্যই সন্তানকলোক লাভ করিবে। যদি কোন প্রাণী তির্য্যক্‌যোনিসম্ভূত হইয়াও কোন পদার্থে বিষ্ণুত্ব আরোপণ পূর্ব্বক নিরন্তর তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকে এবং ভক্তিসহকারে জীবন বিসর্জ্জন করে, সে পরমপাবন ব্রহ্মলোকভূত সন্তানকলোক প্রাপ্ত হয়।"

পিতামহের বচনাবসানে রামচন্দ্রের অনুগামী পৌর ও জানপদবর্গ, ঋক্ষ, বানর প্রভৃতি তির্য্যক্‌গণ এবং অন্যান্য স্থাবর ও জঙ্গমগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গোপ্রতরাভিধেয় সরযূতীর্থে অবতরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিল। অবিলম্বে তাহারা স্ব স্ব কলেবর পরিত্যাগ ও দীপ্তিমান পরম রমণীয় দেববপু লাভ করিয়া স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিতে লাগিল। ঋক্ষ ও বানরগণ পূর্ব্বে যে যে দেবাংশে উৎপন্ন হইয়াছিল পুনরায় সেই সেই দেবে গিয়া মিলিত হইল। কপিরাজ সুগ্রীব সর্ব্বসমক্ষেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

ভগবান পিতামহ এইরূপে সকলকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া হৃষ্ট দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম সর্গ।

রামায়ণের মাহাত্ম্য।

এইরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণু পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বৈকুণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তথায় দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ নিত্য পবিত্র রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান অবধি সুরম্য অযোধ্যাপুরী শূন্য পতিত রহিল। বহুকাল অতীত হইলে তথায় ঋষভনামা এক নরপতি আধিপত্য করিবেন।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত পরম পবিত্র ব্রহ্মপূজিত এই রামায়ণ কাব্য এতৎ পরিমিত।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে এই আয়ুষ্কর ভাগ্যবর্দ্ধন পাতকনাশন বেদোপম রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করাইবেন। ইহার একটীমাত্র পদ পাঠ করিলে পুত্রহীনের পুত্র লাভ, ধনহীনের ধন লাভ এবং পাপীর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। যে সকল মানব নিত্য পাপপরায়ণ, তাহারাও ইহার একটীমাত্র শ্লোক পাঠ করিলে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি এই রামায়ণ পাঠ করিবে তাহাকে হিরণ্য, বস্ত্র ও ধেনু দান করিবে। যেহেতু পাঠক তুষ্ট হইলে দেবগণ তুষ্ট হয়েন। রামায়ণ পাঠ করিলে নরগণ পুত্রপৌত্রাদি সহিত ইহ ও পরলোকে পূজিত হয়েন! যিনি সমাহিত-চিত্তে ত্রিসন্ধ্যায় এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদিকাব্য পাঠ করেন, তিনি কদাচ অবসন্ন হয়েন না।

শ্রবণ বিধি।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি রামায়ণ শ্রবণান্তে কাঞ্চনরত্নখচিত কিঙ্কিণীজালনাদিত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত ক্ষৌম্যপতাকাশোভিত রথ দান করিবেন। অনন্তর পয়স্বিনী ধেনু দান পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। এই পরম পবিত্র আদিকাব্য শ্রবণ করিয়া পাঠককে কাঞ্চন, ধেনু, বিবিধ বসন, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়, শয্যা, আসন, পাদুকা, ছত্র, কমণ্ডলু, অন্ন, তাম্বুল এবং লেহ্য, চোষ্য প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য ও ভূমি দান করিবে। এই রামায়ণ কাব্যের অধ্যায়মাত্র শ্রবণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রামায়ণ শ্রবণ করিলে প্রয়াগ কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ পর্য্যটন, গঙ্গাদি নদীতে স্নান ও নৈমিষারণ্য ভ্রমণের ফললাভ হয়। সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রতীর্থে কাঞ্চনরাশি প্রদান ও রামায়ণ শ্রবণ উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে ও শ্রদ্ধাসহকারে এই পরম পাবন রামচরিত কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করিয়া থাকেন। ইহার শ্রবণে নিঃসন্দেহ পুত্র, কলত্র ও ধনবৃদ্ধি হয়। অতএব ধর্ম্মাত্মাগণের এই রামচরিত অবশ্য শ্রোতব্য।

রামচন্দ্র, রামানুজ লক্ষ্মণ, জানকী, ভরত, শত্রুঘ্ন, ও সুগ্রীবের চরণে বারংবার প্রণাম করি। যে পবননন্দন হনুমান রামনাম শ্রবণমাত্রেই মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বাষ্পবারি

বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রণত হয়েন, তাঁহাকেও প্রণাম করি। যিনি রাম, রামচন্দ্র, রামভদ্র, বেধা, রঘুনাথ, নাথ ও সীতাপতি তাঁহাকে নমস্কার।

এক্ষণে লেখক, পাঠক, শ্রোতা ও পার্থিবগণের মঙ্গল-লাভ হউক।

সমাপ্ত।